আমাদের

জাতীয় বিজ্ঞান।

সহধর্ম্মিনী ও স্বামী।

প্রথম ভাগ।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীবেণীমাধব দাস কর্ত্তৃক
বিরচিত।

১। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"
২। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"
৩। "সমানা ন আকুতিঃ সমানাম্নি হৃদয়ানি নঃ।
সমানমস্তু নো মনো যথা নঃ সুসহাসতি॥"

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
ইণ্ডিয়া প্রেস ১০০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
১২৯৫।
মুল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

এই ভাগের দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

অশুদ্ধ শোধন।

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, হস্তলিপির জঘন্যতা বশতঃ এবার পুস্তকে অনেক বর্ণাশুদ্ধি থাকিয়া গেল। পাঠিকা ও পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন এবং নিম্নলিখিত আবশ্যকীয় অশুদ্ধগুলি শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

অশুদ্ধ,	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা—পংক্তি
লোকের	গোরুর	১৮—২৮
অধিক	আধ	৪৬—১৫
পাই	পাইতে	৫০—২২
২য় কোনই	সর্ব্ব	৮০—৫
পাত্র	পাত্রী	৮২—১৬
অন্য	অর্থ	১১১—১৭
তু হইবে	হইবে	১২৪—১৮
মি	তুমি	ঐ—ঐ
হইত	ততই	১২৬—৬
সাঙ্গরা	সঙ্গীরা	১৫৭—৫
প্রালাপ	আলাপ	ঐ—৭
কুযোগ	সুযোগ	১৬০—১১
ঘবেরে	অরেরে	১৬৩—৬
প্রত্যেকে	——	১৭২—২০
খাবার	খরচ	১৮৭—১৪
মত	অপেক্ষা	২৪৩—১০
——	এবং "স্নিগ্ধজন সংবিভক্তং হি দুঃখম্ সহ্যবেদনং ভবতি।"	২৫০—৬
হয়	হইত	৩০৩—২৭
আছে	ছিল	ঐ—২৮
নহে	ছিলনা	৩০৫—১৭
যদো ইনা	দোষ নাই	৩[illegible]—২৮

সূচী পত্র।

উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ সেন

শ্বশুর মহাশয় পূজ্যপাদেষু-

পিতঃ,

কখন যে আমার মাতা পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা আমার মনে হয় না, কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে, আপনার জামাতা হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই, আমাকে স্বীয় পরিবার মধ্যে রাখিয়া প্রকৃত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। আপনি যে আমাকে কি প্রকার চক্ষে দেখেন, একটী মাত্র কথাতেই তাহা এখনই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারি ;—আপনার পুত্র অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল না বাসিলেও, তাহার অপেক্ষা আমাকে কোনই অংশে কম ভাল বাসেন না ; বয়সানুসারে আমাকে জ্যেষ্ঠ, স্বীয় পুত্রকে কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞান করেন। কিন্তু আমি আপনাকে কি প্রকার ভাল বাসি, আমি আপনাকে কি প্রকার ভাল বাসিতে পারি, কোন কথাতেই তাহা কখনই নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতে পারি না, কারণ, আপনি কি প্রকার ব্যক্তি, ইহা প্রকৃত না জানিলে ত আর আপনাকে প্রকৃত ভাল বাসিতে পারি না! ঐ যে একটি গানে আছে—

"তোমারই তুলনা তুমি হও, এ মহীমণ্ডলে"

—ইহাই আপনার পক্ষে আমার স্থির বিশ্বাস। আপনিই আমার পিতৃস্থানীয়।

সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টপদার্থের মধ্যে যাহা আমাদের ভাল লাগে, যেমন সুন্দর ও সুগন্ধী পুষ্প চন্দনাদি, রোগ নিবারক বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র, স্বাস্থ্যজনক নদীর জল, এবং নয়ন প্রীতিকর দূর্ব্বাদল ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে পূজা করিলেই, যদিও আমাদের কোনই উপকারের অত্যল্পমাত্র সম্ভাবনা, তথাপি যদি হৃদয় শক্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহারই

দ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে পূজা করি, তবে আপনারই কৃত এই গ্রন্থ দ্বারা আপনাকে অবশ্যই পূজা করিতে পারি; এ প্রকার পূজা করিলে অবশ্য কখনই প্রশংসা নাই, কিন্তু এ প্রকার পূজা না করিলে অনেক সময় নিন্দার বিষয়।

যদি জিজ্ঞাসা করেন এ গ্রন্থ আপনার কৃত হইল কি প্রকারে? তবে ইহার সহজ উত্তর এই;—অপনার প্রকৃত স্বাধীন চিত্ততা প্রকৃত সদাশয়তা এবং প্রকৃত উদারতাই, এই গ্রন্থ লিখিবার একমাত্র মূলীভূত কারণ।

আর একটি কথা: যিনি যে প্রকার কার্য্য করেন, তাহা অবাস্তবিক নৈতিক কার্য্যই হউক, আর বাস্তবিক সাংসারিক, কার্য্যই হউক, তাঁহার বিশ্বাসানুযায়ী তিনি সেই কার্য্যানুরূপ ফল ভোগ করুন আর নাই করুন, অন্ততঃ তাঁহার সেই প্রকার কার্য্য ফল, ভোগ করা কর্ত্তব্য ও যুক্তিসিদ্ধ; এই গ্রন্থ আপনার একটি কার্য্যের ফল, আমার প্রতি আপনার ব্যবহারের ফল; গ্রন্থ ভালই হউক আর মন্দই হউক, এ ফল ভোগ করা আপনার কর্ত্তব্য, এ ফল ভোগ করিতে আপনি বাধ্য।

আর—

"চিত্রেছ যে ছবি পিতঃ এ হৃদয়স্থলে
মোছে তারে হেন কার নাহিক শকতি" ইতি।

প্রণত

শ্রীজামাতা।

ভূমিকা।

সন ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসে একটি চাকরি পাইয়া কলিকাতায় যাই, ১০ মাস পরে ঐ সালের মাঘ মাসের শেষে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চারি মাসকাল স্থানান্তরে থাকিয়া, ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বাড়ী ফিরিয়া আসি।

ইহার পূর্ব্বেও বোধকরি ৩। ৪ বার কলিকাতায় যাই, কিন্তু প্রত্যেক বারেই ২। ১ দিনের জন্য মাত্র। ঐবার দীর্ঘকাল দশ মাস কলিকাতায় থাকি। সপ্তাহের মধ্যে রবিবার ছুটি; শনিবারে ১০ টা হইতে ২ টা পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য পাঁচ দিন ১০ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত চাকরিতে যাইত, সুতরাং অনেক সময় থাকিত। ইহা ব্যতীত চাকরির সময়ের মধ্যে বড় জোর গড়ে প্রত্যহ ২। ৩ ঘণ্টা মাত্র খাটিতে হইত। সুতরাং আমার আরও অনেক সময় থাকিত। ভালই বলুন আর মন্দই বলুন, আমি কখনই অমিশ্রিত বকাম ভাল বাসিনা, এজন্য আমাকে অনেকেই "শুষ্ক মনুষ্য" এবং "জ্যেঠা" বলিতেন। একদিকে পশ্বালয়, যাদুঘর; মনুমেণ্ট, গড়; গঙ্গাতীর, ইডেন উদ্যান; হাইকোর্ট, টাউনহল; অপর দিকে, ঘোড়দৌড়, ঘোড়ার নাচ; অভিনয় (আমাদের ও সাহেবদের) এবং বেশ্যালয় পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য মহানগরীর ন্যায়, কলিকাতা মহানগরীর সুবিখ্যাত ও কুবিখ্যাত স্থান ও কার্য্য সমূহ দেখিতে ও বক্তৃতা প্রভৃতি শুনিতে আমার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত; পশ্বালয় প্রভৃতিতে ৫। ৭ বার, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে ২। ৩ বার, বেশ্যালয়ে ২ বার গিয়াছিলাম এবং বক্তৃতা গড়ে সপ্তাহে দুই বার শুনিয়াছিলাম; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রমশঃ আমার মনের মধ্যে এক প্রকার ভাবের উদয় হয়; শিক্ষা, বক্তৃতা এবং কলিকাতার উপর পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, এখন সেই ভাবের সমূহ পরিবর্ত্তন হইয়া শোচনীয় ভাব উপস্থিত হয়।

বলিয়াছি যে সন ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে বাড়ী ফিরিয়া আসি; কোন একটী সাংসারিক কার্য্যে ঐ সাল কাটিয়া যায়। সন ১২৮৮ সাল হইতে সন ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত, যখন যেখানে যে কোন অবস্থাতেই ছিলাম, উল্লিখিত শোচনীয় ভাব, সেই আরব্যউপন্যাসে বর্ণিত স্কন্ধারোহী খঞ্জ মনুষ্যের ন্যায়, আমাকে পীড়িত করে, আমি মানসিক পীড়িত হই। যে সকল মানসিক পীড়া প্রকাশ করিলেই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা, আমার মানসিক পীড়া সেই প্রকারের বোধ হইল। "জাতীয় বিজ্ঞান" নামক পুস্তক লেখা স্থির সংকল্প করিয়া ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসেই উহা লিখিতে আরম্ভ করিলাম, "জাতীয় বিজ্ঞান" ইহার সহিত আমার ক্ষমতার বিলক্ষণ ন্যূনাধিক্য বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু পশ্চাৎ পদ হইব না স্থির করিয়া, ঐ বিজ্ঞানকে "সহধর্ম্মিণী ও স্বামী," "মাতা ও পিতা" এবং "পুত্র" এই ৩ ভাগে, শ্রম ও কার্য্যকে বিভক্ত করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম এবং দশ মাসের মধ্যে অর্থাৎ সন ১২৯০ সালের মাঘ মাসে প্রথম ভাগ শেষ করিলাম।

এখন এই "সহধর্ম্মিণী ও স্বামী" প্রকাশ করিব কি না, স্থির করিতে না পারিয়া "মাতাওপিতা" লিখিতে আরম্ভ করিলাম; অবশ্য ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সাংসারিক কার্য্যও চলিতে লাগিল; সাংসারিক কার্য্যে অধিক অভ্যস্ত হইতে লাগিলাম, লেখা হ্রাস হইতে লাগিল এবং "মাতা ও পিতা" লেখা ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া সাংসারিক কার্য্যেই সমস্ত মস্তিষ্ক ও হৃদয় লাগিয়া গেল! এই পরিবর্ত্তন আমার অজ্ঞাতসারে হয় আমি তাহার কিছুই টের পাই নাই!

বিগত পত্নীক শ্বশুর মহাশয় একাকী বিদেশে থাকেন, আমি বাড়ীতে থাকি; এ প্রকার অবস্থায় ত উভয়ের মধ্যে পত্রাদি লেখালিখী থাকিবারই কথা! আমাদের মধ্যে মাসে গড় ৩। ৪ খানি করিয়া পত্র লেখা অভ্যাস। কোন না কোন উপদেশ বিহীন পত্র আমি কখনই শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে পাই নাই; তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "অর্থোপার্জ্জন দ্বারা বাহ্যিক উন্নতি লাভ করা বাঞ্ছনীয় হইলেও মানসিক উন্নতি লাভ করা অত্যাবশ্যকীয়," পত্র অবশ্য ইংরে-

জীতে লেখা হইত কিন্তু সেই পত্রের উহাই মর্ম্ম। এখন আমার চৈতন্য হইল! আমার বিপরীত পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলাম, লজ্জিত হইলাম! এখন আবার দ্বিগুণ উদ্দমের সহিত লিখিতে লাগিলাম; কিন্তু দেখিলাম, নানাপ্রকার বিষয় লইয়া নানাপ্রকার প্রকাশ্য অন্দোলন হইতে লাগিল; আমি যে নামের গ্রন্থ লিখিয়াছি ও লিখিতেছি, সেই নামের মত গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল; কিন্তু ঐ সকল পুস্তক পড়িব না প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার বিষয় আমি লিখিতেই লাগিলাম। প্রথমভাগ খানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হওয়াতে, উহার হস্তলিপি পুনরায় দেখিতে লাগিলাম, স্থানে স্থানে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করিলাম। ইতিমধ্যে এই প্রকার বিষয়েরই কোন লেখকের নামে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইল; এপর্য্যন্তও আমি ঐ পুস্তকখানি দেখিলাম না, আমার পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া এই খানি দেখিব স্থির করিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে আমার খানি প্রকাশ করিতে যত্নবান হইলাম। "জাতীয় বিজ্ঞান" এর "সহধর্ম্মিণী ও স্বামী" নামক প্রথম ভাগ, দুই খণ্ডে প্রকাশ করিলাম।

লোকে, গ্রন্থের দুই প্রকার গুণ দেখিয়া থাকেন, আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক; আভ্যন্তরিক গুণ দুইটী; বিষয় ও লিখিবার ধরণ এই দুইটি গুণ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা "অনুরোধ" এ কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম; বাহ্যিক গুণও দুইটি, মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ; পাঠিকা ও পাঠকগণের, বিশেষতঃ পাঠিকাগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার মানসে, গ্রন্থের সুলভ মূল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ঐ ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাধ্য বাহ্যিক গুণের উন্নতি সম্বন্ধেও সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি।

জাতীয় বিজ্ঞান।

—————:০ ০ ০:—————
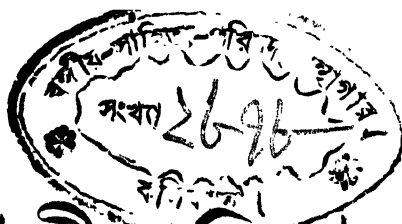
পূর্ব্বাভাস।
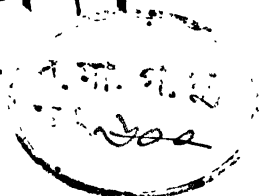
১ম আভাস। এক দিন কোন উদ্দেশ্যে অভিধানে কোন একটি শব্দের অর্থ দেখি; দেখি যে তাহার অনেক অর্থ; আবার ঐ প্রত্যেক অর্থেরও দেখি যে নানা অর্থ; এইরূপ অর্থ দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, অভিধানের প্রায় সমস্ত পৃষ্ঠাও দেখা হইয়া গেল, তথাপি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না; ভাবিলাম বুঝি প্রত্যেক শব্দের সহিত প্রত্যেক শব্দেরই কোন না কোন সংশ্রব আছেই! "জাতীয় বিজ্ঞান" লিখিব, কিন্তু উহাতে যে কত বিষয় আছে ও কত বিষয় থাকিবে এবং কত বিষয় থাকিবার কথা, তাহার ইয়ত্তা হইতে পারে না; জাতীয় বিজ্ঞানের বিস্তৃতি এবং আমার ক্ষমতার সংকোচতা বিলক্ষণ বুঝিলাম।

২য় আভাস। কেহ কেহ বলেন জাতি একটি বৃহৎ অট্টালিকা; সমাজ তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ, পরিবার তাহার ভিত্তি, পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ ঐ ভিত্তির ইষ্টক। উপমাটী মন্দ নহে, কিন্তু একটি কথা আছে; ব্যক্তি বিশেষ দেখিলে বা জানিলে, অনেক সময় পরিবার বুঝিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু ইষ্টক বিশেষ দেখিলে কি কখন অট্টালিকার ভিত্তি বুঝিতে পারা যায়! ব্যক্তি বিশেষ দেখিলে অনেক সময়ে সমাজ ও জাতি বুঝিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু ইষ্টক বিশেষ দেখিলে কি কখন প্রকোষ্ঠ বা অট্টালিকা বুঝিতে পারা যায়। এক দিন এই প্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে একটি হাস্য জনক গল্প মনে হইল, গল্পটী অতি সংক্ষেপে এই;—কোন ব্যক্তি তাঁহার অট্টালিকা বিক্রয় করিবার মানসে অট্টালিকা হইতে একখানি ইষ্টক খসা-

ইয়া লইয়া গ্রাহকগণকে দেখাইলে, তাঁহারা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন! তবেই বোঝা গেল, উপমাটী ভাল নয়। মোটামুটি একটি মাত্র কথা বলিতে চাই; জাতীয় উন্নতিই আবশ্যক; সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই উন্নত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনেক বিষয় নূতন নূতন শিখিতে হইবে, পূর্ব্বশিক্ষার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, পূর্ব্ব শিক্ষাও অনেক ভুলিতে হইবে; প্রথমে পরিবর্ত্তন পরে উন্নতি; সুতরাং প্রত্যেককে পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে, অবনতির জন্য না হইয়া উন্নতির জন্যই পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে। অনুসন্ধান চাই, সতর্কতা চাই, সাহস চাই, স্বার্থপরতার অভাব চাই, ভীতিমূলক সন্দিগ্ধ চিত্ততার অভাব চাই। সময় ও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং হইবে, সময় ও অবস্থার গতিরোধ করিতে কাহারই কোন সাধ্য নাই।

৩য় অভাস। জাতি কি? সমাজ সমষ্টি; সমাজ কি? পরিবার সমষ্টি; পরিবার কি? কর্ত্রী ও কর্ত্তার অধীনে পুত্র পৌত্রাদির সমষ্টি; পরিবারস্থ কন্যা ও পুত্রগণই সময়ে কর্ত্রী ও কর্ত্তা হন; সুতরাং জাতি বলুন, সমাজ বলুন, পরিবার বলুন, এই কন্যা পুত্রই সকলের মূল! এই কন্যাপুত্রের উন্নতি অবনতির উপর, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি অবনতির উপরই, পরিবারের, সমাজের ও জাতির, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি অবনতি। কিন্তু কন্যাপুত্রের মানসিক ও শারীরিক উন্নতি অবনতি কাহার হাতে? প্রধানতঃ মাতার হাতে, তৎপরে পিতার হাতে তৎপরে অপরাপর ব্যক্তিগণের এবং নানাপ্রকার অপরিত্যজ্য ঘটনাবলির ও অবস্থাবলির হাতে। তবেই প্রধানতঃ মাতারই ক্রোড়ে ভাবী পরিবার, ভাবী সমাজ, ভাবী জাতি, ভাবী জগৎ; তাই মাতা "স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

পাঠিকা ও পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ।

কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে লেখা অপেক্ষা পড়ায় বিপদ ও অসুবিধা বেশী, ইহা কখন কখন সত্য তাহা বুঝিতে পারি! "ভূমিকা"

পড়িলেন,পূর্ব্বাভাস পড়িলেন, এখন আবার "অনুরোধ" পড়িতে হইবে! আর পুরোভাগে ত তিন ভাগ পুস্তক, যাহার প্রথম ভাগ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইল! কিন্তু দেখিয়াছি যে বাধ্য বাধকতা থাকিলে, কখন কখন ঐ কথায় যে বলে, অনুরোধে ঢেঁকি গিলিতে হয়; এই সামান্য নীচ কথাটির ব্যবহারে দোষ দেখিলে ক্ষমা করিবেন। আপনারা ভাবিতে পারেন যে আপনাদের সহিত আমার কোনই বাধ্য বাধকতা নাই, সুতরাং এ ধৃষ্টতা কেন? কিন্তু আমি ত দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে বেশ বাধ্য বাধকতা রহিয়াছে; ঠিক না হউক, অন্ততঃ কতকটা ভগিনী ভ্রাতা ও মাতাপিতার মত বাধ্য বাধকতা,ইহাই আমার বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের জোরেই অনুরোধ করিতেছি, অনুরোধ রক্ষা করিবেন না?

দেখুন, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই এক দিকে, পদদলিত দুর্ব্বাদল ও ধুলিকনা হইতে অত্যুচ্চ শালবৃক্ষ ও গগণ ভেদী পর্ব্বত; সংকীর্ণ কুপ হইতে অসীম সমুদ্র; অপর দিকে পিপীলিকা হইতে হস্তী, ও লৌহ হইতে স্বর্ণ পর্য্যন্ত আবশ্যকীয়। এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান অসীম বাহ্যিক জগৎ, এবং ইহা ব্যতীত অদৃশ্য অসীম অন্তর্জগৎ জাতীয় বিজ্ঞানের মধ্যে! আর বলিতে হইবে না—দেখুন একবার ব্যাপারটী কি প্রকার সুমহৎ বিস্তৃত! ইহা ত আপনারা প্রত্যেকেই বেশ জানেন, কিন্তু আমার সংকুচিত ক্ষমতার বিষয় কেহই জানেন না, কেবলমাত্র আমিই তাহা জানি! এখন কথা হইতেছে যে, এই সামান্যতম ক্ষমতা দ্বারা ঐ অসামান্যতম ব্যাপার কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে! আমার পক্ষে ইহা বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার মত বলিতে পারি না, কারণ চন্দ্রস্পর্শ,বামন কেন? কেহই করিতে পারেন না! এপর্য্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বেশ বলা যায়, যে কাহারই কোনই সাহায্য লইয়াও কেহই কখনই চন্দ্রস্পর্শ করিতে পারিবেন না! তবে আমার পক্ষে ইহা পঙ্গুর পর্ব্বতারোহণের মত হইতে পারে; কিন্তু পঙ্গু স্বয়ং কোনই চেষ্টা দ্বারা পর্ব্বতারোহণ করিতে পারে না, সত্য; কিন্তু সে হয় অপর কোন ব্যক্তির, না হয় অপর কোন ব্যোমযানবৎ পদার্থের সাহায্য লইয়া, নিশ্চয়ই পর্ব্বতারোহণ করিতে পারে। তাই একটী অনু-

রোধ, আপনারা সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করিবেন, পর্ব্বতের উপর লইয়া যাইবার জন্যই সাহায্য করিবেন, গ্রন্থে কত ভ্রম প্রমাদ নিশ্চয়ই থাকিবে, মিত্রের ন্যায় সেই সকল সংশোধন করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। গ্রন্থে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবেশিত করিলে ভাল হইতে পারে, কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবেশিত না করিলে ভাল হইতে পারে, সে বিষয় আপনাদের পরামর্শ একান্ত আবশ্যক।

"জাতীয় বিজ্ঞান" যে লিখিব ইহা স্থির সংকল্প; কিন্তু ভাবিলাম যে সংক্ষেপে লিখি, কি সবিস্তারে লিখি, দুইটাই মন্দ, দুইটাই সমান মন্দ—কারণ দুইটিতেই সমান গোলযোগ ও অসুবিধা সুতরাং সমানই বিপদ! যাহাই হউক স্থির করিলাম যে কথঞ্চিৎ বিস্তাররূপে লেখাই ঐ দুইটী মন্দের মধ্যে ভাল। সুতরাং পুস্তকের আকৃতি সম্বন্ধে যে-অপরিহার্য্য দোষ ঘটিল, অনুরোধ সে দোষ ক্ষমা করিবেন।

গ্রন্থে যত বিষয় লিখিত হইল, তাহার অনেকগুলি যথার্থ ঘটনা, এমন কি গল্পচ্ছলেও যথার্থ বিষয় লিখিয়াছি, কিন্তু যথার্থ বিষয় অনেক সময়ে নীরস ও কষ্ট দায়ক হয় তাহাও জানি; কিন্তু তাহাতে কোন হাত আছে কি না দেখা যাউক; যথার্থ বিষয় নীরস ও কষ্ট দায়ক হইবার এখানে ত দুই প্রকার মাত্র কারণ দেখিতেছি; এক প্রকার আমার নিজেরই দোষ—(১) মনের ভাব নিশ্চয়ই উপযুক্ত রূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই, নিশ্চয়ই লিখিবার মোহিনী শক্তিও আমার নাই; এই দুইটী বিষয়েই আমার দৃঢ় আন্তরিক বিশ্বাস। কিন্তু কথা আছে, ভাল করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা ও লিখিবার মোহিনী শক্তি থাকা উভয়ই নিশ্চয়ই অতীব প্রার্থনীয় গুণ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ দুইটাই কি কেবলমাত্র প্রার্থনীয় গুণ! আমি যদি আপনাদিগকে অপরিষ্কার স্বর্ণ দিই, তাহা কি আপনারা লইবেন না! নিজ গুণে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করিয়া ব্যবহার করিবেন না! আর যদি আমি পিত্তল গিল্টি করিয়াই দিই, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করিয়াই দিই, তাহাই পাইয়া কি আপনারা ভুলিয়া যাইবেন! মুগ্ধ হইবেন!! স্বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন!!! মনে করিবেন যে কথাটী বড় দম্ভের হইল, আমি বলি দম্ভের কথা নয়

আমার বিশ্বাসের কথা, সরল বিশ্বাসের কথা; যদি অপরিষ্কার স্বর্ণ না পান, ত্যাগ করিবেন, কিন্তু মনে রাখিবেন, অপরিষ্কার স্বর্ণই দিব, ইহাই আমার ইচ্ছা, ইহাই আমার বিশ্বাস; গিল্টিকরা পিত্তল দিব, ইহা কদাচ আমার ইচ্ছাও নহে বিশ্বাসও নহে; যদি কেহ স্বর্ণ পাইবার আশায় আশ্বসিত হইয়া পিত্তলই পান, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন, বুঝিব যে ভ্রান্ত মনুষ্য, আমার বিশ্বাস ভ্রমসংকুল, ভ্রমসংকুল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আশা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু তথাপিও আমি আরও একটী কথা বলিতে পারি,—যাহা পাইলেন, আমি জানি তাহা অপরিষ্কার স্বর্ণ আপনি বলিতেছেন উহা পিত্তল! একটা মধ্যস্থ মানিয়া যাচাই করিবার কথাও ত বলিতে পারি। ইহাতে ধৃষ্টতা হইলে ক্ষমনীয়। ভাল বিষয় দিব, ভাল প্রস্তাব দিব, অনুরোধ, যে তাহা ত্যাগ করিবেন না। উপন্যাস নাটক লিখিতে জানিনা,উহা লিখিতে ইচ্ছাও নাই; উহা লিখিবনা। ইহাতে চিন্তা করিবার বিষয় থাকিবে, চেষ্টা করিবার বিষয় থাকিবে, কার্য্য করিবার বিষয় থাকিবে; চেষ্টা করিবার জন্য চিন্তার, কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টার বিষয় থাকিবে; নিজে চিন্তা করিবেন, অপরের হৃদয়েও সেই চিন্তা-শক্তির উত্তেজনা করিয়া দিবেন, নিজে চেষ্টা করিবেন, অন্যকেও চেষ্টা করিতে দিবেন ও বলিবেন, নিজে কার্য্য করিবেন অন্যকেও সেই কার্য্য করিতে শিক্ষা দিবেন; চিন্তা, চেষ্টা ও কার্য্য; চেষ্টার জন্য চিন্তা, কার্য্যের জন্য চেষ্টা—এইগুলি একই ব্যক্তিতে একই সময়ে চাই, একটী অভাব হইলেই দোষ ঘটিবে।—তাই অনুরোধ; লেখার দোষ ও পুস্তকের আকারের দোষ পরিত্যাগ করিয়া একবার পুস্তক খানি পড়িবেন।

পুনরায় দেখুন—(২) যথার্থ বিষয় নীরস ও কষ্টদায়ক জ্ঞান যে হয় সেই জ্ঞান কি সেই যথার্থ বিষয়ে? বিষয়ের যথার্থ্যে? কিম্বা সেই জ্ঞানটী আমাদেরই মধ্যে? দেখুন, ভালকে ভাল বলিলে সুখীও হই দুঃখীও হই! মন্দকেও মন্দ বলিলে সুখী হই, দুঃখী হই!! নিজের ভালকে ভাল বলিলে সুখী হই—অপরের ভালকে ভাল

বলিলেই দুঃখী হই! অপরের মন্দকে মন্দ বলিলেই সুখী হই, নিজের মন্দকে মন্দ বলিলেই দুঃখী হই! তবেই যথার্থ বিষয় নীরস ও কষ্টকর জ্ঞানের এই একটি কারণও দেখা গেল! আমাদের ঈর্ষা ও আত্মশ্লাঘাই ঐ কারণ; কিন্তু ঈর্ষা ও আত্মশ্লাঘা কি ভাল! উহা কি পরিত্যাগ করা ভাল নয়? অল্প অল্প কমাইয়া পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করা কি ভাল নয়! তবেই আর একটী অনুরোধ; ঐ দুইটী সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া কমাইবেন।

এক অতি মহাপণ্ডিত বলিয়াছেন, যে তিনি কখনই কোনই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পড়েন নাই! আবার অন্য এক অতিবড় বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যে যেমনই কেন পুস্তক হউক না; তিনি তাহা ৫ মিনিটের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার উপর মতামত প্রকাশ করিতে পারেন! আমাদের অধিকাংশেরই কি এক প্রকার স্বভাব হইয়াছে, যে বড়লোকে যাহা বলেন বা করেন, বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই তাহাই বলি ও করি! যাহা তাঁহাদের গুণের তাহা বড় ধরি না, কিন্তু যেটি তাঁহাদের দোষের, সেইটিরই সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্মরূপে অনুকরণ করি! তাঁহাদের কার্য্যও ক্ষমতার সহিত, আমাদের কার্য্যের ও ক্ষমতার একবার তুলনাও করি না! বড় লোকের কথাই হউক, আর সামান্য লোকের কথাই হউক, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যত করা যায় ততই ভাল, পড়িতে ভাল না লাগে এক কথা, আর পড়িব না, এক কথা! কিন্তু সকল বিষয়েই সহিষ্ণুতা চাই, শ্রম চাই; মানসিক ও শারীরিক; উভয় প্রকারই সহিষ্ণুতা ও শ্রম চাই। অনুরোধ, নিজে নিজে সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন।

আর একটি মাত্র কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। ঐ যে চেষ্টার কথা বলিলাম, তাহা একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। চেষ্টার পূর্ব্বেই অবশ্য চিন্তা অর্থাৎ মোটামুটি ধরুন, ইচ্ছা হয়; সকলেই সকল বিষয়েরই জন্য ইচ্ছা করিতে পারেন, কারণ ইচ্ছাকে কেহই আটকাইয়া রাখিতে পারেন না! কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ত হয় না! ইচ্ছাকার্য্যে

পরিণত করা চাই, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই ইচ্ছা করা চাই; ইহা অবশ্য একবার বলিয়াছি। ইচ্ছাকে কার্য্যোপযোগী করিবার পূর্ব্বে স্বীয় ক্ষমতা বোঝা চাই; কারণ ক্ষমতা সাধ্য ইচ্ছাই কার্য্যোপযোগী। কিন্তু স্বীয় ক্ষমতা ঠিক করা আবার কি প্রকার কঠিন, তাহা একবার দেখুন; এমন অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, ভাবিলাম ও বুঝিলাম; যে এই কার্য্যটি করিতে পারিব; কিন্তু করিতে গিয়া বিফল হইলাম, ক্ষমতার ক্রটী বুঝিলাম; আবার অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে ভাবিলাম ও বুঝিলাম এই কার্য্যটী করিতে পারিবনা, অথচ করিতে গিয়া সফল হইয়াছি! আবারও দেখা গিয়াছে একটি কার্য্য এক সময় করিতে যত্ন করিয়াও পারি নাই, অন্য সময় বিনা যত্নেই, অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত অল্পযত্নেই তাহা করিয়াছি, আবার এক সময় একটী কার্য্য অনায়াসেই করিয়াছি, সেইটি আবার অন্য সময়ে বহু আয়াসেও করিতে পারিনাই। তবেইত উহার এক গূঢ় কারণ আছে! মনুষ্যের সকল কার্য্য করিবার সকল ক্ষমতাই সকল সময়েই প্রকৃত স্ফুরণ হয় না—অনেক সময় ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, সুবিধা ও সময় পাইলেই তাহার কার্য্যোপযোগী স্ফুরণ হইয়া থাকে! তাই অনুরোধ, কোনই কার্য্যে কাহারই পশ্চাৎ পদ হওয়া শীঘ্র উচিৎ নহে!

গ্রন্থ সন্নিবেশিত অনেক বিষয় অনেকের পক্ষে সামান্য বোধ হইবে, অনাবশ্যক বোধ হইবে, অনুরোধ যে ভাবিবেন সেই সেই বিষয়, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের জন্য নহে, অপরের জন্য। আমাদের মধ্যেও যে প্রকার অনেকে উন্নত, অনেকে অবনত; কেহ বা এক বিষয়ে উন্নত, অপর বিষয়ে অবনত, কেহ বা সেই বিষয়ে অবনত অপর বিষয়ে উন্নত, আছেন, বিষয়ও সেই প্রকারই হইবার কথা। অনুরোধ, যাহার পক্ষে যেটি সামান্য ও অনাবশ্যক বোধ হইবে, সেটি ঘৃণা করিবেন না।

অবতরণিকা।

—০—

একটি বাঙ্গালী পরিবার।

দীনবন্ধু বাবুর দুই কন্যা এক পুত্র; একটি কন্যার নাম নির্ম্মলা। পিতৃ মাতৃ ও ভ্রাতৃহীন বিনয়মাধবের সহিত তাহার বিবাহ হয়, এখন তাহার বয়স ১৬ বৎসর। আর একটি কন্যার নাম সত্য অবিবাহিতা, ৮ম বর্ষীয়া বালিকা; পুত্রটির নাম রমাপ্রসাদ বয়স ৬ বৎসর। বিনয়মাধবের বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীও এই পরিবারে; ইহা ব্যতিত মনীন্দ্র ও যোগেন্দ্র নামক ১৪শ, ১০ম বর্ষীয় দুই পিতৃমাতৃহীন সহোদর এবং চপলা নাম্নী ১২শ বর্ষীয়া বিধবা সহোদরা এবং মহাদেব নামক ১৮শ বর্ষীয়া পিতৃমাতৃ হীন এক যুবক, এই গুলি লইয়া দীনবন্ধু বাবুর পরিবার সংগঠিত। শেষোক্ত ৪ জনই দূরসম্পর্কীয়; কিন্তু নিতান্ত নিঃসহায় সুতরাং দীনবন্ধু বাবুর দ্বারাই প্রতিপালিত। এই পরিবারের ভৃত্যকে সকলেই "ঘোষ" বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। বিনয় মাধবের উপর এই পরিবারে কর্ত্তৃত্ব ভার।

দীনবন্ধু বাবু হাকিম—সুতরাং বিদেশী; বিনয়মাধবের নিকট তিনি কোন মাসে ২০০, কোন মাসে ৩০০৲ করিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিলেন; বিনয়মাধব পরিবার চালাইবেন এবং সুলভ মূল্যের সময় খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দুর্ম্মুল্যের সময় তাহা বিক্রয় করিবেন এবং শুদী ব্যবসায় করিবেন—উপসত্ত্ব বিনয়মাধবের। যত দিন বিনয় মাধবের মাসিক এক শত টাকা বাঁধা আয় না হইবে, ততদিন দীনবন্ধু বাবু ঐ প্রকার টাকা পাঠাইবেন; উন্নতি দেখাইলে তিনি আর ও অধিক অর্থ দ্বারা সাহার্য্য করিবেন।

সম্পূর্ণ কর্ত্তার স্বাধীন আয় থাকা আবশ্যক, কিন্তু এখন ত আর বিনয়মাধবের কোনই আয় হয় নাই, আয়ের সূত্র পাত হইতেছে মাত্র;—আবার বিনয়মাধব কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে, অথবা তাহার কোন কর্ম্ম বা আচরণ কাহারও অন্যায় বোধ হইলে, দীনবন্ধু বাবুর নিকট

তাহার বিচার হইবে—বিনয়মাধব যে ঐ পরিবারের সম্পূর্ণ কর্ত্তা নহেন, অসম্পূর্ণ কর্ত্তা, তাহার অন্ততঃ ঐ দুইটি কারণ দেখা গেল।

কিন্তু একটি কথা আছে; পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকেই দীন বন্ধু বাবু স্পষ্টাক্ষরে বা বক্রভাবে এমন কোন কথাই কখনই বলেন নাই, যে বিনয়মাধবের কোন কর্ম্ম বা আচরণ অন্যায় বিবেচিত হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে এ বিষয় লিখিবেন এবং তিনি তাহার বিচার করিবেন। তবে আমার উহা বলিবার তাৎপর্য্য এই, যে পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনা করিলে, কার্য্যে যে ঐ প্রকার নিশ্চয়ই ঘটিবে, তাহা যথার্থই স্বাভাবিক; এই স্বাভাবিক ঘটনা বিনয়মাধবও জানেন।

অনেকের বিশ্বাস বিনয়মাধবের হাতে বেশ দশ টাকা আছে; এ বিশ্বাসের বেশ প্রকৃত কারণও আছে; অন্তত ঃতিনটি কারণ বলা যাইতে পারে—তিনি অনেক দিন তাঁহার লক্ষণ দাদার পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন; তিনি লক্ষণ দাদার ও দীনবন্ধু বাবুর বাড়ী তৈয়ারের ভার লইয়া বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন; এবং তিনি চাকরি করিতে অনিচ্ছুক। পাঠক পাঠিকাগণ যদি ঐ প্রকার বিশ্বাস করেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তিই নাই, কারণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অভিরুচি ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবেচনা শক্তি। কোনই দুই ব্যক্তির মধ্যেও যে একই প্রকার অভিরুচি ও বিবেচনা শক্তি হইতে পারে, এ আশাও করা যায় না। কোন এক প্রকৃত প্রজা বৎসল রাজা, প্রজা পুঞ্জের হিতের জন্য ক্রমাগত কায়মনোবাক্যে এ প্রকার নিয়ম করেন, যাহাতে সকলেই একই প্রকার সংরীতি ও নীতির বশীভূত হইয়া পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত সুখ উপভোগ করিয়া কাল যাপন করিতে পারেন। কিন্তু অহো বিড়ম্বনা! রাজার চেষ্টা বিফল হয়। রাজা বিশেষ আন্তরিক দুঃখিত হইয়া পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, স্বয়ং নগর কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া, নগর প্রান্তে এক স্বতন্ত্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করেন। অট্টালিকার প্রত্যেক কুঠারিতে একটি করিয়া ঘড়ি ছিল। রাজা, একটি ঘরে বসিয়া আছেন; সেই ঘরের ঘড়িতে বারটা বাজিল। তাঁহার

কি মনে হইল, প্রত্যেক ঘরে গেলেন ও প্রত্যেক ঘড়ি দেখিলেন; দেখিলেন যে কোন কোন ঘড়িতে ১২ বাজিতে ২। ৪ মিনিট বিলম্ব আছে, কোন কোনটিতে বা ১২ বাজিয়া ৫। ৭ মিনিট হইয়াছে; দেখিলেন কোনই দুইটি ঘড়িতে ঠিক একই সময় রাখে না। ঘোষনা করিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি এপ্রকার দুইটী ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারিবে, যাহারা ঠিক একই সময় রাখে, তাহাকে তিনি যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন। নানা দেশ বিদেশ হইতে ঘড়ি নির্ম্মাতার নানাপ্রকার ঘড়ি লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত, কিন্তু কোনই দুইটী ঘড়ি সেপ্রকার হইল না! রাজা বুঝিলেন একই সময় রাখিতে পারে এপ্রকার দুইটি ঘড়ি নির্ম্মাণ করা মনুষ্যের অনায়াস সাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাই হইল না; কোনই এক ব্যক্তিও পারিলেন না, অনেকে মিলিত হইয়াও পারিলেন না; আমি ঈশ্বর সৃষ্ট প্রজাপুঞ্জকে এক প্রকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম আমি কি ভ্রান্ত!

বিনয়মাধব আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী; এখন তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর; এক্ষণ বিনয়মাধব ও সেই পরিবার, এই পরিবারে, এই এই প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া বিনয়মাধবের ও তাহার সহধর্ম্মিনী নিম্মলার, কার্য্যতঃ কি প্রকার শিক্ষা হইতেছে; কথোপকথনচ্ছলে তাহাই বিবৃত হইবে।

গাভী ও গাভীদুগ্ধ।

নির্ম্মলা—আপনাকে আজ একটি কথা বলিব ; পালেদের একটি গোরু বিক্রয় আছে, গোরুটি ।৩ করিয়া দুগ্ধ দেয় ; ২০৲ টাকা হইলেই পাওয়া যায়, দিদি বলেন ঐ গোরুটি কেন আমাদের কিনুন না।

বিনয়—বড় মন্দ কথা নয় ; কিন্তু এপ্রকার কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ দুটি বিষয় বেশ বিবেচনা করিতে হইবে ; সেই কার্য্যটির উপকারিতা ও খরচ; গোরু কিনিবার কথা বলিতেছ ; সুতরাং গোরুর উপকারিতা ও ঐ গোরু সংক্রান্ত খরচ দেখা প্রথমেই ভাল নয় কি ?

নি। ত বেশ দেখুন।

বি। তবে প্রথম উপকারিতাই দেখা যাউক ; আমরা প্রত্যহ ।৪ সের করিয়া দুগ্ধ কিনিয়া থাকি, মাসে প্রায় ১০৲ টাকা লাগে ; কেনা দুগ্ধ খাঁটি বলিয়া দিলেও, তাহাতে অন্ততঃ সিকি পরিমাণে জল থাকে।

নি। আমাদিগকে ঘোষাণি ত খাঁটি দুধই দেয়।

বি। কেমন করিয়া বুঝিলে ?

নি। আমাদিগকে আগে দুধ দেয়, তার পর আমাদিগের নিকট হইতে জল চাহিয়া লইয়া দুধে মিশায় ও অন্যান্য লোককে দেয়।

বি। ঘোষাণি যে বাড়ী হইতেই জল মিশাইয়া আনেনা, তা তুমি কেমন করিয়া জান ? আর আমাদিগকে আগে দুধ দিয়া জল মিশায় বলিতেছ ; কিন্তু প্রথমে অন্যবাড়ীতে দুধ দিয়া ও সেই বাড়ীতে জল মিশাইয়া, তার পর যে আমাদিগকে দেয় না, ইহাই বা তুমি কেমন করিয়া জান ?

নি। ঘোষাণি যে কলসি করিয়া দুধ আনে, তাহার যে প্রত্যহই মুখে মুখে দুধ থাকে।

বি। ধর সে বাড়ী হইতেই দুধে জলে এক কলসী লইয়া বাহির হইল—

নি। তাহা হইতে পারে; কিন্তু সে যে রকম করে বলে, তাহাতে তাহার কথায় বিশ্বাস হয়; আর অন্য বাড়ী হইতেও জল মিশাইয়া আনিতে পারে বটে, কিন্তু ঘোষাণি বড় ভাল মানুষ।

বি। আচ্ছা বিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দেও, আমি এক দিন তোমাকে হাতে হাতে পরীক্ষা দেখাইব। বলি তুমি কি "সুন্দরী ঘোষাণির" গল্পটি জান না?

নি। কৈ না! ও গল্প ত শুনি নাই। গল্পটী বলুন না।

বি। গল্পটী এই;—এক থাকে ঘোষাণি তাহার নাম ভবসুন্দরী; কিন্তু সকলেই তাহাকে "সুন্দরী" বলিয়াই ডাকিতেন; সুন্দরী পাড়ায় পাড়ায় বাড়ী বাড়ী দুগ্ধ যোগাইয়া বেড়ায়; সুন্দরী দুধে বিলক্ষণ জল মিশাইতেন; কিন্তু কাহার সাধ্য যে ঐ কথাটি ঘোষাণিকে বলেন। ঘোষাণির কি এক আশ্চর্য্য গুণ ছিল; তিনি ত দুধে বিলক্ষণ জল মিশাইতেন; বেশ সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া দাম লইতেন; আর সকলেই তাঁহাকে কেমন ভাল বাসিতেন! ঘোষাণির ভারি পসার।

নি। বটে! ঘোষাণি তবে মায়াবি!

বি। হাঁ, ঘোষাণি মায়াবিনীই বোধ হয়; যাক;—এখন সুন্দরী এক দিন কোন গৃহস্থকে দুধ দিতে যান, গৃহস্থের কোন বধু কটাহ লইয়া সুন্দরীর নিকট উপস্থিত, সুন্দরী একটি একসেরা ঘটিতে মাপিয়া, এক, দুই, করিয়া তিন সের দুধ সেই কটাহে দেন; বধু দুগ্ধ দেখিয়া অবাক! বধু বলিলেন, "বলি সুন্দরী মাসী, দুধ কৈ? এ যে দেখি কেবলই জল!" সুন্দরী এবার সত্য সত্যই একট অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন "বৌমা! পোদো পোড়া কপালে আজ দেখি কলসিতে দুধ মিশাইতে ভুলিয়া গিয়াছে; পোড়া কপালেকে আর কি বলিব! নহিলে আর আমার এমন দশাই বা কেন!"

নি। এ যে ভারি হাঁসির কথা দেখছি! পোদো বুঝি সুন্দরীর ছেলে হবে।

বি। হাঁ—ভবসুন্দরীর ছেলের নাম পদ্ম লোচন! গল্পটিতে অবশ্য অধিক বাড়াবাড়ি আছে; যাহাই হউক গোয়ালারা যে দুধে বেশ জল

মিশায়, জল না মিশাইয়া যে তাহারা কখনই দুধ বিক্রয় করেনা, ইহা স্বতঃসিদ্ধ যথার্থ বাক্য!

নি। আচ্ছা সাহেবদিগকে যে দুধ দেয়, তাহাতেও কি জল মিশায়?

বি। মিশায় বৈ কি; তবে তাহারও একটী গল্প শুনিবে না কি?

নি। বলুন না, শুনিব বৈ কি!

বি। এক গোয়ালা এক সাহেবকে প্রাতঃকালে চায়ের দুধ দিত; গোয়ালিনীরা প্রায়ই চতুরা, গোয়ালারা প্রায়ই ভেমো বোকা এবং শাদা-শিদে লোক; সাহেবের কুটিতে দুগ্ধবতী গাভী এবং দুগ্ধ দোহনের পাত্র লইয়া গিয়াছে, সাহেবের কুটিতেই দুধ দোহন করিয়া দিল; সাহেবের চা প্রস্তুত; সাহেব ত চায়ে দুগ্ধ ঢালিতেছেন, কিন্তু অবাক হইয়া "আরে তোম এসা দুধ দিয়া!" বলিবামাত্রই গোয়ালা উত্তর করিল "তুমি নাকি ধর্ম্মে অবতার, নিরিপতি তাই মুই দুধের অং বজায় একে তবে দিয়াছি।"

নি। গোয়ালা মন্দ ত নয় দেখছি! সাহেবের সাক্ষাতেই যখন দুধ দুইয়াছিল তখন আর তাহাতে জল মিশাইল কেমন করিয়া?

বি। দোহন পাত্রেই জল লইয়া গিয়াছিল!—যাক এখন ধর যে কেনা দুধে জল নিশ্চয়ই মিশায়। ধর যে অন্তত সিকি জল থাকেই;

নি। আচ্ছা তবে আর একটি কথা সুধাই;—ঠাকুর বাড়ীতে যে ছেলেপিলের অন্নপ্রাশনে পায়সের ভোগ হয়, তাহাতেও কি তবে গোয়ালারা জল মিশায়! সেখানকার দুধে, জল মিশাইলে শুনেছি যে গোয়ালা যেই ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে যায়, তখনি তাহার হাঁড়ি কলসি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়! সকলেই বলেন, সেখানকার দুধে গোয়ালা জল মিশায় না, তাই সেখানকার দুধের অত বেশি দাম লয়।

বি। সে দুধেও যে গোয়ালারা জল মিশায়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তবে যে সে জল না মিশাইয়া, গঙ্গাজল মিশায় এই মাত্র প্রভেদ। আর অশিক্ষিত সকলেরই নাকি বিশ্বাস যে, সে দুধে গোয়ালা কখনই জল মিশায় না, সুতরাং সেই বিশ্বাসটিই আবার গোয়ালার আরও বেশী লাভের উপায় করিয়া দেয়। যাক; এখন ধর যে কেনা দুধে অন্ততঃ

সিকি জল থাকে ; সুতরাং কেনা /৪ সের দুগ্ধ ঘরের /৩ সের দুগ্ধের সঙ্গে সমান, অর্থাৎ /৪ সের দুধের দাম দিয়া /৩ দুগ্ধ পাই ; কেমন কি না ?

নি। তাহা ত সত্য।

বি। আবার দেখ, এক সের দুধে এক সের জল মিসাইলে যে প্রকৃত দুগ্ধের অর্দ্ধেক কার্য্যকারিতা হ্রাস হইয়া গেল তাহাও নহে, অধিকাংশ স্থলে ঐ কার্য্যকারিতার অধিক হ্রাস হইয়া থাকে ; তবে আমি এক বিজ্ঞ বৈদ্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যে দুগ্ধে জল মিশাইয়া জ্বাল দেওয়াই কর্ত্তব্য।

নি। কেন ?

বি। খাঁটি দুগ্ধ জ্বাল দিলে, দুগ্ধকে "ভাজা" হয, উপযুক্ত পরিমাণে জল দিয়া উপযুক্ত রূপে জ্বাল দিলে দুগ্ধকে "সিদ্ধ" করা হয় ; "ভাজা" দুগ্ধ প্রায়ই অপকারী, "সিদ্ধ" দুগ্ধ সর্ব্বদাই উপকারী।

নি। সত্য ! কথাটি কিন্তু মনে লাগিয়াছে। আচ্ছা কত দুধে কত জল দিতে হয়, বলুন ত ?

বি। একটি কথায় উহার উত্তর দিতে পারি না ; বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, দুধে যে পরিমাণে জলীয় পদার্থ স্বভাবতঃ আছে, তাহাই বজায় রাখা কর্ত্তব্য ; কিন্তু সকল গরুর দুধ একর কম নহে ; কোন গরুর দুধ ঘন, কোন গোরুর দুধ পাতলা ; কেহ বা ঘন দুধ ভাল বাসেন, কেহ বা পাতলা দুধ ভাল বাসেন ; তোমার ধাতে এক রকম দুধ সহ্য হয়, আমার ধাতে আর এক রকম দুধ সহ্য হয়, সুতরাং কোন দুধে কত খানি জল মিশাইয়া জ্বাল দিতে হয়, তাহা বলা যাইতে পারে না।

নি। তাইত ! ক্ষীরের মত ঘন দুধ বাবা ভাল বাসেন, আর আপনিত পাতলা দুধই ভাল বাসেন।

বি। আচ্ছা, এখন ও সকল কথা থাক, অন্য কথা ধরা যাক ; জল মিশ্রিত কেনা দুধের কথা ধরা যাক ; প্রথম গোয়ালার দুধ ধর, পরে জলের কথা বলিতেছি ; গোয়ালার গোরু যাহা পায় তাহাই খায়, সে জন্য দুধে অনেক সময় দুর্গন্ধ হয়।

নি। তাহা ত দেখিয়াছি, এক এক দিন দুধে রস্থনের মত দুর্গন্ধ ছাড়ে, শুনিয়াছি, রস্থনে ঘাস খাইলে রস্থনে দুর্গন্ধ ছাড়ে।

বি। তাহাই ত বটে। আবার দেখ গোয়ালাদের অনেক গোরু থাকে, সকল গোরুর দুধ একত্রে মিশাইয়াই বিক্রয় করে, কিন্তু পালের মধ্যে কোন না কোন গোরুর কোন না কোন ব্যারাম থাকিবার সম্ভাবনা; সুতরাং সেই মিশ্রিত দুধ অপকারক হইবারই কথা; কিন্তু উপকারার্থেই দুগ্ধের ব্যবহার।

নি। সেত মিথ্যা কথা নয়।

বি। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি যে, পালের গোরুর মধ্যে কোনটির না কোনটির বাঁটে ঘা থাকে পুঁজ থাকে, এবং কোন ২ বাছুরেরও মুখে ঘা থাকে সুতরাং দুধ দুইলেই সেই দুধে রক্ত ও পূজ মিশ্রিত হইয়া যায়।

নি। ছি! ছি! কেনা দুধে যে ঘৃণা ধরাইয়া দিলেন।

বি। আবার গোয়ালার গোরুতে কেবল মাত্র ঘাসই খায়, খইল বিচিলি, কি অন্য কোন পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য পায় না, সুতরাং সেই দুধের উপকারিতাও অল্প। দুধ হইলেই ত হয় না।

নি। খইল বিচিলি খাইলে কি গোরুর দুধ ভাল হয়?

বি। তাহা অবশ্যই হয় বৈ কি। তুমি যদি কেবল মাত্র ডাইল ভাত খাও, তোমার শরীর ভাল থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু তুমি যদি উহা ব্যতিত দধি দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস প্রভৃতি খাও, তোমার শরীর ত ভাল থাকিবেই, তুমি অধিক বলিষ্ঠ হইবে, তোমার শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অন্য প্রকার স্ফূরণ হইবে, সুস্থ স্ত্রীলোকের দুধ অপেক্ষা সুস্থ ও বলিষ্ঠ স্ত্রীলোকের দুধ কেন না ভাল হইবে? সেই প্রকার, ঘাস যেন গোরুর ডাল ভাত, খইল বিচিলি তাদের দুগ্ধ, ঘৃত বা মাংস, বুঝিলে?

নি। হাঁ বুঝিয়াছি।

বি। এইত মোটামুটি দেখা গেল যে কেনা দুধ অপেক্ষা ঘরের দুগ্ধ ভাল। এখন আবার দেখ গোয়ালারা দুধে জল মিশায়, একথা ধরিয়া লও, আমি অনেক বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি এবং প্রধান প্রধানচিকিৎ-

সকেরাও বলিয়া থাকেন যে, গোয়ালারা দুধে জল দেয় তাহা অনেক অনর্থের মূল—বিসূচিকা, উদরাময় বসন্ত প্রভৃতি মহৎ মহৎ রোগ অনেক সময়ে কেবল মাত্র এক দুধের জন্য হইয়া থাকে; কারণ দুধে যে জল মিশায় সে জল যেখান সেখান হইতে লয়, ও সে জল যে সে জল, জল হইলেই হইল, তুমি শুনিলে অবাক হইবে, ছড়া হাঁড়ির জল দুধে দেয়!

নি। সত্য নাকি?

বি। আমি স্বচক্ষে দেখি নাই, বাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি মিথ্যা বলিবেন কেন।

নি। তিনি দেখিয়াছিলেন?

বি। হাঁ তিনি দেখিয়াছিলেন; একদিন তিনি ভাত খাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাদের ঘোষানি দুধ লইয়া আইসে, তাঁহাদিগকে 'ত ঘোষানি দুধ দিল, রান্নাঘরের পার্শ্বে ছড়া হাঁড়ি ছিল, তাহাতে জল ছিল, অবশ্য সে জল অতি অপরিষ্কার হইবারই কথা; ঘোষাণি যাইবার সময় সেই জল সেই দুধের কলসিতে ঢালিল! বাবু একবারে অবাক্ ঘোষানিকে কত তিরষ্কার করেন, প্রতিজ্ঞা করেন "গোয়ালার দুধ আর খাইব না"।—উঠে চলিলে যে?

নি। দাঁড়ান থুথু ফেলে আসি—ছিছি কি ঘৃণার কথা।

বি। বাবুর মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমি বলিলাম "আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে ঘোষানিরা মাথায় কি কাঁকে দুধের ও দই ঘোলের কলসি রাখিয়াই বাহ্যে প্রস্রাব করে ও অপরিষ্কৃত বাম হাতেই দুধের কলসিতে জল দিতে পারে।

নি। ও কথা আর বলবেন না, আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছে ও গা বোমিবোমি করিতেছে। ঘোষানিরা তবে কি নোংড়া! ছি!

বি। আবার কোন ২ স্থানে দেখিয়াছি যে, সেই জোলো দুধে অল্প স্বল্প চিনিও মিশায়। আচ্ছা ও কথায় আর কাজ নাই; ফলে দেখা গেল যে কেনা দুধ অপেক্ষা ঘরের দুধই অনেক ভাল; তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই; সুতরাং একদিকে ঘরের দুধের উপকারিতাও যে প্রকার অধিক অন্যদিকে তাহার অপকারিতাও সেই প্রকার কম, তাহাতেও

আর সন্দেহ নাই ; তবে এখন খরচ সম্বন্ধে দেখা যাউক। গোরুটীর দাম ২০৲ একখানি স্বতন্ত্র ঘর তুলিতেও ১০।১৫৲ টাকা সুতরাং একবারে থোক আপাততঃ ৩০৲৩৫৲ টাকার খরচ ; আর মাসে যেমন ১০৲ টাকার দুধ লাগে, তেমনি গোরুর মাসিক খোরাকও ধর ৪ টাকা এবং গোয়ালার দোহন খরচও মাসে ।০ সুতরাং মাসে ৪৷০ টাকা ধর খরচ, সুতরাং মাসে ৪।৫৲ টাকা আন্দাজ বাচিয়া যাইতে পারে।

নি। বেস কথা। দুধ দুইবার ত আর খরচ লাগিবে না ঘোষই যে দুইতে পারে।

বি। আচ্ছা বেশ সেত ভালই। ধর ৮ মাস দুধ ঘরে হইল, সুতরাং ঐ ৮ মাসে প্রায় ৪০৲ টাকা বাঁচিতে পারে, ৪ মাস দুধ কিনিতে হইবে তাহাতে প্রায় ঐ টাকাই লাগিবে, সুতরাং যেমন একবারে ৩০।৩৫৲ টাকা খরচ করা গেল, তেমনি ঘরের ভাল দুধ ৮ মাস পাওয়া গেল। কিন্তু আর একটি কথা আছে, যে ৮ মাস দুধ দিবে, সে ৮ মাসই যে /৩ সের করিয়া দুধ দিবে তাহাও ত হইতে পারে না, ক্রমে২ কমিয়া যাইবে।

নি। কমিয়া যাইবে বৈকি! কিন্তু পালেদের বাড়ি ত ভাল খাইতে পায় না, ভাল খাইতে পাইলে দিদি বলেন ৪।৫ সের দুধ দিবে। গরুর যে মুখে দুধ।

বি। গরুর মুখে দুধ কথা সত্য, যেমন খাবার পাইবে, সেইরূপ দুধ দিবে, যদি ভাল খাইতে পাইলে ৪।৫ সের দুধই দেয়, তবে এক সময়ে আবশ্যক অপেক্ষা অধিক দুধ হইবে আর এক সময় আবশ্যক অপেক্ষা কম দুধ হইবে।

নি। দিদি একটি বেশ কথা বলিয়াছেন, ৩ সেরের বেশি যে দুধ হইবে, তাহা আমার জেঠামহাশয়দিগকে দেওয়া যাইবে, আবার যখন তাঁহাদের দুধ হইবে, আমাদের কম পড়িবে বা হইবে না, তখন আবার তাঁহাদের নিকট হইতে দুধ লওয়া যাইবে।

বি। এটী বেশ বুদ্ধির কথা ত! তবে সেই ভাল,—আবার দেখ, বৎসরে২ যেমন গোরুর ঘর মেরামত করিতে হইবে, ও ট্যাক্স দিতে হইবে তেমনি প্রত্যহ গোবর পাওয়া যাইবে জ্বালানির কাযে কতক সাহায্য

হইবে, এবং একটি বাছুরও পাওয়া যাইবে তবে, দিদির একটু আবার পরিশ্রমের ভাগ অধিক হইয়া গেল ; এই এক কথা।

নি। ঘোষই সব করিবে তবে দিদিও দেখা শুনা করিবেন, আমরাও দেখা শুনা করিব। তবে কাল একবার দেখিতে যাইবেন কি ?

বি। বেশ যাইব ; কিন্তু আমি ত গোরুর কিছুই বুঝিনা ঘোষকে লইয়া যাইব কেমন ?

নি। হাঁ ঘোষ যাইবে বৈ কি।

বি। তবে এখন গরু সম্বন্ধে ২। ১ কথা বলা যাউক ;—স্বাধীনতা ও উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত আহার, সকল জীবজন্তুরই আবশ্যক, স্বাধীনতায় মনের যথার্থ স্ফূর্ত্তি হয়, উপযুক্ত আহারে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রকৃত স্ফূরণ হয়, আবার মনের স্ফূর্ত্তি থাকিলেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্ফূর্ত্তি হয়, এই জন্য সকল জীবজন্তুই স্বভাবতঃ স্বাধীনতা চাহে ; এই স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি বেশ গল্প আছে ; সে গল্পটি তুমিও জান। দেখ দেখি মনে হয় কি না ?

নি। বাঘের ও কুকুরের গল্প বুঝি ?

বি। হাঁ ঠিক বলিয়াছ ; ক্ষুধার্ত্ত ও আহারাভাবে শীর্ণকায় ব্যাঘ্রকে যখন গৃহ পালিত হৃষ্টপুষ্ট কুকুর বলিল যে, যদি তুমি আমার মত আমার প্রভুর কার্য্য করিতে পার প্রচুর খাদ্য পাইবে ;—ব্যাঘ্র স্বীকার পাইল বটে, কিন্তু কুকুরের গলায় শৃঙ্খলের চিহ্ন দেখিয়া অমনি বলিল "আমি কোন মতেই পরাধীন হইতে পারিবনা, পৃথিবীর রাজত্ব এক দিকে আর স্বাধীনতা একদিকে ; আমি স্বাধীনতা চাই ; বন্ধু নমস্কার।" বলিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিল। দেখ একবার স্বাধীনতা জিনিসটি কি !

নি। তাইত। আরও ত পড়িয়াছি—

"কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায়,
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায়।"

বি। বেশ কথাটি মনে করিয়াছ ; স্বাধীনতা কি প্রকার বস্তু, তাহা বুঝিয়াছ, আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। এখন দেখ গোরু পুষিতে হইলেও, লোকের স্বাধীনতা আবশ্যক—সুতরাং ছাড়িয়া দেওয়া

উচিত, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে চরিতে পারে; কিন্তু এই ত হইল একদিক, আর এক দিক দেখ; যদি গোরু বাঁধিয়া না পুষিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই হয়, তবে সে যথেচ্ছা খাইবে, লোকের অপচয় ও ক্ষতি করিবে; গোরু খোঁয়ারে দিবে অর্থ দণ্ড হইবে। এখন দেখ ছাড়িলেও দোষ, অপরের ও আমাদের ক্ষতি; বাঁধিলেও দোষ, গোরুর স্বাধীনতা নষ্ট। আমাদিগকে বাঁধিয়াই পুষিতে হইবে; তবে মধ্যে মধ্যে বাগানে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

নি। সেও মন্দ নহে—কিন্তু আমার বুড়া দাদারা যে গোরু পালে দেন—মাসে বুঝি কি গোরুর ॥৹ লাগে। সে ত সব অপেক্ষা ভাল।

বি। সস্তা ধরিতে গেলে ভাল বটে, কিন্তু তাহার প্রধান প্রধান দোষ এই যে, পালে একটি গোরুর বসন্ত কি অন্য কোন রোগ হইলে, সকল গোরুরই সেই রোগ হইবার কথা আর তাহাতে গোরু মারাও যায়। আবার প্রাতঃকাল হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত সমস্ত দিন রৌদ্রে কি জলে গোরু রাখা উচিত কি? অভ্যাসে সকলই সহ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ প্রকার ব্যবহারে কি কঠিনতা নাই? আবার পালে দিলেও ত যথেচ্ছা খাইবে ও ভাল খাদ্য পাইবে না।

নি। ঠিক কথা বটে।

বি। তবেই দেখিলে যে বাঁধিয়া পোষাই ভাল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও বৈকালে বাগানে খানিক খানিক ছাড়িয়া দিলেই হইবে।—হাঁ, তোমাকে আর একটি কথা বলি; এক দিন * বাবুর বৈটকখানায় বসিয়া আছি; হঠাৎ তাঁহাদের একটি গোরু ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতেছিল দেখিলাম, চাকরে বলিল, গোরুটির একটি সিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! গোরুটির নিকট গিয়া দেখি, তাহাই বটে, দেখিলাম যে সিং ভাঙ্গিবারই কথা।

নি। কেন?

বি। সেই গোরুটির সিংএ দড়া বাঁধা অভ্যাস—সিংএ দড়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া তাহার গোঁড়া খাইয়া এত চিকন হইয়া গিয়াছে যে, স্বল্প মাত্র আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, যে গোরু দুষ্ট হইলেও তাহার সিংএ দড়া বাঁধা অন্যায়।

নি। সত্যই ত! সিংএ দড়া বাঁধিলে যে বড় লাগে। সে দিন যে দুই গাড়ি কাঠ কিনিলেন, সেই গাড়ির গোরুর নাক ফোঁড়া ছিল, ও তাহার মধ্যে দড়ি দেওয়া ছিল দেখিয়াছিলাম, সেত বড় অন্যায়।

বি। অন্যায় তাহা কি একবার করিয়া! অন্যান্য জীব জন্তুকে কার্য্যোপযোগী কর, তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, সহানুভূতি দেখাও, তাহা হইলেই তুমি মানুষ।

নি। আবার কেহ কেহ দড়ার পরিবর্ত্তে শিকল দিয়া গোরু বাঁধিয়া থাকেন; দিদি বলেন যে গোরুর গলায় শিকল দিতে নাই।

বি। দিদি সত্য কথাই বলিয়াছেন, এক গাছি দড়া যদি আধ সের ওজনে হয়, এক গাছি শিকল অন্ততঃ তিন চারি সের ওজনে হইবে। দিন রাত্রি ঐ প্রকার ভারি জিনিষ দ্বারা গোরু না বাঁধাই ত ভাল; উহাতে প্রকৃত সহানুভূতির অভাবই আছে।

নি। এখন দেখছি যে পদ্যপাঠে যে—

"ওহে মহাকায়, বলিষ্ঠ বারণ হায়,
কঠিন নিগড় কেন ধরিয়াছ পায়!
ত্যজিয়া কানন ভূমি, আলানে নিবদ্ধ তুমি
বন্দি ভাবে লোকালয়ে যাপিতেছ দিন"

পড়িয়াছিলাম; তাহাতে বেশ ভাব আছে।

বি। অতি সুন্দর কথা বলিয়াছ নির্ম্মলে; ভাবটি বুঝিয়াছ; এখন সেই ভাব অনুযায়ী কার্য্য করা চাই; পুস্তক পড়িলেই হয় না; পড়ার মত পড়া চাই—কার্য্য করিবার জন্য পড়া চাই; আচ্ছা এখন ওকথা থাক, গোরু পোষার উপকারিতা ও খরচ দেখা গেল; এখন তোমাকে আর একটি কথা বলি তোমারই কথা তোমাকে বলি; তুমিই বলিয়াছ যে, ঘোষাণি আগে আমাদিগকে দুধ দেয় পরে জল চাহিলে তোমরা জল দাও, ঘোষাণি সেই জল তাহার দুধে মিশাইয়া পরে বিক্রয় করে। এ ব্যাপার আমি জানিতাম না, জানিলেই জল দিতে তোমাদিগকে নিষেধ করিতাম। কেন যে নিষেধ করিতাম, তাহা কি বলিতে পার?

নি। জল মিশান দুধ অন্যকে দেয়; সেটি অন্যায়; সেই জন্যই ত?

বি। হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। খাঁটি দুধ দিব বলিয়া জল মিশান দুধ দেয় ইহা প্রতারণা; যে দামে ঘোষাণি খাঁটি দুধ দিব বলিয়া জল মিশান দুধ দেয়; সে দামে যদি সে খাঁটি দুধ নাই দিতে পারে, তবে বেশী দাম সে লয় না কেন? বেশি দাম তাহার চাহা উচিৎ, সে যে এক অতি মহৎ অন্যায় কার্য্য করে তাহা বুঝিলে ত?

নি। হাঁ তাহা বুঝিয়াছি।

বি। সে অন্যায় কর্ম্ম করে, আর তোমরা তাহাকে সেই অন্যায় কার্য্যে প্রকারান্তরে উৎসাহ দেও! কাহাকেও অন্যায় কর্ম্ম করিতে দেখিলে তাহাকে বুঝাইতে হইবে যেন সে আর ও প্রকার অন্যায় কর্ম্ম না করে? ইহা বুঝান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তাহা না করিয়া সেই অন্যায় কর্ম্ম করিতে উৎসাহ দিলে, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করা অপেক্ষাও অন্যায় কর্ম্ম করা হয়; সেই অন্যায় কর্ম্মের দোষ ঘোষাণির ত হয়ই, তোমাদেরও হয়। ভরসা করি ও প্রকার কার্য্য আর করিবে না।

নি। বেশ কথা বলিয়াছেন। উহা আমাদের বড়ই অন্যায় কর্ম্ম বটে।

বি। যখন যে কার্য্য করিবে, সেই কার্য্য করিবার পূর্ব্বে বেশ বিবেচনা করিবে। দেখিবে তাহাতে কত উপকার হইবে। বোধ করি তোমাকে এই স্থানে আর একটি কথা বলিতে পারি; এক দিন—বাবুর নিকট যাই, কথায় কথায়—বাবুর বাড়ী যে ঘোষাণি দুধে ছড়া হাঁড়ির জল মিশাইয়াছিল, সেই কথাটি উঠিল; বাবু বলিলেন,—"বাবুর তৎক্ষণাৎ ঘোষাণিকে পুলিসে ধরিয়া দেওয়া উচিৎ ছিল, আমি হইলে, ঘোষাণিকে কখনই ছাড়িতাম না। আমাদের সকল কার্য্যই আল্‌গা আল্‌গা রকমের।' কথাটি অবশ্য ইংরেজিতেই হইয়াছিল।

নি। বলি, উহাতে কি নালিশ চলে!

বি। উহাতে নালিশ চলে বৈ কি! উহা যে জুয়াচুরি, প্রতারণা! শারীরিক রোগমূলক প্রতারণা! নানা প্রকার পীড়ার বীজ এবং প্রতারণা।

নি। হাঁ, বুঝিলাম! কি ভয়ানক কায!!

বি। কিন্তু দেখ নির্ম্মলে! কেবল মাত্র উদর জ্বালায় জ্বলিত হইয়া

অর্থোপার্জ্জন লালসা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য, আমরা যে কত প্রকার অহিতাচরণ করিয়া থাকি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। নালিশের মত বাহ্যিক আড়ম্বরযুক্ত কঠিন ব্যবহার দ্বারা ঐ সকল অহিতাচরণ নিবারণ করিতে পারা যায় কি না, তাহা তোমাকে এক সময়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিব, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ঐ সকল অহিতাচরণ উক্ত প্রকারে নিবারিত হইতে পারে না; তোমার আইনে না হয় বলিল যে—

"কি খাদ্য দ্রব্য, কি পানীয় দ্রব্য. অনুপযুক্ত, অথবা অপকারী জানিয়া কেহ তাহা বিক্রয় করিলে, বা কোন ব্যক্তিকে দিলে, তাহার ৬ মাস কারাবাস অথবা কারাবাস এবং অর্থদণ্ড দুইই হইবে" কিন্তু যখন দেখি যে সংসারে অর্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে! অর্থই সর্ব্বেসর্ব্বা! তখন আমার "যেন তেন প্রকারেন" অর্থই আবশ্যক, সুতরাং ঐ যে কথায় বলে—

আমি থাকিলাম লেগে,
কি করবি তুই জেগে।

ইহা মিথ্যা কথা নয়; কে ডাকিতেছেন নয়?

নি। দিদি বুঝি কি বলিবেন. শুনিয়া আসি।

বি। আচ্ছা।

"আপনি" ও "তুমি" বাক্যদ্বয়ের ব্যবহার।

মি—দেখুন আজ এক বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম।

বি—কি রকম।

নি—চাটুয্যেদের মালতি ও সুমতি দুই ভগিনী আমাদের বাড়ী বৈকালে বেড়াইতে আইসেন, মালতির সহিত ছেলেবেলায় আলাপ, এক সঙ্গে স্কুলে পড়িয়াছি। সুমতি মালতির ছোট, তাঁহার সঙ্গে কোন ভাল আলাপ পরিচয় ছিল না; সুমতি অনেক দিন শ্বশুর বড়ী ছিলেন; এখন বাপের বাড়ী আসিয়াছেন, মালতি ছোট ভগ্নিকে সঙ্গে করিয়া আমাদের

বাড়ী আইসেন; মালতির সঙ্গে বেশ আলাপ, মালতি আমি এক বয়সী; আমরা "তুমি আমি" বলিয়াই কথা কহি, সুমতি যদিও মালতির ছোট এবং আমারও ছোট; কিন্তু আমার সহিত আলাপ না থাকায় "তুমি" কি "আপনি" বলিয়া কথা কহিব এই ভাবনা হইল।

বি। ওপ্রকার বিপদ আমাদেরও হয়; যাহা হউক এখন সুমতিকে "আপনি" বলিয়া কথা কহিলে, কি "তুমি" বলিয়া কথা কহিলে?

নি। "তুমি" বলিতে মুখে বাধিতে লাগিল; "আপনি" বলিয়াই কথা কহিলাম।

বি। বেশ করিয়াছিলে; আমার মতে তাহাই উচিত হইয়াছে।

নি। কিন্তু তাহাতে সুমতি কিছু লজ্জিতা হইলেন আর মালতিও বলিলেন "আমার ছোট ভগ্নিকে তোমার ভাই আপনি "আপনি" বলা অন্যায়।"

বি। "আপনি" কথাটি মানসূচক মাননীয় ব্যক্তি মাত্রকেই "আপনি" বলা উচিত; মোটামোটি ধর যে, বয়োজ্যেষ্ঠ, ধনেজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানজ্যেষ্ঠ, উচ্চপদস্থ এবং উচ্চ বংশের ব্যক্তি, পরিচিত হইলেও মাননীয়, অপরিচিত হইলেও মাননীয়; বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নিম্নশ্রেণীর হইলে অর্থাৎ ধোপা, নাপিত, মুটে, মজুর প্রভৃতি শ্রেণীর হইলে অর্থাৎ যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সামান্যমত উপার্জ্জন করেন বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহারা মাননীয় নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ঐ বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মানুসারে আপনি না বলিলেও চলিতে পারে।

নি। ঐ সকল লোকদিগকে "তুমি" বলাই ভাল।

বি। হাঁ তাহাইত আপাততঃ বোধ হয়; ঐ সকল লোক মাননীয় নহে বলিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া যে অমাননীয় অর্থাৎ ঘৃণার পাত্র তাহা নহে; অনেকে ঐ সকল লোকদিগকে ঘৃণামূলক "তুই" কথা ব্যবহার করেন; আমার মতে সেটা কিন্তু ভাল নহে, "তুমি" বলাই ভাল; প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যমাত্রেই এক, ও সমান; উচ্চ, নীচ; কৃত্রিম সামাজিক নিয়মানুসারেই হইয়াছে।

নি। আমারও ঐ মত।

বি। জ্ঞানজ্যেষ্ঠ ও উচ্চপদস্থ এবং ধনী ব্যক্তি মাত্রেই কি নীচ শ্রেণী কি পরিচিত, কি অপরিচিত, কি উচ্চ শ্রেণীর, মাননীয়; সুতরাং "আপনি" বলাই উচিত; তবে যদি কেহ বিশেষ বন্ধু শ্রেণীর হন, তবে, এক বয়স্ক ও বয়সে কনিষ্ঠ হইলে "আপনি" না বলিয়া "তুমি" বলা যায়; অথবা ছাত্র হইলেও "তুমি" বলা যায়। উচ্চবংশের ব্যক্তি মাত্রেই বন্ধু বা ছাত্র না হইলে মাননীয়; জ্যেষ্ঠ হইলে ত মাননীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কনিষ্ঠ হইলেও মাননীয় এবং "আপনি" বলাই উচিত। সুমতি তোমা অপেক্ষা কনিষ্ট হইলেও উচ্চবংশের বলিয়া তাঁহাকে আপনি বলাই উচিৎ, কারণ তিনি তোমার ছাত্রও নহেন কি বন্ধুও নহেন; এই স্থানে একটি কথা আছে; সুমতি যদি ৮ম বর্ষীয়া বালিকা হইতেন, তাহা হইলে "তুমি" বলিতে পারিতে; কনিষ্ঠ হইলেই যে হইবে এমত নহে, যে বয়সে আত্মসম্মানের কোনই জ্ঞান হয় না এরূপ কনিষ্ঠ হইলে আপনি না বলিলেও চলে "তুমি" বলিলেও হইতে পারে। সুমতির বয়স কত?

নি। এই ১৪ বৎসরে পড়িয়াছেন।

বি। তবেত আর কোন কথাই নাই। মনে কর যে মালতির সহিত সুমতির কোনই সংশ্রব নাই; এরূপ অবস্থায় কোন মতেই তুমি বলা উচিত নহে; আপনি বলাই উচিত।

নি। সে কথাত সত্য; কিন্তু মালতির সহিত সুমতির সংশ্রব থাকাতেই যে গোল!

বি। তুমি ক্রমাগত "আপনি" বলিয়াছিলে?

নি। হাঁ আগাগোড়াই আপনি বলিয়াই কথা কহিয়াছি। তাঁহারা কিন্তু "তুমি" বলাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি "তুমি" বলিতে পারি নাই।

বি। বেশ করিয়াছিলে। অতঃপর বেশি আলাপ পরিচয় হইলে ক্রমশঃ তুমি বলিতে পারিবে, কিন্তু এখন নহে।

নি। আচ্ছা আমি যদি সুমতি হইতাম, আর সুমতি যদি আমি হইতেন; তাহা হইলেও ত আমি সুমতিকে আপনি বলিতাম?

বি। অবশ্য বলিতে; সুমতি তোমাকে "তুমি" বলিয়াছিলেন কি "আপনি" বলিয়াছিলেন।

নি। তিনিও আমাকে "আপনি" বলিয়াছিলেন; অবশ্য তবে ২।১ বার মাত্র "তুমি" বলিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ প্রকার অবস্থায় পড়িলে আমাকে ত "আপনি" কথাই বলিতে হইবে? তাই সুধাইয়া লইলাম।

বি। আমি যখন কলিকাতায় তখন একবার এক প্রকার অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। একব্যক্তি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিয়া ভদ্রবেশে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াই বলিলেন "বিনয়বাবু ভাল আছেন ত" তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি প্রথমেই "আপনি" বলাতেই অমনি তিনি বলিলেন "আমি নবীনের জামাই"

নি। সত্য নাকি? আমাদের নবীন নাপিতের?

বি। হাঁ; অবশ্য তাহার পর "তুমি" বলাই আরম্ভ করিলাম; এরূপ স্থলেও প্রথমে "আপনি" বলাই ভাল।

নি। তা ত বটে।

বি। তোমাকে আর একটি তবে কথা বলি; * বাবু এখন একজন হাকিম হইয়াছেন জান ত?

নি। তা জানিবে কি?

বি। * * নামে একটি বাবু তাঁহার নিকট সাক্ষী দিতে আইসেন। বাবু অবশ্য হাকিম বাবু অপেক্ষা বয়সে, জ্ঞানে, বিদ্যায় বেশী; আর হাকিম বাবুও তাঁহার মধ্যে জানাশুনাও আছে; বাবু সাক্ষী দিতে আসিয়া হাকিমবাবুকে "তুমি তুমি" করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। বাবুর সেটি অন্যায় হইয়াছিল; আদালতে সেই সময়ে অন্য কোন বিবেচনা করা উচিৎ নহে। এরূপ স্থলে যদি বাবু হাকিমবাবুকে "আপনি" বলিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে "তোমাকে একটি কথা" ইহার স্থলে "আদালতকে একটি কথা" বা "তুমি আমাকে যখন এই কথা সুধাইলে" এর স্থলে "আদালত যখন এই কথা সুধাইলেন" বলিলেই ভাল হইত।

নি। আর হাকিম বাবু; বাবুকে কি কথা বলিয়াছিলেন, "আপনি" না "তুমি"?

বি। তিনি অবশ্যই "আপনি আপনি" বলিয়াই কথা কহিয়াছিলেন।

নি। তবে তাঁহার "তুমি" বলা ভাল হয় নাই বটে।

বি। এখন তবে তোমাকে আর একটী কথা বলি। তুমি আমাকে "আপনি আপনি" বলিয়াই কথা কও, ভুলেও একবার "তুমি" বলনা এটা কিন্তু অন্যায়। আমার ইচ্ছা যে "তুমি" বল।

নি। তাহা কি কখন বলা যায়। আপনি একে বয়সে জ্যেষ্ঠ তাহাতে আবার জ্ঞানবান, "আপনি" কথা ছাড়া আপনাকে আর কোন কথা বলা যায় না। স্ত্রীর পক্ষে স্বামী অতি গুরুতর ও মাননীয় ব্যক্তি।

বি। আমার মতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোনই প্রকার ইতর বিশেষ হওয়া উচিত নহে; ইতর বিশেষ যত কমিয়া যায় ততই ভাল। আমার মতে পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনই দুই ব্যক্তির মধ্যে সমতা থাকে তবে সেই সমতা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেই আছে, আমার মতের যুক্তিও দেখাই। স্ত্রীর পক্ষে স্বামী গুরুতর ব্যক্তি কিসে বল?

নি। বলিয়াছি ত। স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর বয়স অধিক, জ্ঞান ও অধিক। কাজেই গুরুতর ও মাননীয়।

বি। যেরূপ ঘটনা ও অবস্থা, তাহাতে স্ত্রীর অপেক্ষা যে স্বামীর বয়স অধিক ও জ্ঞান অধিক তাহা মানিলাম। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর কার্য্য দেখা যাক। স্বামী অর্থোপার্জ্জন করেন, ভরণ পোষণের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করেন; স্ত্রী খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করেন; কেমন এই ত দুই জনের মোটামুটি কার্য্য?

নি। হাঁ স্বামী ও স্ত্রীর ঐ কার্য্যই বটে।

বি। দেখা যাউক, স্ত্রী অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন কি না। দরিদ্র ইতর শ্রেণীর মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই অর্থ উপার্জ্জন করেন মাটি কুপাইয়া, তরিতরকারি তৈয়ার করিয়া, কাঠ ভাঙ্গিয়া, চাকর চাকরাণি হইয়া, ইত্যাদি নানাপ্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; তুমিও মনে করিলে অথবা সেই প্রকার অবস্থায় পড়িলে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পার, অল্প হউক বেশিই হউক পার; এবং সেই অর্থে তোমার চলিতে পারে।

নি। তাহা ত বটেই।

বি। ঐ প্রকার অর্থ উপার্জ্জন করা, কেবল মাত্র কায়িক পরিশ্রমের আবশ্যক, মানসিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই। মানসিক পরিশ্রমে অধিক অর্থ উপার্জ্জন হয় মাত্র; এত অধিক উপার্জ্জন হইতে পারে, যাহার হয়ত অনেক সময়ে আবশ্যকতা নাই। ইহার পর তোমাকে ক্রমশঃ দেখাইব যে, সেই প্রকার অধিক অর্থ, অনেক সময়ে উপকারী নহে অপকারী। মোটামুটি দেখিলে যে. ভরণ পোষণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ এ প্রকার কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জ্জন করা যায়, যাহা সকলেরই ক্ষমতা সাধ্য: অনায়াসেই সকলেই সেই অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন।

নি। তাহা ত বোধকরি বেশ বুঝিলাম।

বি। সুতরাং যে কর্ম্ম তুমিও পার, আমিও পারি, সে কর্ম্ম সাধারণ, অসাধারণ নহে, সামান্য অসামান্য নহে; সুতরাং মোটামুটি অর্থ উপার্জ্জন করেন বলিয়া, স্বামী গুরুতর ও মাননীয় হইতে পারেন না। কেমন এ কথা মান ত?

নি। আচ্ছা তার পর বলুন ত দেখি।

বি। স্ত্রী খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করেন, রন্ধনাদি কার্য্য করেন; স্বামীও সেই কার্য্য মনে করিলেই পারেন। কিন্তু তাহাতে অভ্যাস চাই; শিক্ষা চাই, সামান্য ভাত রাঁধিতেও শিক্ষা চাই, অভ্যাস চাই; আমি ভাত রাঁধিলে হয় ত এখনই ধরিয়া যাইবে, না হয় ভাল সিদ্ধ হইবে না; ব্যঞ্জন রাঁধিতে গেলে, হয় ত লবণ বেশি হইবে ব্যঞ্জন বিষতুল্য হইবে; সুতরাং অভ্যাস ও শিক্ষা ভিন্ন, আমি এই দণ্ডেই ভাত বা ব্যঞ্জন রাঁধিতে পারি না। কিন্তু তুমি এই দণ্ডেই মনে করিলে যে কোন প্রকারে হউক, অন্ততঃ দুইটি পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবে, তাহাতেই তোমার চলিয়া যাইতে পারে; এখন দেখ যে, অর্থ উপার্জ্জনের অনেক পথ, রন্ধনাদি কার্য্যের এক পথ; অর্থ উপার্জ্জনে অভ্যাস ও শিক্ষা না হইলেও চলিতে পারে; রন্ধনাদি কার্য্যে অন্ততঃ একটু না একটু অভ্যাস ও শিক্ষা আবশ্যক করে; সুতরাং অর্থ

উপার্জ্জন করা যেমন সহজ, রন্ধনাদি কার্য্য সে প্রকার সহজ নহে; যিনি যে কার্য্য করেন, সেই কার্য্যের কঠিনতা অনুসারে যদি তাঁহাকে গুরুতর ও মাননীয় বলিতে হয়; তবে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীই ত দেখিতেছি গুরুতরা ও মাননীয়া। ইহা বুঝিলে?

নি। বুঝিলাম বটে—তবু যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছে।

বি। বুঝিলে, তথাপি কেমন কেমন ঠেকিতেছে—এটি হইতেছে সংস্কারের কার্য্য—বদ্ধমূল সংস্কারের কার্য্য; ঐ সংস্কারটি তোমার আমার নহে, ঐ সংস্কার তোমার আমার পিতামাতা প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত; ঐ সংস্কার যে কেবল তুমি আমি, তোমার আমার পিতামাতা প্রভৃতি দিগের নিকট হইতে পাইয়াছি তাহা নহে; প্রত্যেকেই প্রত্যেক পিতামাতার নিকট হইতে পাইয়াছেন; সুতরাং উহা জাতীয় সংস্কার। এ সম্বন্ধে তোমাকে এখন বেশি আর বলিতে চাহি না। আচ্ছা আর একটি কার্য্য কর; স্বামী ও স্ত্রী; পিতা ও মাতা হইলেন। যখন একসের আন্দাজ সজীব মাংসপিণ্ড মাত্র জন্মিল, সেই মাংসপিণ্ড লালন পালনের ভার কাহার উপর, পিতার না মাতার উপর?

নি। মায়ের উপরই সেই ভার।

বি। সেই হস্ত পদ বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড লালন পালন করা সহজ? কি অর্থ উপার্জ্জন করা সহজ? যে মাংসপিণ্ড সুখেও কাঁদে, কষ্টেও কাঁদে, তাহার সেই ক্রন্দন বুঝিয়া তাহার লালন পালন সহজ? কি অর্থ উপার্জ্জন করা সহজ? যে মাংসপিণ্ড সুখেও হাঁসে, কষ্টেও হাঁসে, সেই হাঁস্য বুঝিয়া তাহার লালন পালন সহজ? কি অর্থ উপার্জ্জন করা সহজ? যে মাংসপিণ্ড ক্ষুধায় কাঁদে আবার ক্ষুধায় হাঁসে; সেই মাংসপিণ্ড লালন পালন করা সহজ? কি অর্থ উপার্জ্জন করা সহজ? আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। এখন দেখ কাহার কার্য্য কঠিন, স্বামীর কি স্ত্রীর? কার্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যদি গুরুতর ও মাননীয় বলিতে হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি গুরুতর ও মাননীয়? স্বামী না স্ত্রী?

নি। যাহা বলিতেছেন, তাহাত বেশ সত্য বলিয়াই বোধ হয়; আচ্ছা অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন কি স্বামীর অন্য কোন গুরুতর কার্য্য নাই?

বি। স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা শারীরিক দুর্ব্বলা, স্ত্রীকে অন্যের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা স্বামীর একটি কার্য্য। কিন্তু স্ত্রীরও অন্য কার্য্য আছে; যদি সন্তান লালন পালন ভিন্ন স্ত্রীর অন্য কোনই কার্য্য না থাকে, আর স্বামীর যদি লক্ষ কার্য্য থাকে, আমি তথাপি সুধাই, যে মাংসপিণ্ড অজ্ঞাত কারণে হাঁসে ও কাঁদে, যাহার বাক্যস্ফূরণ হয় নাই, যে মুখে হাত দিতে পায়ে হাত দেয়; তাহার লালন পালন অপেক্ষা পৃথিবীতে কি আর কোনই গুরুতর কার্য্য আছে? এসম্বন্ধে ক্রমশঃ বলিবার ইচ্ছা আছে, সুবিধা হইলেই বলিব। এখন এইটি মাত্র বুঝ, যে যদি কার্য্য দেখিয়া গুরুতর ও মাননীয় বলিতে হয়, তবে স্ত্রীই গুরুতরা ও মাননীয়া, স্বামী নহে।

নি। আচ্ছা যদি বয়স ও জ্ঞান ধরা যায়, তাহাহইলে ত স্বামী গুরুতর ও মাননীয় হইবেন; সন্দেহ নাই।

বি। বেশ কথা তাই ধর; স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহ সময় ধর ১৮ ও ১০ বৎসর বয়স; বিবাহের ধর ৪ বৎসর পরে সন্তান হইল, স্বামীর বয়স ২২ স্ত্রীর বয়স ১৪। স্ত্রী সেই সন্তান লালন পালন করিলেন। এখন বয়স ছাড়িয়া দিয়া সন্তানের বিষয় ধর; ১৪ শ বর্ষীয়া স্ত্রী সেই বাক্যহীন মাংসপিণ্ড লালন পালন করিতেছেন। দেখদেখি, যে কথা কহিতে জানেনা যে অভাব জানাইতে জানেনা, যাহার হাঁসি কান্নার কোনই কারণ বোঝা যায় না, যে যাহা পায় তাহাই মুখে দেয়, যাহার জ্ঞান, অজ্ঞান সমান, তাহার লালন পালনে কি প্রকার মানসিক শক্তির আবশ্যক; যাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ভাত খাইতে বসিলে ভাতের উপরই প্রস্রাব করিয়া দেয়, তাহার লালন পালনে কত দূর নির্ঘৃণ হওয়া আবশ্যক; যাহার জন্য আহারের সময়ে ঘুমাইতে হয়, ঘুমাইবার সময় আহার করিতে হয়, যাহার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হয়, যাহার জন্য বিনা বিতনে পরম প্রভুভক্ত চাকরের মত ষোল আনা খাটিতে হয়, তাহার লালন পালনে কতদূর সহিষ্ণুতা আবশ্যক, কত অধ্যবসায় আবশ্যক, যাহার নিকট ক্রোধ স্থান পায় না; অহংকার তিষ্ঠাইতে পারে না; এরূপ লালন পালনে যে প্রকার জ্ঞান, যে প্রকার প্রকৃত কার্য্যত জ্ঞান আবশ্যক; সে প্রকার জ্ঞান কি

আর কিছুতে সম্ভব পায়? পুস্তক পড়িলেই কি জ্ঞান হয়? গ্রহ উপগ্রহের গতি নিরূপণ করাই কি কেবল জ্ঞানের কার্য্য? বক্তৃতাই কি জ্ঞান? না অর্থ উপার্জ্জন করিলেই জ্ঞানবান হয়? এসকলও জ্ঞানের কার্য্য; সন্তান লালন পালন করাও জ্ঞানের কার্য্য; যদি এই দুই জ্ঞানের মধ্যে ইতর বিশেষ থাকে, তবে আমার মতে সন্তানের লালন পালনই অধিক জ্ঞানের কার্য্য। সুতরাং জ্ঞান ধরিলে ও স্ত্রীই গুরুতরা ও মাননীয়া।

নি। আচ্ছা যদি বয়স ধরেন।

রি। বয়স ও ধর। স্বামীর বয়স অধিক; সে কি স্বাভাবিক কারণে ঘটিয়াছে? না আমরাই তাহা করিয়াছি? আমার মতে স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের ইতরবিশেষ কোনই স্বাভাবিক কারণে ঘটে নাই, ঐ ইতরবিশেষ অমরাই করিয়াছি; স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়াই ঐ ইতরবিশেষ আমরাই করিয়াছি; যদি অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বয়সের ইতর বিশেষ থাকে, যদি ঐ ইতর বিশেষ না করিলে কোন অতি মহৎ দোষ ঘটে, যদি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের জীবন অল্পকাল স্থায়ী হয়, আর যদি বুদ্ধিমান ও অহংকার স্ফীত মনুষ্যের মধ্যে সন্তানোৎপাদন ভিন্ন অন্য কোন মহত্তর কর্ত্তব্য কর্ম্ম না থাকে; তবেই বুঝিব স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ইতর বিশেষ হওয়া আবশ্যক। এসকল অতি কঠিন কথা আসিয়া জুটিল; ও কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বামীকে মাননীয় ও গুরুতর বলিতে হয়, তবে জ্ঞানবতী বলিয়া অন্তত স্ত্রীকেও গুরুতরা ও মাননীয়া স্বীকার করিতেই হইবে। যদি ১৪শ বর্ষীয়া মাতা সন্তান লালন পালন করিতে সক্ষম হয়, আর যদি ২২শ বর্ষীয় পিতা সেই কার্য্য করিতে সক্ষম না হন, আর যদি সন্তান লালন পালনে প্রভূত জ্ঞান, মহৎ সহিষ্ণুতা আবশ্যক করে, তবে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; যে ১৪শ বর্ষীয়া মাতা ২২শ বর্ষীয় পিতা অপেক্ষা জ্ঞানবতী। বয়সেরই যদি আদর হয়, মান হয়, তবে জ্ঞানের আদর কেন হইবে না? জ্ঞানের মান কেন হইবে না? কেমন বুঝিতে পারিতেছ ত?

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুনিষু, নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।"

বি। বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু ঐ যাহা বলিয়াছেন, সংস্কারত ত্যাগ করিতে পারি না।

নি। তোমাকে "আপনি" কথা ত্যাগ করিতে হইবে, "তুমি" কথাই ব্যবহার করিতে হইবে; "আপনি" ত্যাগ করিয়া "তুমি" ব্যবহার করিলেই সুখি হইব, "তুমি" ত্যাগ করিয়া "আপনি" ব্যবহার করিলেই দুঃখী হইব; "আপনি" ব্যবহার পক্ষে যতদিন অন্ততঃ কোন সন্তোষ জনক যুক্তি না দেখাইতে পার, ততদিন ত "তুমি" ব্যবহার করা উচিৎ। আর এক কথা, 'আপনি" বলা যে অন্যায় তাহা অন্য প্রকারেও দেখাই; পরিচিত বা অপরিচিত গুরুতর ও মাননীয় ব্যক্তিকে "আপনি" ব্যবহার করিতে হয় যথা—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ। ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি যাঁহাকে "আপনি" বল, তিনি কি তোমা অপেক্ষা বেস একটু তফাত তফাত বোধ হন না? যাঁহাকে "আপনি" বলি, তাঁহাকে যেন স্পর্শ করিতে শঙ্কা হয়, তাঁহার নিকট বসিতেও যেন কুণ্ঠিত হইতে হয়, তাঁহাকে যেন সকল কথা ও সকল কার্য্য বলা যায় না, সকল বিষয়ই যেন তাঁহাকে বলিবার পূর্ব্বে সতর্ক হইতে হয়, জানি কি তিনি যদি কিছু মনে করেন, জানি কি তিনি যদি কিছু বলেন; তাঁহাকে যেন একটু দূরে রাখিতে পারিলেই ভাল; নিজেও যেন একটু দূরে থাকিলেই ভাল; স্বামীও স্ত্রীর মধ্যে কি সেই বিবেচনা হয়? আর যদি সে প্রকার বিবেচনা হয় তাহা কিথাকা উচিৎ? যদি অন্য কোন কারণেও আমাকে "তুমি" না বল, অন্ততঃ এই কারণেও আমাকে "তুমি" বলা উচিৎ। আমাদের শাস্ত্রেও আছে; ভগবান আপনার দেহ দুই ভাগ করিয়া একার্দ্ধে পুরুষ ও অপরার্দ্ধে স্ত্রী হইলেন, তবেই দেখ স্বামী ও স্ত্রী সমান ও এক, অনেক সময়েই আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিই; এখানেও শাস্ত্রের দোহাই দিব না কেন? একথার কি উত্তর দিবে?

নি। উত্তর দিতে পারি না; কিন্তু যদি সংস্কারই হয়; তবে সে সংস্কার ত্যাগ করা বড়ই কঠিন।

বি। সংস্কার যে অতি দৃঢ়, একবারে মজ্জাগত; তাহাত বেস জানি কিন্তু যাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; যাহা ত্যাগ করা যেমন কঠিন ও প্রার্থনীয়,

তাহা ত্যাগ করা সেই প্রকার মহৎ। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোনই দূরত্ব হইতে পারে না; নিকটে বসিতে কুণ্ঠিত হওয়া কোনই প্রকারেই উচিত নহে। দেখ নির্ম্মলে, রাবন সীতা হরণ করিয়া লইয়া গেলেন; এখন কোথায় রাম! কোথায় সীতা! সীতা বলিতেছেন, আক্ষেপ করিতেছেন—"রামচন্দ্র, যখন আমরা একত্র ছিলাম, তখন আমি কণ্ঠে হাড় পরিতাম না, হাড় পরিতে ভীতা হইতাম, দুঃখিতা হইতাম; কেন? না তোমার আমার মধ্যে অল্প মাত্র স্থানও হাড় দখল করিবে কেন? আর এখন কি? এখন তোমার আমার মধ্যে বড় ২ নদী, বড় ২ সমুদ্র, বড় ২ পর্ব্বত ব্যবধান রহিয়াছে!" দুঃখ ও আক্ষেপ দেখ! আক্ষেপের গভীরতা দেখ! আক্ষেপের ভাব দেখ। তাই বলি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব হইতে পারে না।

নি। বেশ কথাটি ত। আচ্ছা "আপনি" ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিব; অন্ততঃ এই ভাবিয়া চেষ্টা করিব যে, যখন আমা অপেক্ষা অপনার জ্ঞান ও বুদ্ধি অধিক, তখন আপনার কথা অনুযায়ী কার্য্য করা আমার উচিৎ।

বি। বেশ কথা, "আপনি" বলা ত্যাগ কর; "তুমি" বলা ধর। তোমায় আর একটি কথা বলি; সন্তান লালন পালন করা যে প্রকার কঠিন বলিলাম, পরে আরও দেখাইব, উহা কি প্রকার কঠিন। ফলতঃ আমাদের সন্তান লালন পালন করা, পশু পক্ষীর শাবক লালন পালনের মত; এক রকম করিয়া খাওয়াইয়া বড় করা মাত্র; প্রকৃত লালন পালন আমরা জানিনা, আমরা বুঝি না। আমাদের স্ত্রীলোক ও আমাদের বিবাহ করা, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় পরিতোষের জন্য; আমাদের নব বিবাহিতা বালিকা কোনই কর্ম্ম জানেন না, কোনই কর্ম্ম করেন না; অধিকাংশ স্থলেই কেবল মাত্র খাওয়া, গায়ে বাতাস লাগান; আর নিদ্রা যাওয়া ভিন্ন কোনই কার্য্য থাকে না; বা কোনই কার্য্য করেন না। কার্য্য করিবার জন্য চাকর চাকরাণি ও পরিবারস্থ অপরাপর বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক; যেরূপ অবস্থা ও ঘটনা তাহাতে, আমাদের পুরুষের পরিশ্রমই বেশী, মানসিক ও শারীরিক উভয় পরিশ্রমই বেশি; সুতরাং মোটামুটি ধরিতে গেলে আমাদের স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার একদিকে কিছুই করেন না, আমাদের পুরুষেরা সেই প্রকার অপর

দিকে প্রায় সকলই করেন। এ সম্বন্ধে পরে ক্রমে২ বলিব। আচ্ছা "স্বামী" এই বাক্য কি প্রকারে হইয়াছে বল দেখি?

নি। "স্ব" শব্দের উত্তর মিন্ প্রত্যয় করিয়া "স্বামী" হইয়াছে।

বি। বেশ কথা; "স্ব" অর্থ ঐশ্বর্য্য টাকা কড়ি; সুতরাং যাঁহার টাকা কড়ি আছে; যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, তিনিই "স্বামী"—"স্বামীর' এই অর্থে বোধ করি কেবলমাত্র রাজাকেই বুঝায়। আর যদি আমার টাকা আছে, আমি ঐশ্বর্য্যশালী, আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম, আমি তোমার "স্বামী" হইলাম, এ প্রকার হয়, তাহা হইলে "স্বামী" এই বাক্য দ্বারা যাহা বোঝা যায়; তাহা বোধ করি বুঝাইল না। অবশ্য "ঐশ্বর্য্য" অর্থ অনেক আছে, কিন্তু আমি তোমার স্বামী, এই "স্বামীতে" যে কোন ঐশ্বর্য্য বোঝায়, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না"। আমি কিন্তু এই "স্বামীর" একটি সহজ অর্থ করিতে ইচ্ছা করি।

নি। সে কি রকম?

বি। "স্ব" মানে "আপনি" অর্থাৎ স্বয়ং। যাহাকে আপনার বলি, সেই স্বামী। শাস্ত্রোক্তি অনুসারে, ঐ যাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি স্ত্রীপুরুষ একই দেহ হইতে হইয়া থাকে, তবেই ত তুমিও যাহা, আমিও তাহাই!

নি। আচ্ছা "স্ত্রী" অর্থ তবে কি?

বি। "স্তৈ" শব্দ করা, "স্তৈ" হইতেই "স্ত্রী"; কিন্তু উহা বুঝিতে পারিলাম না—আমি কিন্তু "সহধর্ম্মিনী" কথাটিই পছন্দ করি; যাহার সহিত ধর্ম্মাচরন করিতে হয়; আমি যাহাই করি না কেন, তোমাকে লইয়া তাহা করিব; তোমা ছাড়া হইয়া আমি কোনই কার্য্য করিবনা; তোমায় আমায় এক হইয়া সমস্ত কার্য্য করিব; কার্য্য, কর্ম্ম, যুক্তি পরামর্শ, যাহা করিব, তাহাতেই তুমি থাকিবে—

নি। বেশ মানেটি ত!

বি। আবার আমি যে তোমার স্বামী হইলাম; আপনার হইলাম; তাহাও একটু দেখ; তোমার পিতামাতাও তোমার আপনার, ভ্রাতা ভগিনীও তোমার আপনার, পুত্রকন্যাও তোমার আপনার, আমিও

তোমার আপনার; তুমি যদি পিতামাতা প্রভৃতির জন্য প্রাণ দিতে পার, তুমি আমার জন্যও প্রাণ দিতে পার। এক পরিবারস্থ ও এক রক্তোৎপন্ন মাতা পিতা প্রভৃতি তোমার আপনার, আবার অন্য এক পরিবারস্থ ও ভিন্ন রক্তোৎপন্ন আমি তোমার আপনার; বয়োবৃদ্ধির সহিত মাতাপিতা প্রভৃতি হইতে তোমার "আপনায়ত্ব" অথবা "স্বত্ব" যেন ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া; তোমার সেই "আপনায়ত্ব" বা "স্বত্ব" যেন ক্রমশঃ আমাতেই বর্ত্তিতে লাগিল; তাই আমি যেন তোমার আপনার; তাই আমাতে তোমার স্বত্ব।

নি। এটিও ত দেখ্‌ছি বেশ অর্থ।

বি। তবেই দেখ আমাতে যদি তোমার স্বত্ব থাকিল; তুমি যদি আমার সহধর্ম্মিনী হইলে; এই প্রকার দুই ব্যক্তিতে কি কোনই ভিন্নতা আছে? না কোনই ভিন্নতা বা দূরত্ব থাকিতে পারে—আচ্ছা এখন আর কার্য্য নাই; উহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে।

নি। আচ্ছা, থাক; কথা গুলি কিন্তু বলিয়াছ ভাল।

বাঙ্গালী ও ইংরেজ পরিবার গঠন সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

নি। দেখুন,—

বি। নির্ম্মলে! আবার!

নি। আচ্ছা, দেখ,—যেন বাধ বাধ ঠেকছে যে! আজ প্রাতঃকালে হরির মা আমাদের বাড়ী চাউল ছাঁটাই করিতে আসেন, তিনি পাঁচকে "নাচ" "পাঁচকড়িকে" "নাচকড়ি" বলেন! দিদি বলিলেন, তাঁহার শ্বশুরের নাম "পাঁচকড়ি"; স্ত্রীলোককে শ্বশুর প্রভৃতি লোকের নাম করিতে নাই, তাই "নাচকড়ি" বলেন।

বি। দিদি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য; নাম করিলে, হয় সমকক্ষ না হয় নিম্ন গোছের লোক বুঝায়; সুতরাং সমকক্ষ বা নিম্ন গোছের লোকের নাম করা যায়; আর নাম না করিলে গুরুতর ও মাননীয় লোক বুঝায়; সুতরাং গুরুতর ও মাননীয় ব্যক্তির নাম না করাই ভাল।

পিতামাতা ও তৎশ্রেণীর লোকেরা যে গুরুতর ও মাননীয় ; তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহারা বয়সে, জ্ঞানে ও বিচক্ষণতায় শ্রেষ্ঠ।

নি। স্বামীর পক্ষে গুরুতর ও মাননীয় ব্যক্তি স্ত্রীর পক্ষেও গুরুতর ও মাননীয় ; এবং সেই রূপই কার্য্য হইয়া থাকে।

বি। যখন কথা উঠিল, তখন ঐ সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলা যাউক। প্রথমে ধর স্বামী ও স্ত্রী ; এই উভয়ের মধ্যে অসমতা ও ইতর বিশেষ দেখা যায় ; সেই ইতর বিশেষ উঠাইয়া সম্পূর্ণ সমতা স্থাপন করাই ভাল, তাহা এক প্রকার বুঝিয়াছ ; কেমন ?

নি। হাঁ তাহা বুঝিয়াছি।

বি। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি সম্পূর্ণ সমতা থাকাই উচিৎ হয় ; তবে ঐ উভয়ের মধ্যে পরস্পপর পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকা উচিৎ ;—আশ্চর্য্য হইলে নাকি ?

নি। আমিও মনে করিয়াছিলাম যে আপনাকে—

বি। এই দেখ ; আবার !

নি। যে তোমাকে ঐ কথাটি সুধাইব ; ভালই হইল ; কথাটি আপনিই উঠিয়া গেল।

বি। নাম ধরিয়া ডাকাই যে কেন উচিত, তাহাও দেখাই ; নাম ধরিয়া ডাকার আবশ্যকতা আছে ; স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অনেক প্রকার কথা বার্ত্তা পরামর্শ ও কর্ম্ম কার্য্য হইয়া থাকে ; সুতরাং অনেক সময়ে নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রয়োজন হয় ; "স্বামীকে" "স্বামী" বা "স্ত্রীকে" "স্ত্রী" বলিয়া ডাকিলে প্রথমত শুনিতে ভাল লাগে না, ইহা বুঝিতে পার ?

নি। হাঁ, উহা শুনিতে ও বলিতে খারাপ লাগে বৈকি।

বি। শুনিতে ভাল লাগিলেও তাহাতে অসুবিধা আছে ; মনে কর দুই ঘরে দুই ভ্রাতা, তাঁহাদিগের দুই স্ত্রী অন্য ঘরে বা দূরে আছেন, এরূপ স্থলে, আবশ্যক মত যদি এক ভ্রাতা তাঁহার স্ত্রীকে "স্ত্রী" বলিয়া, অথবা কোন স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে "স্বামী" বলিয়া ডাকেন, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তর দিতে ভুল ও গোল যোগ হইবার সম্ভাবনা ; তবে যদি একথা বল যে স্বরে কে কাহাকে ডাকিতেছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়, তবে

আমি বলি যে, স্বরে অনেক সময়ে বুঝিতে পারা যায়, সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না, আবার যদি স্বরেই সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায়, তথাপি দেখ দেখি তাহাতে কতক পরিমাণে মনোযোগের আবশ্যক হয় কি না?

নি। তাহাত সত্য।

বি। কিন্তু এক কর্ম্ম কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অন্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়াত সকল সময়ে ঘটে না, সুতরাং নাম ধরিয়া ডাকিলে যেমন একদিকে শ্রুতিমধুর হয়, অন্যদিকে আবার একটি অসুবিধাও দূর করা যায়।

নি। আচ্ছা ও কথাটিত বুঝিলাম; কিন্তু বাড়ীর মধ্যে যদি একের অধিক জেঠা বা খুড়া থাকেন, তাহা হইলেও ত তাঁহাকে ডাকিলে গোল-যোগ হইতে পারে?

বি। কিন্তু তাহার ত সুন্দর উপায় রহিয়াছে, বড় জেঠা, মেজ জেঠা, বড় কাকা, মেজ কাকা বলিলেই হইল; আর নিয়ম ও কার্য্যেও ত তাহাই। কিন্তু দুই ভ্রাতা ও তাঁহাদের স্ত্রীর মধ্যে ত সে প্রকার হইতে পারে না; আরও একটি কথা আছে; অনেক পরিবারের মধ্যে অনেককে নাম করিয়া খুড়া ও মামা প্রভৃতি বলিতে শুনিয়াছি; বয়সের ইতর বিশেষই তাহার প্রধান কারণ; কিন্তু নাম না করিবার যখন আবশ্যকতা নাই, তখন অনাব-শ্যক নাম করা ভাল নহে।

নি। বেশ বুঝিয়াছি; আচ্ছা "বড় জেঠা" বলার মত ত "বড় বৌ" ও "মেজ বৌ" বলা চলিত আছে; তাহাতেই ত বেশ কার্য্য চলে; বলি-তেও বেশ, শুনিতেও বেশ; অসুবিধাও নাই।

বি। বেশ বলিয়াছ, ওঁটি বেশ ভাল বটে; এখন তবে একটা কথা ধর, আমাদের পরিবারে অনেক লোক থাকে, সুতরাং একজন একজনের বড় জেঠা, আবার তিনিই অন্যের মেজো জেঠাও হইতে পারেন; এরূপ-স্থলেও কার্য্যে কোন বিশেষ অসুবিধা হয় না। যাক; এখন দেখিলে যে, গুরুত্ব ও অনাবশ্যকতার জন্যই নাম করা নিষেধ ও তাহা যুক্তিসিদ্ধ; ব্যক্তিবিশেষের গুরুত্ত্ব ও মান অনুযায়ী ত নাম করাই অন্যায়, তাহাতে আবার

অনাবশ্যকতা থাকিলে আরও অন্যায় হয়; সেই জন্যই নাম না করা পদ্ধতি সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়; সুতরাং ইহার স্থিতিও বাঞ্ছনীয়, সে পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়া ভাল নয়, গুরুতর ব্যক্তির নাম করা এক দিকে যেমন ধৃষ্টতা ও অসভ্যতাসূচক সুতরাং ঘৃণার্হ; নাম না ধরিয়া ডাকা আবার অন্যদিকে সেই প্রকার নম্রতা শীলতা ও সভ্যতাসূচক সুতরাং প্রশংসনীয়।

নি। আমারও ঐ মত।

বি। ইংরেজেরা আমাদের অপেক্ষা সভ্য বলিয়া পরিচিত; তাঁহাদের মধ্যে ও প্রকার নাম করিয়া ডাকা নিষেধ নাই; ঐ বিষয়ে নিষেধ থাকা ও নিষেধ না থাকা; পরিবার গঠনেরই উপরই অনেক নির্ভর করে। প্রথমতঃ ইংরেজ পরিবার, স্বামী স্ত্রী ও তাহাদিগেরই নাবালক সন্তান গুলি লইয়া গঠিত; স্বামী ও স্ত্রীই অর্থাৎ পিতা ও মাতাই কেবল মাত্র গুরুতর ব্যক্তি; জেঠা, খুড়া, শ্বশুর মাতুল প্রভৃতি গুরুতর ব্যক্তি থাকেন না; সুতরাং এক পরিবারেই নানা প্রকার গুরুতর ব্যক্তির সহিত কোনই কর্ম্ম কার্য্য প্রায়ই হয় না; এরূপ স্থলে নাম ধরিয়া ডাকা প্রথা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক সত্ত্বেও নাম করা পদ্ধতি রহিয়াছে; ২য়তঃ ইংরেজ পরিবার মধ্যে স্ত্রী পুরুষ; বালক বালিকা প্রভৃতির মধ্যে লেখা পড়া আলোচনা অত্যন্ত অধিক; সুতরাং যে সকল কার্য্য কেবল মাত্র আমাদের চাক্ষুষ কথাবার্ত্তায় করিতে হয়, ইংরেজদের মধ্যে তাহ লেখাপড়া দ্বারাও হইয়া থাকে। আমাদের পরিবার ও ইংরেজ পরিবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ৪।৫ টি ইংরেজ পরিবার একত্র করিলে আমাদের একটি পরিবার হয়, অথবা আমাদের একটি পরিবার ৪।৫ ভাগ করিলে ৪।৫ টী ইংরেজ পরিবার হয়। প্রথমতঃ আমাদের পরিবারে যে প্রকার গুরুতর ও নিম্নতর ব্যক্তি থাকেন, ইংরেজ পরিবারে সে প্রকার থাকেনা, ২য়তঃ ইংরেজ পরিবারে লেখাপড়ার চর্চ্চা যেমন অধিক, আমাদের পরিবারে লেখা পড়ার চর্চ্চা সেই প্রকার অল্প, সুতরাং আমাদের পরিবারে সকলেরই সহিত কোন না কোন চাক্ষুষ কথা বার্ত্তা প্রভৃতির আবশ্যকতা হইয়া পড়ে।

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। আবার দেখ; যেমন চাক্ষুষ কথাবার্ত্তার আবশ্যকতা সেই প্রকার আবার অধিক মেশামিশি হয়; পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে অধিক মেশামিশি হইলে, তাহাতে অনেক দোষ ঘটিতে পারে, সুতরাং সেই অধিক মেশামিশি যত পরিত্যক্ত হইতে পারে ততই ভাল; নাম করা অধিক মেশামিশির পক্ষে এক প্রধান কারণ; সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের নাম করণ পদ্ধতি নাই।

নি। যথার্থইত। গুরুতর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সহিত নিম্নতর স্ত্রীলোক ও পুরুষের অধিক মেশামিশি হইলে চরিত্র দোষ ঘটিয়া থাকে; তাহাতে আবার আমরা যে রকম অজ্ঞ ও মূর্খ; আমাদের হিতাহিত জ্ঞান অতি অল্প; সুতরাং ঐ রকম মেশামিশি কমিয়া যাওয়াই ভাল।

বি। অজ্ঞ ও মূর্খ বলিয়া একদিকে হিতাহিত জ্ঞান যে প্রকার অল্প ও ক্ষীণ; আবার ইন্দ্রিয় সন্তোষ সেই প্রকার স্বাভাবিক ও বলবান; সুতরাং অধিক ঘনিষ্ঠতার জন্য চরিত্র দোষ না ঘটাই আশ্চর্য্য; বরং চরিত্র দোষ ঘটনা আশ্চর্য্য নহে।

নি। আর তাহাইত ঘটিয়া থাকে; এই দেখুন কোন স্থানে পড়িয়াছি—

"শ্বশুরে পুত্রবধু হরে, বাপে হরে ঝি,
তাই দেখে পাখী বলে দেশের হবে কি!"

অবশ্য এরকম দেখি নাই কিন্তু শুনিয়াছি মাত্র।

বি। ঠিক বলিয়াছ, তবে আমিও একটি শ্লোক বলি।

"শাশুড়ীর সাধ মনে জামাতারে পতি,
পুত্রবধু ঘোমটা খুলে শ্বশুরে দেয় মতি"

নি। আচ্ছা "শ্বশুরে পুত্রবধু হরে" এরকম যাহাতে না ঘটে, তাহার পক্ষে ত বেশ আঁটা আঁটি আছে, "কিন্তু বাপে হরে ঝি" "ইহার পক্ষে কি উপায় আছে।

বি। এটি আমিও ভাল বুঝিতে পারিতেছি না; তবে এই পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, পুত্র বধু কন্যার সদৃশী; পুত্রবধু যেমন শ্বশুরের নাম করেন না, কন্যাও পিতার নাম করেন না; পুত্রবধু শ্বশুরের সাক্ষাতে বাহির হন না, যদিও বাহির হয়েন, তবে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বাহির হন,

কিন্তু কন্যা সদা সর্ব্বদাই পিতার সম্মুখে বাহির হন, অথচ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া নহে; ইহাতে ত স্পষ্টই দেখা যায় যে পুত্রবধূ অপেক্ষা কন্যার সহিতই পিতার ঘনিষ্ঠতা বেশি হয়; আর জন্মহেতু তাহাত স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়; পুত্রবধূর প্রতি আঁটা আটি হইল, কন্যার উপর কোনই আঁটা আটি হইল না। এইত হইল এক দিক মাত্র, অপর দিক দেখা যাউক; কন্যা অবিবাহিতা বয়স পর্য্যন্ত পিতার গৃহে থাকে, পুত্রবধূ বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরালয় আইসেন; বিবাহের পর হইতে কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইতে থাকেন। বিবাহের পর হইতেই যে পরিমাণে জামাতার সহিত কন্যার ঘনিষ্ঠতা অধিক হইতে থাকে, পিতার সহিত ঘনিষ্ঠতা সেই পরিমাণে কমিতে থাকে; যুবতী কন্যাকে গৃহে রাখা পাপ; জামাতার নিকট রাখাই পুণ্য; যৌবনাবস্থায় কন্যা জামাতার গৃহে;—যৌবনাবস্থায় পুত্রবধূ শ্বশুরালয়; সুতরাং পিতা ও কন্যার মধ্যে অসৎভাব জন্মিবার উপায় আপনাপনিই বন্ধ হইয়া গেল। "যৌবন বিষম কাল" স্বামীর নিকটই অতিবাহিত হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, ঐ অস্বাভাবিক দোষ শতকরা একজনার মধ্যেও ঘটে না।

নি। ব্রহ্মা নয় সরস্বতীর সহিত ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন!

বি। ও পাপ কথার বিষয় পরে বলিব।

নি। আচ্ছা; পুত্র কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ হইবার, তবে ত ইহা এক কারণ হইতে পারে; পাছে পিতা ভ্রাতা বা পরিবারস্থ, অন্যান্য লোকের সহিত কন্যার চরিত্র দোষ ঘটিয়া যায়, তজ্জন্য পুত্রকন্যার বাল্যাবস্থাতেই বিবাহ হইয়া থাকে।

বি। বেশ বলিয়াছ; আমিও এখন দেখিতেছি যে বাল্যবিবাহের উহা একটি কারণ হইতে পারে।

নি। কিন্তু বাল্যবিবাহের ইহা একটি কারণ হইলেও পুত্রকন্যা প্রভৃতি পরিবারস্থ সমস্ত লোককে ভালকরিয়া লেখা পড়া শিখাইয়া,—তাহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারিলে, ঐ দোষ নিবারণের পক্ষে বেশ ভাল উপায় হইবারই কথা।

বি। প্রকৃত শিক্ষা হইলে প্রকৃত উপায় নিশ্চয়ই হইতে পারে। প্রত্যেক

ব্যক্তিকে প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা সম্ভব কি না দেখা যাউক; প্রকৃত শিক্ষার ফল দুই প্রকার; কুপ্রবৃত্তি ও কুরুচির পরিহার ও সুপ্রবৃত্তিও সুরুচির উৎপত্তি; অর্থাৎ অসৎ চিন্তা ও কার্য্য না করা, সৎচিন্তা ও সৎকার্য্য করা। এ প্রকার শিক্ষা যে প্রত্যেক ব্যক্তিই পাইতে পারেন তাহা আশা করা যায় না; কারণ শিক্ষা অবস্থার উপর অনেক নির্ভর করে, কিন্তু ভিন্ন ২ ব্যক্তি ভিন্ন ২ অবস্থায় অবস্থাপিত, প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা স্বতন্ত্র, পিতামাতা স্বতন্ত্র, ভ্রাতা ভগিনী স্বতন্ত্র, বন্ধু বান্ধব স্বতন্ত্র, প্রতিবেশী স্বতন্ত্র; সুতরাং শিক্ষা ও কার্য্য সতন্ত্রই হইবে! তবে প্রকৃত শিক্ষাদেওয়া প্রত্যেক পিতামাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য;— ও প্রকৃত শিক্ষার জন্য প্রকৃত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম কর্ত্তব্য; অবহেলা অকর্ত্তব্য; মহা দোষ; মহা পাপ।

নি। তাহাতে আর সন্দেহ কি।

বি। আচ্ছা এখন ও কথা থাক; ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে বলা হইতেছিল তাহাই ধরা যাউক; গুরুতর বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের সহিত, নিম্নতর বয়োকনিষ্ঠ স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠতা পরিহার সম্বন্ধে যে প্রকার উপায় দেখা গেল; গুরুতরা বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকের সহিত, নিম্নতর বয়োকনিষ্ঠ পুরুষের ঘনিষ্ঠতা পরিহার পক্ষে কি উপায় আছে দেখ।

নি। খুড়ী, মামী প্রভৃতির সহিত বয়োকনিষ্ঠ পুরুষের যে প্রকার ঘনিষ্ঠতা হইয়া থাকে, শাশুড়ীর সহিত সে প্রকার ঘনিষ্ঠতা হয় না। খুড়ী মামী প্রভৃতিকে এক পরিবারে থাকিতে হয়, ঘনিষ্ঠতা হয়, শাশুড়ী প্রভৃতির সহিত এক পরিবারে থাকিতে হয় না, ঘনিষ্ঠতাও হয় না, পাছে এই ঘনিষ্ঠতা হয়, সেই জন্য শাশুড়ী জামাতার সম্মুখে ঘোমটা দেন। খুড়ী মামীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধকরিবার উপায় কই? একই পরিবারের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা হয়, তাহাই বরং সর্ব্বাগ্রে নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

বি। যেখানে দেখিবে যে, উচ্চতর ও নিম্নতর অথচ ঘনিষ্ঠ পুরুষও স্ত্রীলোকের চরিত্র দোষ ঘটিয়াছে; সেই স্থলে প্রায়ই দেখা যায় যে,— স্ত্রীলোক যুবতী অন্ততঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বয়স অল্প, পুরুষ হয় যৌবনাবস্থায়, না হয় যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়াছে; অতি অল্প

স্থলেই দেখা যায় যে, স্ত্রীলোক যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়াছে। যদি ইহাই সত্য হয়; তবে আমার এই রূপ বিশ্বাস; একদিকে পুরুষ, স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয় পরায়ণ, অধিক ক্রূর, নির্লজ্জ ও কঠিন হৃদয় সুতরাং মুখফোঁর; অপরদিকে স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত ইন্দ্রিয় পরায়ণ কম, এবং সরলা, সদয়া ও লজ্জাবতী সুতরাং কথায় ভুলিয়া যায়; আবার পুরুষের যৌবনাবস্থা স্ত্রীলোকের যৌবনাবস্থা অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী; আর যৌবনাবস্থাতেই ইন্দ্রিয় সকল প্রবল হইয়া থাকে সুতরাং স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার সময় ও সুবিধা অধিক, সুতরাং যে স্থলেই চরিত্র দোষ; সেই স্থলেই প্রায় পুরুষই প্রথম দোষী।

নি। আমার বোধ হয়, আপনি—তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই ঠিক।

বি। এখন তবে পরিবারস্থ সকলের বিষয় দেখা যাউক; যে স্থানে ঘনিষ্ঠতা দোষের হইতে; পারে অর্থাৎ যে স্থানে স্ত্রীলোক যুবতী; সেই স্থানেই ঘনিষ্ঠতা নিষেধ কি না।

নি। বেশ কথা; শ্বশুর ও পুত্রবধুর মধ্যে পুত্রবধু হয় যুবতী; না হয় অল্প বয়সী; ঘনিষ্ঠতাও নিষেধ; নাম না করা ও ঘোমটা দেওয়া; শাশুড়ী ও জামাতার মধ্যে যে স্থানে শাশুড়ী যুবতী বা অল্প বয়সী; সেই স্থানেই ঘনিষ্ঠতা হয় না, ঘোমটা পদ্ধতি রহিয়াছে; মামী ও খুড়ী যে স্থানে যুবতী বা অল্প বয়সী; সেখানে ঘনিষ্ঠতা শীঘ্র হয় না।

বি। এখন দেখিলে; যেখানে ঘনিষ্ঠতা দোষের; সেই স্থানেই নানা প্রকার প্রতিবন্ধক। ১ মতঃ নাম ধরিয়া না ডাকা সম্বন্ধে, ২য়তঃ কর্ম্ম কার্য্য সম্বন্ধে; ৩য়তঃ চাক্ষুষ কথা বার্ত্তা সম্বন্ধে, ৪র্থতঃ ঘোমটা সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রতি বন্ধক।

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। আবার দেখ; যখন ইন্দ্রিয়সুখভোগ সকলেরই স্বাভাবিক তখন স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য না করিয়া; স্বভাবের কার্য্যের মধ্যে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়া, সুযোগের অভাব বা হ্রাস করাই ভাল। সুতরাং দেখ পরিবারের কেমন সুন্দর বন্দোবস্ত।

নি। তাহা বটে। আমাদের যে প্রকার পরিবারের গঠন, তাহাতে ঐ প্রতিবন্ধকই উত্তম শাসন।

বি। মোটামুটি ত আমাদের পরিবারস্থ ব্যক্তি বর্গের কতক কতক দেখা গেল। এখন একটি কথা বলি; অনেকে বলেন যে আমাদের সমাজ অপেক্ষা ইংরেজ সমাজে, উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক সম্বন্ধে রীতি নীতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এবিষয়ে একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক; ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিবার গঠন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমাজ সংগঠন; সুতরাং ভিন্ন ভিন্নসমাজের ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতি হইবেই। প্রত্যেক সমাজেই ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার রীতি নীতিই আছে; কেবলই ভাল বা কেবলই মন্দ, এপ্রকার কোনই জাতির সমাজ হইতে পারেনা। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইংরেজ সমাজ ধর; কোন স্থানে ইংরেজ ও ইংরেজ পত্নী শকটারোহণে উপস্থিত হইলেন, ইংরেজ অনায়াসে সত্বর শকট হইতে নামিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীকে নামাইবার জন্য অপরের সাহায্য আবশ্যক; ইংরেজের হস্ত তাঁহার পত্নীর পদতলে দিতেও হয়। যদি পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই; স্ব স্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর সাধ্যানুসারে নির্ভর করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, তবে ইংরেজ ও তাঁহার স্ত্রীর ব্যবহার অন্যায় বলিতে হইবে।

নি। ইংরেজ সমাজে কি ঐ রকম ব্যবহার!

বি। ঐপ্রকার ব্যবহার দেখিতেও পাওয়া যায়, পুস্তকেও পড়া যায়।

নি। তবে উহা জঘন্য, স্ব স্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর যতদূর সাধ্য নির্ভর করাই ত উচিৎ।

বি। আবার দেখ; যখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সাধ্যমত সমতা থাকাই ভাল, তখন যদি উভয়ের মধ্যে কোনই ইতর বিশেষ আবশ্যক হয়; তবে অন্তত: উপস্থিত ব্যাপারে কাহার দ্বারা কাহার সাহায্য আবশ্যক করে দেখা যাউক; গাড়ী হইতে নামিতে কাহারই কোনই সাহায্য যে আবশ্যক করে না, তাহাতে বোধ করি কোনই সন্দেহ হইতে পারে না, তাহাতে কোনই কষ্ট নাই, কোনই পরিশ্রম নাই; যদি বল স্ত্রীলোক যে দুর্ব্বল শরীরা,

সুতরাং তাঁহাকে সাহায্য করা আবশ্যক; স্ত্রীলোক দুর্ব্বলশরীরা তাহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু দুর্ব্বলাকে যদি সবলা করা কর্ত্তব্য হয়, তবে ঐ প্রকার সাহায্য দ্বারা দুর্ব্বলা সবলা হন, কি দুর্ব্বলা দুর্ব্বলতরা হন? বোধ করি ঐ সাহায্যে স্ত্রীলোক অধিক দুর্ব্বলাই হন; সবলা করিতে হইলে ঐ সাহায্য কোন মতেই আবশ্যক করে না; ঐ সাহায্যের অভাবই আবশ্যক করে।

নি। তাই ত।

বি। যদি বল ঐ সাহায্য সাহায্য নহে উহা সম্মান দেখান ভিন্ন আর কিছুই নহে। আচ্ছা তবে ধর; যিনি নীচ তিনিই ত উচ্চকে সম্মান দেখাইবেন; তবে কি সাহেব নীচ আর সাহেব পত্নী উচ্চ? সাহেব-পত্নী যদি সাহেব অপেক্ষা উচ্চতরা হন তবে তাহার কারণ ত দেখি না। যদি বল পূর্ব্ব পরিশ্রম ও কষ্ট বিবেচনা করিয়া একজনের দ্বারা অপরের সাহায্য দ্বারা সম্মান দেখান আবশ্যক এবং ঐ সাহায্য তাহাই; নীচ দ্বারা উচ্চের সম্মাননা নহে; তবে নিশ্চয়ই অতি সাধু উদ্দেশ্য বলিতে বাধ্য। এখন জিজ্ঞাস্য সমাজের অবস্থানুসারে—ইংরেজ সমাজেরই অবস্থানুসারে কষ্ট ও পরিশ্রম কাহার অধিক? ইংরেজের কি ইংরেজ স্ত্রীর? আমার ত জ্ঞান যে ইংরেজ স্ত্রীর কোনই পরিশ্রম ও কষ্ট নাই; বঙ্গালী স্ত্রী অপেক্ষা তাহার পরিশ্রম ও কষ্ট অল্প; যদি আমার জ্ঞান ভুল না হয় তবে আর সাধু উদ্দেশ্য বলি কি প্রকারে।

নি। তবে ত দেখি আমাদের সমাজই ভাল; আমরা স্বামীকে, পিতা, জেঠা, খুড়া, ভ্রাতাকে পা ধুইবার জল দি, আহার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিই; মুখ ধুইবার জল দিই, পান তৈয়ার করিয়া দিই; এবং তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ার পর আমরা খাওয়া দাওয়া করি; পুরুষের কষ্ট ও পরিশ্রম অধিক বলিয়াইত ঐ সকল করিয়া থাকি; সম্মান দেখা-ইয়া থাকি।

বি। আবার দেখ; ইংরেজ স্ত্রী উচ্চযোরযুক্ত জুতা ব্যবহার করিয়া থাকে; কোটিদেশ চর্ম্মদ্বারা দৃঢ় বদ্ধ করেন; ইংরেজ চিকিৎসকেরা স্থির করিয়াছেন, যে ঐ সকল কার্য্য দ্বারা ইংরেজ স্ত্রীকে প্রসব সময়ে

নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয়, নানা প্রকার প্রাণ সংঘাতক বিপদও ঘটিয়া থাকে;

নি। সত্য? তবে ত বড় ভয়ানক!

বি। তবে আরও একটি কথা বলি; ইংরেজ পত্নী স্তনদ্বয় দৃঢ় বদ্ধ করিয়া রাখেন; তাহাতে স্তনের প্রকৃত স্ফূরণ না হইয়া তথায় দুগ্ধ উৎপাদনের প্রভূত ব্যাঘাৎ উৎপাদন করিয়া থাকে; স্বীয় সন্তানকে স্বয়ং স্তনদুগ্ধ পান না করাইয়া অপর স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন; অথচ ইংরেজ ও ইংরেজের পত্নী, চীন দেশীয় স্ত্রীলোকের লৌহপাদুকা দ্বারা সঙ্কুচিত পদকে অসভ্যতা ও নিষ্ঠুরতা ব্যঞ্জক বলিয়া উপহাসও ঘৃণা করিয়া থাকেন!

নি। আপনার ঘোলকে কি কেহ টক বলে! আমরা পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিন্দুর এবং নাক কাণ ছিদ্র করিয়া অলংকার ব্যবহার করিয়া কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করি বটে; কিন্তু সে ত সাহেবদের মতও নহে, চীনদের মতও নহে।

বি। আমাদের সমাজে স্বভাবের সহিত কৃত্রিমতার যোগ দিই; ইংরেজ সমাজে স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া অস্বভাবকে আলিঙ্গন করেন; স্বভাবকে পরাজয় করিয়া অস্বভাবকে অর্থাৎ কৃত্রিমতাকে আলিঙ্গন করার নাম অনেক সময়ে "শিক্ষা" ও "সভ্যতা"। এসকল অতি কঠিন বিষয় সুতরাং ও সম্বন্ধে পরে বলিব; এখন আমি যদি বলি যে, স্বভাবকে পরিত্যাগ ও কৃত্রিমতাকে আলিঙ্গন দ্বারা শিক্ষা ও সভ্যতা প্রকাশ পাইলেও, যখন দেখি যে উহা অনাবশ্যক, কষ্টপ্রদ এবং বিপজ্জনক; তখন মুক্তকণ্ঠে বলিব যে ঐ সকল শিক্ষা ও সভ্যতা প্রশংসনীয় নহে, ঐ শিক্ষা ও সভ্যতা প্রার্থনীয় নহে, উহা পরিত্যজ্য।

নি। তাহাত ঠিক কথাই! উহাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে!

বি। কিন্তু নির্ম্মলে দেখ, বলিয়াছি যে সকল জাতিরই পরিবার গঠন ও সমাজ গঠন দোষ গুণ মিশ্রিত; কোনই সমাজে কেবলমাত্র দোষ বা কেবল মাত্র গুণ নাই; ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে যে তাহা হইতেই পারে না; আমাদের সমাজের কতক গুণ এবং ইংরেজ সমাজের কতক দোষ দেখিলে,

এখন ইংরেজ সমাজের ২।১টি গুণ এবং আমাদের সমাজের ২।১টি দোষ অতিসংক্ষেপে দেখাইয়াই অদ্য শেষ করিব।

নি। বেশ কথা;

বি। যে শ্রেণীর ইংরেজ পরিবারের কথা বলিলাম, সেই শ্রেণীর ইংরেজ ও ইংরেজ স্ত্রী উভয়েই বেশ শিক্ষা পান, এবং সেই শিক্ষার অনেক স্থলে অতি উত্তম ফলও ফলিয়াছে, শিক্ষিত ইংরেজপত্নী শিক্ষিত ইংরেজকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন—পত্নী, স্বামীর পুস্তক রচনা বিষয়ে সাহায্য করেন; পত্নী ও স্বামী উভয়েই নানা সময় নানা প্রকার সামাজিক ও অন্যান্য রীতি নীতি সম্বন্ধে চিন্তা ও আন্দোলন করেন; আমাদের মত পণ্ডিত স্বামী ও মূর্খ পত্নী সাহেবদের মধ্যে নাই! প্রভূত উন্নতমনা বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রীর মত যুগল, সাহেব দের মধ্যে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় নাই! আবার—বেলা কত বল দেখি?

নি। বোধ করি ৫টা বাজিয়া গিয়াছে, যাই, বিচিলি কাটিতে হইবে যে!

বি। আচ্ছা, আমারও একটু কার্য্য আছে।

স্ত্রীলোকের সওদা।

নি। দেখ, পুরুষ মানুষ অপেক্ষা মেয়ে মানুষে বোধ করি জিনিসের সওদা ভাল করিতে পারে।

বি। কি রকমে,—

নি। ঘোষ বাজার হইতে ৵৹ আনার যে মাছ কিনিয়া আনে আমরা বাড়ীতে সেই রকম মাছ ⁄১০ আনা কিনি। এ এক আধ দিন নহে, রোজ রোজ দেখিয়াছি।

বি। প্রত্যহ কি ঘোষ বাজার হইতে মাছ কিনিয়া আনে, আর তোমরাও বাড়ীতে কিনিয়া থাক!

নি। না, তাহা নহে, ঘোষ যে দিন মাছ কিনিয়া আনে, সেই দিনই দেখিয়াছি যে ঠকিয়া আইসে—বোধ করি তবে কিছু চুরি করে!

বি। ঘোষ যে বাজারে পয়সা চুরি করে, তাহা আমার বোধ হয় না, আর সে যে চুরি মোটেই করেনা, তাহাও আমি স্থির করিয়া বলিতে পারি না। কারণ দেখ, চাকরে যে কিছু না কিছু চুরি করে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। তবে ঘোষকে যে প্রকারের দেখি তাহাতে বোধ করি যে সে চুরি করেও না, চুরি করিতেও পারে না।

নি। দিদিও তাই এক একবার বলেনও বটে, ঘোষ বোকা তাই ঠকিয়া আইসে।

বি। ঘোষ যে ঠকিয়া আইসে, তাহাই সত্য। আর তুমি যে কথা বলিলে যে, পুরুষ মানুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক সওদা ভাল করিতে পারে তাহাও সত্য। বাড়ীতে যখন কোন স্ত্রীলোক কোন জিনিস বিক্রয় করিতে আইসে, তখন তোমরা সস্তা কেন, একথাও যেমন সত্য, আর তোমরা যে বেশী ফাউলও, এ কথাও সেই রকমই সত্য; একবার অধিক বার যে ফাউ লইবে তাহা নহে, অন্ততঃ ৩ বার ফাউ লইবে তবে ছাড়িবে, তবে তোমাদেব কেনা মঞ্জুর হইবে; ইহা যে আমি আন্দাজে বলিতেছি তাহা মনে করিও না; আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

নি। তাহা বোধ করি সত্য।

বি। এই দেখ না কেন। বারুই মাসী পান দিতে আইসে, ঠিক করিয়া বল দেখি, ক বার ফাউ লও, বোধ ত করি, যে ৩ বার ৩টা না লইয়া কিছুতেই ছাড়িবে না।

নি। ঠিক কথা বলিয়াছেন।

বি। তাহারা গরিব লোক, তোমাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না, অথচ বিক্রয় করাও চাই সুতরাং তোমরা জিতিয়া যাও।

নি। আচ্ছা, তাহারা যদি ঠকেই তবে ব্যাচে কেন?

বি। তাহার কারণ বলি;—প্রথমতঃ বাজারেই বল, আর যেখানেই বল, একস্থানে স্থির হইয়া কোন দ্রব্যাদি কেনা ব্যাচা করিলে একে ত এক খানি ঘর তুলিতেই হইবে, তাহা ছাড়া প্রত্যহ তোলা দিতে হইবে,

অর্থাৎ জায়গার ভাড়া স্বরূপ প্রত্যহই কিছু ২ দিতে হইবে। গরিব লোকের তাহা পোসায় না, যাহারা বাড়ী বাড়ী জিনিস বিক্রয় করিতে আইসে তাহারা যে অপেক্ষাকৃত গরিব লোক ইহা স্থির। কিন্তু বাড়ী বাড়ী ব্যাচার ও রকম কোনই খরচ নাই। অবশ্য তুমি বলিবে যে বাজারে এক স্থানে বসিয়া বিক্রয় করিলে যেমন খরচা লাগে সেই প্রকার সেখানে বিক্রয়ও ত অধিক হয়; লাভও অধিক হয়। একথা সত্য: কিন্তু বাড়ী বাড়ী যাহারা আইসে, তাঁহারা এত গরীব যে তাহারা ঐ খরচা করিতে পারে না; বাড়ী বাড়ীই বেচিয়া বেড়ায়!

নি বটে। তাহারা এত গরীব!

বি। আরও এক কারণে যাহারা গরীব তাহারা বাড়ী ২ ব্যাচে; এক স্থানে দোকান বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে বসিলেই; অনেককে ক্রমে ক্রমে ধার দিতেই হইবে ইহাও স্থির; সেই ধার পরিশোধের পক্ষে তুমি তত যাওয়া আশা করিতে পার না; কারণ তুমি অধিকক্ষণ দোকানেই বাঁধা, সুতরাং যাহারা ধার লয়েন, তাঁহারা নিজেই যদি আসিয়া ধার শোধ করেন, তবেই বেশ ভাল হয়; কিন্তু তাহা প্রায়ই ঘটে না, সুতরাং ধার দেওয়াও একটি মহা অসুবিধা। যদি বল বাড়ী২ও ত ধার দেয়; সে স্বতন্ত্র কথা; সেই ধার দেয়, সেই তাগাদা করে; আর যে বাড়ীতে ধার দেয়, সে বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নীকে বেশ চিনিলিই ধার দেয় নচেৎ ধার দেয় না; অর্থাৎ যে খানে ধার দেওয়া আর সেই পয়সা নিজের বাক্‌সে রাখার মত সমান, প্রায় সেই খানেই ধার দেয়; বাড়ী বাড়ীতে ঐ এক মহৎ সুবিধা, একে গরিব তাহাতে বেশ সুবিধা, সুতরাং বাড়ী বাড়ী ব্যাচে।

নি হাঁ ইহাও বেশ কথা।

বি আর তুমিই নিজেই স্বীকার করিলে যে, তোমরা অনেকবার ফাউ লও সুতরাং জিঁতিয়া যাও, তাহারা ঠকিয়া যায়। তাহারা ঠকিয়া যায় বলিলাম; তাহাতে এ প্রকার ভাবিও না যে তাহাদের কোনই লাভ হয় না; লাভ হয়ই তবে কিছু কমই লাভ হয়। তা নগদ কেনা বেচায় যিনি নগদ কেনেন তিনি জিঁতিয়া যান; অর্থাৎ যিনি ধারে কেনেন,

তাঁহা অপেক্ষাই জিতিয়া যান; আর যে ব্যাচে সে ঠকিয়া যায় অর্থাৎ অল্পাই লাভ পায়; প্রকৃত পক্ষে সে ঠকে না।

বি। বুঝিতে পারিয়াছি।

বি। আবার যে সকল স্ত্রীলোক বাড়ী ২ বেচিতে আইসে তাহারা তোমাদিগকে বেশ চিনিয়া যায় সুতরাং পুনর্ব্বার আসিলে প্রথমে হাতে রাখিয়াই কম দিয়া থাকে; এমন হাতে রাখিয়া দেয় যে তুমি তিনবার লইলেও তাহার কোনই ঠকা হইবে না। কিন্তু তাহাতেও তাহারা তোমাদিগকে পারে না; কারণ আজ সস্তাই হউক আর আক্রাই হউক, তোমরা তাহার কম দেওয়া বুঝিতে পার কাল যাহা দিয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিয়া থাক, আরও বল যে আজ উহা বাজারে ভারি সস্তা আজ ঐ কয়টি লইতে পারিনা সুতরাং আজ বাজারে তাহা আক্রা একথাও আর তাহাকে বলিতে দাও না, সে পথ বন্ধ করিয়া দিলে। বলিলাম যে তোমাদিগকে তাহারা পারে না, কারণ জুহরিতে ২ কেনা ব্যাচা হয়। তাহাদেরও কিন্তু ব্যাচাই উদ্দেশ্য, তোমাদের নিকট ব্যাচাই উদ্দেশ্য তবে তোমাদিগকে পারেনা; বেচিয়া যায় কম লাভে। কিন্তু কম লাভেই আবার বেশি লাভ।

নি। সে কিরকম?

বি। যাহারা বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিতে আইসে, তাহারা বারমাসই এক ২ জন এক এক পাড়ায় বিক্রয় করে; আর না হয় কোন দিন দৈবাৎ আইসে।

নি। ২। ১ জন কখন কখন আইসে সত্য; কিন্তু ধর বারুই মাসী ও মেছুনি বুড়ী ত রোজ রোজ আইসে।

বি। যে ২। ১ জন কখন কখন আইসে, তাহারা প্রায়ই সে দিন তোমাদিগকে বিলক্ষণ ঠকাইয়া যায়; তোমরা নূতন লোকের কাছে একদিন কিছু বেশি পাইলে; মনে করিলে ভারি জিতিয়া গেলে; বারমাস যে দেয় সে ঠকাইয়া দেয়! কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; সেদিন সে জিনিস বাজারে ভারি সস্তা, সে দিন হয় ত বাজারে কেহ সে জিনিস কিনিতেছে না, তাই তাহারা তাড়াতাড়ি বাড়ী বাড়ী বেচিয়া চলিয়া যায়; যে বারমাস

দেয়, হয় ত তাহার পূর্ব্বেই আসিয়া বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়; আর যে বারমাস দেয় সেই যদি আগে আইসে, ত সে প্রত্যহ যে প্রকার দেয় সে দিনও সেই প্রকার দেয়, হয়ত কিছু সে দিন বেশি করিয়া দেয়; কারণ বাজারে যে সেদিন তাহা সস্তা তাহা টের পাইলে না, সুতরাং অন্ততঃ সে দিনও সে তোমাদিগকে ঠকাইয়া যায়। এখন তাহার পর যদি অপর একজন দৈবাৎ আইসে আর অনেক বেশি দেয় তবেই তাহার নিকট হইতে তাহা লইলে নচেৎ লইলে না।

নি। ঠিক কথা বলিয়াছ বটে!

বি। যাহারা ২ বারমাসই আইসে, তাহারা তোমাদিগকে কম লাভই দেয়, তোমাদিগকে জিতাইয়া দেয়; কিন্তু অন্যান্য নানা প্রকারে লাভ করে—তোমাদিগেরই নিকট হইতে লাভ করে। ছেলেপিলে হইল, কি অন্ন প্রাসন, কি বিবাহ, কি শ্রাদ্ধ ইহা ত আছেই—তাহা ছাড়া আমাদের বারমাসে তের পার্ব্বন—আজ রথ, কাল দোল, পরশ্ব পূজা ইত্যাদি নানা প্রকার কর্ম্ম কার্য্যের সময়ে তাহারাও ধোপা নাপিতের মধ্যে একজন। সেও কিছু না কিছু না লইয়া যাইবে না তোমরাও তাহাকে কিছু না দিয়া থাকিতে পার না। আবার হয় ত আজ একটু লবণ, কাল একটু তেল, একদিন বা কিছু জল খাবার অন্য দিন বা ২ দুটা আলু কি একটা বেগুণ ইহাও লইয়া থাকে তোমরাও দিয়া থাক; আবার ধর একদিন বা একখানা ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি অনেক প্রকারে তাহারাও লয় তোমরাও দেও; কারণ স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা তোমরা সরলা ও দয়াবতী।

নি। তাহা বটে।

বি। আবার দেখ বড় লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল; মেছুনিবুড়ী মাছ বেচিতে আইসে ওপ্রকারে ত লইয়া থাকে, তাহা ছাড়া হয় ত মধ্যে ২ পাতের ভাত লইয়া যাইবে, মাহয় খাইয়া দাইয়া যাইবে, ইহা ছাড়াও আবার সে তোমাদিগের নিকট হইতে মধ্যে ২ টাকাটা সিকিটাও কর্জ্জ করিয়া থাকে।

নি। তুমি এসকল খবর পাও কোথা হইতে!

বি। ও সকল কি আর জানিতে বাকী থাকে, তা থাকে না, আর ওসকল জানাও ত একটা বড় কঠিন ব্যাপার নহে; ওসকল জানিলে যে বিশেষ প্রশংসার কথা তাহা নয়, বরং নাজানিলে নিন্দারই কথা। আমগাছের ফল আম তাহা কি জানা একটা আশ্চর্য্য কথা নাকি। যাক— আবার তোমাদের হাত ঝাড়িলে বোঝা, যে কোন সময়েই হউক না কেন যখন তাহাকে কোন কিছু দিবে, তাহাও আবার নিতান্ত অল্পও দিতে পার না সুতরাং সে যাহা আশা করে, তাহা অপেক্ষা আবার বেশিও পাইয়া যায়, আর নাহয় অন্ততঃ সুদের পয়সাও তাকে ছাড়িয়া দিবে, তোমরা কোমলা, দয়াবতী; তাহারা গরিব, তোমরাই তাহার সহায় সে একেবারে তোমাদের কেনা হয়ে থাকে! এত কম লাভেই তোমাদের কাছে ব্যাচে কিন্তু কত লাভ! কত উপকার! যে গরিব তবু তাহার কাছে তিনবার ফাউ লও তাহার অল্পই লাভ হয়; কিন্তু তোমরা যে অতবার ফাউ লও তাহাকে উৎপীড়ন করিবার উদ্দেশ্যে নহে সে একটা কেমন তোমাদের স্বভাব!

নি। তাই বটে ওটা আমাদের স্বভাব!

বি। স্ত্রীলোক কিনিতেও জিতিয়া যায়, স্ত্রীলোক বেচিতেও জিতিয়া যায়। এই জন্য বাজারে স্ত্রীলোকেই অধিক ব্যাচে। যাহারা মাছ বিক্রয় করে তাহাদের মধ্যে ত পউনে ষোল আনা স্ত্রীলোক। পুরুষেরা মাছ ধরিয়া থাকেন, মাছ কিনিয়া থাকেন, বেচিবার ভার স্ত্রীলোকের উপর। যে মাছটি এক আনায় কেনা, সেটি অন্ততঃ দেড় আনায় বিক্রয় করিবেই ধরা কথা। অথচ দর বলিয়া বসে চারি আনা! ক্রেতা যদি খুব বিচক্ষণ ও চালাক হন তবেই সেটি দেড় আনায় পাই পারেন, নতুবা অনেক সময়ে ৵৹ দুই আনাতেই লইয়া যান। আবার যে সকল স্ত্রীলোক মাছ বিক্রয় করে; তাহাদের মধ্যে পরস্পর আবার এমনি যোগাযোগ আছে, যে একজন হয় ত যেন উপর পড়া হইয়া "দাদাকে অমার তুই চিনিস্ না, দাদার খেয়ে আমরা মানুষ" বলিয়া অন্যের মাছ জোর করিয়া বিক্রয় করে; ক্রেতা দাদা বুঝিলেন যে মেছুনিত আমাকে তবে বেশ চেনে ও মান্য করে দেখছি! তবে অবশ্যই

মাছ বেশ জিঁতিয়াছি! কিন্তু ঠিক বিপরীত! ক্রেতা দাদা তুই আনার মাছটি পাঁচ আনায় লইলেন; মেছুনি জিঁতিল ক্রেতা ঠকিলেন! ক্রেতা দাদা গাধা!

নি। সত্য নাকি এমনই করে!

বি। আর ক্রেতা যদি একটু বাবু গোছের হন বা একটু নেকা রকমের হন, তবে আর মেছুনির হাতে তাঁহার রক্ষা নাই মেছুনি এক হাত মারিবেই মারিবে। বাক্যে তাঁহাকে এমনি আমড়াগেছে করিয়া তুলিবে যে ক্রেতা বাবু তখন জামাই বাবু হইবেন, চারি আনার মাছটি একটি টাকায় লইবেন। জামাই বাবু কি না?

নি। তুমি যে ভারি হাঁসির কথা বলিতে লাগিলে!

বি। শুনিয়াছ ত যে;—

"জেলের পরনে টেনা, নিকারিণীর কাণে সোণা"

নি। শুনিয়াছি বৈ কি।

বি। জেলেরা মাছ ধরে, কিন্তু তাহাদের ঘরে খড় যোটে না, হাড় ভাঙ্গা শীতে জলে সাঁতার দিয়া মাছ ধরে, ছেঁড়া কাপড়ও ঘুচে না, উদরের অন্নও জুটে না; সে মাছ ধরিল, নিকারিণী কিনিল, নিকারিণী কিনিল ও বেচিল; যেন শাঁখারীর করাত "যাইতে আসিতে কাটে"; কিনিবে তাহাতেও জিতিবে, বেচিবে, তাহাতেও জিতিবে; কিছুতেই ঠকে না তা কাণে শোণা, হবে না কেন?

নি। বটে! তাহা ত এত দিন জানিতাম না! তবে আর ঘোষই যে কেবল ঠকে তাহাও নহে! মেছুনিরাত ভারি চালাক!

বি। মেছুনিদের বুদ্ধি ও কুটিলতা জগদ্ব্যাপী বিলাতেও মেম মেছুনিরাও ঐ প্রকার।

নি। মেমে মাছ ব্যাচে!

বি। যেখানে কেবলই সাহেব ও মেম সেখানে অবশ্য—

নি। আর বলিতে হইবে না বুঝিয়াছি।

বি। বরং মেম মেছুনিরা আরও বেশি; মেমেরাইত অধিক কেনা ব্যাচা করে; কলিকাতারই একটি মেমের কথা বলি অবশ্য মেছুনি মেম নয়

অন্য মেম; এক দোকানদার সাহেব, তাঁহার বিক্রয় বড়ই কম, এত কম যে পেটের ভাত জোটান ভার; মেম আছেন, এখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্ত্রীর উপর দোকানের ভার দিলেন, অমনি তার পর দিন হতেই ফাঁপিতে লাগিলেন। অন্য দোকানে যাহা ২৲ পাওয়া যায়, মেমের কাছে তাহার দাম ৩৲! কোন ভাল জিনিস কিনিতে যাও মিলিবে না; খারাপ জিনিসই কিনিবে, বেশি দামে কিনিবে; আর খুসী হইয়া চলিয়া যাইবে। স্ত্রীলোক দোকানী যেন কি ভেলকি জানেন, ক্রেতা সেই ভেলকিতে ভেড়া বানয়ে জান। তাহা যে হইবেই দোকানী স্ত্রী যে—

"আকাশে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে দিতে পারে চাঁদ"

নি। এত বড়ই আশ্চর্য্যের কথা দেখছি।

বি। দোকানী স্ত্রীর আরও ক্ষমতা দেখ; তিনি অন্যের নিকট হইতে যে দ্রব্য কিনিবেন; তাঁহাকে তাহার মুল্য দিতে বিলক্ষণ দশ দিন হাঁটাইবেন; তাহার পরও হয় ত আবার দামের কিস্তীবন্দী হইবে, কিন্তু নিজে যখন কোন দ্রব্য কাহাকে বিক্রয় করেন; তখন বলেন "বাম হাতে দাম দাও, ডান হাতে জিনিস লও," বলেন আর কার্য্যেও তাহাই করেন। স্ত্রীলোক দোকানদার নিজের লাভ লোকসান, ইষ্টানিষ্ট যেমন বুঝিয়া কার্য্য করে পুরুষ দোকানদার তাহা কখনই পারে না। স্ত্রীলোক যে পুরুষ অপেক্ষা কিছুতেই নির্ব্বোধ নহে, এই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ; স্ত্রীলোক যে পুরুষ অপেক্ষা অনেক কার্য্য সুচারুরূপে করিতে পারে তাহার পক্ষেও ইহা যথেষ্ট প্রমাণ।

নি। তাহা ত সত্যই দেখছি।

বি। স্ত্রীলোক বিক্রেতার বিষয় একটু শুনিলে এখন স্ত্রীলোক ক্রেতার কথা অর্থাৎ তোমাদেরই একটি কথা বলি; * * বাবুর নাম অবশ্যই শুনিয়াছ; তিনি অত্যন্ত উচ্চহৃদয়ের ও উচ্চশিক্ষার লোক ছিলেন, উচ্চপদস্থ ত ছিলেনই। একদিন এক মেছুনি তাঁহার বাড়ী মাছ বিক্রয় করিতে যায়, বাবুর মাতা মাছ কিনিয়াছেন। ২।৩ বার ফাউ লওয়ার পরও মাতা একটি মাছ লইয়া টানাটানি করিতেছেন। যাহাহউক মেছনি ত মাছ দিয়া দাম লইয়া বিড় বিড় করিতে ২ যায়; বাবু কোন স্থান হইতে

ব্যাপারটি বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখেন। মেছুনি বাহিরে আসিলেই বাবু স্বয়ং তাহাকে তাহার অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মেছুনি ত আর নাই; ভীতা ও কম্পান্বিতা! বাতেন কদলী যথা! যাহাই হউক শেষে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মেছুনিকে বাড়ীর মধ্যে মায়ের নিকট লইয়া গিয়া, মায়ের হাতে দশটি টাকা দিয়া বলিলেন "মা এই টাকা দশটি অনুগ্রহ করিয়া মেছুনিকে দিন আমি তাহা হইলে বড়ই খুসি হইব" মা অগত্যাই তাহাই করিলেন; মাতার বেশ প্রকৃত শিক্ষা হইল মেছুনিও খুসী হইয়া মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে ২ চলিয়া গেল।

নি। এত বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

বি। আরও একটি বলি; * * মহাশয়ের মাতারও ঐ প্রকার একটি কথা আছে; এক ঘোষাণি তাঁহার বাড়ীতে ঘোল বিক্রয় করিতে যায়, ঘোষাণি পয়সায় ৪ ভাঁড় ঘোল দিবে কিন্তু মহাশয়ের মাতা ৮ ভাঁড় লইবেন। ঘোষাণি ৮ ভাঁড় ঘোল দিয়া একটি পয়সা লইয়া চলিয়া যাউক। মহাশয় কি প্রকারে তাহা টের পান, টের পাইয়াই ঘোষাণির অনুসন্ধান করিয়া পরদিন তাহাকে বাড়ীতে ডাকাইয়া আনেন, তাহাকে উত্তম রূপে খাওয়াইয়া ও একখানি নূতন কাপড় দিয়া বিদায় করেন।

নি। সত্য নাকি! বেশ ত!

বি। এখন দেখিলে যে; তোমরা যখন কোন জিনিস কেন, তোমরা তাহার কিছু বেশী যেন পাড়াপিড়ী কর বলিয়া অগত্যাই জিতিয়া যাও; কিন্তু ইহা বোঝা উচিৎ; যে সেই পীড়াপিড়ী যে প্রকার নীচ সেই প্রকার হেয়।

নি। তাহা ত বেশ বুঝি কিন্তু ঐ যাহা বলিয়াছ! ও যেন আমাদের একটি স্বভাব অবশ্য কুস্বভাব। আমার রাঙ্গা খুড়ী মা কিন্তু দেখেছি নিজে কোন জিনিষ কেনেন না।

বি। নিজে জিনিষ পত্র না কেনাও ত নিন্দারই কথা প্রশংসার কথা নহে, নিজের জিনিষ নিজেই কেনা ভাল, উচিৎ মূল্যেই কেনা ভাল, যেন তুমিও না ঠক, যার কাছ হইতে কিনিবে, সেও না ঠকে;

একটি কথা মনে ভাবিও যে সে লাভের জন্যই বেচিতে আইসে। সেই লাভ তাহার ন্যায্য প্রাপ্য। তাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা তাহাকে দেওয়াই ন্যায্যও কর্ত্তব্য; তাহা লইয়া পীড়াপিড়ী করাই অন্যায় ও অকর্ত্তব্য। হাঁ তবে সে একটি দাম বলিল, তুমিও একটি দাম বল, তাহাতে তাহার পোষায়, সে দিবে, না পোষায় না দিবে, তজ্জন্য পীড়াপীড়ি কাড়াকাড়ি করা অন্যায়। আর যে রাঙ্গা খুড়ীর কথা বলিলে তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি জিনিষ পত্র ক্রয় করাকে সামান্য কার্য্য মনে করেন, নীচ কার্য্য মনে করেন! লেখা পড়া শিখিয়াছেন সত্য; কিন্তু যে লেখাপড়ায় ঐ জ্ঞান পাওয়া যায়, যে লেখাপড়ায় বলে, যে নিজের জন্য নিজে দ্রব্য, ক্রয় করা নীচতা, সে লেখাপড়া লেখা পড়াই নহে! সে লেখাপড়া না শিখাই ভাল! শুদ্ধ যে কেবল রাঙ্গা খুড়ীর কথাই বলি তাহা নহে, আমাদের মধ্যেও উহা যথেষ্ট আছে; আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ নিজে কেনা ব্যাচা ভাল বাসেন না, নীচতা মনে করেন। আর যদিই বা কোন দ্রব্য ক্রয় করিবেন; তাহা বাঙ্গালীর দোকানে নহে, সাহেবের দোকানে; এক গাছি ছড়ি, যাহা বাঙ্গালী দোকানে চারি আনায় পাওয়া যায়, সাহেবের দোকানে তাহার দাম একটি টাকা! আবার সাহেব দোকানে যাহা পাওয়া যায় তাহাই তাঁহাদের ক্রয় করিবার বস্তু, সাহেব দোকানে যাহা না পাওয়া যায়, তাহা তাঁহাদের ক্রয় করিবার উপযুক্ত নহে! কিন্তু এখন ও কথা থাক;—তোমরা যে পীড়াপীড়ি কর তাহার প্রধান কারণ এই যে, তোমরা ঠকিতে চাও না তোমরা পরিমিত ব্যয়ী হইতেই ইচ্ছা কর; আর আমার বোধ হয় পুরুষ অপেক্ষা তোমাদের পরিমিত ব্যয় বিষয়ে বোধও কিছু বেশী আছে। সুতরাং তোমাদের পীড়াপীড়ির মধ্যে নিষ্ঠুরতা নাই, নিষ্ঠুরতা থাকিতেই পারে না; কারণ তোমরা কোমলা, তোমরা দয়াবতী, বোঝনা বলিয়াই পীড়াপিড়ি টুকু কর; বুঝিতে পারিলে বোধ করি কর না। সুতরাং তোমাদের উদ্দেশ্য ভাল, কার্য্যটি ভাল নহে।

নি। যথার্থই বলিয়াছ!

বি। এখন দেখ, তোমরা যাহা ক্রয় কর, তাহাতে প্রায়ই জিতিয়া থাক, অর্থাৎ ঘোষ অপেক্ষা ভাল সওদা কর ; দেখিলে যে একে ঘোষ বোকা তাহাতে আবার মাছ কেনে মেছুনিদের নিকট হইতে ; ঘোষ যে কিছু ঠকিবেই, তাহা বড় আশ্চর্য্য নহে ; মোটেই আশ্চর্য্য নহে ; ঘোষ অপেক্ষা যে তোমরা ভাল সওদা কর, তাহার আরও একটি কারণ দেখাই, তোমার কার্য্য তুমি নিজে করিলে, তাহাতে যে প্রকার সুবিধা হয়, তোমার কার্য্য অন্যে করিলে কখনই তাহাতে সে প্রকার সুবিধা হয় না ; নিজে ক্রয় করিলে, দামেও সস্তা পাইলে আবার নিজে পছন্দ করিয়া ভাল দ্রব্যই লইলে, মন্দ দ্রব্য লইলে না ; কেন ? না সে তোমারই কার্য্য তুমিই করিলে ; সে কার্য্য তোমারই অন্যের নহে, ইহা ভাবিয়া কার্য্য করিলে ; তোমার কার্য্য অপরে করিল, সে কার্য্য তাহার নিজের নহে তোমার অর্থাৎ অপরের ভাবিয়া করিল ; সুতরাং তোমার কার্য্য তুমি করিবে সতর্কতার সহিত ; তোমার কার্য্য অপরে করিবে অসতর্কতার সহিত ; তোমার কার্য্য তুমি করিবে ইচ্ছার সহিত, তোমাব কার্য্য অপরে করিবে অনিচ্ছার সহিত ; তোমার কার্য্যে তোমার অহ্লাদ ; তোমার কার্য্যে অপরের অনাহ্লাদ ; তোমার কার্য্যে তোমার মনোযোগ, তোমার কার্য্যে অপরের অমনোযোগ, এখন দেখ ঘোষ যে ঠকে তাহা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক ?

নি। তাহা-ত সকলই সত্য ; কিন্তু ঘোষ যখন অমনি কার্য্য করে না মাহিয়ানা পায়, তখন আমার কার্য্যে তাহার ওপ্রকার করা কি কর্ত্তব্য ?

বি। কর্ত্তব্য নহে সত্য। কিন্তু তোমাকেই সুধাই, তুমিই কি তোমার সকল কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া থাক ? সকল কর্ত্তব্য কার্য্যই কি কর্ত্তব্য বলিয়া করিয়া থাক ? আমিও তাহা করি না ত। তবে ঘোষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে ঘোষ করে না তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ! আবারও দেখ, ঘোষ অশিক্ষিত আমরা শিক্ষিত অন্ততঃ আমরা শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, শিক্ষিত হইয়াই যখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলাম না ; নিজেরই কর্ত্তব্য করিলাম না ; ঘোষ অশিক্ষিত হইয়া যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিবে তোমার কার্য্য কর্ত্তব্য ভাবিয়া করিবে এই বা কোন কথা ! আবার দেখ, তুমি

তাহাকে মাহিয়ানা দেও, সে তোমার কার্য্য করে, তুমি ভাব, যে মাহিয়ানা দিয়া একবারে ঘোষের শরীর ও মন যেন কিনিয়া লইলে; সে তোমার কার্য্য সর্ব্বদা করিবে, অহোরাত্র করিবে, বিরাম পাইবে না; আচ্ছা তুমি আমি দিন রাত্রের মধ্যে কয় ঘণ্টা খাটি বলদেখি? আমাদের কার্য্য ভাবিয়া আমাদের কার্য্য আমরা অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কয় ঘণ্টা করি? বোধ করি ৬ কি ৮ ঘণ্টার বেশি কিছুতেই নহে, তুমি বড় জোর তাহাকেও ঐ ৬ কি ৮ ঘণ্টাই খাটাইতে বাধ্য। তুমি যে মাহিয়ানা দেও সে ঐ ৬ কি ৮ ঘণ্টার পরিশ্রমের জন্য। কিন্তু ও সকল কথা সময় পাইলে পরে বলিব; এখন এই মাত্র বুঝিয়া লও যে, তোমার কার্য্য তুমি করিলে যে প্রকার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে, তোমার কার্য্য অপরে করিলে তোমার কার্য্য তোমার পিতা, কি পুত্র অথবা স্বামী করিলেও সে প্রকার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে না। এই বিশ্বাস করাই উচিৎ, এ বিশ্বাসই স্বাভাবিক; এই বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করাই প্রকৃত। তবে যদি তোমার কার্য্য অপরে তোমারই মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে করে সে তোমার সৌভাগ্য, তজ্জন্য সেই অপর ব্যক্তি প্রকৃত প্রশংসার পাত্র; কিন্তু তাই বলিয়া তোমার কার্য্য অপরে করিলে তোমার মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইলে, যে তোমার দুর্ভাগ্য; তাহাও নহে, তাহাই তোমার ভাগ্য; আর তজ্জন্য সেই অপর ব্যক্তিও প্রকৃত নিন্দার পাত্র নহে।

নি। সুন্দর বুঝিয়াছি।

বি। বুঝিয়াছ সুখের বিষয়; ঐ জ্ঞান অনুযায়ী কার্য্য করিলে আরও সুখের বিষয় হইবে।

স্বামী, ভাই।

—:—

নি। সে দিন শুশীলার কাছ হইতে এক খানি বই আনিয়াছি পড়িয়া দেখিলাম, যে স্ত্রী স্বামীকে "ভাই" বলিলেন। স্বামীকে কি "ভাই" বলা যায়?

বি। বৈখানার নাম কি?

নি।—নাটক।

বি। স্ত্রী যে স্বামীকে "ভাই" কথা ব্যবহার করেন, তাহা আমি কখন লক্ষ্য করি নাই; কিন্তু যিনি ঐ নাটক লিখিয়াছেন তিনি মানব-চরিত্র, রীতি নীতি, বেশ জানিতেন; তিনি যখন ঐ কথা লিখিয়াছেন, তখন বোধ করি কোন না কোন স্থানে, কোন না কোন সময়ে স্ত্রী স্বামীকে "ভাই" বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের এখানে কৈ ঐ কথার ঐ প্রকার ব্যবহার দেখি নাই। তুমি কখন ঐ কথায় ঐ প্রকার ব্যবহার শুনিয়াছ কি?

নি। বোধ করি যেন এক দিন শুনিয়াছিলাম। প্রফুল্ল এবং নীরদা উভয়েই বেশ শিক্ষা পাইয়াছেন, নীরদা এক দিন কথায় ২ প্রফুল্লকে "ভাই" বলিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়াই একটু জিব কাটিয়াছিলেন, যেন একটু লজ্জিতা হইয়াছিলেন বোধ হইল। বোধ করি আমি সেখানে ছিলাম বলিয়া।

বি। আচ্ছা তোমার উহাতে মত কি!

নি। আমার মতে ও কথার ব্যবহার ভাল নহে।

বি। আমারও ঐ মত। "ভাই" কথা স্বামীকে ব্যবহার করা ভাল বোধ হয় না। কিন্তু ইহাকে মন্দ বলিবার পূর্ব্বে, বলিতে চাই, যে সাধারণতঃ "ভাই" শব্দে ভ্রাতা কি দাদাকে বুঝাইলেও, কখন

কখন উহা ঐ অর্থে ব্যবহার হয় না, ঐ অর্থও বুঝায় না। এক বালক অন্য এক বালককে, এক বন্ধু অন্য এক বন্ধুকে, এক বালিকা অন্য এক বালিকাকে এবং এক স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোককে, "ভাই" "ভাই" বলিতে শুনিতে পাওয়া যায়, সেই স্থলে "ভাই" শব্দ মমতাসূচক।

নি। তাহা ত আমিও শুনিয়াছি এবং আমরাও কখন কখন উহা ব্যবহার করি। আবার কেহ কেহ "বুন" কথাও ব্যবহার করেন।

বি। আর দাদাকে ত কেহই "ভাই" বলেন না অন্ততঃ হিন্দুদের মধ্যে দাদাকে "ভাই" "ভাই" বলিতে শুনি নাই মুসলমানদের মধ্যে শুনিয়াছি। হিন্দুরা বড় ভাইকে দাদাই বলেন। স্বামীকে যদি স্ত্রী "ভাই" বলেন তবে সে "ভাই" দাদা অর্থেই হইতে পারে কারণ স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর বয়স অধিক। স্বামীর বয়স যদি স্ত্রীর বয়স অপেক্ষা অধিক বেশী না হয় ও, উভয়ের মধ্যে উত্তমরূপ প্রণয় থাকে, এরূপ স্থলে স্ত্রীর বন্ধুগণ তাঁহাকে "দাদার মত স্বামী" পাইয়াছেন এই প্রকার ভাব প্রকাশ করেন। ঐ ভাবটি আনন্দ সূচক, অথচ দাদা কথা থাকাতে যেন ঐ ভাব লজ্জা-সূচক, এ প্রকারও বোধ হয়। এখন আমার বোধ হইতেছে যে যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে "ভাই" কাথা মমতাসূচক হইবারই কথা, দাদা অর্থসূচক নহে।

নি। যাহাই বল ঐ প্রথা যদিই কোন কোন স্থানে থাকে, তাহা আমি ভাল বলিতে পারি না। "ভাই" বা "দাদা" বলিলেই যেন কেমন কেমন বোধ হয়।

বি। স্বামীতে দাদার প্রণয় ও বয়স প্রার্থণীয়। তবে যে কেমন কেমন বোধ হয় বলিলে তাহার প্রধান কারণ তোমার পক্ষে উটি নূতন এবং উহার ব্যবহার এখানে নাই। কিন্তু এখানে নাই বলিয়াই যে উহা মন্দ, বা উহা ভাল নহে, তাহা তুমি বলিতে পার না; চলিত হইলেই আবার ঐ "মন্দ" বা "ভাল নহে" প্রথা, ভাল হইয়া যায়। এই দেখ বীরভূম অঞ্চলে স্ত্রীকে "মেয়ে" এবং উড়িষ্যায় "মা" কে "বউ" ও ভগিনিপতীকে "জামাই" বলে।

নি। সত্য নাকি! এযে হাঁসিও আসে ঘৃণাও হয়। আচ্ছা যদি "স্ত্রী" কে "মেয়ে" বলে, তবে "মেয়ে"কে কি বেল ?

বি। "মেয়ে"কে "ঝি" ও "কন্যা" বলে, আবার কোন কোন স্থানে "পিলে"ও বলে ; আমরা যে "ছেলেপিলে" এই যুগ্ম বাক্য "মেয়েছেলে" অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি ; বোধ করি উহাতেই "পিলে"র "মেয়ে" অর্থ থাকিতে পারে।

নি। বেশ ত! এযে ভারি আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখছি!

বি। "নূতন" হইলেই তাহা অশ্চর্য্য ও হাস্য সূচক হইয়া থাকে ব্যবহারেই নূতনের নূতনত্ব দূর হইয়া, ঘৃণা আশ্চর্য্য ও হাস্য তিরোহিত হইয়া যায়। "স্ত্রীকে" যদি "মেয়ে" বলিতে পারা যায়, 'স্বামীকে' "ভাই" কেনই বা বলা যাইতে পারিবে না! "ভাই" যদি "স্বামী' অর্থ সূচক হয়, তবে বোধ করি ঐ ভাই কথাটি "ভ্রাতা" শব্দের অপ-ভ্রংশ না হইয়া "ভর্ত্তৃ" শব্দেরই অপভ্রংশ হইতে পারে।

নি। কেন "ভর্ত্তৃ" শব্দের ত অপভ্রংশ রহিয়াছেই!

বি। একটি আছে বলিয়া, কি আর একটি থাকিতে নাই ; অথবা বোধ হয় হিন্দুস্থানীরা "ভোঁইয়া" বা "ভেঁইয়া" কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন, "ভাই" কথা তাহা হইতেও হইতে পারে।

নি। তাহা হইতে পারে বটে।

বি। নহিলে ত কৈ আর কোন কিছু দেখিতেছি না।

নি। তোমার মতে কি তবে স্বামীকে "ভাই" বলা মন্দ নহে।

বি। তাহাও আমি বলি না। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে একটি ঐ প্রকার কোন কথা থাকা ভাল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আচ্ছা তুমি "ভাই" শব্দের পরিবর্ত্তে আর কোন কথা বলিতে পার ?

নি। আচ্ছা দেখি ;—"প্রাণেশ্বর" "প্রাণেশ্বরী কথা ভাল নয় ?

বি। "প্রাণেশ্বর" "প্রাণেশ্বরী" লিখিতে ব্যবহার করিতে পার লিখিবার সময় ঐ প্রকার ব্যবহার চলিতও আছে। কিন্তু কথাবার্ত্তায় উহা ভাল বোধ করি না। একে উচ্চারণ করিতে নিতান্ত সহজ নহে,

তাহাতে আবার উহা নাটক ও উপন্যাসে ব্যবহৃত হওয়াতে কিছু পাণ্ডিত্য ব্যঞ্জক বলিয়া বোধ করি।

নি। তবে "প্রিয়," "নাথ," ভাল নহে?

বি। উচ্চারণ সম্বন্ধে ভাল, কিন্তু ঐ এক পাণ্ডিত্য দোষ ঘটে। কথা দুটি কিন্তু বেশ। লিখিতে ভাল, কথাবার্ত্তায় ভাল নহে।

নি। তবে আর ত বলিতে পারি না। আচ্ছা সাহেবদের মধ্যে কি প্রকার প্রথা।

বি। সাহেবরা কথাবার্ত্তায় ও লিখিতে স্বামী ও স্ত্রীসূচক একই পদ ব্যবহার করেন। আমাদের ভাষা ও কথা বার্ত্তার অপেক্ষা সাহেবদের ভাষা ও কথাবার্ত্তার প্রণালী একটু স্বতন্ত্র। ইংরেজীতে লেখা ও কথা বার্ত্তা একই ভাষায় হয়, আমাদের তাহা নহে; আমাদের লেখা এক, কথাবার্ত্তা স্বতন্ত্র।

নি। তবে ত দেখছি তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই ভাল, নাম করাই ভাল।

বি। আমার মতে নাম করাই ভাল।

নি। কিন্তু সকলের সাক্ষাতে যে নাম ধরিয়া ডাকিতে লজ্জা করে।

বি। আচ্ছা স্বামীকে যখন স্ত্রীর ছোট ভগিনী ও ছোট ভাই নাম করিয়া ডাকিতে পারে, তখন স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরিয়া কেন না ডাকিতে পারিবেন। আমাকে ত সত্য ও রমাপ্রসাদ "বিনয়বাবু" বলিয়া থাকে। আর উহাই ত প্রথা আর ভাল প্রথা।

নি। তাহা ত দেখিতেছি। তোমাদের অপেক্ষা কিন্তু আমাদেরই সঙ্কট। তোমরা আমাদের অপেক্ষা লেখা পড়া শিখিতেছ, তোমরা যাহা অনায়াসে চালাইতে পার, আমরা তাহা পারি না।

বি। তাহা ত যথার্থই। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীর নাম চলন হইতেছে; চলন হইতেছে বটে, তথাচ স্ত্রীকে "স্ত্রী" বলা অপেক্ষা স্ত্রীসূচক ইংরেজী কথার চলনই অধিক; ইহা ভাল নহে মন্দ; আবার অনেকেই স্ত্রীকে "স্ত্রী" বা স্ত্রীসূচক ইংরেজি কথা না বলিয়া "পরিবার" বা "বাড়ী" কথা ব্যবহার করেন। "স্ত্রীর অসুখ হই-

য়াছে" না বলিয়া "বাড়ীতে বা পরিবারের অসুখ হইয়াছে" বলিয়া থাকেন।

নি। বলিয়াছি যে, সংকট আমাদেরই; আমরা ও অনেক সময়ে "তিনি" "উনি" প্রভৃতি বলিয়াই সারি।

বি। "স্বামীর নাম সকলেই জানেন, লাজে কেহ কন না" লজ্জাই তোমাদিগকে নাম করিতে দেয় না। কিন্তু ও প্রকার লজ্জা থাকা বোধ করি উচিৎ নহে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেই প্রকৃত সমতা।

নি। সুশিলা কিন্তু অনেকের সাক্ষাতে রজনীবাবুকে "রজনীবাবু" বলিয়া থাকেন।

বি। ওলজ্জা ত্যাগ কর। কতক কতক নাম ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তুমিও নাম ধরিয়া ডাকিবে।

নি। তোমাকে ত কত বার বলিয়াছি সংস্কারই বল, আর যাই বল, স্বামীকে মাননীয় জ্ঞান করা ভাল, সুতরাং নাম করিতে পারা যায় না।

বি। মান্যের প্রধান কারণ শ্রেষ্ঠতা জ্ঞান; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি তোমা অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তুমি আমা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

নি। ওবিশ্বাসটি নাকি খুবই সম্পূর্ণ ভূল! তুমি কি ঠাট্টা করিতেছ? আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

বি। সাংসারিক কার্য্য কর্ম্মে তোমার, বিশেষতঃ দিদির যে প্রকার নৈপূণ্য, আমার তত নহে; তুমি যদি আমাকে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার নাম না কর; তবে ত তোমাকে অন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়াও আমি তোমার নাম করিতে পারি না; গুণই পূজনীয় বয়স হইলেও হয় না; পুরুষ হইলেও হয় না।

নি। ও কথা ছাড়, আচ্ছা নাম করিলে শিষ্টাচারের একটু অভাব দেখান হয় না কি?

বি। তাহা হইতে পারে, কিন্তু সে ত. অন্তঃসার শূন্য শিষ্টাচার। তবে একবারে ক্রমাগত নাম ধরিয়া ডাকিবার জন্য, নাম করিতে বলি না। কার্য্যের ও সুবিধার জন্যই বলি; যখন তখন নাম করিতে বলি না; ক্রমে

ক্রমে কর আপনিই চলিয়া যাইবে, লজ্জা থাকিবে না, শিষ্টাচারের অভাব ও বোধ করিবে না।

নি। তাহা সত্য ; এই ত "আপনি" ছাড়িয়া এখন "তুমি" বলা বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

বি। আরও একটি কথা বলি ; শ্রেষ্ঠতা অনুসারে নাম করা অন্যায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতা বিবেচনা করা কোন ক্রমেই উচিত নহে ; সুতরাং নাম করা ন্যায় সঙ্গত। নাম করিলে শ্রেষ্ঠতার হানি হইতে পারে, তাই বলিয়া নাম করিলেই যে নীচ ও নিম্ন শ্রেণীর জ্ঞান করিতেই হইবে, তাহা কোন প্রকারেই সর্ব্বস্থলে হইতে পারে না ; তুমি আমার নাম করিলে, আমি তোমার শ্রেষ্ঠ হইলাম না ; তাহা বলিয়া যে আমি তোমা অপেক্ষা সামান্য বা নীচ তাহা কখনই মনেকরিও না ; নাম করি সমতা আছে বলিয়া ; নাম করা উচিৎ সমতা থাকা উচিৎ বলিয়া। বুঝিলে ?

নি। বুঝিলাম।

বি। আরও দেখ যাহাকে "তুমি" বলা যায় তাহারই নাম করা যায় ; তুমি আমাকে "তুমি" বলিতে অভ্যাস করিতেছ নাম করিতেও অমনি অভ্যাস কর। কোন দোষ নাই প্রকৃত শিষ্ঠাচারেরও কোনই অভাব দেখি না।

নি। আচ্ছা তবে নাম করিতেই চেষ্টা করিব। কিন্তু যেটি অভ্যাস সেইটিই ভাল লাগে, যেটি অভ্যাস নহে সেইটি মন্দ লাগে।

বি। তাহা ত কথাতেই আছে "অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে" ভাল বিষয়ও অভ্যাস করিতে মন্দ লাগে, কষ্ট বোধ হয়। অভ্যাসের একটি মহতী শক্তি আছে। সেই শক্তির প্রধান কারণ, ভাল বা মন্দ বলিয়া দৃঢ় জ্ঞান থাকা। সকলেই বলেন অমুক প্রথা ভাল, উহার অভ্যাস ও চলন ভাল, সেই প্রকার বলাতেই ঐ শক্তি হইয়াছে। মন্দ অভ্যাসেরও ঐ প্রকার শক্তি। সেই শক্তি অতি পরাক্রান্ত। যেটি ভাল জ্ঞানে অভ্যাস হইয়াছে ; তাহা মন্দ বুঝিলেও ঐ শক্তিতে সেই মন্দ ত্যাগ করিতে দেয় না। ভাল অভ্যাস করিতে দেয় না। সমাজে যত প্রকার

প্রথা ও পদ্ধতি আছে, তাহা যে সকল গুলিই ভাল, কোনটিই মন্দ নহে একথা কেহই বলিতে সাহসী হইবেন না। প্রশংসনীয় প্রথাও আছে; নিন্দনীয় প্রথাও আছে; উপকারীও আছে; অপকারীও আছে; সুবিধা জনকও আছে, অসুবিধা জনকও আছে; স্বামী ও স্ত্রী এই উভয়ের মধ্যে নাম না করা অপকারী ও অসুবিধাজনক.সুতরাং,প্রশংসনীয় নহে,নিন্দনীয়।

নি। তাহা ত এক রকম বুঝিলাম। নাম করা যে আবশ্যক তাহাও কতক কতক বুঝিলাম।

বি। আবশ্যক বুঝিলাম অথচ তাহা কার্য্যে করিতে পারি না; মনের এ দুর্ব্বলতা সর্ব্বাগ্রে ত্যাগ করা উচিৎ। তবে একটা প্রথা নূতন প্রচলনের সময় কতক কতক কুৎসিৎ বলিয়াও বোধ হয়; ভাল প্রথা হইলেও মন্দ বোধ হয়। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, যে প্রথা অদ্য বহুকাল চলিত বলিয়া রহিয়াছে, তাহাও ত প্রথম প্রথম নূতন ছিল; একবারেই বহুকাল প্রচলিত ও বদ্ধমূল হয় নাই। নাম করা প্রথা প্রচলিত হউক, সময়ে আবার উহাই বহুকাল প্রচলিত ও বদ্ধমূল হইবে।

নি। তাহা ত ঠিক কথাই। তবে কি নাম করিতে অভ্যাস করিতে হইবে! কিন্তু—

বি। সে অভ্যাস করিতে হইবে বৈকি!—বলি আবার কি ভাবিতে লাগিলে?

নি। এমন কিছু ভাবিতেছি না! দিদি এবং অপরে কে কি বলিবেন আমি তাহাই ভাবিতেছি।

বি। উটি ভাবনার বিষয়ই বটে; অনেক বিষয় বলা যে প্রকার সহজ, কার্য্যে করা ঠিক সেই প্রকার কঠিন; উপস্থিত বিষয়টিও সেই প্রকার; স্বামীর নাম করিতে যদি কোনই দোষ না থাকে, যদি তাহাতে অনেক প্রকারে সুবিধা হয়, ইহা বুঝিয়া থাক; তবে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে; সে বিবেচনার ভার অবশ্য তোমারই উপর।

নি। তাহা ত বটে আর তোমাকে সাহয্য করিতে হইবে, পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে।

বি। সে সাহায্য করিব বৈকি! সে সাহায্য করা যে আমার এক অতি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে। ফলে তুমি চেষ্টা করিবে।

নি। আচ্ছা দেখি ত!

ব্রত, পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন।

নি। খুড়ীমায়ের অন্নদানের ব্রত ছিল; তাই আজ ব্রাহ্মণ ভোজন করান; দুপুর বেলা আমাকে ডাকিয়া লইয়া যান। দেখ, ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহার বড়ই খারপ!

বি। কতগুলি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেন?

নি। ১৫ জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেন ত, কিন্তু প্রায় ৫০ জন ত দেখিলাম, তার মধ্যে ২০। ২৫টি ছেলেপিলে।

বি। অবশ্য ১৫ জনের নিমন্ত্রণে ৫০ জনের আগমন যে জঘন্য, তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। আচ্ছা কত খরচ হয় জান?

নি। ৫০ জন ব্রাহ্মণ আর আমরাও প্রায় ২৫ জন স্ত্রীলোক ছিলাম, কিন্তু খরচ শুনিলাম প্রায় ১০০৲ টাকা হইয়াছে!

বি। অত খরচ কেন হইয়াছে তাহা কতক কতক জানি; অত খরচ ভিন্ন ঐ প্রকার কার্য্য এখন হইতে পারে না। আচ্ছা ব্রাহ্মণদের কি প্রকার কদর্য্য ব্যবহার দেখিলে?

নি। ব্রাহ্মণদের জন্য এই রকম বরাদ্দ ছিল; প্রত্যেক ছেলেপিলের ৮ খানি করিয়া লুচি ও আধসের মিষ্টান্ন সামগ্রী; প্রত্যেক বড় ২ ব্রাহ্মণদের জন্য ১৬ খানি করিয়া লুচি ও এক সের করিয়া মিষ্টান্ন সামগ্রী; এক একটি মালসায় করিয়া ত প্রথমেই সকলের পাশে পাশে

দেওয়া হইল; তার পর প্রত্যেকের সম্মুখে পাতায় পাতায় প্রথমে লুচি ও মিষ্টান্ন যেই দেওয়া, অমনি কেহ কেহ প্রায় সমস্ত, কেহ বা পাতে অতি অল্প মাত্রই রাখিয়াই, সমস্ত তুলিয়া, চাদর পাতিয়া রাখিয়া দিলেন।

বি। মালসাতে ধরিল না বলিয়াই বোধ করি।

নি। হাঁ, তাহা হইতে পারে; তার পর লুচি ও মিষ্টান্ন ক্রমাগত চাহিতেছেন, খাইতেছেন, ও মধ্যে মধ্যে বাম হাতে লইতেছেন, ও সেই চাদরে রাখিতেছেন; অবশ্য প্রত্যেকেই বেশ পরিতোষের সহিতেই আহার করিলেন; তাহাতে বেশ সন্তুষ্টই হওয়া গেল! দধি ছিল, তাহা ত প্রথমে প্রায় কেহই একটু লইলেন না; এক এক জন সেই দধির কেবল মাত্র "মাথা" চাহিয়া খাইলেন; প্রত্যেকের পাশে পাশে যে মৃত্তিকা পাত্রে জল ছিল সেই জল ফেলিয়া দিয়া তাহাতে ২।৩ বার করিয়া দুগ্ধ লইয়া সকলেই খাইলেন। আহার করা ত হইল, এখণ দক্ষিণে লইয়া মহা গোল যোগ! ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকে একটাকার কমে কিছুতেই লইবেন না জেদ করিলেন; যাহা হউক অনেক কসাকসির পর, ব্রাহ্মণদের আট আনা, ছেলেপিলেদের চারি আনা ও দুই আনা হইল। যে সকল লুচি ও মিষ্টান্ন উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সেই গুলি মালসা শুদ্ধ চাদরের এক পাশে বাঁধিয়া, স্কন্ধের উপর দিয়া, পৃষ্ঠের দিকে ঝুলাইয়া দিলেন এবং চাদরের অপরদিক বিলক্ষণ করিয়া কোমরে বাঁধিলেন; বাম হস্তে এক মালসা করিয়া দধি, ডাইন হস্তে পাতার উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি এবং করচে আদুলি, সিকি, দুয়ানি লইয়া উদ্‌গার তুলিতে তুলিতে চলিয়া গেলেন; আশ্চর্য্য এইযে পাতের উচ্ছিষ্ট লুচি ও মিষ্টান্ন গুলিও ছাড়িলেন না!!

বি। আমিও ঐ প্রকার জানিতাম; কিন্তু তুমি যাহা বলিলে, তাহা কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইতেছে।

নি। আমি যে রকম দেখিয়াছি তাহাই বলিলাম; তবে যদি কিছু ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, তবে বোধ করি কম করিয়া বলিয়াছি; বেশি করিয়া বলি নাই। আর আমাদের মধ্যে ঠিক ব্রাহ্মণদের মত

ব্যবহার না করিলেও প্রায় প্রত্যেকেই কিন্তু খাইতে খাইতেই, কিছু ২ লুচি ও মিষ্টান্ন তুলিয়া লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভাবে বোধ হয় যেন গোপন ভাবেই তুলিলেন; পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেই বোধ করি উচ্ছিষ্ট দ্রব্যকে অধিক ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু খাইতে খাইতে লুচি মিষ্টান্ন তুলিয়া কাপড়ে লইতে ত কৈ কোনই দ্বিধা দেখিলাম না!

বি। এই আমাকে যে সকল দ্রব্য জল খাইতে দিয়াছিলে, তাহা যেন অন্য বাড়ীর বলিয়া বোধ হইয়াছিল;—

নি। তাই ত। আহারের সময় কেবল মাত্র আমিই কোন দ্রব্য তুলিয়া লই নাই; বাড়ী আসিবার সময় খুড়ীমা কিছুতেই ছাড়েন না, মালসার প্রায় একটি মালসা, লুচিতে মিষ্টান্নতে আমার হাতে দেন, তোমাকে যাহা জল খাইতে দিয়াছিলাম, তাহা উহাই।

বি। নিমন্ত্রণে অপরের বাড়ীতে আহার করিতে গিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি প্রকাশ্যেই হউক, আর অপ্রকাশ্যেই হউক, তুলিয়া লইবার প্রথা, বোধ করি কেবল মাত্র এই বাঙ্গলা দেশেই, কেবল মাত্র বৈষ্ণব ও মুসলমান ব্যতীত সকল জাতির মধ্যেই আছে। ঐ প্রথা যে অতি নীচ কদর্য্য ও ঘৃণার্হ তাহাতে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। একটি বেশ কথা মনে পড়িল; একদিন * * বাবুর বাড়ীতে বসিয়া আমরা ৫।৭ জন গল্প করিতেছি; সন্ধ্যা হইল, এমন সময় একজন পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ, হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা চাহিলেন; জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, যে কেবলমাত্র দেশ ভ্রমণের জন্যই তিনি বাড়ী হইতে ২০ বৎসর হইল বহির্গত হইয়াছেন; ক্রমাগত ভ্রমণ করেন, কোন স্থানেই এক দিনও থাকেন না; ভ্রমণ করিতে করিতে দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে কোন গৃহস্থ বাড়ী অতিথি হন, ও অত্যল্পমাত্র খাদ্যসামগ্রী, যিনি যাহা দেন, তাহাই আহার করেন; আবার ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময়ও সেই প্রকার এক গৃহস্থ বাড়ী উপস্থিত হন; দিবাভাগে রন্ধন করেন না; রাত্রিতেই রন্ধন করিয়া আহার করেন; আর গৃহস্থ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে ভিক্ষা করেন না; আর কেবলমাত্র ক্ষুধার নির্দ্দিষ্ট সময়েই কেবল মাত্র খাদ্যদ্রব্যই ভিক্ষা করেন।

ন। সন্ন্যাসীর মত বুঝি।

বি। হুঁ, পরিধান ও উত্তরীয় গেড়ুয়া বসন; আর হাতে কেবল এক গাছি লাঠি মাত্র, সঙ্গে আর কিছুই নাই; যাক, যে বাবুর বাড়ীতে আমরা বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ ছিল; সেই ব্রাহ্মণের হাতের খাদ্যদ্রব্য তিনি খাইবেন কিনা, আমাদের মধ্য হইতে কে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন; ভিক্ষুক অকাতরে উত্তর করিলেন, তিনি বাঙ্গলা দেশের মুসলমানের হস্তের দ্রব্যাদি খাইতে পারেন, কিন্তু পাচক ব্রাহ্মণের হস্তের দ্রব্যাদি খাইতে পারেন না! আমরা ত একেবারে অবাক্!

নি। তাই ত দেখ্ছি! ইহাত অবাক্ হইবার কথা!

বি। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, যে তাঁহার উত্তর শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি; বুঝিয়া নিজেই বলিলেন, যে বাঙ্গালা দেশের সমস্ত পাচক ও ফলারে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত নীচ ও ঘৃণিত এবং তাহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্রচেতা; এই বলিয়াই, আহুত, অনাহুত ও রবাহুত ফলারে ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহার, যেখানে যে প্রকার দেখিয়াছেন, তাহাই বলিতে২ বলিলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ওপ্রকার জঘন্য প্রথা তিনি কুত্রাপি দেখিতে পান নাই। পরে আমি ত বাড়ী চলিয়া আসি; কিন্তু পর দিন তথায় গিয়া শুনি, যে অতিথি নিজে খিচুড়ী পাক করিয়া আহার করেন ও পরে কখন কোথায় চলিয়া জান; তাহা কেহই জানেন না।

নি। মুসলমানদের মধ্যে কি তবে ওরকম নাই!

বি। আমিও অবশ্য ২। ৪ স্থানে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে মুসলমান ও বৈষ্ণবদের মধ্যে ঐ জঘন্য প্রথা দেখি নাই।

নি। তবে ত বৈষ্ণব ও মুসলমানেরা খুব ভাল! আচ্ছা ঐ কদর্য্য প্রথা উঠিয়া যায় না কেন?

বি। আমরাই উহা উঠাইয়া দিই না বলিয়াই অবশ্য উহা উঠিয়া যায় না; আমরা উহা রাখিয়াছি বলিয়াই উহা আছে। আমরা যখন উহা উঠাইয়া দিই না, উঠাইয়া দিতেও চাহি না, তখন উহাতে হয় আমাদের সকলের, নাহয় অধিকাংশেরই, ইচ্ছাই থাকিতে পারে, অনিচ্ছা

থাকিতে পারে না ; যদি ইচ্ছাই থাকে, তবে হয় উহাকে ভাল বলিয়া জ্ঞান করি, না হয়, মন্দ নহে, বলিয়া মানি, অথবা ভাল কি মন্দ, তাহা বুঝিতেও পারি না, বুঝিতে চেষ্টাও করি না! যদিই বল যে অনিচ্ছাই আছে, তবে হয় সেই অনিচ্ছা অধিকাংশের, না হয় স্বল্পাংশ লোকেরই আছে ; অধিকাংশের অনিচ্ছাস্বত্বে উহা কখনই থাকিতে পারে না ; যদি অধিকাংশেরই অনিচ্ছা হয়, তবে ইচ্ছার মত কার্য্য দেখি কেন? উহা থাকে কেন? সে অনিচ্ছা, তবে যেন, ইচ্ছাও নয়, অনিচ্ছাও নয়! ইচ্ছা ও অনিচ্ছার মাঝামাঝি! সে অনিচ্ছা দৃঢ় নহে, সে অনিচ্ছা অনিচ্ছাই নহে, ধর্ম্মতঃ কার্য্যতঃ সে অনিচ্ছা ইচ্ছা! তবে কতকাংশেয় অনিচ্ছা থাকিলে উহা কেমন করিয়া উঠিবে, কতকাংশের অনিচ্ছা যখন অধিকাংশের অনিচ্ছা হইবে, হয় তখনই ; না হয়, যখন অধিকাংশের অনিচ্ছা হইতে সকলেরই অনিচ্ছা হইবে, তখনই, ঐ কদর্য্য প্রথা উঠিয়া যাইবে।

নি। তাহা ত বটে।

বি। যখন ঐ কদর্য্য প্রথা উঠিয়া যাইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে, যে হয় উহা অধিকাংশের ইচ্ছা, আর না হয় ঐ প্রথা ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৫।৭ দিনই হয় বলিয়াই, উহা লইয়া মাথা ঘামান, অনাবশ্যক বোধ করিয়া থাকি। আর না হয় বুঝিতে হইবে, যে ঐ প্রকার ব্রাহ্মণ ভোজন করান প্রকৃত ধর্ম্ম ও পুণ্য কর্ম্ম ; এই জ্ঞান স্ত্রীলোকদেরই দৃঢ়, তাঁহারা উহাকে জঘন্য বলিয়া জ্ঞান করেন না, পুণ্য বলিয়াই জ্ঞান করেন উহা তুলিয়া দিতে, সুতরাং পুরুষেরা একাকী পারেন না।

নি। আমার ত তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়, আমরাই উহা বড় ভাল বাসি।

বি। আমারও ত তাহাই বোধ হয় ; আচ্ছা তোমাদের কথা পরে ধরা যাইতেছে ; আগে আমাদের কথাই শেষ করি ; যদি আমরা এপ্রকার জ্ঞান করি, যে উহা কুপ্রথাই হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমস্ত বৎসরের মধ্যে উহা বড় জোর ৫।৭ দিনই হয় বৈ ত নয়, উহা লইয়া মাথা ঘামাইলে কি হইবে? কিন্তু একথা কি সত্য নহে, যে যাহা জঘন্য ও ঘৃণার্হ, তাহা

সর্ব্বদাই জঘন্য ও ঘৃণার্হ? এক দিনের জন্যও হইলেও তাহা জঘন্য ও ঘৃণার্হ? এক মুহূর্ত্তের জন্য হইলেও তাহা জঘন্য ও ঘৃণার্হ? আর একথাও কি সত্য নহে, যাহা ঘৃণার্হ ও জঘন্য তাহাই উঠাইয়া দিবার সংস্কার করিবার প্রকৃত বিষয়? হাঁ একথা বলিতে পার, যে, ঘৃণার্হ ও জঘন্য হইলেই যে তাহা তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দিতে বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে, তাহা নহে; তাহার মধ্যে ইতর বিশেষ ত আছে? এ কথা মানি; তবে দেখ, এই প্রথাটি ইতর, কি বিশেষ! যদি বিশেষ ঘৃণার্হ ও জঘন্য হয়, তবে এই দণ্ডেই উহা উঠাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হও? যদি সামান্য ঘৃণার্হ হয়, তবে কি তুমি সামান্য বলিয়া উহাকে অবহেলা করিবে? সামান্যই ত কালসহকারে অসামান্য, মহৎ ও মহত্তর হইয়া থাকে, একথা কি মিথ্যা? তবে যদি কোন মহত্তর কার্য্য ৫। ৭ টি আপাততঃ হাতে থাকে, তবে ২।৪ দিন অপেক্ষা করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাই ত দেখি যে, কি মহৎ বিষয়, কি সামান্য বিষয়, কিছুতেই আমাদের ভ্রূক্ষেপ নাই, কিছুতেই আমাদের চৈতন্য হয় না! আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিই, কৈ সে শিক্ষার কার্য্য কোথায়? আমরা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছি ও পাইতেছি বলিয়া দর্প করি, আস্ফালন করি, কৈ সে উচ্চশিক্ষা কি বাস্তবিকই আমাদের হইয়াছে? আমাদের অন্তর কি মুখের সহিত যোগ দিতে শিখিয়াছে? আমাদের কার্য্য কি বাক্য অনুযায়ী হইতেছে? আমাদের কি হৃদয়ের ও চরিত্রের সংগঠন হইয়াছে? আমরা কি সৎপথে ত্যাগ স্বীকার করিয়া, দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছি?—ঐ দেখিলে কি কথা আসিয়া পড়িল!

নি। তাহা ত সত্য কথাই বলিতেছ!

বি। তোমাদের কথাই তবে একটু ধরা যাক; তোমরা যত দিন প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত পুণ্য কি পদার্থ, তাহা বুঝিতে না পারিবে, তত দিন ঐ জঘন্য প্রথা উঠিবে না; যতদিন তোমরা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, ও পাপকে পুণ্য জ্ঞান করিয়া কার্য্য করিবে, তত দিন ঐ কুপ্রথা কিছুতেই উঠিবে না; প্রকৃত ধর্ম্ম বা পুণ্য, জাতি বা ব্যক্তি সাপেক্ষ নহে; ইহা প্রকৃত রূপে বোঝা চাই; প্রকৃত ধর্ম্ম ও পুণ্য, কর্ম্ম সাপেক্ষ; ইহা উত্তম রূপে বোঝা

চাই; অর্থের প্রকৃত ব্যবহার বুঝিয়া কার্য্য করা চাই; কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং দায়িত্ব পরিষ্কার করিয়া বোঝা চাই! তবে প্রকৃত ধর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম করিতে শিখিবে। ব্রাহ্মণ ভোজন ব্রত প্রভৃতির উপর তোমাদেরই বিশেষ আস্থা, তাহার কারণ তোমাদের অজ্ঞতা; তোমাদের কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব, এবং সুশিক্ষা ও সুসংস্কারের অভাব; তোমরা সুশিক্ষা পাইতেছ না, কুশিক্ষাই থাকিয়া যাইতেছে, তাহার কারণ আমরাই তোমাদিগকে শিক্ষা দিই না; আমরা যে প্রকার কতক কতক শিক্ষা পাইয়াছি ও পাইতেছি; তোমরা যে দিন ঐ প্রকার শিক্ষা পাইবে, সেই দিনই দেশের মঙ্গল সাধন হইবে, তবে ধন্য সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যাঁহারা তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন ও হইতেছেন।

নি। ইহা সত্য কথা; সন্দেহ নাই।

বি। তোমার মনে আছে বোধ করি যে, পিশিমায়ের যখন অনন্তব্রত শেষ হয়, তখন অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করান যায়; সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কে একজন তাঁহার হাত বাক্স চুরি করিয়া লইয়া যায়। কিছু দিন পরেই সেই ব্রাহ্মণ আবার ধরাও পড়েন। তিনি অনেক লোকের পুরোহিত; এবং নারায়ণ, শালগ্রাম প্রভৃতি অনেক ঠাকুরের দৈনিক পূজাও করিয়া থাকেন; তিনি একজন মহা গুলিখোর। এই গুলিখুরি, অথবা গুখুরি দোষের উপর তাঁহার চৌর্য্যবৃত্তি প্রকাশ হইলেও, তাঁহার পুরোহিতগিরি এবং পূজারি ব্যবসার কোনই ক্ষতি হয় নাই। তিনি কিন্তু সেই হইতে আমাদের বাড়ী আর আইসেন নাই। অথচ আমি তাঁহাকে কোনই কথা বলি নাই, নালিশ করার কথা দূরে থাক।

নি। বাহা! তাহা আর মনে নাই! তখন যে আমার বয়স ৭ বৎসর।

বি। আর একটি ঘটনার কথা বলি। ঐ চেহারাটি কাহার জান!

নি। বাবু রাম গোপাল ঘোষের। উনি যে একজন খুব বড় লোক ছিলেন;—বাবার মুখে শুনিয়াছিলাম বোধ হয়, যে, যখন কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয় বসে, উনিই নাকি সর্ব্বপ্রথম আপন কন্যাকে সেই বিদ্যালয়ে পড়িতে দেন।

বি। তিনি যে কত বড় লোক ছিলেন, তাহা তোমাকে এস্থানে

বলিতে পারি না ;—বিদ্যা বুদ্ধি ; বক্তৃতা স্বাধীনতা ; শৌর্য্যে বীর্য্যে, জ্ঞানে মানে, সদাশয়তা ও দানে, তিনি যে অদ্বিতীয় ছিলেন, এ কথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যায়। মদ্যপানই তাঁহার একমাত্র দোষ; সেই দোষেই ৫২ কি ৫৩ বৎসর বয়সে, সমস্ত ভারতবর্ষকে ও ইংলণ্ডের অনেক বন্ধু বান্ধবকে কাঁদাইয়া তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন! কি কুক্ষণেই মদ্যপান—

নি। যাক ; এখন সেই ঘটনাটি বল—

বি। তিনি হিন্দুর অখাদ্য খাইতেন ; হিন্দুরা ও তাঁহাকে খ্রীষ্টান বলিতেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, পিতৃশ্রাদ্ধের কোনই দ্রব্যাদি কোনই ব্রাহ্মণে গ্রহণ করিল না ; তাই মাতা সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া বলিলেন ;—"দেখ বাবা রামগোপাল তুমি হিন্দুর অখাদ্য খাও, সাহেব সুবোর সঙ্গে বসে আহার কর, তোমাকে সকলেই খ্রীষ্টিয়ান বলেন। আর তোমার "জাতি" গিয়াছে ; তাই দেখ এই শ্রাদ্ধের জিনিষ পত্র কোনই ব্রাহ্মণে লইলেন না। তবে ত এ শ্রাদ্ধই হইল না!" পুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনি কতগুলি নৈবেদ্য ব্রাহ্মণগণকে দিতে ইচ্ছা করেন বলুন, আমি এই দণ্ডেই তাহার সদুপায় করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া একটি হাত বক্স লইয়া আসিয়া, পুনরায় মাকে বলিলেন ;— "মা জাতি গিয়াছে বলিতেছেন ; কিন্তু জাতি যায় নাই, জাতি যাইবারও নয়, জাতি এই বাক্সের মধ্যে আছে।" এই বলিয়াই বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া প্রত্যেক নৈবেদ্যের উপর কুড়িটি করিয়া টাকা দিয়া বিতরণ আরম্ভ করিলেন ; তখন ব্রাহ্মণদের ভীড় লাগিয়া গেল—ইনি বলেন আমার বাড়ীর আমার অমুক নাতির অমুক দৌহিত্র নৈবেদ্য পায় নাই ; আর একজন বলেন, আমার মাসতুতো ভগিনীর পিশতুতো ভ্রাতার ভাগিণেয় নৈবেদ্য পান নাই ; এখন মাকে বলিলেন কেমন মা, সন্তুষ্ট হইলেনত ?"

নি। ইহাত ভারি আশ্চর্য্য ! তা ঐ রকমই বটে।

বি। বলি "মুনকে রঘু'র গল্প শুনিয়াছ ?

নি। কৈ না ! সে আবার কি রকম ?

বি। রঘুনাথ শিরোমনি নামে এক ফলারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন ;

তিনি একটি মণ খাদ্য সামগ্রী অনায়াসে ভোজন করিতে পারিতেন; তাই তাঁহার নাম "মুনকে রঘু"। এই নামেই তিনি সমস্ত বাঙ্গালা দেশে খ্যাত!

নি। বলি এক মণ জিনিস ত কম নয়! তিনি এক মণ জিনিস খাইতে পারিতেন! অবাক হলেম যে!

বি। দশ শের চিঁড়ে, আধমণ দৈ এবং দশ শের মিষ্টান্ন সামগ্রী তিনি এক স্থানে বসিয়া খাইতে পারিতেন। অর্থাৎ অন্ততঃ ২০।২৫ জন লোকে যাহা খাইতে পারেন, শিরোমণি মহাশয় একাই তাহাই উদরসাৎ করিতে পারিতেন।

নি। তবে কি তাঁহার পেটটি একটি জালার মত ছিল!

বি। তাহা ত জানি না!

নি। রোজ রোজ এক এক মণ খাইতে পাইতেন কোথায়!

বি। বাড়ীতে সহজ লোকের মতই খাইতেন; নিমন্ত্রণের সময়েই এক মণ খাইতেন! এই তাঁহার অভ্যাস!

নি। মন্দ অভ্যাস নহে বটে! উদরটী তবে বেশ স্থিতিস্থাপক ছিল!

বি। বেশ কথাটি বলিয়াছ। আবার ২ সহোদর ফলারে ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হয়, কিন্তু বাড়ীতে ব্যক্তি বিশেষের সাংঘাতিক পীড়া হওয়াতে, এক জনের বাড়ী থাকা একান্ত আবশ্যক; তাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন "হয় তুই বাড়ী থাক আমি ফলারে যাই; নাহয় আমি ফলারে যাই, তুই বাড়ী থাক!" ইহা লইয়া তর্ক, পরে ঝগড়া শেষে হাতাহাতি;—বলি হাঁসিলে যে?

নি। আচ্ছা বটে! "হয় তুই বাড়ী থাক, আমি ফলারে যাই, নাহয় আমি ফলারে যাই তুই বাড়ী থাক"!

বি। তবে আর এক জন ফলারে ব্রাহ্মণের গল্প বলি; তিনি ফলারে যাইতেন, যাহা তুলিবার তাহা ত তুলিতেনই, আর যে সন্দেশ মিঠাই গুলি খাইতেন, সে গুলি অমনি গোটা ২ আস্ত ২ খাইতেন; অথবা গিলিতেন; বাড়ী আসিয়া ব্রাহ্মণীকে একটি ঝুড়ি আনিতে

বলিতেন, ব্রাহ্মণী ঝুড়ি আনিলেই, গলায় অঙ্গুলি দিয়া হুড় হুড় করিয়া সেই ঝুড়িরউপর বমি করিতেন! মেঠাই সন্দেশ গুলি অমনি গোটা গোটা উঠিত! ব্রাহ্মণী ভারি খুসী, হাঁড়ি করিয়া তুলিয়া রাখিতেন, ———— ওকি!

নি। ছি! ছি! তোমার কথা শুনে হাঁসি ত রাখিতেই পারিতেছিনা; আর গা যেন পাক দিয়া উঠিতেছে! ছি কি ঘৃণার কথা!

বি। তবে থাক, আর কাজ নাই! ফলারে ব্রাহ্মণদের ত এই প্রকার কার্য্য; আমাদেরও তাঁহাদের উপর অচলা ভক্তি! কিন্তু দেখিতেও পাই, শুনিতেও পাই যে কোন কোন দরিদ্র ব্যক্তি প্রকৃত খাদ্যের অভাবে খইল খাইয়া থাকে; কত শত ব্যক্তি কেবলমাত্র বনজাত অনায়াস লভ্য কচু ও শাক সিদ্ধ করিয়াই জঠরানল নিবৃত্তি করিয়া থাকে; তাহাদিগকে আমরা খাওয়াই না, তাহাদিগকে, কারণ তাহারা ত আর ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব নয়, তাহাদিগকে খাওইলে পুণ্য হয় না! ধিক্ আমাদের পাপ পুণ্য জ্ঞানকে!

নি। সে কথা সত্য। আচ্ছা "ফলার" ত "ফলাহার" হইতেই হইয়াছে!

বি। বেশ কথা বলিয়াছ, "ফলাহার„ হইতেই "ফলার" হইয়া থাকিবে। যদি তাহাই হয়, তবে ত দেখি যে, এখনকার ফলারে, ফলের "ফ" ও থাকে না! ফল থাকিলেও তাহা প্রায় থাকা না থাকা সমান!

নি। তাহাইত বটে! আচ্ছা "ব্রাহ্মণ ভোজন" কি আগেও এই রকমই ছিল?

বি। পূজা ও ব্রতাদি সম্বন্ধে; ব্রাহ্মণভোজন, এখন যে প্রকার জঘন্য ও নীচ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বে যে সেপ্রকার ছিল না, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; পূর্ব্বে উহার উদ্দেশ্য ও কার্য্য যে জঘন্য ও নীচ ছিল না, বরং অতি মহতই ছিল, একথা বলা যাইতে পারে। আচ্ছা ঐ পূজা ও ব্রতাদি কর্ম্মের একটু মূলের দিকে যাওয়া যায়, কি বল!

নি। বেশ ত; উত্তম কথা।

বি। মনুষ্য মাত্রেই, কি স্ত্রী কি পুরুষ, অধিকাংশ সময় কেবলমাত্র শারীরিক উন্নতি ও সুখের জন্য; অর্থোপার্জ্জনে ও নানা প্রকার সাংসারিক কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন? অবশিষ্ট সময় শ্রান্তি দূর করিতে ও আলস্যে যায়। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম; বিশ্রামের পর কার্য্য নাথাকিলেই আলস্য। পরিশ্রম ও বিশ্রামের সময় বাদ দিয়া, আলস্যের সময় ধর। কি পরিশ্রমের সময়, কি বিশ্রামের সময়, কি আলস্যের সময়, মনুষ্যের মন সদা সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকে; মন কখনই চিন্তা শূন্য থাকে না; জাগরণে ত নহেই, বেশ বুঝিতে পারা যায়, নিদ্রাযোগেও নহে। ইহা আপাততঃ মানিয়াই লও। এখন আলস্যের সময় ধর, অর্থাৎ আলস্যের সময়ও যে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হয়, আমরা যে কোন না কোন বিষয় লইয়া চিন্তা না করিয়া থাকি না বা থাকিতে পারি না; তাহাই ধর।

নি। বেশ কথা।

বি। এখন দেখ, জমী পড়িয়া থাকিলেই তাহাতে নানা প্রকার আগাছা জন্মিয়া থাকে; কেন, না জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরা শক্তি আছে; একটি আগাছা হইল, সেটি তুলিয়া দিলে, আবার আর একটি আগাছা জন্মিল; তুমি আগাছা তুলিয়া হয় ত কিছুতেই উহাকে নিঃশেষ করিতে পারিবে না; কিন্তু যদি একটি সুবৃক্ষ, ধর আমগাছ লাগাও, আমগাছটি যত বড় হইবে, আগাছা ততই নিজে নিজেই আম গাছের আওতায় মরিয়া যাইবে; হয় ত কোনই আগাছা আর হইবেও না; যদিই বা ২।১টি জন্মায়, তাহাতে জমীর অকর্ম্মণ্যতা উৎপাদন করেনা, আমগাছটিরও কোনই ক্ষতি করিতে পারে না।

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। মনুষ্যের মনও সেই প্রকার উর্ব্বরা, চিন্তা করিবেই; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণ স্বভাবতই আমাদের আছে, ঐ রিপুগণই নানা প্রকার আকার ধারণ করিয়া, আগাছারূপ অসৎ চিন্তা জন্মাইয়া দেয়; আগাছা যে প্রকার তুলিয়া শেষ করিতে পার না; অসৎ চিন্তাও সেই প্রকার নষ্ট করিয়া যেন শেষ করিতে পারা যায় না; অসৎ চিন্তাকে নষ্ট করিতে হইলে, সুবৃক্ষরূপ সৎচিন্তা করিতে হইবে, অসৎ চিন্তা নিজেই

চলিয়া যাইবে ; ২।১ টি অসৎ চিন্তা থাকিলেও, তদ্দ্বারা তুমিও অকর্ম্মণ্য হইবে না, তোমার সৎচিন্তারও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। বুঝিলে ?

নি। উত্তম বুঝিতে পারিলাম।

বি। এখন তবে দেখ ; আলস্যের সময় চিন্তা হইবেই ; সেই চিন্তা সৎকার্য্যের অভাবে স্বতঃই অসৎ হইবে ; সৎ হইবে কিনা, সে কথা এখন ধরিও না ; ফলে জানিয়া রাখ যে আলস্যের সময়ও কোন কোন লোকের সৎ-চিন্তা কদাচিৎ হইতে পারে ; ঠিক যে প্রকার কোন কোন পতিত জমীতেও কদাচিৎ সুবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। অসৎ চিন্তা করিতে করিতে অসৎকর্ম্ম করি; একটি অসৎকর্ম্ম করিতে করিতে দুইটি, দুইটি করিতে২ তিনটি ; এই প্রকারে আমরা নানা প্রকারে অসৎচিন্তা ও অসৎকর্ম্ম করি ; পুনরায় বলি যে কার্য্য থাকিলে শ্রমের সময় অকার্য্য, অসৎ কার্য্য করি না ; না থাকিলেই আলস্যের সময় অকার্য্য, অসৎ কার্য্য করি ; ইহা সত্য কথা। এখন ঐসকল অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য্য দূর করিতে হইলে, সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্ম করা আবশ্যক ; তবেই মনুষ্যের ও সমাজের ও জাতির সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং আলস্যের সময়ও আলস্যে কাটান উচিৎ নহে, কার্য্য করাই উচিৎ। কিন্তু শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য ত যথেষ্ট পরিশ্রম করা হইয়াছে ; তজ্জন্য আর অধিক পরিশ্রম আবশ্যক করে না, অগত্যাই মানসিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে, আলস্যের সময় মানসিক উন্নতিই করিতে হইবে। কেমন ?

নি। বেশ কথা।

বি। এখন দেখা যাউক, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে, কাহাকে কি প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। পুরুষে অর্থ উপার্জ্জন করেন, ভরণ পোষণের উপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন ; স্ত্রীলোক তাহাই লইয়া গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করেন ; অর্থউপার্জ্জন গৃহে ও বাহিরে হইয়া থাকে, গার্হস্থ্য বন্দোবস্ত গৃহেই হইয়া থাকে ; ভরণ পোষণের উপযোগী দ্রব্যাদির আয়োজন গৃহের বাহিরে হইতেই করিতে হয় ; গার্হস্থ্য বন্দোবস্ত গৃহেই হইয়া থাকে ; সুতরাং এই

কারণে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের পরিশ্রম অধিক ও কঠিন। অবশ্য মোটামুটি অর্থোপার্জ্জন ও ভরণ পোষণের দ্রব্যাদির আয়োজন করা ও মোটামুটি গার্হস্থ্য বন্দোবস্তের কথাই ধরা গেল; সূক্ষ্ম করিয়া ধরিবার এখন প্রয়োজন নাই। মোটামুটি জানিয়া রাখ, যে কার্য্যতঃ পুরুষদের পরিশ্রম স্ত্রীলোকদের পরিশ্রম অপেক্ষা কঠিন, অধিক, ও নানা প্রকার।

নি। তাহা ত সত্যই বোধ হয়।

বি। এখন পরিশ্রম অনুযায়ীই ত বিশ্রাম? পুরুষের পরিশ্রম এক দিকে যেমন কঠিন ও অধিক; অন্যদিকে আবার উহা নানা মুখী, সুতরাং পুরুষের বিশ্রামের সময়ও অধিক হওয়া আবশ্যক; আর স্ত্রীলোকের বিশ্রামের সময় অতি অল্পই আবশ্যক; পুরুষের পরিশ্রম অধিক ও বিশ্রাম অধিক; স্ত্রীলোকের পরিশ্রম কম, বিশ্রাম কম; সুতরাং পুরুষের হাতে অল্প সময় থাকে; স্ত্রীলোকের হাতে অধিক সময় থাকে; এই সময়ই আলস্যে যায়; সুতরাং পুরুষদের আলস্যের সময় অল্প, স্ত্রীলোকদের আলস্যের সময় অধিক; অর্থাৎ অসৎ চিন্তা, অসৎকার্য্য করিবার কুযোগ, পুরুষদের অল্প, স্ত্রীলোকদের অধিক; সুতরাং পুরুষদের কম আলস্যের সময়, কমই অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য্য হইবে; স্ত্রীলোকদের অধিক আলস্যের সময়, অধিক অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য্য হইবে।

নি। তাহা ত এক রকম বেশ বুঝিলাম; আচ্ছা, আবার যদি আমাদের অবরোধ প্রথা ধরা যায়, তাহা হইলেও কুকার্য্য করিবার আমাদের অধিক সুবিধা দেখা যায় না কি!

বি। বেশ বিষয়টি তুলিয়াছ নির্ম্মলে, কিন্তু বিষয়টি বড়ই কঠিন, সেই জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই ঐ বিষয়টি এখন না ধরিতেই ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি যখন নিজেই উহা তুলিলে, তখন দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে; প্রথমেই দেখিতে হইবে, যে আগে অবরোধ প্রথা সংস্থাপিত হয়, কি আগে পূজা ব্রতাদি কর্ম্ম সংস্থাপিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ; কি রামায়ণ, কি মহাভারত, যাহাতেই

হউক একটু অনুসন্ধান করিলেই স্পষ্ট দেখা যায়, যে অবরোধ প্রথা পূর্ব্বে ছিল না, উহা আধুনিক, কিন্তু পূজাদি অতি পুরাতন; অর্থাৎ যখন তোমরা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা ছিলে না, তখনই পূজাদি কর্ম্ম সংস্থাপিত হয়।

নি। আচ্ছা, তাহা হইলে, কোন সময়ে অবরোধ প্রথা হয়!

বি। ও কথা এখন ছাড়িয়া দাও, উহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে। ফলতঃ এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, আর্য্যগণকে যদি প্রকৃত মনস্বী ও উদারচেতা বল, এবং অবরোধ প্রথাতে যদি জঘন্যতা ও পুরুষের স্বার্থপরতা দেখ; তবে কখনই অবরোধ প্রথা আর্য্যগণ দ্বারা সংস্থাপিত হয় নাই; যদি আর্য্যগণকে প্রকৃত শিক্ষিত বল; এবং অবরুদ্ধা স্ত্রীলোকগণকে অশিক্ষিতা বল; তবে কখনই অবরোধ প্রথা আর্য্যগণ দ্বারা সংস্থাপিত হয় নাই; "ভগবান স্বীয় দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে পুরুষ ও এক ভাগে নারী সৃজন করিয়াছেন" যে আর্য্যগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন, অবরোধ প্রথা কখনই তাঁহাদের কৃত হইতে পারে না; তবে অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে রক্ষিত করিবার জন্যই যদি অবরোধ প্রথা হইয়া থাকে; তবে অত্যাচার আরম্ভ হইবার পরই অবরোধ প্রথা হইয়াছে; আর্য্য রাজত্ব কালে কোনই অত্যাচার ছিল না, যদি একথা বল; তবে অবরোধ প্রথা আর্য্য রাজত্ব কালে হয় নাই, উহা অনার্য্য রাজত্ব কালেই ঘটিয়াছে; যদি আর্য্যগণ, অনার্য্যগণের অত্যাচার নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে সেই আর্য্যগণ, নিশ্চয়ই দুর্ব্বল ও সেই অনার্য্যগণ নিশ্চয়ই বলবান; অবরোধ প্রথা তবে সেই দুর্ব্বল আর্য্যগণেরই কার্য্য, আর যদি——

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। অত্যাচার অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াই যদি দুর্ব্বল আর্য্যগণ দ্বারা তোমাদের সম্মতি লইয়াই এই অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; তবে তোমাদেরও সেই সম্মতির কারণ, তোমাদিগের দুর্ব্বলতা। অনার্য্য অত্যাচার, এবং আর্য্য নর নারীর দুর্ব্বলতাই, ঐ অবরোধ প্রথার প্রধান মূলীভূত কারণ। এই স্থানে কতক [illegible] উঠিতে

পারে; প্রকৃত আর্য্য দুর্ব্বল হইতে পারেন কি না? আমরা আর্য্য-সন্তান কি না? যে প্রকার অবস্থা বৈষম্যে অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও ঠিক সেই প্রকার অবস্থা বৈষম্য আছে কি না? বর্ত্তমান অবরোধ প্রথাতে অন্যায়াচরণ আছে কি না? সেই অন্যায়াচরণ তোমরা ও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি কি না? যদি উভয় পক্ষ হইতেই অন্যায়াচরণ বুঝিয়া থাকি, উভয় পক্ষ হইতেই সেই অন্যায়াচরণ বিদূরিত করিবার চেষ্টা হইতেছে কি না? এই প্রকার বহুবিধ প্রশ্ন মীমাংসা করিবার এস্থান নহে, উহা পরে দেখা যাইবে; তুমিও ঐসকল বিষয়ে নিজে চিন্তা করিবে।

নি। সেই ভাল, কিন্তু প্রশ্ন গুলি ভারি কঠিন!

বি। কিন্তু আমার নিজের একটি বিশ্বাসের কথা বলি; অবরোধ প্রথাতে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে, স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের নানা প্রকার জাজ্জল্যমান আন্যায়াচরণ দেখিতে পাই; বুদ্ধিতে কি গুণেতে; কি আচারে কি ব্যবহারে, স্ত্রীলোকেরা কোনই অংশে পুরুষের অপেক্ষা ন্যূন নহে; এপ্রকার অবস্থায় তোমাদের ন্যায্য অধিকার যদি তোমরা বুঝিয়া থাক, আর আমরা যদি তোমাদিগের সেই ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির পথে, প্রতিকূলাচরণ করি, নিশ্চয় জানিও নির্ম্মলে, এ প্রকার একটি সময়, একদিন না একদিন আসিবেই, যখন এই অবরোধ প্রথা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে! তুবড়ি পোড়ান দেখিয়াছ কি?

নি। দেখিয়াছি বৈকি। নিজেও কত পোড়াইয়াছি।

বি। সেই তুবড়ি মধ্যস্থিত সংপ্রেষিত বারুদ, সামান্য মাত্র অগ্নি সংস্পর্শেই, শত শত স্ফুলিঙ্গাকারে কি প্রকার সজোরে ও সশব্দে বহির্গত হয়! বারুদ যে পরিমাণে সংস্পৃষ্ট হইবে, স্ফুলিঙ্গ সেই পরিমাণে সজোরে ও সশব্দে বহির্গত হইবে! তোমাদের প্রতি আমাদের অন্যায়াচরণ যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, সুবিধা হইলেই সেই আন্যায়াচরণ সজোরে ও সশব্দে বিধ্বস্ত হইবে!——এসকল কথায় এখন প্রয়োজন নাই, তবে পূজা ও ব্রতের সহিত অবরোধ প্রথার যে টুকু স্পষ্ট সম্বন্ধ ঘটিয়া পড়িয়াছে, সেই সম্বন্ধটুকু একবার দেখা যাউক; অবরোধ

প্রথা বশতঃ তোমরা অশিক্ষিতা, সুতরাং অপেক্ষাকৃত হিতাহিত জ্ঞান শূন্যা ও কুসংস্কারাচ্ছন্না; আবার পরাধীনতা বশতঃ তোমাদের কার্য্যকর্ম্ম নানামুখী না হইয়া একমুখী, অর্থাৎ একঘেয়ে, সুতরাং একারণেও; তোমাদের মানসিক উন্নতি করিতে হইলে, ব্রতা পূজাদির আবশ্যকতা দেখা যায়।

নি। আমার মনে ঐ রকম ভাব হইয়া ছিল বলিয়াই, অবরোধ প্রথার কথা তুলিয়াছিলাম; এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

বি। তবেই এখন দেখ;—স্ত্রীলোকদিগেরই যখন অধিক আলস্যের সময়, অধিক অসৎচিন্তা ও অসৎকার্য্য করিবার সময়; তখন স্ত্রীলোক দিগেরই অধিক মানসিক উন্নতি করিবার সময় সুতরাং স্ত্রীলোক দিগেরই অধিক মানসিক উন্নতি করা আবশ্যক। এই জন্যই স্ত্রীলোক দিগেরই মধ্যে ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মকর্ম্ম অধিক; এই জন্যই স্ত্রীলোক দিগেরই মধ্যে ব্রত পূজাদি অধিক। স্ত্রীলোকদিগের মানসিক উন্নতির জন্য ব্রত পূজাদিই বা আইসে কেন? তাহাই একটু দেখা যাউক;—মানসিক উন্নতি যে করিতে হইবে, সে ত মানসিক অবস্থা বুঝিয়া! ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত হন; পৃথিবীতে এমন কোনই দুই ব্যক্তি নাই, যাঁহারা একই প্রকার অবস্থায় আছেন, ও একই প্রকার মনের ভাব পাইয়াছেন; দেখ দেখি স্ত্রীলোকদের অবস্থা কত প্রকার; সধবাদিগের কথাই ধর বিধবাদিগের কথা ছাড়; কারণ এখনকার মত, তখন বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; এবং তুমিও এখন ওকথা তুলিও না। এখন দেখ; কেহ পুত্র কন্যা হীনা, কেহ বা পুত্র কন্যাবতী; কেহ বা পুত্র শোক কাতরা, কেহ বা কন্যা শোক কাতরা; কেহ বা পৌত্র শোক কাতরা, কেহ বা দৌহিত্র শোক কাতরা; কেহ দরিদ্র, কেহ ধনী; কেহ পুত্রবতী, কন্যা হয় নাই বলিয়া দুঃখিতা; কেহ বা কন্যাবতী, পুত্র হয় নাই বলিয়া দুঃখিতা; কত জনে কত প্রকারে রোগ পীড়িতা; আর বলিতে হইবে না, ইহাতেই বুঝিলে যে, প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রকার রোগ ও শোক কাতরা, নানা জনে এবং প্রত্যেকেই

নানা প্রকার মানসিক ও শারীরিক রোগ কাতরা সুতরাং দুঃখিতা ও বিষণ্ণা! অথবা ধর যে, অসীম স্ত্রীলোকের অসীম অবস্থা! সুতরাং মানসিক উন্নতিরও অসীম উপায় আবশ্যক!

নি। তাহা ত সত্য কথাই।

বি। কোনই ব্যাক্তি কি কোনই প্রকার শোক ও রোগ, অথবা কষ্ট ও দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন? কখনই নহে! পৃথিবীতে যত অকাট্য সত্য কথা আছে; বহু দর্শন দ্বারা লোক যত অকাট্য সত্য দেখিতে পান; ঐ সত্য বাক্য তাহারই মধ্যে একটি। প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত। মানসিক উন্নতির যত প্রকার উপায় থাকিতে পারে, ঐ অকাট্য সত্য বাক্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্য করা; তাহার মধ্যে একটি প্রধান উপায়। তুমি যদি জান যে, কেবলমাত্র তুমিই অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত নহ; প্রত্যেকেই তোমার মত অসন্তুস্ট ও দুঃখিত; তুমি যদি জান যে, তোমার অসন্তোষ ও দুঃখ অপেক্ষা অপরের অসন্তোষ ও দুঃখ অধিক; তুমি যদি জান যে, তোমার সন্তোষ অপেক্ষা, অপরের সন্তোষ অল্প, দেখ দেখি; তোমার অসন্তোষ ও দুঃখ তিষ্ঠাইতে পারে কি না! দেখ দেখি, তোমার সামান্য অসন্তোষ ও দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া, অপরের অসামান্য অসন্তোষ ও দুঃখ দূর করিতে তোমার ইচ্ছা হয় কি না!

নি। যথার্থ কথাই বলিতেছ।

বি। নিজের অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অপরের অবস্থায় যাওয়ার নাম সহানুভূতি। উহাতে স্বার্থপরতা থাকে না, পরার্থপরতাই থাকে; উহাতে স্বানুভূতি থাকে না, পরানুভূতিই থাকে; উহাতে স্বদুঃখকাতরতা থাকে না, পরদুঃখকাতরতাই থাকে; এখন দেখ দেখি তোমার ব্রত পূজাদির মূলে ঐ উদ্দেশ্য আছে কি না! সহানুভূতিই ব্রত পূজাদির এক মুখ্য উদ্দেশ্য কি না! একটি ব্রত, ধর, অন্নদান ব্রত করিলে; কিন্তু কি করিলে? দশ টাকা খরচ করিলে, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবাসী এবং গরিব দশ জনাকে খাওয়াইলে; দশ জনের সহিত বন্ধুত্ব হইল, সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা দেখান হইল। এক

খানি প্রতিমা পূজা করিলে, তাহারও মূলে ঐ সহানুভূতি। প্রকৃত কার্য্য সহানুভূতি; ব্রত বা পূজা, উপলক্ষ বা উপায় মাত্র। তবেই অসীম স্ত্রীলোকের অসীমাবস্থা, সুতরাং ব্রত ও পূজাও অসীম হইয়া পড়িয়াছে। আবারও দেখ, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শস্য ও ফল জন্মাইয়া থাকে; তাহা প্রত্যেকেরই খাইতেও ইচ্ছা হয় এবং প্রত্যেকেরই তাহা খাওয়া আবশ্যক। কিন্তু হয় আমি গরীব অথবা আমি বিকলাঙ্গ; সুতরাং ঐ ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন ফল ও শস্য খাইতে ত আমার সাধ্য নাই। তবে কি আমার উহা খাওয়া হইবে না! কখনই নহে! তুমি আছ তুমি কি আমাকে না দিয়া তাহার স্বাদ লইতে পার; তাই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ব্রত ও পূজা। পুনরায় বলি; সহানুভূতিই কার্য্য; ব্রত ও পূজা, উপলক্ষ বা উপায় মাত্র।

নি। তাই ত!

বি। এখন দেখ, সামান্য কার্য্যেও, ধর ঘরঝাঁট দিতেও যখন শিক্ষা চাই; তখন এই যে অতি মহৎব্যাপার, ধর্ম্মচিন্তা, ও ধর্ম্ম কর্ম্ম তৎসম্বন্ধে যে শিক্ষা চাই উপদেষ্টা চাই, তাহা ত নিশ্চয়! এখন যে বিষয় যাঁহাকে উপদেশ দিতে হইবে; সেই বিষয়ের গুরুত্ব ও উপদেশের পাত্র পাত্রী দের অবস্থা অনুসারেই উপদেশক আবশ্যক; ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্ম কর্ম্ম যে প্রকার মহৎ ও গুরু বিষয়, তাহা ত আর বলিতে হইবে না; বিষয় মহৎ উপদেশককেও মহৎ হওয়া চাই, বিষয় গুরু উপদেশককেও গুরু হওয়া চাই; উপদেশ দিতে হইবে স্ত্রীলোকদিগকে যাঁহাদের একই প্রকারের গার্হস্থ্য কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্যনাই, যাঁহাদের আলস্যের জন্য অধিকসময় থাকে, যাহারা পুত্র শোকাতুরা, যাহারা কন্যা শোকাতুরা; যাঁহরা পুত্রকন্যা শোকাতুরা যাহারা জামাতা শোকাতুরা, যাহারা পুত্র কন্যা জামাতা শোকাতুরা; যাহারা দরিদ্র সুতরাং নানা প্রকার কষ্টে দিন যাপন করেন, সুতরাং যাঁহারা পেটের দায়ে নানা প্রকার অসৎ চিন্তা ও অসৎ কর্ম্ম করিতে পারেন; যাঁহারা এই মনুষ্য পূর্ণ পৃথিবীতে এক প্রকার সম্পূর্ণ সহায় হীনা, সুতরাং স্বাভাবিক দুর্দ্দমনীয় রিপুকে চরিতার্থ করিবার

ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াও অন্যপুরুষে আসক্তা হইতে পারেন, এরূপ স্ত্রীলোক-দিগকে উপদেশ দিতে হইবে, উপদেশ দ্বারা অন্তঃকরণের নিগূঢ় স্থান হইতে অসৎ চিন্তার বীজ উত্তোলন করিয়া, সৎচিন্তার বীজ রোপন করিতে হইবে; অসৎ কর্ম্মে বিরতি জন্মাইয়া, সৎকর্ম্মে মতি জন্মাইতে হইবে; পরদুঃখকাতরতা দ্বারা নিজের দুঃখ দূর করিতে হইবে; নিঃস্বার্থতাদ্বারা স্বার্থপরতাকে দমন করিতে হইবে; কষ্টসহিষ্ণুতা শিখাইতে হইবে; এই প্রকার স্ত্রীলোকদিগকে এই প্রকার উপদেশ দিতে হইবে! উপদেশককে যে কি প্রকার লোক হইতে হইবে, একবার ভাব; তাঁহাকে অন্ততঃ প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে; প্রকৃত সদ্বিবেচক হইতে হইবে; প্রকৃত শিক্ষিত হইবে; প্রকৃত সহানুভূতি দেখাইতে হইবে।

নি। এরকম উপদেষ্টা হওয়া ত সহজ নয়।

বি। সহজ ত নহেই, অতি কঠিন; এক ব্যক্তিতে অন্ততঃ ঐ ৪ টি অসামান্য গুণের আবশ্যক! ঐ সকল গুণ ব্রাহ্মণদেরই ছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণ-রাই প্রকৃত উপদেষ্টা ছিলেন। আবার দেখ ঐ ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মকর্ম্ম অসীম, ও তাহার পাত্র অসীমা হওয়াতে এক ব্যক্তি দ্বারা ত ঐ প্রকার কার্য্য কিছুতেই নির্ব্বাহ হইতে পারে না; বহু ব্যক্তিরই আবশ্যক; সুতরাং ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি শ্রেণী ঐ কার্য্যে রত হইলেন; তাঁহারা পুরোহিত, আমরা যজমান। চলিত কথায় বলে ;—

"শিক্ষা দিয়ে করেন হিত, তাঁরই নাম পুরোহিত,
শিক্ষা পেয়ে রাখে মান, তাঁরই নাম যজমান।

নি। বেশ কথা। আবার ঐ সকল কার্য্য যত অধিক হয় ততই ভাল, ততই অসৎ চিন্তা গিয়া সৎ চিন্তা হইবে।

নি। কিন্তু হায় নির্ম্মলে! এখন একবার পুরোহিতের ও যজমানের কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দেখ! উদ্দেশ্য গিয়াছে, কার্য্য চলি-তেছে! বিকৃত কার্য্যই চলিতেছে! বস্তু নাই, ছায়া আছে! দূষনীয় ছায়াই আছে! যাহা থাকা মঙ্গলকর তাহা নাই, যাহা থাকা অমঙ্গলকর, তাহাই রহিয়াছে! যে সমাজ এত পঙ্কিল, যে সমাজ এত পাপ কর্ম্মাসক্ত,

পাপ কর্ম্মের প্রশ্রয় দাতা, তাহার উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে! ইহা কখনই সামান্য বিষয় নহে নির্ম্মলে; তোমাকে ক্রমশঃ দেখাইব ঃ—

নি। তাহা বুঝিয়াছি।

বি। হিন্দুগণ যে হিন্দুয়ানির বড়াই করেন, আস্ফালন করেন, সেই হিন্দু রাজার হিন্দু সভাসদই বলিয়াছেন,—

"পতিত হবার লাগি পরের বাড়ী ধন্না
"পতিত হইয়া কন বৃথা ঘর কন্না;
নিজের বাড়ী একাদশী, পরের বাড়ী পান্না,
ফলারে ব্রাহ্মণে জন্ম, আর না, আর না!"

নি। সত্য কথাই ত—

ফলারে ব্রাহ্মণে জন্ম আর না, আর না,

বি। আর এই—

হিন্দুয়ানির বড়াই করি, মনে হয় না ঘেন্না!

ধিক! ধিক! শত ধিক আমাদিগকে। বলি পুরোহিত ত ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, জান?

নি। ধিক্‌কারের কথাই ত! আচ্ছা ব্রাহ্মণ তবে কাহাকে বলে?

বি। সে অনেক কথা; একটি মাত্র সংস্কৃত শ্লোক বলি, তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ যে কে, তাহা বুঝিবে—

"শম দমস্তপঃ শৌচঃ সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্ম লক্ষণং"

শম, শান্তি, অর্থাৎ অন্তঃকরণের স্থিরতা; দম, ইন্দ্রিয় দমন; তপঃ, অর্থাৎ তপস্যাই ধর; শৌচ, পবিত্রতা; সন্তোষ, ক্ষান্তি, ক্ষমাগুণ; আর্জ্জব, সরলতা; জ্ঞান, দয়া; অচ্যুতাত্মত্ব, কি বলিয়া বুঝাইব, ভাবিতেছি—ঈশ্বর জ্ঞানই ধর; সত্য, এই ১১টি-একটি নয়, দুইটি নয়, এই ১১টি গুণ থাকিলেই ব্রাহ্মণ, একটি কম হইলেই ব্রাহ্মণত্ব হইল না। আবার প্রত্যেক গুণগুলি কি প্রকার তাঁহা দেখ! আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, কোনই ফলারে ব্রাহ্মণের ঐ সকল গুণের কোনটিরই কোনই অংশও নাই;—চুপ করিয়া রহিলে যে?

নি। আমি অবাক্ হইয়াছি! ফলারে ব্রাহ্মণের কথাই বা বল কেন? অত গুলি গুণ কি কাহারই আছে? না কাহারই থাকিতে পারে?

বি। আমাদের এখন যে প্রকার বিদ্যাবুদ্ধি, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শিক্ষা ও দিক্ষা, এবং কামনা ও ধারণা তাহাতে ঐ সকল অসামান্য গুণগুলি যে কোনই মনুষ্যের থাকিতে পারে, এ প্রকার ধারণাই হয় না! কিন্তু নির্ম্মলে, এমন এক সময় ছিল, যখন এই আর্য্যভূমিতে ঐ সকল গুণ ভূষিত লোক জন্মগ্রহণ করিতেন। সেই সময়ে যাঁহাদের ঐ সকল গুণ ছিল, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতেন।

নি। আর যাঁহাদের ঐ সকল গুণ না থাকিত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবেন না?

বি। না কখনই না।

নি। তবে কি জাতিভেদ ছিল না?

বি। "এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়
দেবো নারায়ণো নান্য একোগ্নির্বর্ণ এব চ"

এক বেদ, এক মন্ত্র, এক ঈশ্বর, এক অগ্নি এবং একই বর্ণ ছিল। আরও দেখ ;—

"ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্ব ব্রহ্মমিদং জগৎ
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং"

অর্থাৎ জাতিভেদ ছিল না, কর্ম্ম বশতঃ জাতিভেদ হইয়াছে।

এবং আরও দেখ ;——

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি, ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ"

শূদ্রের ঐ সকল গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ঐ গুণ না থাকিলে শূদ্র, ইত্যাদি হইত। কিন্তু ও সকল কথা এখন থাক নির্ম্মলে, অতি কঠিন বিষয় আসিয়া পড়িল।

নি। তা থাক, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব ত ভারি কঠিন!

বি। ব্রাহ্মণত্ব অতি কঠিন, উহা অপেক্ষা কঠিন বিষয়, আর হইতে

পারে না। আমরা কিন্তু খেয়ায় কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হইতেছি। পুণ্য জ্ঞানে পাপ কর্ম্ম করিতেছি! আর—

নি। তবে সেই কথাই ঠিক,—

"ফলারে ব্রাহ্মণের জন্ম আর না আর না"

বি। "পতিত হবার লাগি পরের বাড়ী ধন্না,
পতিত হইয়া কন, বৃথা ঘর কন্না
নিজের বাড়ী একাদশী, পরের বাড়ী পান্না
ফলারে ব্রাহ্মণে জন্ম আর না আর না"

নি। ঠিক কথা।

বি। আর—

"না জেনে পরমতত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ব"
যজ্ঞোপবীত গলে ধরে, একি ব্যবহার হায়!
ব্রাহ্মণ বলে আস্ফালন, কিন্তু সদা সর্ব্বক্ষণ,
প্রকাণ্ড জঘন্য কার্য্য! দেখে প্রাণ যায় হায়!

নি। সত্যইত!

বি তবে পুনরায় বলি—

হিন্দুয়ানীর বড়াই করি, মনে হয় না ঘেন্না,
কিসে কি হয় তা জানিনা, কেবল হাসি কান্না।

নি তবে উপায়! ছি! ছি!

বি। উপায় তোমাদেরই হাতে. কার্য্যকে কার্য্য, অকার্য্যকে অকার্য্য জ্ঞান করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তোমরা "কুললক্ষ্মী" কুললক্ষ্মী হইয়া কুললক্ষ্মীর মত কার্য্য করিতে হইবে, কুললক্ষ্মীদের যত্ন ভিন্ন কোনই কার্য্য হইতে পারে না, কোনই কার্য্য হইবে না। একটি কথা মনে হইল শুনিবে কি?

নি। কি কথা, বল না? শুনিব বৈ কি।

বি। * * স্থানে একটি পুকুর আছে জান?

নি। জানি বৈ কি? "তাল পুকুর" ত? ছেলেবেলায় সেখানে কত স্নান করিয়া আসিয়াছি।

বি। হাঁ, তাল পুকুরই তার নাম বটে। এখন কিন্তু সেই পুকুরের ধারে কি নিকটে, কোন স্থানেও, একটি মাত্র তাল গাছের চিহ্নও নাই; কিন্তু তথাপি "তাল পুকুর" নামই রহিয়াছে; এক সময়ে অবশ্য তাল গাছ তাহার ধারে ছিল, ইচ্ছা করিয়াই তাল গাছ লাগান হইয়াছিল "তালপুকুর" নাম দিবার জন্যই তাল গাছ লাগান হইয়াছিল সেই জন্যই ঐ পুকুরের নাম "তালপুকুর" হইয়াছিল, এখন তালগাছের কোনই চিহ্ন ত নাই, তথাপি সেই "তালপুকুর", নামটি রহিয়াছে, যাহার নামে নাম, তাহার অবর্ত্তমানেও সেই নাম রহিয়াছে।

নি। বেশ কথাটি বলিয়াছ কিন্তু।

বি। বার ব্রতই বল, আর যে কোন ধর্ম্মকর্ম্ম বল না কেন, ঠিক যেন ঐ "তালপুকুরের" মত হইয়াছে; পদার্থ চলিয়া গিয়াছে পদার্থের নাম চলিতেছে; অপদার্থ পদার্থ নামে চলিতেছে! কার্য্য গিয়াছে অভ্যাস চলিতেছে; অকার্য্য চলিতেছে, অকার্য্য কার্য্য নামে চলিতেছে!—দেখ দেখি তোমাকে বুঝি কে ডাকিতেছেন?

নি। বিনোদিনী সই আসিয়াছেন দেখছি।

বি। আচ্ছা তবে তুমি যাও।

নি। এই তালপুকুরের কথাটি আমার বড় মনে লাগিয়াছে আমার বিনোদিনী সইকে উহা বলিতে হইবে। আর গলায় পৈতা থাকিলেই অথবা ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেই, ব্রাহ্মণ হয় না।

বি। যাহা দ্বারা বংশ পতিত না হইয়া রক্ষিত হয় তাহাকেই "অপত্য" বলে। সিংহের অপত্য সিংহ, সত্য কথা; ব্যাঘ্রের অপত্য ব্যাঘ্র, সত্য কথা;—পশ্যায়ং সিংহঃ শার্দ্দূলঃ সজাতিসমতাং গতঃ।—কিন্তু মনুষ্যের অপত্য মনুষ্য সত্য কথা নয়—বিনোদিনী বুঝি উপরেই আসিতেছেন, বেলাও আর নাই দেখছি।

নি। তাইত—চল ভাই বিনোদিনী আমরা নিচেই যাই।

রন্ধনকার্য্য ও খাদ্যসামগ্রী সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

—:—
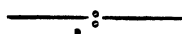
বি। আজ বুঝি তুমিই রাঁধিয়াছিলে বটে!

নি। হাঁ আমিই রাঁধিয়াছিলাম, কেন ভাল হয় নাই বুঝি?

বি। বেশ রান্না হইয়াছিল। তুমি ত মধ্যে মধ্যে "পাকরাজেশ্বর" পড়, তাই পড়িয়া রান্না শিখিয়াছ! না দিদির নিকট শিখিয়াছ?

নি। মোটামুটি ডাল, ভাত, ব্যঞ্জন রাঁধা দিদির কাছেই শিখিয়াছি।

বি। স্ত্রী পুরুষ, সকলেরই রান্না জানা ভাল, আমাকে কতক কতক শিখাও দেখি।

নি। দিদির কাছে শিখিও, আমি কি জানি যে শিখাইব।

বি। তুমি যাহা জান তাহাই শিখাও, ভাত রাঁধাই ত সব অপেক্ষা সহজ, তাহাও ত শিক্ষা ভিন্ন হয় না।

নি। শিক্ষা চাই বৈকি। সহজ বলিয়াও ত যখন আমি সকল প্রথম ভাত রাঁধি, তখন প্রথম প্রথম কত দিন ভাত ধরাইয়া ফেলিয়াছি, কত দিন বা সব ভাত ভাল সিদ্ধ হয় নাই; আবার কোন কোন দিন বা ভাত অধিক গলাইয়া ফেলিয়াছিলাম! তাহার জন্য দিদির কাছে কত মুখ খাইয়াছি।

বি। আচ্ছা ভাত কি রকমে রাঁধিতে হয়!

নি। জল প্রথমে বেশ করিয়া গরম করিতে হবে; তার পর চাউল ধুইয়া তাহাতে দিতে হয়। পরে জ্বাল দিবার সময় বেশ একটু সতর্ক থাকা আবশ্যক; এমন করিয়া জাল দিতে হইবে যেন হাঁড়ির সকল দিকেই বেশ সমান জ্বাল পায়, নহিলে একদিকে চাউল থাকিবে, এক দিকে ভাত হইবে; অথবা যে দিকে অধিক বেশী জ্বাল পাইবে,

সেই দিকে ভাত ধরিয়া যাইবে; সেই জন্য মধ্যে মধ্যে হাঁড়ি ঘুরাইয়া দিতে হয়।

বি। ঠিক কথাই বটে।

নি। একটি বেশ শ্লোকেও আছে;——

চাউল দিবে যত তত
জল দিবে তার তিন তত;
ভাত ফুটিলে দিবে কাটি,
তার পরে জ্বাল ভাটি।

বি। ও শ্লোকটি আমি জানিতাম বটে।

নি। জল অধিক হলেও দোষ, জল কম দিলেও দোষ। জল অধিক দিলে ফেন অধিক হয়, ভাতের স্বাদ কমিয়া যায়, ভাত পানসে ২ লাগে; কিন্তু ভাতগুলি দেখিতে বেশ ঝর্‌ঝরে ও পরিষ্কার হয়।

বি। জল অধিক হইলে তবে ভাত গুলি যেন "দর্শনধারী" হয়, গুণ তত থাকে না।

নি। ঠিক বলিয়াছ।

বি। আচ্ছা "ভাত ফুটিলে দিবে কাটি", ইহার মানে কি?

নি। ঐ যে বলিয়াছি; এমন করিয়া জ্বাল দিতে হয় যেন হাঁড়ির চারিদিকে সমান জ্বাল পায়; যদি চারিদিকে সমান জ্বাল না পায়, তবে যে দিকে বেশি জ্বাল পাইবে, সেই দিকের ভাত ধরিয়া যাইবে, সুতরাং যাহাতে ভাত ধরিয়া না যায়, তাহার দুইটি উপায় আছে; হয় হাঁড়ি ঘুরাইয়া বসাইতে হয়; না হয়, ভাত ফুটিলে কাটি দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে, হাঁড়ির মধ্যে এক দিকে ভাত একদিকে চাউল থাকিতে পারে না।

বি। ঠিক কথা।

নি। ভাত রাঁধিবার সময় প্রথম ২ একটু বেসি জ্বাল দেওয়াই ভাল। জলের পরিমাণ অল্প হইলে ভাত ধরিয়া যাইতে পারে, সুতরাং জল অল্প দেওয়াও দোষ। ভাতে আবার সর্ব্বদা কাটি দেওয়াও ভাল নয়, এরও একটি শ্লোক আছে;—

"কম জলে, কাঁচা জলে' কাটি দিয়ে রান্না
আভাগীর রান্না দেখে চখে আসে কান্না"

বি। তবে ত দেখতেছি ভাত রান্নাও বড় সোজা নহে!

নি। আরও একটি তবে শ্লোক শোন ;—

ভাত হবে সড়া সড়া, ব্যঞ্জন হবে গাড়া গাড়া,

ভাত এমন হওয়া চাই, যেন কেহ কাহারই গায়ে না লাগে, অথচ বেশ সিদ্ধ হবে ও নরম হবে।

বি। আচ্ছা ভাত ত গেল ; ডাইল রাঁধিতে হয় কি করিয়া ?

নি। জল প্রথমে বেশ গরম করিতে হয়, তার পর ঐ গরম জলে ডাউল ফেলিয়া দিতে হয় ; চাউলের মত ডাইল ধুইয়া দিবার দরকার হয় না। যখন ঐ ডাউল উৎলে উঠে, তখন খানিক জল এরূপ পাত্রে ও স্থানে রাখিতে হয় যেন সেই জল গরম থাকে। এখন হাঁড়িতে অল্প মাত্র জল ও সমস্ত ডাউলই থাকিল, বেশ করিয়া জ্বাল দিতে দিতে, ডাউল আপনিই গলিয়া যায়, এই সময় সেই রক্ষিত জল ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প ঢালিয়া দিতে হয় ; তার পর সম্বরা দিয়া নামাও ও গন্ধ দ্রব্যাদি দাও, ডাইল হইল।

বি। আচ্ছা ভাতের সময় যে প্রকার চাউলের তিনগুণ জল দিবার বরাদ্দ, ডাইলের সময় সে প্রকার কিছু বরাদ্দ করা আছে কি ?

নি। তাহা কৈ আমি জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ডাইল পাতলা আবশ্যক হইলে বেশি জল, ঘন আবশ্যক হইলে অল্প জল দিতে হয়। যেমন ডাইলের প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া জল দিতে হয়। কলার ডাইল ভিন্ন অন্যান্য সকল ডাইলই রাঁধিয়া রাখিলেই ঘন হয়।

বি। আচ্ছা, এক ২ বাড়ি খাইয়া দেখিয়াছি, ডাইল পানসে ২ লাগে, তাহার কারণ কি ?

নি। তাহার বেশ কারণ আছে, কেহ কেহ ইচ্ছা করেন যে ডাইল শীঘ্র করিয়া রাঁধিতে হইবে, সেই জন্য অল্প জলেই ডাইল দিয়া ডাইল আপনি সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে হইতেই, হাতা দিয়া অন্যায় সময় ক্রমাগত

ঘাটিতে থাকে, আর ডাইল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক রকম সিদ্ধ মতই হয়, কিন্তু বাস্তবিক সিদ্ধ হয় না। এজন্য ও ডাইল খাইতে ভাল লাগে না।

বি। বটে!

নি। কিন্তু আরও একটি ভাল কারণ আছে; অল্প জলে ডাইল চড়াইয়া ডাইল সিদ্ধ হইলে পর, তাহাতে গরম জল না দিয়া শীতল জল দিলেও, ডাইল পানসে২ লাগে। আবার যদি এখনই যে কারণ বলিলাম, একে হয়ত অন্যায় সময়ে হাতা দিয়া ঘাঁটিয়া ডাইল সিদ্ধমত করিলাম, তাহার উপর আবার ঠাণ্ডা জল দিলাম, তজ্জন্য ডাইল অত্যন্ত বিস্বাদ লাগে, বড় পানসে২ হয়। ভাতের শ্লোকটিও ডাইলের পক্ষে খাটে;—

'কমজলে কাঁচা জলে কাটি দিয়ে রান্না।
আবাগীর রান্না দেখে চখে আসে কান্না।"

বি। বেশ কথা; আচ্ছা ডাইলের মসলা কি?

নি। এক এক ডাইলের এক এক রকম মসলা, সব ডাইলের ত একই মসলা নহে। কলাই ডাইলের মসলা অতি সামান্য; ডাইল ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে একটু আদার রস, না হয় একটু হিঙ্গু দিয়া, সম্বরার সহিত দুইটা মউরি বেশি দিলেই ডাইল উত্তম হয়। গন্ধযুক্ত মসলা ও গরম মসলা, ছোলা, অরহর প্রভৃতি ডাইলেই আবশ্যক। হলুদ কিন্তু কোন ডাইলে না দিলেও চলে। ছোলার ডাইলের বেশ একটি শ্লোক আছে;

চড়াইয়ে ছোলার ডাল, ছয় দণ্ড দিবে জ্বাল,
পরে তায় দিতে হবে খণ্ড
হিং জিরে তেজপাত ছোঁক দিবে ঘৃতসাৎ,
নামাইয়া দিবে তাহে গন্ধ।

বি। খণ্ড কি?

নি। চিনি।

বি। বটে, আমি ত তাহা জানিতাম না। মিষ্ট স্বাদ করিবার জন্যই ত চিনি দেওয়া?

নি। কেবলমাত্র মিষ্ট করিবার জন্য চিনি দেয় না; ছোলার, অড়হর প্রভৃতির ডাইল কিছু খস্‌খসে, চিনি দিলে গলিয়া বেশ নরম হইয়া যায়। এই শ্লোকটা মুসুরি, মুগ প্রভৃতি ডাইলের পক্ষেও খাটে। তবে মুগ মুসুরিতে জ্বাল অল্পই লাগে। মুগ ও মুসুরির ডাইলে অনেক সময়ে ঘৃত না দিয়া, তেঁতুল, বা আমের সময় কাঁচা আম, দিয়া রাঁধিলেও খাইতে বেশ ভাল লাগে।

বি। মুগের অপেক্ষা মুসুরির ডাইলেই, তেঁতুল বা আম দিয়া রাঁধিলে বেশ লাগে।

নি। আমিও উহাই ভাল বাসি। কিন্তু কথা হইতেছে যে, মসলাই দাও, আর যাহাই দাও, রাঁধিবার দোষেই মন্দ রাঁধিবার গুণেই ভাল হয়। কত বাড়ীতে অড়হরের ডাইল খাইয়াছি কিন্তু কোন বাড়ীতেই তত ভাল লাগে নাই; দিদির মত কাহাকেই অড়হরের ডাইল রাঁধিতে দেখি নাই।

বি। ঠিক কথাই বলিয়াছ। যেখানেই অড়হরের ডাইল খাইয়াছি, বুক জ্বালা করিয়াছে; কারণ অড়হরের ডাইলে অম্লবৃদ্ধি করে। দিদিরও অড়হর ডাইল রান্না খাইয়াছি, তাত বুক জ্বালা করে না। কেন বল দেখি?

নি। তিনি যে রকম করিয়া রাঁধেন, তাহা আমি বেশ করিয়া দেখিয়াছি; প্রথমে ডাইল গুলিকে এমন করিয়া বাছিয়া লয়েন, যেন তাহাতে একটিও খোসা না থাকে; তার পর অনেক জলে এক রকম সিদ্ধ করেন, তার পর ডাইল ছেঁকিয়া সেই জল ফেলিয়া দেন; অন্য একটা হাঁড়িতে দৈ দিয়া জল গরম করা থাকে, সেই গরম জল অল্প অল্প করিয়া সেই সিদ্ধ অড়হরে ঢালিয়া দেন। মসলার কোনই ইতর বিশেষ দেখি নাই; কেবল মাত্র জিরে বাঁটা অল্প পরিমাণেই দেন; অল্প জিরেবাঁটা দেন কেন? সুধাইয়াছিলাম, তাহা বলেন জিরেতেই ত অম্ল বৃদ্ধি করে।

বি। তাই বটে। আচ্ছা সকল ডালেই কি ঘৃত দিতে হয়।

নি। ঘি যে সকল ডালে দিতেই হবে, এমন কথা নয়; তবে দিলে ভাল হয় বটে। কিন্তু যদি ঘৃত না যুঠিল, তবে কি আর ডাইল খাওয়া হবে

না ? ঘিয়ের কার্য্য তৈলেই হয়। কিন্তু তৈলের গন্ধ যাহাতে না থাকে, তজ্জন্য তৈল খুব কড়া পাক হওয়া আবশ্যক। কথায় বলে যে ;—

"তেল পুড়িলে ঘি হয়"।

বি। আচ্ছা এখন মোটামুটি বল দেখি কোন্ কোন্ মসলার কি কি গুণ ?

নি। তেজপাত ও ঘি, কেবল সুস্বাদের জন্য এবং ঘিএর গুণ ডাইলে সংযুক্ত করিবার জন্য : মউরি, দারুচিনি, এলাইচ প্রভৃতি, কেবল মাত্র সুগন্ধের জন্য। হলুদ রংয়ের জন্যেও দেয়, দুর্গন্ধ নিবারণের জন্যও দেয় ; কিন্তু কোনই ডাইলে ত এমন বিশেষ দুর্গন্ধ থাকে না ; সুতরাং হলুদ না দিলেও চলে। ধনী লোকে আবার হলুদের পরিবর্ত্তে জাফরাণ দেন, তা সে কেবল বড়মানুষি দেখাইবার জন্যই।

বি। জাফরাণ যে বড় দামী জিনিষ, তা জাফরাণ না দিলেও চলে ?

নি। জাফরাণ না দিলে বেশ চলে ; জাফরাণ দেওয়া কেবল মাত্র সুগন্ধী ও ভাল রংয়ের জন্য। জাফরাণের যে গুণ, তাহা হলুদের আছে কিন্তু হলুদের যে গুণ, তাহা জাফরাণের নাই !

বি। বটে ! সে কি রকম ?

নি। এই দেখ না কেন ; জাফরাণে রং হয়, হলুদেও রং হয় ; কিন্তু হলুদে দ্রব্যের বিষাক্ততা নষ্ট করিতে পারে, জাফরাণে তাহা পারে না ; হলুদে দ্রব্যকে কোমল করিতে পারে, জাফরাণে তাহাও পারে না। তবে হাঁ, জাফরাণে সুগন্ধী করে, হলুদে সুগন্ধী না করিলেও দুর্গন্ধকে ত নষ্ট করে ! কিন্তু দাম ধরিলে জাফরাণ ব্যাবহার করা; কেবল মাত্র অপব্যায় করা নয় কি ?

বি। এটি ত বেশ কথা বলিয়াছ। তুমি যে ছোঁকের কথা বলিলে, তাহাকে কোন কোন স্থানে সাঁতলান ও ফোড়ন বলে। সাঁতলান ও ফোড়ন, সন্তলন ও স্ফোটনের অপভ্রংশ। আচ্ছা ফোড়নে কি কি থাকে ?

নি। মেতি, ধনে, জিরেমরিচ, মউরি ও কেলেজিরে এই পাঁচখানি মসলা থাকে, তাই আমাদের এখানে বেনেরা উহাকে "পাঁচফোড়ন"

বলে। তেল বা ঘি বেশ উত্তপ্ত হইলে, তাহাতে ঐ পাঁচফোঁড়ন এবং লঙ্কা ও তেজপাত দিয়া সন্তলন করিতে হয়; তবেই ডালের বেশ সুগন্ধ হয়।

বি। আচ্ছা লবণ কি পরিমাণে দিতে হয়?

নি। লবণের পরিমাণ বলা কঠিন; কারণ ডাইল ও জলের যে পরিমাণ লবণের ও সেই পরিমাণ; লবণ অনুমানেই ত দিয়া থাকে। ভাল কথা মনে হইয়াছে, প্রায় সকল দ্রব্যেই লবণ আগে দেওয়া যায়, কিন্তু ডাউল গলিবার পুর্ব্বে যদি লবণ দেওয়া যায়, তবে ডাইল শীঘ্র গলিবে না।

বি। সত্য নাকি?

নি। ডাউল গলিয়া যখন বেশ ফুটিয়া উঠে, তখনই পরিমাণ বুঝিয়া লবণ দিতে হয়; ইহারও একটি বেশ শ্লোক আছে;—

ফোড়নে লঙ্কা, আগুনেতে নুন,
দাইল ছাড়া সব দ্রব্য, লুনে হয় ক্ষুণ।

বি। "আগুনে লুণ" এর অর্থ কি?

নি। উহার অর্থ ধরিলে হইবে না, ভাব লইতে হইবে; ফোড়নে লঙ্কা, অর্থাৎ ফোড়নের উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে লঙ্কা দিতে হয়, আর যাহা সিদ্ধ হয় নাই, আগুণের উপর আছে, তাহাতে লবণ দিতে হয়; শাক রাঁধিবার সময়, প্রথমেই লবণ দিলে শীঘ্র সিদ্ধ হয়, গলিয়া যায়। কেবল ডাউলের সময়েই উহা খাটে না।

বি। ডাইল রাঁধাও ত বড় সহজ ব্যাপার নহে! ডাইল রাঁধিতে আর কিছু বলিবার আছে নাকি?

নি। কৈ আর ত এমন কিছু দেখিতেছি না।

বি। তবে তরকারি ব্যঞ্জন ধর দেখি—

নি। সকল অপেক্ষা ব্যঞ্জন রাঁধাই কঠিন; ব্যঞ্জনের তিন অবস্থা, ১ মতঃ যে যে দ্রব্যে ব্যঞ্জন তৈয়ার করিতে হইবে, সেই সেই দ্রব্যকে ভাজিতে হয়; ২ য়তঃ তার পর সকলগুলিকেই একে একে বলকে চড়াইতে হয়; ৩ য়তঃ, পরিশেষে সবগুলি বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া, মসলা গুঁড়া দিতে হয়।

বি। মসলা বাঁটিয়া জলে গুলিলেই, বুঝি বলক হয় নয় ?

নি। হাঁ, তাহা হইলেই বলক হইল। প্রথমই ভাজার কথা বলিলাম; কিন্তু এক এক রকম দ্রব্য ভাজিতে আবার এক এক রকম সময় লাগে, মাছ ভাজিতে এক সময় লাগে, আলু ভাজিতে এক সময় লাগে ইত্যাদি। আবার এক এক প্রকার দ্রব্যে এক এক প্রকার মসলা মাখাইয়া, অল্প বিস্তর তৈল বা ঘৃত দিয়া ভাজিতে হয়; তার পর সকল গুলিই পৃথক পৃথক করিয়া রাখিতে হয়, গরম গরম রাখিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়।

বি। তরকারি রাঁধা ত কম ব্যাপার নহে!

নি। তার পর বলক চড়াইতে হয়, বলক বেশ উত্তপ্ত হইলে পর, ও যখন বলক বেশ ফুটিতে থাকে; তখন সেই ভাজা দ্রব্য তাহাতে একে একে দিতে হয়। ঢাকিলে আরও ভাল হয়। সিদ্ধ হইলে পর, নামাইতে হয় ও মসলা দিতে হয়। ব্যঞ্জন পাক শুনিয়া শিক্ষা করা যায় না; না দেখিলে হয় না; কারণ ব্যঞ্জনের তিন অবস্থাতেই প্রত্যেক বারেই জল জ্বাল, সময় ও মসলার পরিমাণ বুঝিতে হয়; একটি বেশ শ্লোক আছে;—

মাছ মাংসে তেজপাত, মাংসে দিবে ঘি,
একমনেতে রাঁধ্‌বে বসে শিখ্‌বে দেখে ঝি।

বি। ব্যঞ্জন পাক করা যে বিষম ব্যাপার দেখছি! রাঁধিবার গুণেই দ্রব্য অমৃত হয়, রাঁধিবার দোষেই আবার দ্রব্য বিষময় হয়।

নি। ব্যঞ্জনে প্রথম হইতেই অধিক জ্বাল লাগে; জ্বাল অল্প হইলে বা বলক ভাল করিয়া না ফুটিলে, দ্রব্যাদি ভাল লাগে না, সুতরাং ব্যঞ্জন খাইতেও খারাপ লাগে ও তাহা বড়ই অস্বাস্থ্যকর।

বি। তাহা ত সত্যই বটে।

নি। সেই জন্যই রাঁধুনিরা বলেন, যে—

"নেই ঝাল, ত দে জ্বাল"

ব্যঞ্জন রাঁধিতে জ্বালের এত আবশ্যক; ব্যঞ্জন রাঁধা যে সহজ নয়, তাহা বুঝাইবার জন্য আরও একটি বেশ শ্লোক আছে;—

"যারে আমি না জানি সে বড় রাঁধুনি,
বসে মুখে সবাই বলে, ব্যঞ্জনের সময় কাঁদুনি"

বি। পাঁচ প্রকার খাদ্য মিশ্রিত করিয়া একটি ব্যঞ্জন হয়, তাই তরকারির মধ্যে ব্যঞ্জনই সর্ব্ব প্রধান, স্বাদে ও গুণে, এবং বোধ করি দর্শনেও, বিলাতে সাহেবদের ব্যঞ্জন নাই, পাঁচটি খাদ্য দ্রব্য মিশাইয়া যে একটি অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন হয়, বিলাতে সাহেবদের সে প্রকার ধারণাই নাই!

নি। সত্য নাকি! তবে আর সাহেবরা খায় কি!

বি। সাহেবরা যেমন নিজে নিজে স্বস্ব প্রধান, উহাদের তরকারিও স্বস্ব প্রধান,—মাংস সিদ্ধ, এক তরকারি; আলু সিদ্ধ এক, কপি সিদ্ধ এক; পাঁচটী মিশাইয়া একটি খাদ্য করিতে উহারা জানেন না; আর তাহাত না জানিবারই কথা! এইত পরশ্ব উহারা তরু কোটরে থাকিতে আম মাংস খাইত! আর এই দুই দিনের মধ্যেই একবারে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হইয়াছে, তাই এখন এই ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছে!— যাক, ওকথায় এখন আর কার্য্য নাই; পাঁচটি খাদ্য দ্রব্য মিশাইয়া একটি খাদ্য করিতে জানেনা বলিয়া যে, ঐ মিশ্রিত খাদ্যের স্বাদ গ্রহণে উহারা অসমর্থ তাহাও মনে করিও না;—এখানকার সাহেবেরা এখন ব্যঞ্জন খাইতে শিখিয়াছে; অথবা অধিক আর কি বলিব, যে ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্য এত বিস্তৃত, যে সূর্য্যদেব যাহাতে অস্ত যাইতে পারেনা;—সেই ইংলণ্ডেশ্বরীকে ইংলণ্ড প্রবাসিনী ঠাকুরবাড়ীর কোন মহিলা একদিন বাঙ্গালি ধরণের রন্ধন রাঁধিয়া খাওয়াইলে পর, ইংলণ্ডেশ্বরী তাহা অমৃত জ্ঞানে আহার করেন, ও বলেন যে সে প্রকার খাদ্য তিনি জন্মেও কখন খান নাই।

নি। সত্য! এত ভারি মজার কথা!

বি। সেই ইংলণ্ডেশ্বরীর পাচকের মাহিয়ানা বোধ করি মাসে দুই হাজার আড়াই হাজার টাকার কমনয়, এবং যে ডাক্তর সেই খাদ্য সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেন, তিঁনিও বোধ করি মাসে তিন চারি হাজার টাকা মাহিয়ানা টানেন!—কিন্তু খাদ্য ঐযে কথায় বলে---

"খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া"।

নি। মন্দ ত নয় দেখছি!

বি। দেখ নির্ম্মলে; বি + অন্জ,-প্রকাশ করা, অন প্রত্যয় করিয়া অবশ্য "ব্যাঞ্জন" বাক্যটি হইয়াছে-অর্থাৎ বিশেষ রূপে প্রকাশ করার নাম ব্যঞ্জন। দাড়ি গোঁপ, পুরুষ ব্যঞ্জক; ভাষা জাতি ব্যঞ্জক, "ব্যঞ্জন" ও বোধ করি লোক ব্যঞ্জক; সেই জন্যই বোধ করি এক বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে "তোমার সঙ্গি দেখিলেই তোমাকে জানি, তোমার ... দেখিলেও তোমাকে জানি।"

নি। বেশ কথাটি ত দেখছি!

বি। খাদ্য দ্রব্য যদি লোক বা জাতিব্যঞ্জক হইল, তবে সাহেবদের স্ব স্ব প্রধান এবং আমাদের পঞ্চমিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য, দ্বারা কি বো... যায়, দেখা যাউক; কি বল?

নি। সে ত ভাল কথাই।

বি। তবেই সাহেবদের খাদ্য দ্রব্য দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, যে উহারা প্রত্যেক দ্রব্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাল বাসে, পাঁচটির মিলন ভাল বাসেনা; এখন অনায়াসেই বলিতে পার যে উহারাও প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান থাকিতেই ভাল বাসে, স্বাধীনতাই ভালবাসে, পাঁচজনের মিলন, অর্থাৎ যাহাকে আমরা একতা বলি, সেই একতা উহারা ভালবাসেনা; আর আমরা স্বস্ব প্রাধান্য অর্থাৎ স্বাধীনতা ভাল বাসিনা, একতাই ভালবাসি!

নি। তাহা যেন বেশ বোঝা গেল, কিন্তু কার্য্যে ত ঠিক বিপরীত বোধ হয় না কি?

বি। বিপরীত জ্ঞান হয় বলিয়াই ত কথাটি বলিলাম! এখন দেখ পরশ্ব যে জাতি অসভ্য ছিল, অদ্য যে জাতি সভ্যতা স্ফীত; সেই জাতির খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া, সেই জাতীর স্ব স্ব প্রাধান্য স্পষ্ট বোঝা গেল, এবং সেই জাতি যে কি প্রকার একতা প্রিয়, তাহা ত চক্ষেই দেখা যাইতেছে। এখন উহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের কথা ধর; "ব্যঞ্জন কথাটি নিশ্চয়ই সংস্কৃত বাক্য; সংস্কৃত অতি পুরাতন

ভাষা; অথবা ধরিয়া লও যে, সংস্কৃত ভাষাই অন্যান্য সকল ভাষার জননী স্বরূপা। সুতরাং এই "ব্যঞ্জন" কথাটিও যে অতিশয় পুরাতন বাক্য, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই; এই "ব্যঞ্জন" কথাটি যে জাতির বাক্য, সে জাতি যে নিশ্চয়ই একতাপ্রিয় ছিল, তাহা ঐ বাক্যটি দ্বারাই স্পষ্ট বোঝা যায়। "ব্যঞ্জন" "আর্য্য বাক্য, আর্য্যগণ নিশ্চয়ই একতাপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু আমরা যে একতাপ্রিয় না হইয়া একতাদ্বেষী, ইহাতে কি বোঝা যায় না, যে আমরা সেই আর্য্য নহি! আমরা আর্য্য নহি! আমরা অনার্য্য !!

নি তাহা ত বেশ বলা যায় দেখ্‌ছি।

বি "ব্যঞ্জন" যে কি প্রকার একতা সূচক তাহা দেখ; তুমিই বলিয়াছ যে, ব্যঞ্জনের তিন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা; প্রথমে প্রত্যেক দ্রব্যকে এক এক প্রকার ভাজিলে; পরে বলক উত্তপ্ত হইলে, একে একে সেইগুলি তাহাতে দিলে; শেষে বেশ সিদ্ধ হইলে মসলা দিয়া নামাইলে। কেমন?

নি। হাঁ, তাহাই ত!

বি। অন্যান্য স্ব স্ব প্রধান তরকারি অপেক্ষা, এই পঞ্চমিশ্রিত ব্যঞ্জনের যে গুণ, স্বাদ, ও সৌন্দর্য্য অধিক, তাহা নিশ্চয়; তবেই একথা বলা যাইতে পারে, যে গুণ, স্বাদ ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিবার জন্যই ব্যঞ্জন রাঁধা যায় অর্থাৎ ব্যঞ্জন রাঁধিবার উহাই উদ্দেশ্য। ধর আলু ভাজা, কাঁচকলা ভাজা ও মাছ ভাজা; এই প্রত্যেক স্ব স্ব প্রধান খাদ্যের যে, প্রকার গুণ, স্বাদ ও সৌন্দর্য্য; ঐ তিনটি মিশ্রিত ব্যঞ্জনের সেই সেই প্রকার গুণ, স্বাদ ও সৌন্দর্য্য ত আছেই, বরং একীভুত হইলে, ঐ গুণ ত্রয়ের আধিক্যই হয়। কি বল?

নি। তাহা ত সত্যই বটে।

বি। দিদির, তোমার ও আমার; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যের গুণ ও সৌন্দর্য্য অপেক্ষা, আমাদের তিন জনের মিলন দ্বারা যে কার্য্য করি, সেই কার্য্যের গুণ ও সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই অধিক; ঠিক ব্যঞ্জনের মত! —এখন একবার ব্যঞ্জন রাঁধার তিনটি অবস্থা ধর;—আলু কাঁচকলা, মাছ

ভাজিলে; তাহার উদ্দেশ্য কি? প্রত্যেক দ্রব্যের স্বভাবপ্রাপ্ত জলীয়াংশ ও দুর্গন্ধ এবং কটুতা দূর বা হ্রাস করা; মানুষেরও সেই প্রকার স্বাভাবিক যথেচ্ছাচারীতা, ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি দূর বা হ্রাস না করিলে, একতা হয় না; বলক কি? না, কতকগুলি মসলার মিশ্রণ; যাহা দুর্গন্ধ দূর করিতে পারে যাহা সুস্বাদ জন্মাইতে পারে, এবং যাহা স্বাস্থ্যজনক; একতা দ্বারা যে বিষয় সম্পন্ন করিতে হইবে, সেই বিষয় যেন দূর্গন্ধযুক্ত না হয়, তাহা যেন স্বাস্থ্যজনক হয়; ব্যঞ্জনের বলক, একতার বিষয়; বলক উত্তপ্ত করিলে, বিষয় অতি উত্তম করিয়া বিবেচনা করিয়া স্থির করিলে; উত্তপ্ত বলকে একে একে ভাজা দ্রব্য দিলে, বিষয় সম্পন্ন করিতে হইলে পাঁচ জনকে ক্রমশঃ নিযুক্ত করিলে; বলকে ভাজা দ্রব্যগুলি সুসিদ্ধ হইলেই ব্যঞ্জন হইবে; যে বিষয়ে পাঁচজনকে নিযুক্ত করিলে, সেই পাঁচজনের প্রত্যেককেই প্রকৃত অধ্যবসায় ও উৎসাহ দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিলেই একতার কার্য্য হয়; ব্যঞ্জনের যাহা সিদ্ধ, একতারও তাহাই সিদ্ধ, অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধ।

নি। বেশ বুঝিয়াছি; ব্যঞ্জন দ্বারা ত একতা বেশ বোঝা গেল! তবে ত আমাদের একতা ছিল!

বি। ব্যঞ্জন যদি জাতি গুণ ব্যঞ্জক হইল; উহা যদি একতা ব্যঞ্জক হইল, তবে সে একতা গেল কেন? যদিই বা যায়, তবে আর তাহা আইসে না কেন? ব্যঞ্জন চলিতেছে, উহা যাহার ব্যঞ্জক তাহা গিয়াছে; বস্তু গিয়াছে ছায়া রহিয়াছে! কর্পূর নাই ভাঁড় আছে! দেখ নির্ম্মলে, যে ইংরেজের খাদ্য স্বপ্রিয়তা ব্যঞ্জক, সেই ইংরেজ স্বপ্রিয় ও একতা প্রিয়! কিন্তু হায়! যে বাঙ্গালীর খাদ্য একতা প্রিয় ব্যঞ্জক, সেই বাঙ্গালী স্বপ্রিয় ও একতা দ্বেষী! অহো বিপরীত পরিবর্ত্তন! অহো বিড়ম্বনা!

নি। ভারি দুঃখের বিষয়। একটি সামান্য কথা হইতেও কত বুঝিতে পারা গেল!

বি। চিন্তা করিলে, আরও কত বুঝিতে পারিবে; বুঝিবার জন্যই চিন্তা; আর কার্য্যের জন্য বোঝা,—ইহা যেন মনে থাকে। যাক, এখন

আবার রন্ধন কার্য্য ধর। ব্যঞ্জন রাঁধা যে সোজা নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য শ্লোকটি কিন্তু বেশ ;

" যারে আমি না জানি সে বড় রাঁধুনি
বসে, মুখে, সবাই বলে, ব্যঞ্জনের সময় কাঁদুনি। "

রন্ধন ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা চাহি, বিশেষ বিবেচনা চাহি, শিক্ষা চাই অভ্যাস চাই।

নি। এই দেখ না কেন ; সামান্য দুধ জাল দেওয়াও সহজ ব্যাপার নয় ; দুধ জ্বালেরও একটি শ্লোক আছে,—

" ধিকি ধিকি জ্বাল, ঘন ঘন কাটি,
তবেই হয় শুন দুধ পরিপাটি। "

বি। তাই ত! বলি টাকা রোজকার করা সহজ ? না ভাত রাঁধা সহজ ?

নি। আবার দেখ সামান্য রুটি সেকাও বড় সামান্য নহে,—

বি। তোমার রাঙ্গা দিদি, সে দিন জলখাইতে ডাকিয়া লইয়া যান, সব দ্রব্যই বেশ হইয়াছিল ; কিন্তু রুটি ভাল হয় নাই ; দিদি যে প্রকার রুটি তৈয়ার করেন, সে প্রকার রুটি ত আমি কোথাও খাই নাই ; তোমার রাঙ্গা দিদি ত শিক্ষিতা, আর দিদি অজ্ঞ মূর্খ!

নি। দিদির রুটি যিনি একবার খাইয়াছেন, তিনিই সুখ্যাতি করেন ঠিক যেন ভাল লুচির মত হয়।

বি। তুমি সে প্রকার রুটি তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে কি ?

নি। কতক কতক শিখিয়াছি, কিন্তু দিদির মত যে পারিব সে বিশ্বাস নাই!

বি। আজ বৈকালে জলখাবার সময় যে রুটি খাই ; তাহা কি তোমার তৈয়ারি নাকি ? সে ত বেশ হইয়াছিল।

নি। দিদির এক কণাও হয় নাই!

বি। যাহাই হউক, তবু অনেক বাড়ী অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল, তোমার রাঙ্গা দিদির অপেক্ষা ত ভাল হইয়াছে। দিদি কি প্রকার করিয়া রুটি তৈয়ার করেন ?

বি। ময়দা ক্ষণেক জল দিয়া ভিজাইয়া রাখেন; তার পর বেশ করিয়া মর্দ্দন করেন, দিদি বলেন, ময়দা ভিজাইয়া রাখাও যেমন আবশ্যক মর্দ্দন করাও সেই রকম আবশ্যক। রুটি বেলিবার সময় এক দিক পাতলা, এক দিক মোটা হইলে, রুটি খারাপ হয়, ভাল শেকা হয় না। বেলিবার সময় মধ্যস্থল অপেক্ষা, ধারগুলি একটু পাতলা করিয়া লয়েন, আর বেশ গোলাকার করেন। দিদি বলেন, আমি এখনও রুটি বেলিতেও শিখি নাই।

বি। বটে! রুটি বেলিতেও আবার এত কারখানা!

নি। তাহা ঠিক কথাই। সরাখানি যখন বেশ তাতিয়া উঠে, তখন রুটিখানি তাহার উপর দিয়া, দুই পিট ও ধারগুলি বেশ করিয়া, এপিট ওপিট করিয়া ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া, শেকিয়া লন, তার পর উনোনের মুখে অল্প আগুনে ফেলিয়া দেন, আর রুটিখানি কেমন যেন কোলা ব্যাংএর মত ফুলিয়া উঠে। আশ্চর্য্য এই যে, রুটির কোন স্থানেই একটু পুড়িয়াও যায় না!

বি। রুটি সেকা যাহাতে দিদির মত পার, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। শিখিতে শিখিতেই, তাঁহার মত হইবে।

নি। ভাল কথা মনে হইয়াছে; সম্প্রতি এক দিন আমি লোহার তাওয়াতে রুটি সেকিতেছিলাম, দিদি তাহাই দেখিয়াই অমনি বকিয়া উঠিলেন!

বি। কেন বল দেখি। তাওয়ার দোষ কি?

নি। তিনি বলেন, যে তাওয়া শীঘ্রই অধিক তাতিয়া উঠে, তাহাতে রুটির ভিতর ভাল সেকা হয় না, আর একটু অসাবধান হইলেই পুড়িয়া যায়। তিনি বলেন, মাটির সরাই ভাল। আরও দেখিয়াছি; তিনি যখন সরাতে রুটি সেকেন, তখন ২।৪ খানি করিয়া সেকেন, আর ন্যাকড়া দিয়া সরা খানি একবার বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলেন; কারণ বেলা রুটির গায়ে যে ময়দা থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ঐ সরাতে জমিতে থাকে; অধিক জমিয়া গেলেই তাহা পুড়িয়া যায় ও দুর্গন্ধ হয়, সেই পোড়া ময়দা না ঝাড়িয়া তাহার উপর রুটি সেকিলে, রুটি পুড়িয়াও যায় এবং

তাহাতে দুর্গন্ধ হয়। বেশ দেখিয়াছি, দিদির কোন রুটিতেই দৈবাৎও কোন দুর্গন্ধও হয় না, আর একটি তিলের মতও পোড়া দাগ হয় না। অথচ কেমন শীঘ্র শীঘ্র তৈয়ার করেন। আর লুচি কচুরিও অনেক হালুইকর অপেক্ষা ভাল করিতে পারেন।

বি। দিদি যে একজন উত্তম পাচিকা, তাহা ত সকলেই জানেন। উত্তম রাঁধুনির কত প্রশংসা দেখ।

নি। কেবল যদি একটু মুখরা কম হইতেন।

বি। তাহা হইলেই ত সোনায় সোহাগা হইত। মুখরা বলিয়াও তিনি কখনই ঘৃণার পাত্রী নহেন।

নি। তাহার আর সন্দেহ কি! তাই কি বল্‌ছি।

বি। দিদি ত মাংস রাঁধেন না; তোমার মাংস রাঁধা শিখা উচিৎ। মধ্যে মধ্যে মাংস আহার করা অত্যন্ত আবশ্যক। দিদি মাংস রাঁধেন না বলিয়া, অন্যের দ্বারা মাংস রাঁধাইতে হয়।

নি। আচ্ছা আমি একদিন মাংস রাঁধিব। রাঙ্গা দিদি ত বেশ মাংস রাঁধিতে পারেন, তাঁহারই কাছে শিখিব, কেমন?

বি। সে বেশ কথা। আমাদের দেশ বড় উষ্ণ প্রধান বলিয়া, আমরা সচরাচর এবং প্রত্যহই কেবল মাত্র উদ্ভিদই আহার করিয়া থাকি। কিন্তু এখন মাংস খাওয়া আবশ্যক হইয়াছে; উদ্ভিদে যে স্বাস্থ্যের কোন হানি হয়, তাহা নহে; কিন্তু মাংসে যেমন বলিষ্ঠ হওয়া যায়, উদ্ভিদে সে প্রকার বলিষ্ঠ হওয়া যায় না। আমাদের খাদ্যের মধ্যে, মৎস্যই কেবল একমাত্র মাংস, এবং তাহাই সকল অবস্থার লোকেই খাইতে পারেন। দুগ্ধ ও ঘৃত মাংসের মধ্যে বটে, কিন্তু তাহা ত আর সকলের পক্ষে ঘটে না। কারণ তাহা ব্যয় সাধ্য। আবার মাংসও ব্যয় সাধ্য; তথাপি মাংস, দুগ্ধ এবং ঘৃত, সাধ্যানুসারে সকলেরই খাওয়া কর্ত্তব্য; অনাবশ্যক বিষয়ে আমরা অনেক অপব্যায় করিয়া থাকি, তাহা ত্যাগ করা এবং এই আবশ্যকীয় খাদ্য খাওয়া একান্ত বর্ত্তব্য।

নি। মাংস এত আবশ্যক কেন?

বি। তবে মোটামুটি বলি; ভারতবর্ষ, একদিকে দুর্গম পর্ব্বতে

এবং অপর দিকে দুস্তর সাগরে বেষ্টিত, অন্য দেশীয় লোক কর্ত্তৃক আমাদের দেশ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প; আবার আমাদের দেশ অত্যন্ত উর্ব্বরা বলিয়া স্বল্প পরিশ্রমে বহু খাদ্য সামগ্রী জন্মিয়া থাকে, সুতরাং আমরা তত পরিশ্রমী নহে; প্রথম কারণে আমরা সংগ্রাম-প্রিয় নহি; নিরীহ মেষতুল্য নিরীহ; দ্বিতীয় কারণে আমরা অলস। এই দুইটি কারণেই আমরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল। যখন আমরা স্বাধীন ছিলাম, যখন আমাদের দেশে আমাদেরই দেশের রাজা ছিলেন, তখন যে আমরা দুর্ব্বল ছিলাম সে এক কথা স্বতন্ত্র ছিল; এখন আমরা পরাধীন অন্যদেশের লোক আমাদের দেশের রাজা, আমাদের সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি নাই বলিলেই হয়; কেহ তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া এক দেশ হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতেছেন, দুর্দ্দান্ত বিদেশী সেই স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিতে প্রয়াসী, দুর্ব্বল স্বামী কি করিতে পারেন? একজন দেশীয় ব্যক্তি পথ দিয়া যাইতেছেন, একজন পামর বিদেশী সেলাম পাই-লেন না বলিয়া; তাঁহাকে প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন; দুর্ব্বল দেশীয় ব্যক্তি কি করিবেন? একজন দেশীয় অশ্ব পৃষ্ঠে যাইতেছেন, বিদেশী পাষণ্ড তাহা দেখিলেন, তাঁহাকে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া তাহারই চাবুক দ্বারা তাহার পৃষ্ঠ ফাটাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন; দুর্ব্বল কি করিবেন? কত শত সতীর সতীত্ব যাইতেছে, কত শত ব্যক্তি কত প্রকারে উৎপীড়িত হইতেছেন, তাহাই আমরা প্রত্যহ শুনিতেছি; প্রত্যহ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিতেছি, বড় জোর রাজার নিকট বালকের ন্যায় কাঁদিতেছি, কেন? দুর্ব্বল বলিয়া, দুর্ব্বল আর সাহস নাই বলিয়া। তাই বলি মাংস আহার আবশ্যক হইয়াছে।

নি। তাহা যথার্থ বটে গায়ে শক্তি না থাকিলে কিছুই নয়।

বি। আচ্ছা আপাততঃ ও কথা ছাড়িয়া দাও; ফলে বুঝিলে যে মাংস আহার নিতান্ত আবশ্যক। উদ্ভিদ খাদ্যের বিষয়ই একটু দেখা যাউক। উদ্ভিদ্ খাদ্যকে শ্রেণীবদ্ধ করা যাউক; দেখ আমরা চাউল দাউল গম প্রভৃতি খাইয়া থাকি। উহাদিগকে "শস্য" শ্রেণীতে ধরা যাইতে পারে। আচ্ছা আমাদের আর কি কি খাদ্য?

নি। কেন, শাক, আলু—

বি। একে একে বল; ধর শাক, অর্থাৎ ছোট ছোট গাছ, তাহার পাতা, এই সকলকে "শাক" শ্রেণীতে ফেল।

নি। বেশ।

বি। আর যে আলুর কথা বলিলে, তাহা বলি, আলু মানকচু, মূলা প্রভৃতিকে "মূল" শ্রেণীতে ধর, আর কি কি খাদ্য আছে?

নি। কলা, লাউ কুমড়া—

বি। আর বলিতে হইবে না; উহাঁদিগকে ফলের মধ্যে, ধর আর কিছু আছে?

নি। দেখি; থোড় মোচা, সজিনার ফুল কাঁটাল বিচি—

বি। সজিনার ফুল, মোচা, ইত্যাদিকে "ফুল" বল, আসাম, উড়িষ্যা ও অনেক বাঙ্গাল দেশে মোচাকে "মোচা" বলে না, "কলার ফুল" বলে; উহার ভাল কথা "কদলীফুল" বা "কদলীপুষ্প।" কাঁটাল বিচিকে "বীজ" এর মধ্যে ধর; আর থোড়কে "মজ্জা" শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে।

নি। আচ্ছা মজ্জা শ্রেণীর মধ্যে আর কি!

বি। কৈ আর ত দেখিতেছি না;—হাঁ, রোগীয় পথ্যের মধ্যে সাগু মজ্জা শ্রেণীর অন্তর্গত।

নি। তাই বটে, বস্তুবিচারে উহা পড়িয়াছিলাম। আচ্ছা এই কয় শ্রেণীর মধ্যে কোন খাদ্য সর্ব অপেক্ষা ভাল!

বি। আমার বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা "শস্যই" ভাল যেমন চাইল, দাউল, গম প্রভৃতি, তার পর বোধ করি "মূল" আলু, ওল প্রভৃতি; তার পর "ফল," যেমন আম কাঁঠাল প্রভৃতি, এবং সর্ব্বশেষ বোধ করি "শাক" শস্যে সারাংশ অধিক, শাকে জলীয়াংস অধিক।

নি। তাই বোধ হয়।

বি। যে খাদ্যে যে পরিমাণে সারাংশ অধিক; তাহা সেই পরিমাণে অল্প খাইলেই যথেষ্ট; যাহাতে যে পরিমাণে জলীয়াংশ অধিক, তাহা সেই পরিমাণে অধিক খাইতে হয়; আবার খাদ্যের পরিমাণ

অনুসারেই পাকস্থলীর এবং উদরেরও পরিমাণ অধিক হইবারই কথা; সাহেব এবং পশ্চিম দেশীয় লোকের উদরের পরিমাণ যে সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের উদরের পরিমাণ অপেক্ষা অল্প, ইহার এক প্রধান কারণ এই যে, আমরা জলীয় খাদ্যই অধিক খাই, উহারা সারাংশ খাদ্যই অধিক খায়।

নি। সত্য!

বি। তবেই ইহাও বলা যাইতে পারে, যে যদি উদরের পরিমাণ হ্রাস করান উপকারী ও সুবিধাজনক হয়, তবে জলীয় খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষা সারাংশ সংযুক্ত খাদ্যই অধিক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য;—

নি। পেটডাগরে হওয়া কি আবার ভাল নাকি!

বি। আবারও দেখ, যিনি যে পরিমাণে জলীয় খাদ্য অধিক ব্যবহার করেন, তাঁহাকে তত ঘন ঘন এবং অধিক পরিমাণে প্রশ্রাব করিতে হয়; উহাতেও অবশ্য বেশ অসুবিধা আছে, সুতরাং একারণেও জলীয় খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া সারাংশ সংযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ অধিক করাই কর্ত্তব্য।

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। সকল বিষয় বুঝিতে হইলেই ইহা দেখা যায় যে মাংস, গম এবং দাইলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সারাংশ থাকে, সুতরাং অন্যান্য খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া, সাধারণতঃ ঐ কয়েকটি খাদ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করাই আবশ্যক; একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহাও বুঝিতে পারিবে যে উহাতে খরচ ও শ্রম যে অধিক লাগে তাহাও নহে।

নি। আচ্ছা মাংস রাঁধিতে ত বেশী খরচ হয়! হয় না কি?

বি। অধিক মসলা দিয়া রাঁধিলেই অবশ্য বেশী খরচ হইবে বৈ কি! কিন্তু মসলার পরিমাণ যত কমাইবে, খরচ ত ততই কমিবে তদ্ব্যতীত মাংসের উপকারিতাও বেশি হইবে।

নি। বুঝিয়াছি।

বি। তবে এখন আর একটি মাত্র কথা বলিয়াই আজ এ বিষয় রাখিয়া দেওয়া যাক, অবশ্য সে কথাটি আগেও ২। ১ বার বলিয়াছি—

নি। কি কথা।

বি। উৎপীড়িত জাতীর মধ্যে যে পরিমাণে সাহসের বৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে উৎপীড়ন কমিবার কথা; কেমন এ কথাটি সত্য?

নি। সত্যই ত বোধ হয়।

বি। তবে কি উপায়ে সাহস বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহা মোটামুটি দেখা যাক; সাধারণতঃ দেখা যায়, যাঁহার শরীরে যে পরিমাণে শক্তি থাকে তাঁহার সাহসও সেই পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে, বলিষ্ঠ হইলেই প্রায়ই সাহসী হয়, সাহসী হইতে হইলেই প্রায়ই বলিষ্ঠ হওয়া চাই; সুতরাং মাংস, গম প্রভৃতি অধিক সারাংশ সংযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবার পক্ষে, এই আরও একটি উত্তম কারণ পাইলে। কি বল?

নি। তাহা ত সত্যই।

বি। আমরা দুর্ব্বল, সুতরাং ভীরু; ভীরুর বল ক্রন্দন, আমাদেরও বল ক্রন্দন; ক্রন্দন ভিন্ন আমাদের আর অন্য বল নাই; কিন্তু কেবল মাত্র ক্রন্দন দ্বারা কি হইতে পারে বল দেখি! দয়াময় পিতা এবং দয়াময়ী মাতার নিকট অর্থাৎ আমি যাঁহাদিগের আত্মজ, তাঁহার নিকট যদি আমি কাঁদি, তবে সেই ক্রন্দনের ফল হয় বটে! অপর কাহারও নিকট কাঁদিলে আর কি হয়।

নি। অন্যের কাছে কাঁদিলে কিছুই হয় না। আর মা বাপের কাছেও, যে ছেলে সারাদিন কেবল কাঁদিয়া থাকে, সে ছেলেকে সকলে ছিঁচকাদুনে বলে; বাপ মায়েও ছিঁচকাদুনে ছেলেকে ভাল বাসেন না, ঘৃণা করেন।

বি। বেশ কথাটি বলিয়াছ নির্ম্মলে—আমরাও সেই প্রকার ছিঁচ্ কাঁদুনে! শরীরে কোনই বল নাই! যত বল কেবল মাত্র মুখে; তাহা ত হবারই কথা; একটি অতি সামান্য চলিত কথা আছে জান "হেগো নাড়ী মুখে টন্‌কো"; আমরাও তাই!

নি। বেশ কথাটি বলিয়াছ।

বি। আমার একটি ছোট খাট গল্প মনে হইল; অথবা গল্পই বা কেন? তাহা ঘটনা।

নি। ঘটনাটি কি?

বি। কোন সময়ে কোন কারণ বশতঃ উড়িষ্যা বাসীরা সাহেবদের উপর চটিয়া উঠে, ক্ষেপিয়া উঠে; আমাদের গবর্ণমেণ্টও বোধ করি ভীত হইয়াছিলেন; তাহা দেখিয়া কোন এক অতি প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী কলিকাতার দৈনিক সংবাদ পত্রের সম্পাদক, গবর্ণমেণ্টকে বলেন "উড়েরা ক্ষেপিয়াছে! সে ত কিছুই নয়! পাঁচ জন মাত্র বাঙ্গালীরই মাথায় একটি একটি লাল পাগড়ি দিয়া, ইজের কোট পরাইয়া প্রত্যেকের হাতে এক এক গাছি দেড় হাত লম্বা বেত দিয়া পাঠাইয়া দাও; আর কিছুই করিতে হইবে না; ম্যাড়ারা পলাইয়া যাইবে" ইহা যথার্থ কথা। উহাতে মিথ্যার লেশ মাত্র নাই।

নি। সত্য নাকি! বড় মন্দ পরামর্শ নয়!

বি। তথাপি সম্পাদক একটি কথা বুঝিতে পারেন নাই; উড়েদিগকে ম্যাড়া বলায় ঠিক হয় নাই; কারণ ম্যাড়াও ত ঠুল মারে!

নি। তাহাওত বটে। ম্যাড়া ত ঠুল মারে সত্য।

বি। যাহাই হইক, উড়িষ্যাবাসীদিগকে ম্যাড়া বলাতে ও তাঁহাদের কথঞ্চিৎ গৌরব রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা অর্থাৎ যে বঙ্গালীরা উড়িষ্যাবাসী দিগকে ধমকাইতে গিয়াছিল, সেই বঙ্গালীরা কি তাহা জান?

নি। কৈ না তাহা ত জানি না।

বি। এক সাহেব বলিয়াছেন, বঙ্গালীরা মেয়ে মানুষ, আর বাঙ্গলায় মাটি নাই, জল! অর্থাৎ আমাদের বার হাত কাপড়েরও কাছা নাই আর আমাদের মৃত্তিকা দৃঢ় নহে, তরল! বিদেশীয় লোকের দ্বারা উৎপীড়িত হইবার জন্য, এই বাঙ্গালীরা যেমন অদ্ভুত পাত্র এমন পাত্র আর কুত্রাপি জন্মে নাই এবং জন্মাইবেও না!

নি। কথা গুলি নিতান্ত অন্যায় নহে!

বি। এই স্থানে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়িল; কোন একটি সভায় একদিন অনেক রকমের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বক্তৃতা হয়, সেই সকল বক্তৃতা কাগজে মুদ্রিত হইয়া নানা স্থানে চলিয়া গেল; বন্ধুর বাড়ী

আমরা জনকতক বসিয়া আছি, এমন সময়ে সেই বন্ধুরই নিকট সেই প্রকারের এক খানি কাগজ আসিল, বন্ধু আমাকে সেই সকল বক্তৃতা পড়িতে বলিলেন, আমিও পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম; তখন বন্ধু বলিলেন "সাহেবেরা বড় বোকা! এক খানি চাকু ছুরি লইয়া যদি জন কতক বাঙ্গালীর দক্ষিণ হস্তের এই তর্জ্জনীটি ও খানিক খানিক জিহ্বা কাটিয়া দেন, সকল গোল মিটিয়া যায়! তেজীয়াংসাং ন দোষায়; তেজীয়ান পুরুষের কোনই দোষ নাই; নিস্তেজী ব্যক্তিই দোষ সংকুল, ভীরুতাদোষ গুণরাশিনাশী।" বন্ধু ঠিক কথাই বলিয়াছেন।—দেখ দেখি কি কথায় কি আসিয়া পড়িল।

নি। ঠিক কথা; লেখাও বন্ধ হয়, বক্তৃতাও বন্ধ হয়!

বি। ঢেঁকি যত কঁ্যাচম্যাচ করে, আপনারই গাল কাটে!

নি। বুঝিয়াছি। ঢেঁকির কচকচানি!!

বি। উহাই তবে যথেষ্ট। আজ তবে আর কার্য্য নাই।

সৌজন্য ও তদ্বৈপরীত্য।

বি। আজ তোমাকে লোকের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব; একই প্রকার অবস্থায় পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যে কি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করেন, তাহারই কথা বলিব।

নি। বেশ কথা, বল।

বি। প্রথমেই দেশমান্য, অথবা দেশ মান্যই বা কেন? জগন্মান্য * * মহাশয়ের কথা। কোন ব্যক্তি কোন সময় শতাধিক বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, বাড়ীতে আহারাদি করান, * * মহাশয় সেই নিমন্ত্রিত বন্ধুগণের মধ্যে একজন। নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে; সকলেই সন্তোষের সহিত আহার করিতেছেন। কিন্তু * * মহাশয় প্রথমতঃ দুই

চার বার মাত্র আহার করিয়াই, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। না খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "আমি ঝাল খাইতে পারিনা,—ডাঁল্লাটিতে কিছু বেশি ঝাল হইয়াছে এবং তাহাই প্রথমেই খাইয়াছি বলিয়া, আর খাইতে ইচ্ছা করিতেছেনা।" * * মহাশয়ের আহারের ব্যঘাৎ হইল, সুতরাং নিমন্ত্রণ কর্ত্তা এবং অন্য বন্ধুবর্গও মনে মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন; কিন্তু সকলের আহারের পর, স্বতন্ত্র স্থানে বসিয়া * * মহাশয় পুনরায় সন্তোষ রূপে আহার করিলেন, সকলই মিটিয়া গেল। কিন্তু পর দিন কি প্রকারে প্রকাশ হয়, যে * * মহাশয় ডাইলে এটি তেলাপোকা পাইয়াছিলেন!

নি। কি চমৎকার লোক! পাছে অপরাপরের মনে বিঘ্ন জম্মায়, সেই জন্য তখনই বলেন নাই!

বি। তাহাত সত্য, আবার ইহাও সত্য, যে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই বলিলে নিমন্ত্রণ কর্ত্তাও বিশেষ দুঃখিতঃ হইতেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ না বলার দুইটি বিশেষ উপকার হইয়াছিল; অথচ ঝাল খান না, তাহাও সত্য; এবং ডাঁল্লাতে ঝাল হওয়ার জন্য যে তাঁহার অসুবিধা হইয়াছিল তাহাও সত্য। আবার ইহাও সত্য যে তেলাপোকা না পাইলে, ঝালের অসুবিধা সত্বেও আহার করিতেন। দেখ একবার কিপ্রকার বিবেচনা ও কি প্রকার ব্যবহার!

নি। তাইত। ভারি চমৎকার লোক!—আচ্ছা শুনিয়াছি যে তিনি নাকি এক এক বার বড় রাগ করেন?

বি। সে সত্য কথা, কিন্তু সামান্য কারণে যে কখনই রাগ করেন না তাহাও সত্য কথা, এবং যে অসামান্য কারণে তিনি রাগ করেন, সে প্রকার অসামান্য কারণও যে অতি কদাচিৎ ঘটে, তাহাও সত্য। যাহাই হউক, ঐ দোষটুকু না থাকিলেই তিনি মানুষ থাকিতেন না, যাহাকে ঈশ্বর বলে, সেই ঈশ্বর হইতেন; ফলে তিনি দেবতুল্য।

নি। তাহা বটে।

বি। আবার * * বাবুর কথা বলি:—কোন স্থানে একদা আমরা দশ বার জন বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিতেছি। * বাবুর জলের গ্লাস

একটি খড়ের কুটা পড়িয়াছিল, যেই তাহা দেখা, অমনি সেই স্থানেই জলসমেত গ্লাসটি গড়াইয়া দিলেন। সেই জলের জন্য অন্ততঃ তাঁহার সম্মুখের ও পার্শ্বের তিন চারি ব্যক্তির অনেক অসুবিধা হইয়াছিল।

নি। এযে দেখছি ঠিক উলটা রকমের!

বি। নিমন্ত্রণকর্ত্তা যে দুঃখিত হইলেন, তাহাতে ত কোনই সন্দেহ নাই; তাঁহাকে অপ্রতিভও করা হইল; অপর তিন চারি জনেরও অসুবিধা হইল, আর নিজে বিদ্বান ও বিজ্ঞ হইয়াও, মূর্খও অজ্ঞের মত কার্য্য করিলেন!

নি। ঠিক কথা! আমাদের মধ্যে ঐ দুটির একটিও দেখিনাই।

বি। কলিকাতায় থাকিতে, এক দিন রবিবারে প্রাতঃকালে, বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি; দেখিলাম * * মহাশয় আমার একটু আগে আগে যাইতেছেন। পথের যে দিক দিয়া আমারা আসিতেছি সেই ধারে এক বৃদ্ধা শাক বোঝাই একটি ঝুড়ি নামাইয়া বসিয়া আছে, * * মহাশয়কে বৃদ্ধা যেই বলিল, অমনি তিনি সেই ঝুড়ি স্বহস্তে তাহার মাথায় তুলিয়া দিলেন; দূরে এক জলের কল ছিল, মহাশয় সেই স্থানে গিয়া হাত ধুইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার হাত ধোয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরে বলিলেন, হাতে একটু গোবর লাগিয়াছে। অবশ্য সে ঐ ঝুড়ির গোবর!

নি। * * মহাশয় ত আশ্চর্য্য লোক! তিনিই না কলিকাতার স্থাপন করেন?

বি। কেবল যে স্থাপন করেন তাহা নহে, অনেক প্রকার দেশের প্রকৃত উপকার করেন, প্রকৃত দান বেশ আছে; তিনিও জগন্মান্য সামান্য বংশের এক অতি নির্ধনীর সন্তান। এপ্রকার ব্যক্তির উচ্চপদ মান সম্ভ্রম, ভুলিয়া এই প্রকার অবস্থায় এই প্রকার কার্য্য! দেখ দেখি তাঁহার পদ, মান, সম্ভ্রম কমিল কি বাড়িল?

নি। একেই বড়, ইহাতে আরও বড়ই হইলেন। আচ্ছা * * মহাশয়ের পোষাক দেখিয়া কি বৃদ্ধা সামান্য ব্যক্তিই মনে করিয়াছিল?

নি। তাঁহার পোষাকের মধ্যে সামান্য ধুতি সামান্য চাদর, সামান্য

পিরান, সামান্য চটিজুতা; বৃদ্ধা অবশ্যই তাঁহাকে সামান্য জ্ঞান করিয়াছিল বৈকি।

নি। বটে! পোষাকও আবার এত সামান্য!

বি। এবার কিন্তু আমার নিজেরই কথা;—একদিন আমারই এক জোড়া জুতা ব্রুস করিয়া বাহিরের বারান্দায় রাখিয়া দিই; এখন বাগানে যাহারা কুও ঝালাইতেছিল, কুও ঝালান শেষ হইলে তাহারা বারান্দায় সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহাদের গায়ের বালি কাদা কতক সেই জুতার উপর পড়িয়া গেল; যদিও তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই, কিন্তু মনে মনে ক্রোধ বিলক্ষণ হইয়াছিল।

নি। তাহাদিগকে কিছু ত বল নাই?

বি। ওপ্রকার অবস্থায়, যে বলা না বলা সমান; মনে মনে বিলক্ষণ রাগ ত করিয়াছিলাম; দেখ * * মহাশয়ও মানুষ, আমিও মানুষ; আকারেই কেবল এক, কিন্তু কার্য্যে, ঐকথায় যে বলে স্বর্গে ও নরকের ভিন্নতা।

নি। তা বটে! কিন্তু ওরকম ধরিতে গেলে আর চলে না।

বি। চলে না ত কি! বেশ চলে, অন্ততঃ যাহাতে চলে তাহা করা উচিত, আর ও এক কথা, শুদ্ধ ঐ প্রকার অবস্থায় যে একদিনই রাগ করিয়াছি তাহাও ত নহে, ঐ প্রকার ও অন্যান্য কত প্রকারের কত অন্যায় কার্য্য যে প্রত্যহ কত করিয়া থাকি, তাহারও ত ইয়ত্তা নাই, পুনরায় বলি; চলুক আর নাই চলুক, কার্য্যটি ত অন্যায়, তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই।

নি। সত্য কথা; কিন্তু---

বি। আচ্ছা ও কথা এখন থাক, এবার আমাদের * * বাবুর কথা বলি; বাবু আমাদের কলেজে ৩য় শিক্ষক ছিলেন, তাঁহারই এক ছাত্র চতুর্থ শিক্ষক; দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল; বড় সাহেব তৃতীয় শিক্ষক * * বাবুকে দ্বিতীয় করিবেন, ইহা তাঁহার বড়ই ইচ্ছা; আর সে ইচ্ছা হওয়াই প্রকৃত, না হওয়াই বরং অপ্রকৃত; বয়সে, বিদ্যায় বহুদর্শনে, সংস্বভাবে ত * * বাবুর দ্বিতীয় শিক্ষকতার পক্ষে যোগ্যতা, অকাট্য

যাহা হউক, **বাবু সাহেবকে বলেন, "আমার ছাত্র চতুর্থ শিক্ষক আমা অপেক্ষা ঐ পদের যোগ্য, ঐ পদে তাঁহাকেই দেন।"

নি। বটে! লোক যে তাঁহাকে ঋষি বলিয়া থাকে, তাহা ত সত্যই!

বি। তৃতীয় শিক্ষক বাবু কিছুতেই দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে ইচ্ছুক না হওয়াতে, চতুর্থ শিক্ষকই দ্বিতীয় শিক্ষক হইলেন। এ প্রকার ব্যবহার কি আমরা একবার ভাবিতেও পারি! আমরা কেবল অর্থেরই অর্থ বুঝি, নির্ম্মলে, আর কিছুরই অর্থ বুঝি না।

নি। তাইত! ওরকম ভাবাও যায় না!

বি। কলিকাতায় দুইটি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে দুই জন স্বতন্ত্র শিক্ষক ছিলেন। পদে দুই জনই সমান, বিদ্যা ও স্বভাব ধরিলে অবশ্য উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ; একটি বিদ্যালয়ে একটি উচ্চতরপদ খালি হইল; পদ বিবেচনা করিলে দুই জনেরই সেই পদ পাইবার সমান অধিকার, কিন্তু একজন নানা প্রকারে অপরকে স্থানান্তরিত করিয়া, পাকেচক্রে সেই পদ লইলেন; অবশ্য যিনি বিদ্যায় ও স্বভাবে নিকৃষ্ট, তিনিই ঐ প্রকার ব্যবহার করেন। যিনি বিদ্যায় ও স্বভাবে উচ্চ, তাঁহার কিছুতেই দ্বিধা নাই, কোনই মানসিক কষ্ট নাই, তাঁহার মতে পদও অর্থ কিছুই নহে।

নি। পদও অন্য যে কিছুই নহে, ইহা কথায় বলা ত বেশ সহজ। কিন্তু তিনি ত তাহাই কার্য্যে করিলেন!

বি। আর একটি লোকের কথা বলি; তাঁহাকে তুমি জান না তাঁহার নামও তুমি জান না; তিনি এক ধনী লোকের কনিষ্ঠ পুত্র; বড় লোকের ছেলের যে প্রকার বাবুগিরিই পৃথিবীর মধ্যে সার পদার্থ, তাঁহার সে প্রকার নহে; তিনি বেশ শিক্ষিত, শুনিয়াছি তাঁহার মাতা বড়ই সৎস্বভাবের স্ত্রীলোক; একে সৎস্বভাব তাহাতে সুশিক্ষা; যেন সোণায় সোহাগা হইয়াছে। একদিন আমরা জন কতক বন্ধু কোন বাবুর বাড়ীতে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতেছি, আমি তাঁহার পাশেই বসিয়া আছি। চাকরে তামাক আনিয়া একজনের হস্তে হুকা

দিয়া বাবুর পশ্চাদে দাঁড়াইয়া রহিল। চাকরটি একবার কাশিয়া ফেলিল, দেখিলাম খানিক কাশ বাবুর কানের নিচে লাগিল, তিনিও তাহা টের পাইয়াছেন চাকর কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু কাহাকেই কিছুই বলিলেন না, স্বল্পকাল পরেই বাবু চাকরটিকে এক গ্লাস খাবার জল আনিতে বলিলেন, চাকর জল আনিল, বাবু খানিক খাইলেন, এবং বাহিরে গিয়া, মুখ ধুইয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া, ঘরে আসিলেন, গল্প শেষ হইয়া গেলে সকলেই উঠিলেন; বাবু ও আমি এক দিকেই আসিব সুতরাং দুইজনেই একত্রে বাহিরে আসিলাম; বাবু চাকরটিকে ডাকিয়া, ও আমার নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া, কি বলিলেন। পথে আসিতে আসিতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, যে বোধ করি তিনি চাকরকে এই এই বিষয়েই বলিলেন, তিনি বুঝিলেন যে আমি তাহা টের পাইয়াছি, তখন অবশ্য সকলই ভাঙ্গিয়া বলিলেন। দেখ কেমন ব্যবহার।

নি। চমৎকার ব্যবহার।

বি। আমি যখন কলিকাতায় ছিলাম, তখন * বাবু আমাদের বাসায় একদিন ছিলেন; কিজন্য তাহা বলিতে পারি না; বাসার চাকর তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া ছিল, বাবুটি অমনি বলিলেন "বেটা একটু সরিয়া দাঁড়া" বলিয়াই প্রভু ও ভৃত্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিলেন; উপদেশ শুনিয়া একজন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যে চাকর উঁহারই তৈয়ারি, উনি চাকরকে বড়ই আস্কারা দেন"। বাবু অনেক উপদেশ দেন; তাঁহার একটি কথা আমার বেশ মনে আছে, "বানরকে নাই দিলেই মাথায় উঠে।"

নি। তুমি কিন্তু সত্য সত্যই চাকরকে বড় আস্কারা দাও, অত ভাল নহে।

বি। শ্বশুর মহাশয় একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, যে "জমা" লিখিতে বর্গীয় জ কি অন্তঃস্থ য?

নি। বাবা শুধাইয়াছিলেন? সত্য!

বি। আমরা কলেজে বি, এ, ক্লাসে পড়ি; * বাবু তখন আমাদিগকে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া পড়ান। কোন বালক তাঁহাকে কাগজে

লিখিয়া কোন একটি বিষয় দেখাইতেছিলেন; বাবু একটি ইংরাজী কথার বানান ভুল দেখিয়াই রাগে একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছিলেন; বালকটিকে কত ঠাট্টা তামাসা ত করেন। ** বাবু আমাদিগের মধ্যে এক জনকে সেই কথাটার বানান জিজ্ঞাসা করেন, তিনিও সেই একই ভুল বানান করেন। একে একে সকলকেই সুধাইলেন, ঐ একই রকমের ভুল সকলেরই হইল! ** বাবু আমাদিগের সকলকেই শেষে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু উঠিয়া বাহিরে গিয়া একখানি বড় অভিধান লইয়া আসিলেন, ও সেই কথাটির বানান *বাবুকে দেখাইলেন। বাবুরই ভুল !!

নি। এত বড়ই আশ্চর্য্য!

বি। যেমন অভিধান দেখা, আর অমনি তেলে বেগুণে জ্বলে গেলেন। এই সামান্য বিষয়েও লোকের ব্যবহার দেখ!

নি। ভুল দেখিয়াও তাঁহার রাগ করা যে আরও অন্যায়।

বি। ইতিহাসে পড়িয়াছি, এক বাদসাহ একখানি পুস্তক লেখেন। একদিন আত্মীয় ও আমাত্যগণে পরিবেষ্ঠিত হইয়া, গ্রন্থখানি সকলকেই শুনাইতেছেন; এমন সময়ে একজন বলিলেন, অমুক স্থানটি ঐ প্রকার না লিখিয়া এই প্রাকার লেখা উচিত। বাদসাহ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া সকলেরই সম্মুখে তাঁহার কথানুযায়ী পুস্তকের সেই স্থানটি কর্ত্তন করিলেন। পরে অন্য সময়ে আবার তাঁহার নিজের যে প্রকার লেখা ছিল, তাহাই করিলেন; ইহা দেখিয়া একজন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলে, "যে যদিও আমি জানি যে আমার লেখাই সত্য তাহার কারণ এই এই প্রমাণ,তথাপি তিনি আমার যে প্রকার শুভানুধ্যায়ী, তাহাতে সেই সময়েই তাঁহার মতে মত না দিলে, তিনি ত অসন্তুষ্ট হইতেনই, আমারও কোনই লাভ হইত না"

নি। এক জন বাদশাদের এই রকম ব্যবহার! বড়ই আশ্চর্য্য!

বি। আর একবার অন্যের কথা ছাড়িয়া তোমার আমারই ব্যবহার ধর দেখি; আমি যদি একটি ভূলও বলি আর তাহাই যদি তুমি ধরিয়া দাও, ভূল ত স্বীকার করিবই না, তোমার সহিত

তর্ক লাগাইব, চীৎকার করিব, তোমাকে হটাইয়া দিব, তবে জল খাইব!

নি। তাহা বড় মিথ্যা কথা নয় বটে।

বি। * বাবুর ছেলের বিবাহ উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া, বেলা ১২ টার সময় তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হই। সমস্তই প্রস্তুত কেবল মাত্র দৈ আসিলেই হয়; এক টা দুটা বাজিল, তবু আর দৈ আসিল না, কর্ম্মচারীরা না না প্রকার গণ্ডগোল বাধাইয়া দিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন "গোয়ালা বেটা এখন এলে হয়"; কেহ বা বলিতেছেন "বেটা ভেমো গোয়ালার মাথায় মারিব এই লাঠি "ইত্যাদি; ২॥ টার সময় গোয়ালা দৌড়িয়া দৈ লইয়া উপস্থিত, আপাদ মস্তক গলদঘর্ম্ম, একজন কর্ম্মচারী, এক, সেরা গোয়ালার গলায় গামছা দিয়া বাবুর নিকট লইয়া আসিল; গোয়ালা অবশ্য "বাতেন কদলী যথা" কাঁপিতেছে; বাবুর নিকট যেই আনা আর বাবু স্বহস্তে গলার গামছা খুলিয়া দিয়া, তাঁহার গায়ে যে চাদরখানি ছিল, সেই খানি তাঁহাকে পুরস্কার দিলেন! কর্ম্মচারীদের যেন "জোঁকের মুখে চুন" পড়িল।

নি। বাবু ত চমৎকার লোক সকলেই বলেন; কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে করিতেছিলাম যে বাবুও বুঝি আবার তাহাকে মারেন!

বি। একদিন রাত্রিতে * বাবুর বাড়ীতে যাত্রা হইবে, রাত্রি ৪ টার সময় যাত্রা আরম্ভ হইবার কথা, আমরা গিয়াছি; লোকে গস্ গস্ করিতেছে ৪ টা বাজিয়া গেল; পরে অধিকারী দলবল সহ যেই বাড়ীতে উপস্থিত, অমনি বাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া অধিকারীর সম্মুখে ধরিয়া কটা বাজিয়াছে, তাহা দেখিতে বলিলেন; অধিকারী বলিলেন, বাবু ৪।৷০ টা বাজিয়াছে, যেই এই কথা বলা, আর অমনি ঠাস্ করিয়া বাবু নিজেই তাহার গালে একটি চড় মারিলেন! অবশ্য যাত্রা ত হইলই না।

নি। হাঁ একথা শুনিয়াছিলাম বটে। তাঁহার স্বভাবই ঐ রকম।

বি। আর শুনিবে!

নি। বলনা ও রকম শুনিলে অনেক শেখা যায়।

বি। *বাবুর নিকট কোন সময়ে এক পিতৃহীন বালক পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য কিঞ্চিৎ ভিক্ষা করিতে যায়। জান ত যে বাবু ১০০৲ মাহিয়ানা, অনেক পরিবার, মিতব্যয়ী বলিয়াই ঐ একশত টাকায় চলে, বালকটিকে নগদ কিছুই না দিয়া বলিলেন, "অমুকের দোকান হইতে এক মন চাউল লইও দোকানদারকে এই চিঠিখানি দাও গে।"

নি। তিনি ত বেশই করিয়াছিলেন।

বি। *বাবু যিনি খুব মোটা মাহিয়ানা পান, পরিবার অতি অল্প, শুনিতে পাই যে বদ্‌খেয়ালেও বেশ দশ টাকা যায়, তাঁহারও কাছে সেই পিতৃহীন বালক ভিক্ষার্থে যাইলে, তাহাকে অন্য একদিন আসিতে বলেন। বালক অন্য এক দিন গেলে, বাবু বলেন যে, "তোর বাবা কি আমার কাছে টাকা গচ্ছিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে? তাই টাকার জন্য আসিয়াছিস্? যা গঙ্গাতীরে গিয়া একটা বালির পিণ্ড দিয়া আস্‌গে।"

নি। ছি! কিছু না দাও, সে এক কথা; কিন্তু আসিতে বলিয়া কি অমন কড়া কথা বলিতে আছে!

বি। এই প্রকার আর কতই বা বলিব;—আচ্ছা আর একটা বলি; আমি যখন আসামে ছিলাম, সেই সময়কার কথা; চৈতন্য বলিয়া এক বাবু ছিলেন, তিনি বড় মাতাল, একা লক্ষ্মণ দাদার চেষ্টায় তাঁহার ঐ দোষ যায়। চৈতন্য বাবুর এক পুরাতন বন্ধু অনেক দিন পরে, তথায় উপস্থিত হইলেন; তিনি আবার আমার লক্ষ্মণ দাদারও বন্ধু। বাবু উপস্থিত হইয়াই চৈতন্য বাবুকে মদ আনিতে বলেন, চৈতন্য বাবু বলেন যে তিনি আর এখন মদ খান না; লক্ষ্মণ বাবু তাঁহার মদ খাওয়া ছাড়ান। বাবু বলেন "তুমি যদি মদ না খাও, তবে তোমার বাসায়ও আসিব না, তোমার সহিত বন্ধুত্বও এই পর্য্যন্ত," অবশেষে লক্ষ্মণ দাদার অনুমতি ক্রমে, বন্ধুকে এক পোয়া মদ আনাইয়া দিলেন।

নি। চৈতন্য বাবুর ও লক্ষ্মণ কাকার অবশ্য বেশ ব্যবহার, কিন্তু বন্ধুর ব্যবহার কি ভাল?

বি। বন্ধুর ব্যবহার অবশ্যই ভাল নহে, যাক ঐ প্রকার আর একটি বলিয়া শেষ করি; * বাবু বিদ্বান ও একজন প্রধান লেখকের মধ্যে গণ্য; তিনি মদ্যপায়ী, একদিন তিনি আপন বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার সমকক্ষ কোন বাবু আসিয়াই বলিলেন;—

"ওহে মদ আছে ত?"

"না"

"তবে শীঘ্রই আনাইয়া দাও"।

"তোমার মত বকেশ্বরের জন্য আমি মদের অপব্যয় করি না।"

"মেজাজ্ যে বড় গরম দেখ্ছি।"

"মেজাজ নরমই বা কি, আর গরমই বা কি! তোমার মত ত আর আমি বেয়ারিং মদও মারি না; ছুঁচোমিও করি না।"

নি। বলি শিক্ষিত লোকের মধ্যেও ওরকম কথা বার্ত্তা চলে!

বি। যাক, আর বলিবার আবশ্যক নাই; এখন দেখ নির্ম্মলে—

নি। আরও বল না কেন? ঐ সকল শুনিতে বড় সাধ হইতেছে!

বি। ওপ্রকার আর কত বলিব বল!

নি। আচ্ছা, নাহয় আর একটা বল।

বি। এক হাকিমবাবু স্থানান্তরিত হইয়া একটি নূতন স্থানে গমন করিলেন! এখন এই স্থানের অন্যান্য হাকিম ও আমলাগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান, এই হাকিম বাবু ব্রাহ্মণ; একদিন একটি আমলা তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান; হাকিম বাবু তখন তামাক খাইতে ছিলেন; বলিতে ভুলিয়াছি, যে এই ব্রাহ্মণ হাকিম বাবু বড় হিন্দু, আমলাটি শূদ্র, শূদ্রের মধ্যেও আবার নীচ; নবশাখীর মধ্যে; হাকিম বাবু অম্লান বদনে নিজের সেই হস্তস্থিত হুঁকাটি সেই নীচ শূদ্র আমলাটির হাতে দিলেন, আমলা তামাক খাইলেন, আলাপ পরিচয়ের পর বিদায় হইলেন; হাকিম বাবু ভৃত্যগণকে বলিলেন, যে "আমার ঐ বাঁধান ব্রাহ্মণের হুঁকাটি, এখন হইতে অন্যান্য শূদ্রের জন্য হইল, ব্রাহ্মণের জন্য আর একটি নূতন হুঁকা কিনিয়া আন।" এ কেমন ব্যবহার দেখ দেখি!

নি। আমলাটি পাছে কোন রকমে মনে কষ্ট পান, দুঃখিত হন তাই নিজের হুকাটিই তাঁহাকে অনায়াসে দিলেন! উত্তম বটে।

বি। আবার আর এক হাকিমের কথা বলি; তিনি কায়স্থ, এক সূত্রধার উকীল তাঁহার বন্ধু, এই উকীল বাবুর কোন আত্মীয়কে তাঁহারই কথানুসারে ঐ হাকিম বাবু নিজের সেরেস্তায় কোন একটি কর্ম্ম দেন। কিছু দিন ত যায়, একজন ক্ষৌরকার কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া, এই উকীল বাবুর প্রশংসাপত্র সহ ঐ হাকিম বাবুর নিকট একখানি আবেদন করেন। পরে একদিন হাকিম বাবু নিজ এজলাসে বসিয়া আছেন, উকীল মোক্তারে আমলায়, এজলাস গস্ গস্ করিতেছে। হাকিম বাবু, বন্ধু উকীল বাবুকে বলিলেন, "সেরেস্তায় বাটালি ঢুকাইয়াছি! আর কিন্তু খুর ঢুকাইতে পারিব না।" কেমন কথাটি বল দেখি!

নি। ছি! ছি! ছি! ওরকম করিয়া কি ও কথা বলিতে আছে!— তাহাতে আবার বন্ধু! ছি!

বি। বন্ধুত্ব ত গেলই, দায়ে কুমড়ায় সম্বন্ধ ঘটিল!

নি। তাহা ত হবেই! আর ওরকম লোকের সহিত বন্ধুত্বই বা ঘটিল কিসে?

বি। এখন তবে দেখ, কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে এসকলই ত অতি সামান্য বিষয়; কিন্তু দেখ দেখি, প্রকৃত পক্ষে উহা কি সামান্য বিষয়? যখন একই প্রকার অবস্থায় পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য ও ব্যবহার দেখান, তখন একজনের পক্ষে যাহা সামান্য, অন্য জনের পক্ষে তাহা নিশ্চয় অসামান্য; কারণ তাঁহার কার্য্য ও ব্যবহার বিপরীত। একই প্রকার অবস্থায় পড়িয়া, যদি একই প্রকার কার্য্য ও ব্যবহার দেখা যায়, তবে তাহাকে সাধারণ, সামান্য বলা যায়। আবার দেখ যদি সেই প্রকার অবস্থায় পড়িয়া, লক্ষের মধ্যে এক জনকে এক প্রকার, ও অবশিষ্ট লোককে ঠিক তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে দেখি; তখন সেই লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে যে কার্য্য এক জন করিলেন, তাহা কি সাধারণ—সামান্য কার্য্য হইল? আর যদি ঐ প্রকার অবস্থায়, ঐ প্রকার কার্য্য সামান্যই হয়, তবে বোধ করি সকলেই দিনের

মধ্যে অন্ততঃ শতবার ঐ প্রকার সামান্য অবস্থায় পড়িয়া, ঐ প্রকার সামান্য কার্য্য করি, কারণ আমাদের সামান্য কার্য্যই অধিক, অসামান্য কার্য্য অল্প; অধিক বলিয়াই সামান্য, অল্প বলিয়াই অসামান্য; যদি আমাদের জীবন সামান্য কার্য্য ময়ই হইল, অসামান্য কার্য্য ময় হইল না; তখন সামান্য বিষয়ে, অর্থাৎ অধিক বিষয়ে সতত দেখান যেমন কর্ত্তব্য, সততার অভাব দেখান তেমনি অকর্ত্তব্য। সেই জন্যই সামান্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার ও তদ্দারা সততা প্রদর্শনের নামই সৌজন্য, বুঝিলে?

নি। বেশ বুঝিতেছি।

বি। আবার দেখ; লঘুতর সামান্য তৃণকণা দ্বারা বায়ুর গতি অতি সহজেই বোঝা যায়, অথচ একখানি গুরুতর ভারযুক্ত প্রকাণ্ড কাষ্ঠ খণ্ডের দ্বারা বায়ুর গতি কিছুতেই বোঝা যায় না: সেই প্রকার সামান্য সামান্য কার্য্যে, লোক যে প্রকার বুঝিতে পারা যায়, মহৎ মহৎ বিষয়ে মহৎ মহৎ কার্য্যে, লোক সে প্রকার বুঝিতে পারা যায় না। সামান্য বিষয়ে, সামান্য কার্য্যে, যিনি যে প্রকার লোক, তিনি ঠিক সেই প্রকার কার্য্য করেন; তখন তাঁহার মনে ও বাহিরে কোনই আবরণ থাকে না; মহৎ বিষয়ে, মহৎ কার্য্যে, যিনি যে প্রকার লোক, তিনি সে প্রকার লোক, থাকেন না; বাহিরে ও মনে আবরণ থাকে। সামান্য বিষয়ে, চিন্তা চাই না, স্বার্থ চাই না, আড়ম্বর চাই না, তাহা অযত্ন সম্ভূত; মহৎ বিষয়ে চিন্তা, স্বার্থ ও আড়ম্বর চাই, তাহা যত্ন সম্ভূত। যে কার্য্যে চিন্তা, স্বার্থ ও আড়ম্বর থাকে না, তাহাই সামান্য বিষয়, যাহাতে স্বার্থ, আড়ম্বর ও চিন্তা থাকে, তাহাই মহৎ বিষয়; চিন্তা স্বার্থ আড়ম্বর থাকেনা বলিয়াই সামান্য, স্বাভাবিক; চিন্তা স্বার্থ ও আড়ম্বর থাকে বলিয়াই মহৎ, অস্বাভাবিক।

নি। বেশ কথা।

বি। সামান্য সামান্য বিষয়ে সততা দেখানই সহজ, মনে করিলেই [illegible] লাগেনা, অর্থ লাগে না, সময় লাগেনা; লাগে কেবল মাত্র সামান্য ইচ্ছা; সামান্য বিষয়ে সততা দেখাইলেই, লোক উচ্চ হন; প্রত্যেক উচ্চদরের লোক সামান্য, কিন্তু প্রত্যেক সামান্য লোক উচ্চদরের লোক

নহেন ; বোধকরি লক্ষ সামান্য লোকের মধ্যেও একটি উচ্চদরের লোক মিলেনা। যেখানে সৌজন্য, সেই স্থানেই উচ্চস্বভাব ; যেখানে উচ্চস্বভাব, সেই স্থানেই সৌজন্য ; সুতরাং সৌজন্য ও উচ্চস্বভাব একই ব্যক্তিতে থাকে ; ইহার প্রত্যেকটিই অতি অসামান্য গুণ ; কিন্তু দেখিলে যে, কি প্রকার অতিসামান্য মাত্র বিষয় হইতেই, ঐ অতি অসামান্য গুণ উৎপন্ন হয়! অতি সামান্য জীব শুক্তি হইতেই, অতি অসামান্য পদার্থ মুক্তা জন্মিয়া থাকে, যাহা অসামান্য জীব সিংহ ব্যাঘ্রে থাকেনা।

নি। ঠিক কথা ; কথাটি বড় মনের মত হইয়াছে!

বি। এই স্থানেই তবে একটি কথা বলিয়া লই ;---

"যত্রাকৃতি স্তত্র গুণাঃ বসন্তি"

অর্থাৎ যে স্থানেই বাহ্যিক সৌন্দর্য্য, সেই স্থানেই গুণ সমূহ থাকে ; এই প্রকার ভাবই পাঠ্য সংস্কৃত পুস্তকে অধিক দেখা যায় ;—

নি। কেন? এক দিন নয় বলিয়াছিলে "গুণাঃ পুজাস্থানং গুণিষু?"

বি। বলিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ঐ প্রকার ভাব কম ; আচ্ছা একটি ঘটনাই দেখাই ;—আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে, প্রকৃত গুণবান লোকের সংখ্যা ১০। ১২ জনের অধিক নহে ; তাঁহাদিগের মধ্যে ঐ দেখ ৭।৮ জনের আকৃতি আমাদের এই গৃহেই রহিয়াছে ; বল দেখি ইঁহাদিগের মধ্যে কয় জন বাহ্যিক সৌন্দর্য্য শালী?

নি। এক জনই ত বোধ হয় এবং উনিই।

বি। আর জন ৪।৫কে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সুশ্রী পুরুষ নহেন!

নি। তবে ত আর কোন কথাই নাই।—ঠিক কথাই ত! আমাদের মধ্যেও যে ২। ৪ জনকে বেশ শ্রীমতি দেখিয়াছি, তাঁহারা হয় দেমাকে, নয় মুখরা ; না হয় ধৃষ্টা।

বি। আচ্ছা ওকথা এখন থাক ; আর একটি কথা ধরা যাক ;—মিষ্ট বাক্য বলিতে যে সময় ও শ্রম লাগে, কর্ক্কশ বাক্য বলিতে, তদপেক্ষা কম সময় ও কম শ্রম ত লাগেই না, বরং বেশি সময় ও বেশি শ্রমই লাগে।

আবার দেখ, মিষ্ট কথায় মিষ্ট ফল, তিক্ত, কর্কশ বাক্যের তিক্ত ফল; মিষ্ট বাক্যের মিষ্টফল উভয়েই পান, উভয়েই সন্তুষ্ট হন; তিক্ত বাক্যের তিক্ত ফলও উভয়েই পান; উভয়েই অসন্তুষ্ট হন; মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতেই সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তিক্ত বাক্য প্রয়োগ করা সাধ্যানুসারে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; উচ্চপদস্থ, ধনী, মানী ব্যক্তির পক্ষে, উহা আরও অধিক কর্ত্তব্য ও প্রশংসনীয়। দেখ, রাজা একটি মিষ্টবাক্য বলিলে, সকলেই তাঁহার পদ সেবার জন্য লালায়িত, রাজা একটি তিক্ত কথা বলিলে, সকলেই তাঁহার মস্তক লইতে লালায়িত; অবশ্য সকলকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব; কিন্তু যদি ইহা সম্ভব হয়; তবে একা সৌজন্যের দ্বারা, মিষ্ট বাক্য দ্বারা, শিষ্টাচারের দ্বারা।

নি। তাহা সত্য।

বি। নিজকে ত কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে পারি না দেখিয়াছি; যদি নিজকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তবে সে সৌজন্যের দ্বারা, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা, শিষ্টাচার দ্বারা; যখনই অসন্তুষ্ট হইয়াছি, তখনই সৌজন্যের, মিষ্টবাক্য প্রয়োগের, শিষ্টাচারের বিলক্ষণ অভাব দেখিয়াছি। কিন্তু সৌজন্য দ্বারাই যে সন্তুষ্ট হই, আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হই না, কেন? সৌজন্যে অপরকে সন্তুষ্ট করিতে পারি বলিয়া; সৌজন্য দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইলাম বলিয়া অপরে সন্তুষ্ট হন না; অপরে সন্তুষ্ট হন বলিয়াই, আমি সন্তুষ্ট হই; তবেই বেশ দেখা গেল, যে অন্যের সন্তোষেই নিজের সন্তোষ; অনের সুখেই নিজের সুখ।

নি। কতবার ঐ রকম কথা শুনিয়াছি; তখনই বুঝি, পরে ভুলিয়া যাই! ইহার ঔষধ কি!

বি। শুনিতে শুনিতে বুঝিবে, ও মনে থাকিবে; যে সন্তোষ সকল সুখের মূল, সুজন ব্যক্তিই সে সন্তোষের অধিকারী। সৌজন্য হীন রাজা, সেই সন্তোষের অধিকারী নহেন; সৌজন্য হীন ক্রোড়পতিও সেই সন্তোষের অধিকারী নহেন; শারীরিক ক্ষমতা ও অর্থ দ্বারা সন্তোষ পাওয়া যায় না।

নি। তাহাও সত্য।

বি। আমার মনে একটি বৃহৎ ও ভয়ানক সন্দেহ হইতেছে; দুই ব্যক্তি একই প্রকার অবস্থায় পড়িয়াছেন; একজন মিষ্ট বাক্য ও অপর জন কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। এরূপ স্থলে মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করা মনুষ্যের স্বাভাবিক? কি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করাই মনুষ্যের স্বাভাবিক? যদি মিষ্ট বাক্য বলাই, মনুষ্যের স্বভাব হয়, তবে কর্কশ বাক্য বলা অবশ্যই অস্বাভাবিক; যাহা স্বভাবিক তাহাই সহজ, যাহা অস্বাভাবিক তাহাই কঠিন; তবে যাহা অস্বাভাবিক ও কঠিন, এ প্রকার কর্কশ বাক্যই বা এক জন কেন প্রয়োগকরেন? সহজ ছাড়িয়া কঠিনে একজনের মন যায় কেন? যখন দেখি, লক্ষের মধ্যে একজন মিষ্ট বাক্য বলেন, বাকি সকলেই কর্কশ বাক্য বলেন, তখন আরও সন্দেহ হয়, লক্ষ ব্যক্তি সহজ ছাড়িয়া কঠিনে যান কেন? তবে কি তাহাতে সুখ আছে? তাহাও ত নয়; তাহাতে লাভ আছে, তাহাও ত দেখিনা। এ "কেন" র উত্তর পাইনা। আবার ধর; যদি কর্কশ বাক্য বলাই মনুষ্যের স্বভাব হয়, তবে মিষ্ট বাক্য বলা অবশ্যই অস্বাভবিক; মিষ্ট বাক্য বলা অবশ্যই কঠিন, কর্কশ বাক্য বলা অবশ্যই সহজ; সেই জন্যই বুঝি তবে কঠিন ছাড়িয়া সহজে যান! লক্ষ ব্যক্তি বুঝি তবে সেই জন্যই কর্কশ বাক্য বলেন!

নি। তুমি যে রকম করিয়া বলিলে তাহাতে বোধ করি আমি বেশ বুঝিয়াছি। বোধ করি কর্কশ বাক্য বলাই তবে আমাদের স্বভাব।

বি। আচ্ছা, কর্কশ বাক্য বলা যেন আমাদের স্বভাবই হইল, কিন্তু তথাপি ত আর একটি কথা বলিতে পারি। অনেকেই বলেন, যে মনুষ্যের অনেক গুলি স্বাভাবিক গুণ ও দোষ শিশুতেই দেখা যায়; তাহাই যদি সত্য হয়, তবে দেখিতে হইবে, যে শিশুদিগের মধ্যে কর্কশ বাক্য বলার ভাগ কি প্রকার, আমাদের অপেক্ষা অধিক, কি কম?

নি। আমার ত বোধ হয়, যে আমরা আর একজনকে যত কর্কশ কথা বলি, শিশুরা শিশুদের মধ্যে তত কর্কশ কথা বলেনা।

বি। আমারও ত তাহাই বোধ হয়; যদি তাহাই সত্য হয়, তবে ত

কর্ক্কশ বাক্য প্রয়োগ করা মানুষ্যের স্বভাব নাও হইতে পারে! আচ্ছা, যদি উহা স্বাভাবিকই হয়, তবে অবশ্য উহা ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা কাহাদের পক্ষে? শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি কর্ক্কশ স্বভাব হন, তবে কি তাহা ক্ষমনীয়? না অশিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্ক্কশ স্বভাবই ক্ষমার যোগ্য? বল দেখি।

নি। অশিক্ষিতদিগকেই অবশ্য ক্ষমা করা উচিৎ।

বি। কিন্তু যত গুলি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি, সকল গুলিই, প্রত্যেকটিই, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। তবে ত আমাদিগের শিক্ষা হয় নাই? যদি স্বভাবই একটু পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলাম, তবে আর শিক্ষার ফল কৈ!!!

নি। আচ্ছা, আমি আর একটি কথা ভাবিতেছি; মানুষের স্বভাবই যদি কর্ক্কশ হইল, তবে পরমেশ্বর আমাদের ও রকম স্বভাব করিলেন কেন?

বি। আমাদের স্বভাবই যে কর্ক্কশ, তাহা ত বুঝিতে পারা গেল না, তাহাতে ত সন্দেহই থাকিল; আর যদি উহাতে কোনই সন্দেহ না থাকে, যদি উহা নিশ্চয়ই, তথাপি তুমি পরমেশ্বরকে তজ্জন্য দায়ী করিতে পার না, কারণ যে ক্ষমতা দ্বারা কর্ক্কশ স্বভাবকে পরিবর্ত্তন করিয়া মিষ্ট স্বভাব করা যায়, সে প্রকার ক্ষমতা ত সকলেরই আছে; সে ক্ষমতা যদি আমরা ব্যবহার না করি, যদি আমাদের স্বভাব কর্ক্কশই থাকিয়া যায়, তবে সে দোষ যে আমাদেরই! তুমি বালিকা নহ, তোমার বয়স হইয়াছে, জ্ঞান হইয়াছে, সতর্কতা আছে; এখন তোমার হস্তে এক খানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিলাম, তুমি হস্ত কাটিয়া ফেলিলে! কি অন্যের এক স্থান কাটিয়া দিলে! সে দোষ আমারও নহে, কর্ম্মকারেরও নহে; সে দোষ ছুরির ও নহে; লৌহেরও নহে; সে দোষ কেবল মাত্র তোমারই।

নি। তাহা ত সত্য কথা; কিন্তু আর একটি কথা সুধাই; যে ক্ষমতার দ্বারা কর্ক্কশ স্বভাব ত্যাগ করিয়া, মিষ্ট স্বভাব করা যায়, সেই ক্ষমতা যদি লক্ষের মধ্যে এক জনেরই কেবল থাকিল, তবে সে ক্ষমতা থাকা, না থাকা, সমান নয় কি?

নি। না, তাহা কেমন করিয়া হইবে? লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে বড় জোর একজনইত লক্ষ পতি! তাই বলিয়া কি টাকা থাকা, না থাকা, সমান? লক্ষের মধ্যে এক ব্যক্তি ও যাহা করিতে পারেন, তাহা ত একবারে অসম্ভব হইতে পারে না! তাহা ত সম্ভবই! তবে সেই ক্ষমতা পাইবার জন্য চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে বা পরে, তোমারি আমার পক্ষেই না হয়, তাহা অসম্ভব বলিয়া জ্ঞান হয় মাত্র। কিন্তু তোমার আমার পক্ষে যাহা অসম্ভব বোধ হয়; তাহাই কি অসম্ভব? তাহা কখনই হইতে পারেনা। তাহা সম্ভব—সম্ভব বলিয়াই, তাহা অন্ততঃ একজনও পারিলেন; যদি তাহা প্রকৃত অসম্ভবই হইত, তাহা হইলে সেই এক ব্যক্তির পক্ষেও তাহা অসম্ভব হইত; যাহা অসম্ভব, তাহা প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক সময়ের, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই অসম্ভব; যাহা সম্ভব, তাহা কখনই প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক সময়ের, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই অসম্ভব হইতে পারে না;—তাই বলি, যাহা সম্ভব, যাহা অসম্ভব নহে, তাহা উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করাই উচিৎ, চেষ্টা না করিয়া, তাহা অসম্ভব বলা অনুচিত। কেমন একথা মান কি না?

নি। তাহা ঠিক্ কথা। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। দেখ নির্ম্মলে, লক্ষের মধ্যে ধর এক জনই লক্ষপতি আছেন; কিন্তু লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে এক জনই লক্ষপতি বলিয়া, আমরা অবাক্ হই, আশ্চর্য্যান্বিত হই; তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করি। কিন্তু লক্ষের মধ্যে যিনি সুজন হইলেন, যাঁহার সৌজন্য জাজ্বল্যমান, তাঁহাকে কি আমরা ঐ লক্ষপতির মত চক্ষে দেখি! লক্ষপতিকে যদি দেবতা ভাবে দেখি, সৌজন্যভূষিত ব্যক্তিকে কি প্রকার ভাবে দেখি! কি প্রকার ভাবেই বা সুজন ব্যক্তিকে দেখা উচিত! আর ও এক কথা; এক ব্যক্তি ধর, সৎ উপায়েই হউক, আর অসৎ উপায়েই হউক, লক্ষপতি হইলেন, তাঁহাকে ত দেবতাই ভাবি; আবার সেই লক্ষপতির উত্তরাধিকারী লক্ষপতি হইলেন, তাঁহাকেও দেবতা ভাবি; স্বীয় ক্ষমতাদ্বারা লক্ষপতি হওয়া যে প্রকার কঠিন, লক্ষপতির পুত্র হইয়া, লক্ষপতি হওয়া, ঠিক সেই প্রকার সহজ। যাহা উপার্জ্জন করা যে প্রকার কঠিন তাহাকে আমরা সেই

প্রকার প্রশংসাকরি; তাহা যুক্তিসিদ্ধই মানিলাম; যাহা প্রাপ্ত হওয়া যে প্রকার সহজ, তাহাকে আমরা সেই পরিমাণে অল্পই প্রশংসা করি; ইহাই যদি সত্য হয়, তবে লক্ষপতির পুত্রকেও দেবতা জ্ঞান করি কেন? দেবতার পুত্র বলিয়া বুঝি?

নি। বেশ কথা বলিতেছ। বুঝিতে পারিতেছি।

বি। তারপরও দেখ; লক্ষপতির পুত্র অতি সহজতম উপায়েই লক্ষপতি হইলেন. দেবতার পুত্র দেবতা হইলেন! কিন্তু লক্ষব্যক্তির মধ্যে একমাত্র সুজনের পুত্র কি সুজন হন? সুজনের পুত্র বলিয়াই কি সুজন হয়? সৌজন্যের কি উত্তরাধিকারি সত্ব চলে? প্রত্যেক লক্ষপতির পুত্রই লক্ষপতি, কিন্তু প্রত্যেক সুজনের পুত্র কি সুজন হন? লক্ষপতির পুত্রের পক্ষে লক্ষপতি হওয়া যে প্রকার সহজ, সুজনের পুত্রের পক্ষে সুজন হওয়া কি সেই প্রকার সহজ?

নি। বেশ বুঝিয়াছি; আবার একথাও ত সত্য যে, নির্ধনীর পুত্র লক্ষপতি হইলে যে রকম ভাবি, কুজনের পুত্র সুজন হইলে ত সে প্রকার ভাবি না।

বি। বেশ বলিয়াছ।

নি। আবার লক্ষপতি, সৎউপায়েও হইতে পারে, অসৎ উপায়েও হইতে পারে; কিন্তু সুজন হওয়া সৎউপায় ভিন্ন অসৎ উপায়ে হইতেই পার না।

বি। উত্তম কথা বলিয়াছ; আচ্ছা এখন একবার ওকথা ছাড়িয়া আর একটি কথা ধর;—কথায় কথায় পরমেশ্বরকে আনা ভাল নহে; পরমেশ্বরকে না আনাই ভাল; তাহার কারণও দেখাই; ধর একটি মন্দ কার্য্য করিলাম; কেন? না সেই মন্দ কার্য্য করা আমার স্বভাব; সেই স্বভাব পরমেশ্বর হইতে প্রাপ্ত; তুমি যদি এখন সেই মন্দ স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা না করিয়াই বসিয়া থাক, তবে আর তোমার উত্তেজনা শক্তি থাকিল কোথায়! তোমার উদ্যম কৈ! তোমার শিক্ষাই বা কৈ! মন্দ স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে, বিনা পরিশ্রমে মি যখন একটি সামান্য তৃণখণ্ডও মাটি

হইতে তুলিতে পার না, বিনা পরিশ্রমে তুমি যখন একটি পদও অগ্রসর হইতে পার না, তখন বিনা পরিশ্রমে কি তোমার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পার? পরিশ্রম কর, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত পরিশ্রম কর, স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে বলিয়া পরিশ্রম কর, স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে, তোমার সহিত ও পশুর সহিত কোনই প্রভেদ নাই, এই জ্ঞানের সহিত পরিশ্রম কর; দেখ দেখি পরিশ্রমের ফল হয় কি না! দেখ দেখি কুস্বভাব যাইয়া সুস্বভাব হয় কি না! তাই বলি চেষ্টা কর, পরমেশ্বরের মাথায় ভার দিও না।

নি। বেশ বুঝিয়াছি। সেই গাড়োয়ানের মত।

পবি। পশুতে ও মানুষে মোটামুটি প্রভেদ দেখ; একটি বাঘও যাহা, সকল বাঘই তাহাই, একটি সর্পও যাহা, সকল সর্পই তাহা, কিন্তু একটি মনুষ্য যাহা, কোনই মনুষ্য তাহা নহে; তুমিই এখনই যাহা আছে, ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাহা ছিলে না, ক্ষণকাল পরেও তাহা থাকিবে না; আবার ও দেখ ব্যাঘ্র অদ্য যাহা, শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রই ছিল; সর্প ও সর্প ছিল, মনুষ্য তাহা নহে; সুতরাং পশু পরিবর্ত্তনশীল নহে, পশুর পশুত্ব স্থায়ী; মনুষ্য পরিবর্ত্তনশীল, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব স্থায়ী নহে। দেখ এপ্রকারই বা হয় কেন? পশুর পরিশ্রম এক ঘেয়ে, প্রাণীবৃত্তি নিবৃত্ত হইলেই পশুর পরিশ্রম নিবৃত্তি হয়; মনুষ্যের পরিশ্রম এক ঘেয়ে নহে, এক মুখী নহে, সহস্র মুখী; প্রাণীবৃত্তি নিবৃত্ত হইলেও মনুষ্যের পরিশ্রমের বিরাম নাই; পশুর কেবলমাত্র প্রাণীবৃত্তি, মনুষ্যের কেবলমাত্র প্রাণীবৃত্তি নহে, মনুষ্যের অন্যবৃত্তিও আছে; কেবলমাত্র প্রাণীবৃত্তি চরিতার্থ করিতে মনুষ্যের অল্পই পরিশ্রম লাগে; অন্যবৃত্তি চরিতার্থ করিতে মনুষ্যের অধিক পরিশ্রম লাগে; কেবলমাত্র প্রাণীবৃত্তি চরিতার্থ করে না বলিয়াই মনুষ্য; অন্য বৃত্তিকে চরিতার্থ করে বলিয়াই মনুষ্য; কর্কশ স্বভাব পরিত্যাগ করিলে তোমার প্রাণীবৃত্তি চরিতার্থ হয় না; অন্য বৃত্তিই চরিতার্থ হয়; মনুষ্য হইলেই, কর্কশস্বভাব পরিত্যাগ করিবে; মনুষ্য হইলেই অন্য বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে হইবে! তুমি যদি মনুষ্য

হও, তোমাকে তাহা করিতেই হইবে, তুমি যদি মনুষ্য না হও, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

নি। বুঝিলাম বটে, কিন্তু বড় কঠিন বিষয় আসিয়া পড়িল।

বি। তাহা আমিও বুঝিয়াছি, কঠিনই হইল বটে; তবে আজ থাক; ফলে কোন বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইলে যত তাহার তদন্ত, করিবে হইত ভাল। কিন্তু ভুলিও না যে, সুজনই মনুষ্য; সুজন হইতে হইলেই সরলতা ও সহৃদয়তা আবশ্যক; এবং যাহাকে নীচ জ্ঞান করি, সেই নীচ ব্যক্তিকেও হিতকর জানিয়া তাহার সহিত প্রীত করাও আবশ্যক; তাই কবি বলিয়াছেন—

"অতি নীচহুঁ সন প্রীতি করিয়ে, জানি নিজ পরম হিত।"

নি। আজ কিন্তু অনেক শিখিলাম;—

"অতি নীচহুঁ সন প্রীতি করিয়ে, জানি নিজ পরম হিত।"

তাম্বুল।

বি। আজ যে যে দ্রব্য তৈয়ার হইয়াছিল, সকলগুলিই বেশ হইয়াছিল; বন্ধুরা তোমাদের কত প্রশংসা করিলেন। দিদিই বা কোন্ কোন্ দ্রব্য তৈয়ার করেন, তুমিই বা কি কি কর?

নি। লুচী, ছক্কা ও মাছ ভাজা দিদির, মাংস ও অম্বল আমি রাঁধি। দিদির ত সকলই ভাল হইবারই কথা।

বি। লুচি বেশ মোলাম হইয়াছিল; আচ্ছা লুচির ময়দাতে কি কোন মসলা ছিল?

নি। আভাজা ছোট এলাইচের গুঁড়া ময়দায় ছিল।

বি। সেই জন্যই উত্তম গন্ধ ছাড়িয়াছিল। মাংসও বেশ হইয়াছিল; কিন্তু বন্ধুরা অম্বল খাইয়াই বলেন, "বিনয় বাবু অসময়ে কাঁচা আম পাইলেন কোথায়"?

নি। কাঁচা পেঁপে ও আমআদার রস দিয়া অম্বল রাঁধিলে, হঠাৎ আমের অম্বলই বোধ হয় বটে।

বি। তুমি কিন্তু অম্বল রাঁধিয়া বেশ সুখ্যাতি পাইয়াছ। মাংস কিন্তু একটু সিদ্ধ বেশি হয়াছিল।

নি। রন্ধনের পরও অনেকক্ষণ গরম গরম ছিল কি না, সেই জন্যই সিদ্ধ বেশি হইয়াছে; আমি অত ঠাণ্ডরাইতে পারি নাই।

বি। তাই বলিয়া এমন অধিক সিদ্ধও হয় নাই, যাহা দোষের।

নি। কৈ তিনকড়ি বাবু আইসেন নাই কেন?

বি। তিনকড়ি বাবু আসিয়াছিলেন বৈকি! তবে তিনি আহার করেন নাই, জান ত তিনি অত্যন্ত "হিন্দু"। তিনি স্বতন্ত্র বসিয়া মিষ্টান্ন খাইয়াছিলেন।

নি। আচ্ছা, প্রায় কেহই পান খান নাই কেন বল দেখি; পান খাওয়া কি মন্দ?

বি। আহারের পর পান খাওয়া ত মন্দ নহেই বরং ভাল, বিশেষ উপকারী। তবে এখন পান খাওয়াকে অনেকে অসভ্যতা মনে করেন। এটি হইতেছে অনুকরণের দোষ; অন্ততঃ আমার মতে, মন্দ অনুকরণের দোষ। পান যে উপকারী, অপকারী নহে; সুতরাং ভাল, মন্দ নহে, তাহা দেখাই। পান ও পানের মসলা ধর।

নি। বেশ কথা।

বি। কিন্তু পান ও পানের মসলার উপকারিতা বলিবার পূর্ব্বে, আমাদের দেশীয় চিকিৎসা ও ইংরেজী চিকিৎসার পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। দুই চিকিৎসার পদ্ধতি স্বতন্ত্র; এই দেখ ইংরেজী চিকিৎসকেরা বায়ু, পিত্ত, কফ ধরেন না বলিলেই হয় অথবা তাঁহারা যেন ঐ কয়েকটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না বলিলেও হয়, ঐ চিকিৎসার ঐ তিনটি বিষয় নধর্ত্তব্য, দেশীয় চিকিৎসায় ঐ তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ

ধর্ত্তব্য; কারণ ঐ তিনটি বিষয়ের বিকৃত অবস্থাই, সকল রোগের মূলীভূত কারণ ইহাই দেশীয় চিকিৎসকের মূল সিদ্ধান্ত। ইংরেজী চিকিৎসায় হাত দেখিবারও তত আবশ্যক হয় না, যত দেশীয় চিকিৎসায় আবশ্যক; অর্থাৎ দেশীয় চিকিৎসায় যাহা নিতান্ত আবশ্যক, বিদেশীয় চিকিৎসায় তাহা নিতান্ত অনাবশ্যক।

নি। তবে ত দেখিতেছি, একটি অপরটির বিপরীত! কিন্তু ভাল কোনটি?

বি। যিনি যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সেই বিষয়ে তাঁহার মতামত প্রকাশ করা প্রায়ই ধৃষ্টতার কার্য্য; চিকিৎসা সম্বন্ধে আমিও তোমারই মত অনভিজ্ঞ, সুতরাং কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, তাহা আমায় বলা ধৃষ্টতার কার্য্য; তবে দুই চিকিৎসা প্রণালীর উদ্দেশ্য সফলতা বিষয়ে, যাহা শুনিয়াছি, ও দেখিয়াছি, তদনুসারে মতামত বলিতে হইলে, দেশীয় রোগের দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীই যে প্রশস্ত, তাহা বলিতে পারি; যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখি নাই। সেই শ্রুত ঘটনার একটিমাত্র ঘটনা বলিলেই, আপাততঃ যথেষ্ট হইবে।

নি। কি বল দেখি শুনি।

বি। কলিকাতার পটলডাঙ্গায় যে এক অতি বৃহৎ ও বিখ্যাত হাঁসপাতাল আছে, সেই হাঁসপাতালে এ পর্য্যন্ত যত বড় বড় ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ডাক্তার সাহেবের সময় যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই বলি;—এক পুত্রকন্যা হীন ধনাঢ্য ব্যক্তির দুই পায়ে ভয়ানক গোদ হয়, সেই রোগ উপশমনার্থে যত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা তিনি করিয়াছিলেন; কিন্তু রোগের কোনই উপশম হয় না; অগত্যা রোগী পরিশেষে ঐ হাঁসপাতালের ঐ সাহেবের নিকট যান, সাহেব ক্রমাগত একটি বৎসর ঔষধ দেন, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হয় না। রোগী এখন সম্পূর্ণ ভগ্ন মনোরথ হইয়া পড়িলেন!

নি। আহা! তাহা ত হইবারই কথা! আচ্ছা তার পর।

বি। এক দিন পদব্রজে কলিকাতার কোন একটি গলির মধ্যে দিয়া,

তিনি কোথায় যাইতেছেন, এক বৃদ্ধা, তাঁহার সেই পায়ের গোদ দেখিলে পর উভয়ের মধ্যে এই প্রকার কথাবার্ত্তা হয়---

বৃদ্ধা। বাবা, তোমার পায়ে এমন গোদ হইয়াছে! তা কোন ওষুধ দাও না কেন?

রোগী। ওষুধ না দিয়ে, বুঝি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছি।

বৃদ্ধা। তবে সারে নাই কেন?

রোগী। সারিবার হইলে, কি আর সারিত না।

বৃদ্ধা। কার ওষুধ দিয়েছিলে বাবা?

রোগী। কত টাকা খরচ করে, কত বড় বড় ডাক্তারের ঔষধ দিলাম, তা এখন কার নাম কবি বল। কলিতায় আসিয়া বাসা করিয়া থাকিয়া এই ত একটি বৎসর * বড় ডাক্তারকে দেখাইলাম। তা কৈ কিছুই ত হইল না।

বৃদ্ধ। আমি যদি বাবা সারাইয়া দিতে পারি!—

নি। বলি, সেই বুড়ী বুঝি ঔষধ জানে?

বি। দেখ ত।

রোগী। হুঁ! হায়রে কপাল! এত বড় বড় ডাক্তারে পারিল না, উনি পারিবেন!

বৃদ্ধা। পাঁচ পয়সা হইতে পাঁচ আনার মধ্যেই আমি তোমার রোগ আরাম করে দেব ও এক মাসের মধ্যেই আরাম করিয়া দিব। আরাম হইলে পর তোমার যাহা ইচ্ছা হয় দিও; এখন কিছুই চাই না।

রোগী অনেক চিন্তা করিয়া বৃদ্ধার ঔষধ লওয়াই স্থির করিয়া বলিলেন "আচ্ছা এই পাঁচ আনা পয়সা লও, কবে ঔষধ দিবে!"

বৃদ্ধা। আজ হলো বাবা লক্ষ্মীবার, কাল বাদে পরশু শনিবারে খুব সকাল বেলায়, রোদ উঠিতে না উঠিতে, হাত মুখ না ধুয়েই, আমার কাছে এসো, ঔষধ দিব। আজ পাঁচ আনায় দরকার নাই, পাঁচ পয়সা হইলেই হইবে!

রোগী।—তুমি পাঁচ আনাই রাখিয়া দাও।

বলিয়া রোগী ত প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধা বেনে দোকান হইতে পাঁচ

পয়সায় কি কি মসলা লইয়া গেলেন ও জঙ্গল হইতে আরও কি ২। ৪ টি গাছ গাছড়া লইয়া, শুক্রবারের রজনী শেষে বাঁটিয়া এক খানি কচুর পাতায় বাঁধিয়া চালের বাতায় টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। রোগী উপস্থিত হইলে বৃদ্ধা বলিলেন---"এই ওযুধ লও, হুঁকার জলে গুলিয়া, সমস্ত গোদময় লাগাইয়া রৌদ্রে পা দিয়া বসিয়াই হ'ক, আর শুইয়াই হ'ক, থাকিবে। যদি একটু পরে চিরবির করে ধরে, তবে আরও একবার দিও, চিরবির করে না ধরলে, ধূয়ে ফেলে, আমার কাছে এস"। রোগী বৃদ্ধার কথানুযায়ী কার্য্য করিল ; কিন্তু চিরবির করিয়া না ধরাতে, সমস্ত বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত। বৃদ্ধা পুনরায় পর শনিবারে আর একটি ঔষধ দিলেন, এবং ঠিক পূর্ব্ব কথানুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলেন। দ্বিতীয় বারেও কোনই ফল হইল না! তৃতীয় বারও নিস্ফল! চতুর্থ বারে যেমন ঔষধ লাগাইয়া রৌদ্রে বসা, অমনি ক্ষণকাল পরেই, গোদ চিরবির করিয়া উঠিল! রোগীর তাহাতে অত্যন্ত আরাম বোধ হইল! এবং রোগী মনে করিল, সমস্ত গোদ একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল! মহা হরষে বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইয়াই, বৃদ্ধাকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধুলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

বৃদ্ধা। তোমার গোদ শরিয়া গিয়াছে বাবা ; কিন্তু আর পাঁচ আনা পয়সা চাই, আর ৭ দিন রোজ রোঁজ দুইবেলা একবার করিয়া ঐ ঔষধ দিলেই, তোমার পা ঠিক সহজ পা হইবে।

রোগী। মাগো, আমার স্ত্রী আছেন, সন্তানাদি কিছুই নাই! এখন হইতে তুমিই আমার মা হইলে, আমার পোষ্যের মধ্যে হইলে ; আমার ও আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, আমার যাহা যেখানে আছে, সমস্তই তোমার ছেলের থাকিবে।

নি। ইহা ত বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

বি। যাক ;—রোগী এখন ভাবিলেন, যে ব্যাপারটি ত একবার বড় ডাক্তার সাহেবকে বলিতে হইবে! ইহাই স্থির করিয়া, তিনি একদিন সাহেবের নিকট উপস্থিত। সাহেব একবার তাঁহার মুখ পানে আর

একবার তাহার পা পানে, ক্রমাগত তাকাইয়া শেষে বলিলেন, "তোমারই নয় পায়ে ভয়ানক গোদ ছিল! সে গোদ ইহারই মধ্যে আরাম হইল কিসে"? তখন রোগী সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিলে পর, সাহেব গাড়ী হাঁকাইয়া একেবার সেই বৃদ্ধার কুটীর দ্বারে উপস্থিত! সাহেব বৃদ্ধাকে ধরিলেন, ঔষধ বলিতে হইবে; বৃদ্ধা কিছুতেই তাহা বলিলেন না! সাহেব পাঁচ হাজার টাকা বৃদ্ধাকে দিতে প্রস্তুত! কিন্তু ঔষধ প্রকাশ করিতে নিষেধ! অন্যকে বলিলে ঔষধের গুণ ধরে না। সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া তোমাকে একটীমাত্র কথা বলিব। বৃদ্ধা ত মরিয়া গিয়াছে, ঔষধ সেই সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এখন যদি ঘটনাটি সত্য হয় তবে ধিক্ আমাদের দেশকে! লক্ষ টাকা দিলেও যে বৃদ্ধা ঔষধটি বলিতেন না সে বিশ্বাস আমার হয় না! যদি বিশ্বাসটি সত্য হয় তবে, কি এই বাঙ্গালা দেশে লক্ষ টাকার অভাব ছিল! কত লোকের কত টাকা ত কত দিকে জলের মত খরচ হয় দেখি!

নি। ইহা বড়ই দুঃখের ও লজ্জার কথাই সত্য!

বি। তবে আর একটি দৃষ্ট ঘটনার কথা বলি; একটি বালকের পায়ের বুড়ো অঙ্গুলিতে ফোস্কা ২ হয়; বালকটি ধনী সন্তান; বড় বড় চারি পাঁচ জন ডাক্তার সেই ফোস্কার কতই ঔষধ দেন, কিন্তু ফোস্কা ক্রমেই বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল! বালকটির পিশি মা সেকেলে বৃদ্ধা; তিনি লুক্কাইত ভাবে একটি মুসলমানকে বাড়ীর মধ্যে ডাকাইয়া বালকের ফোস্কা দেখাইলে পর, মুসলমান চারিটি পয়সা লইয়া জাফরান কিনিয়া, কি একটি গাছের মূল, জাফরানের সঙ্গে বাঁটিয়া দিয়া যায়, সেই ঔষধ সেই ফোস্কাতে এক দিনে দুইবার মাত্র লাগান হয় এবং তাহাতেই সেই ফোস্কা সম্পূর্ণ সারিয়া যায়!

নি। ইহা ত ভারি আশ্চর্য্য!

বি। যে দুইটি ঘটনার কথা বলিলাম, দুইটিই শারীরিক বাহ্যিক রোগ; আভ্যন্তরিক রোগের কথাও কত শোনাযায় এবং কত দেখা যায়; তাহাতে দেশীয় রোগের পক্ষে, দেশীয় ব্যবস্থাই যে ভাল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশে যে এখন এত পীড়া, বোধ করি

বিদেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রাদুর্ভাব, এবং দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীর তিরোভাবই একটি প্রধান কারণ। দেখ নির্ম্মলে, যে দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে দাঁতন করা ও দাঁত খোঁটা হইতে, মহাব্যাধি পর্য্যন্ত ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ; যে দেশে, পদ-দলিত দূর্ব্বাদল ও তরু গুল্মাদি, প্রভৃতি উদ্ভিজ্জের; স্বর্ণ লৌহ; হরিতাল, পারদ প্রভৃতি খনিজ পদার্থের এবং বিষধর প্রভৃতি প্রাণীগণ হইতেও রোগের ঔষধ স্থিরীকৃত হইয়াছে, সে দেশের চিকিৎসা প্রণালীর উৎকর্ষতা ও কার্য্যকারিতা অকাট্য। তবে বিড়ম্বনা-গ্রস্ত হইয়া আমরা এখন যাহাই হই না কেন!

নি। তাহা ত সত্য কথাই! আমি একদিন ঝাঁটার কাটি দিয়া দাঁত খুঁটিতেছিলাম, দিদি তাই দেখিয়াই বলিলেন, তাল গাছের ও নারিকেল গাছের কোন কিছু দিয়া এবং বিচিলির কোন কিছু দিয়া, দাঁত খুঁটিতে নাই বলিয়াই বলিলেন;—

"তাল, নারিকেল, ধানের শিশ্
তিন ছাড়া, আর সব নিস"

বি। বোধ করি ও গুলি ধারাল বলিয়া নিষেধ। যাক; এখন পান ও পানের মসলার উপকারিতা ধর; প্রথমেই ধর পান, ইহা বায়ু ও কফকে দমন করে; উহা কৃমি নাশক; বলকারক ও ধারক। দেশীয় চিকিৎসায় সেই জন্য পান অনেক ঔষধে লাগে।

নি। ধারক কি?

বি। ধারক কি, তাহা ঠিক একটী কথাতে তোমাকে বুঝাইতে পারি না। পেটের অসুখ করিলে ত দেখিয়াছ, ঘন ঘন ও একটু ২ বাহ্যে হয়; মলদ্বার যেন শ্লথ বা আল্‌গা ২ বোধ হয়, দ্রব্যের যে গুণ দ্বারা সেই আল্‌গা অবস্থাকে বদ্ধ বা সংকুচিত করে, সেই গুণের নাম ধারকতা। ধারকের বিপরীতকে রেচক বলে।

নি। বেশ বুঝিয়াছি, যেন ধরে বা বেঁধে রাখে।

বি। অঙ্গুলিতে কি শরীরের কোন স্থানে চুন লাগিলেই দেখিতে পাও, যে সে স্থানটি যেন খসখসে হয়, সে কি জন্য জান? চুনের ক্ষারকতা শক্তি আছে বলিয়া।

নি। তাহা বেশ বোধ হয়; প্রস্রাব করিবার স্থানে, বা পায়খানায়, কি অন্য কোন দুর্গন্ধময় স্থানে, চুন ফেলিয়া দিলে সেই দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

বি। তাই ত! চুনে দুর্গন্ধ ও নষ্ট করে, ইহা আবার পরিষ্কারক। চুনের জলেরও অনেক উপকার আছে, তাহা পরে বলিব। মোটামুটি ধর, চুনের জারকতা শক্তি অতি প্রধান। তবে পানের সহিত যে চুন খাওয়া যায় তাহাতে একটু অপকার আছে, দাঁতের গোড়া ফাক থাকে তাহা জান?

নি। দাঁতের গোড়ায় ফাক আছে ত।

বি। পান খাইতে খাইতে সেই চুন ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প ঐ ফাকের মধ্যে যায়, সেই চুন তথায় জমিয়া পাথরের মত কঠিন হইয়া দাঁতের সেই ফাক বন্ধ করিয়া ফেলে; ইহা দোষের নহে, তবে যাঁহাদের দাঁত খোঁটা অভ্যাস; দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে সেই পাথরের মত কঠিন চুন উঠিয়া যায় এবং দাঁতের গোড়া ফাক হয়, ও দাঁতের গোড়া আল্‌গা হয়; সেই জন্য পান খাওয়ার পর মুখ বেশ করিয়া ধোয়া উচিৎ। অনেকে পান খাইতে খাইতে ঘুমাইয়া পড়েন, সে টি দোষের, তাহাতে দাঁতের গোড়ায় বেশি পাথর জমিয়া যায় এবং মুখে দুর্গন্ধও হয়; কিন্তু মুখের দুর্গন্ধ দূর করাই পান খাওয়ার আর একটি সুন্দর উদ্দেশ্য।

নি। ঠিক কথা বটে, আমার একদিন দাঁতের গোড়া হইতে এক টুকরা পাথরের মত কি যেন বাহির হয়, মনে করিয়াছিলাম বুঝি ভাতের কাঁকর, এখন দেখছি তাহা নয়, ঐ জমাট চুন, বটে!

বি। হাঁ; তাহা নিশ্চয়ই ঐ জমাট চুন। তবে খদির ধর; ইহাও কফ ও পিত্তকে দমন করে, ইহার স্নিগ্ধকারী গুণও আছে, ইহা পেটের পীড়া ও কাশ নষ্ট করে; বৈদ্যেরা ইহা অনেক পাঁচনে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নি। আচ্ছা সুপারির কি গুণ!

বি। সুপারি বলকারক, কারণ ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে।

নি। আচ্ছা কখন কখন সুপারি খাইলে ঘোর লাগে কেন?

বি। ইহার একটু একটু মাদকতা শক্তিও আছে, চিকি ও নূতন সুপারি খাইলে ঘোর লাগে, পুরাতনে ঘোর লাগে না। আবার লবঙ্গেরও ঐ প্রকার গুণ, ইহাতেও ক্ষুধা বৃদ্ধিকরে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে সুতরাং বলকারক।

নি। আচ্ছা পেট ফাঁপিলে লবঙ্গ খায় নয়?

বি। উহা পেট ফাঁপারও ঔষধ। পিপাসার সময় মুখ শোষ নষ্ট করিবার জন্য, আজকাল বরফ চলিত হইয়াছে; কিন্তু আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, ঐ মুখ শোষ লবঙ্গেও বেশ নষ্ট করে। বরফ সর্ব্বত্র বারমাস পাওয়া যায় না, যথা তথা পাওয়া যায় না, আর কলিকাতা ভিন্ন অন্যান্য স্থানে বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য ও অনেক অপচয় হয়; কিন্তু লবঙ্গ সর্ব্বত্র বারমাস, যথা তথা যখন তখন পাওয়া যায়; দামও অল্প, অপচয়ও হয় না, আধ পয়সা হইলেই যথেষ্ট। দেশীয় শস্তা ও উপকারক দ্রব্যের আদর করি না, বিদেশীয় আক্রা দ্রব্যেরই আদর করি; আশ্চর্য্য এই, প্রকৃতের আদর না করিয়া, অপ্রকৃতের আদর করি; শস্তায় যাই না, আক্রায় যাই; অথচ দরিদ্র বলিয়া কাঁদিতেও ছাড়ি না। ঐ যে কথায় বলে "আমরা ঘরের ঢেঁকি কুমির" হইয়াছি! ঐ দেখ কি কথায় কি আসিয়া পড়িল—আর লবঙ্গের গন্ধই বা কেমন?

নি। আচ্ছা "গা বোমি বোমি করা" ও লবঙ্গে যায় নয়?

বি। হাঁ তাহাও যায় বৈকি? আর লবঙ্গ বড় উত্তেজক। এলাইচ্‌ও বমন নিবারণের ঔষধ, এলাইচ্‌ ক্ষুধা বৃদ্ধি করে সুতরাং পুষ্টিকারক।

নি। আচ্ছা কর্পূর কেমন? গন্ধ ত মনোহর।

বি। কর্পূরের নিজের গন্ধ ত ভালই, অন্য দুর্গন্ধকেও নষ্ট করে। কর্পূর ওলাউঠার এক মহৌষধ।

নি। হাঁ সত্য বটে।

বি। দারুচিনিও অত্যন্ত সুগন্ধ দ্রব্য; ইহাও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে সুতরাং বলকারক। ইহাও উত্তেজক। জায়ফল ও জৈত্রি উত্তেজক, বলকারক, ও পিপাসা নাশক ও দুর্গন্ধ নাশক।

নি। আচ্ছা ধনিয়া ও মৌরির কি কি গুণ—

বি। ধনের বেশ জারকতা শক্তি আছে, ধনে বাঁটিয়া যাহাতে মাখাইবে, তাহার দুর্গন্ধকেও নষ্ট করে, ইহা ব্যতীত ধনে ভিজার জলে পিত্ত নষ্ট করে;—

নি। ধনের জারকতা এবং গন্ধ নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে বটে, তাই ধনে বাঁটা ও আদা না হইলে, মাংস রাঁধা হয় না।

বি। মৌরি বায়ু নষ্ট করে, আবার ঘন ঘন পিপাসা লাগিলে মৌরি ভিজের জল একটু একটু খাইলে, সেই পিপাসাকে নষ্ট করে।

নি। ঠিক কথা বটে; সরকারদের বৌএর ব্যারাম হয়, তাঁর এক দিন বড় ঘন ঘন পিপাসা হয়, বৈদ্য মহাশয় ব্যবস্থা দেন, যে একটি পাথর বাটিতে জল রাখিয়া, ন্যাকড়ায় করে কতকগুলি মৌরি বাঁধিয়া, সেই জলে ফেলিয়া রাখ এবং বেশী পিপাসা বোধ হইলে সেই ভিজে মৌরি চুসিলে পিপাসা নষ্ট হইবে। তাহাতেই কিন্তু তাঁহার পিপাসাও যায়।

বি। যে দ্রব্যের যে যে গুণ, তাহা ত এক প্রকার মোটামুটি বলিলাম; ঐ সকল দ্রব্যের ঐ সকল গুণ ব্যতীত আরও অনেক গুণ আছে; কেহ বা কীট নষ্ট করে, কেহ বা অন্য দ্রব্যের সহিত থাকিলে, বাতাসে তাহাকে নষ্ট করিতে পারে না।

নি। তাই ত পান খাওয়া বড় ভাল দেখছি।

বি। আহারের পরই ২।১ টি খাওয়া ভাল; তাহারও মোটামুটি ২।১ টি কারণ দেখাই; তুমি জান, যে আমাদের মুখে যে লালা আছে, তাহা ভুক্ত দ্রব্যের সহিত যত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হয়, ভুক্ত দ্রব্য ততই উত্তম ও শীঘ্র জীর্ণ হয়; এই জন্যই আহারের সময় খাদ্য দ্রব্যাদি বেশ চিবাইয়া খাওয়াই ভাল, তাড়াতাড়ি করিয়া কেবলমাত্র উদর পূরণের জন্যই গলাধঃকরণ করা ভাল নহে; সুতরাং আহারের পর ২।১ টি পান খাইলে, একদিকে যে প্রকার চর্ব্বণ দ্বারা অনেক লালা উদরস্থ হয়; অপর দিকে নানা প্রাকার মসলার মিশ্রণও কাথও উদরস্থ হইয়া জীর্ণ শক্তির সহায়তা করে; ইহা ব্যতীত কোষ্ট বেশ পরিষ্কার হয় ও মুখে কোনই দুর্গন্ধ থাকে না ও হয় না।

নি। বেশ কথা বটে। অনেকে বারে বারে থুঁথুঁ ফেলেন দেখিতে পাই থুঁথুঁ ত ঐ লালাই; সুতরাং থুঁথুঁ ফেলাও অন্যায়।

নি। বেশ কথা বলিয়াছ, থুঁথুঁ ফেলা অভ্যাসটি যে কত মন্দ তাহা দেখ; একদিকে উপকারী লালার বৃথা অপব্যয়, অপর দিকে যে স্থানটিতে থুঁথুঁ ফেলা যায়, সে স্থানটি ত কুদৃষ্ট হয়ই, তদ্ব্যতীত সে স্থানটি দুর্গন্ধিও হয়; তবেই দেখিলে, যে এক থুঁথুঁ ফেলায় তিনটি অপকার; সুতরাং ঐ অভ্যাস ত্যাগ করাই ভাল।

নি। তাই ত দেখেছি!

বি। থুঁথুঁ যে কেবলমাত্র জীর্ণকারক, তাহাও নহে; প্রত্যেক জীবের মুখস্থ লালা সেই জীবের পক্ষে অপর প্রকারেও বিশেষ উপকারী। দেখিয়াছ যে বিড়াল বা কুকুরের কোন স্থান ক্ষত হইলে, সে সেই ক্ষত স্থান চাটিয়া থাকে, চাটিবার জন্য সেই ক্ষত স্থানটি পরিষ্কৃত হয়; এই দুইটি ব্যপারে প্রত্যেক ব্যাপারই সেই ক্ষতস্থান শুষ্ক করে। তবেই ঘাএর পক্ষেও লালা একটি বেশ ঔষধ।

নি। ঠিক কথা বটে; কথাটি বড়ই মনে লাগিয়াছে। কুকুর বিড়ালের গায়ে কোন স্থানে ঘা হইলেই তাহারা সেই স্থানটি খুব চাটিয়া থাকেই ত! তাহা হইলে মানুষের ঘায়ের পক্ষেও ত লালা একটি ঔষধ হইতে পারে?

বি। আমার ত তাহা বেশ বোধ হয়। তবে আমরা মানুষ কি না। সেই জন্য আমাদের ঘা চাটিতে ঘৃণা হয়। ঘৃণা হয় বলিয়াই চাটি না, চাটিলে বোধ করি ঘা আরাম হইবারই কথা।

নি। কুকুর বিড়ালের মাথায় ঘা হইলে, যে ঘোল ঢালিয়া দেয়; নিজের মাথা ত নিজে আর চাটিতে পারে না, তাই বুঝি অন্য কুকুর বিড়ালে চাটিয়া দিবে বলিয়া? ঘোলের লোভে চাটিয়া দিবে?

বি। আমার ত ঠিক তাহাই বোধ; নিজের মাথার ঘা নিজে চাটিতেও পারে না, আর যদি কেহ তাহাতে ঘোল ঢালিয়া না দেয়, অন্য কুকুরেও চাটিয়া দিবে না; সুতরাং তাহার মাথার ঘাও শুষ্ক হয় না; তাই "মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল" কথা হইয়া থাকিবে।—

নি। ঠিক কথা বটে।

বি। আবার রামায়ণ পড়িয়াছ; হনুমান লেজের অগ্নিতে লঙ্কা পোড়াইয়া, লেজের দগ্ধাগ্নির জ্বালায় যখন অশোকবনে সীতার নিকট গিয়া নিজ কষ্ট জানাইল; সীতা বলিলেন "বৎস, তোমার মুখামৃত ঐ দগ্ধ স্থানে দাও, জ্বালা নিবৃত্ত হইবে, ঘাও শুষ্ক হইয়া যাইবে" হনুমান তাহাই করিল; ঠিক উপকারও পাইল। অঙ্গুল পুড়িয়া গেলে ত আমারাও মুখের মধ্যে সেই অঙ্গুলিটি পুড়িয়া দিই। উপকারও পাই।

নি। তাহাও ত সত্য কথা।

বি। তবে অমনি আর একটি কথা বলিয়া লই—'অধরে ধর লো সুধা"—বলিয়া যে আমরা তোমাদের চাটুবাদ করি, কথাটি কি প্রকার দেখ, কেবল যে তোমাদেরই মুখে অমৃত তাহা নহে, আমাদের ও মুখে অমৃত; প্রত্যেক প্রাণীর মুখে প্রত্যেক প্রাণীর অমৃত, আর যদি—

নি। তুমি এত ও জান! তা কথাটি কিন্তু ঠিক।

বি। কিন্তু নির্ম্মলে! তোমাদিগকে যে আমরা নানাপ্রকার খোসামোদ করি, তাহার কারণ অবশ্য আর বলিতে হইবে না; কিন্তু খোসামুদের মত কি কার্য্য করি? তোমরা প্রকৃত কি প্রকার পদার্থ, তাহা কি আমরা জানি, না জানিতে চেষ্টাই করি? তোমাদের বাহ্যিক শারীরিক বিষয়েই খোসামোদ করি; আন্তরিক বিষয়ের ত খোসামোদ করি না। খোসামুদী করিয়া তোমাদের শারীরিক বিষয়ের উন্নতি করিতে চেষ্টা করি, তোমা-দের আভ্যন্তরিক বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা ত করি না! তবেই ত বলিতে হয়, আমরা যে কেবল মাত্র স্বার্থপর ও নির্ল্লজ্জ, তাহা নহে, আমরা মূর্খ; ভাণ বিজ্ঞতার, কার্য্য মূর্খতার!

নি। আচ্ছা ও কথা এখন থাক না কেন?

বি। তাহা ত থাকবেই; আচ্ছা এখন তবে ধর যে, আহারের পর অধিক জল খাইলে পরিপাক করার ব্যাঘাৎ হয়; সুতরাং আহারের পর অধিক জল পান করা ভাল নহে। আহারের পর ২।১ টি পান খাইলে, পিপাসা হ্রাসকরে; অধিক জল খাইতে হয় না।

নি। আচ্ছা দ্বিদিত আহারের পরই ২ গ্লাস জল ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলেন। সেটা ত ভাল নহে।

বি। ভাল নয় বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে তাহা তত অপকারক ও নহে, কারণ সেটি তাঁহার দৃঢ় অভ্যাস। অভ্যাসের ত একটি শক্তি আছে, অভ্যাসের জন্য অপকার হয়না;—

নি। তাহা সত্য। আবার ২।১টি পান খাইলে মুখ খানিও কেমন দেখিতে হয়।

বি। পানে মুখের শোভা বৃদ্ধিকরে বৈ কি। অনেকেই এখন সেই শোভাকে অসভ্যতা জ্ঞান করেন;—

নি। বলি, এই সে দিন নয় একটি ছেলে ক্লাসে বসিয়া পান খাইয়াছিলেন বলিয়া, কত কি হইয়া গেল?

বি। হাঁ, তাহা লইয়া অনেক কাণ্ড হইল বটে! কথাটি যখন তুলিলে, তখন ঐ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা যাক; ব্যাপারটি যত্তদূর জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার মতে উভয় পক্ষেরই দোষ ছিল; বালকটিরও দোষ, অধ্যাপক সাহেবেরও দোষ;—

নি। আচ্ছা বালকটির দোষ কিসে? পান খাওয়ার দোষটা আবার কি?

বি। বালকটির যে দোষ ছিল না, তাহা আগে থাকিতেই কিপ্রকার সাবস্ত্য করিলে? তাড়াতাড়ি করিও না আমাকে আগে বলিতে দাও।

নি। আচ্ছা বল।

বি। সমাজে, প্রত্যেক জাতিরই প্রত্যেক সমাজেই এপ্রকার কতকগুলি নিয়ম সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যাহার প্রতিপালনে শীলতা আছে, সভ্যতা আছে; এবং যাহার অপ্রতিপালনে শীলতা নাই, অসভ্যতাই আছে; যাহার অপ্রতিপালনে বাহাদুরি থাকিতে পারে, কিন্তু আবশ্যকতা নাই; এই দেখ আহার করা ধর যাহা অত্যাবশ্যকীয়; তুমি এ বাড়ীরই সকলের সমক্ষে কি বসিয়া আহার করিতে পার?

নি। তাহা পারি না; তাহাতে লজ্জা করে।

বি। আচ্ছা লজ্জার কথা ছাড়িয়া দাও; ধর যেন, তোমার তাহাতে

লজ্জা করে না; আরও ধর, তুমি আমাদের এই বাড়ীর সকলের সমক্ষে আহার করিতে পার, পাড়া প্রতিবেশীরও সকলের সমক্ষে বসিয়া আহার করিতে পার; সকলেই স্ব স্ব কার্য্য করিতেছেন, তুমি একামাত্র তোমার কার্য্য করিতেছ, আহার করিতেছ; ধর যেন তুমি স্নান করিবার ঘাটে বসিয়া আহার করিতে পার, হাটে বাজারে বসিয়া আহার করিতে পার; আর তুমি—

নি। তুমি কি আমাকে পাগল পাইয়াছ নাকি? তাই এত "পারি" ধরিতেছ? তাহা কি কেহ পারেন?

বি। এই এখন তবে পথে আইস; তবেই দেখিলে এপ্রকার যে অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ. তাহাও প্রকাশ্য ভাবে সাধারণ সমক্ষে করিতে পারা যায় না;—করিতে পারা যায় না, এমন নহে, করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে হয় পাগলামি, না হয় ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, বিকৃত অবস্থায় করিলে পাগলামি অথবা মাতলামি প্রকাশ পায়, প্রকৃত অবস্থায় করিলে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়; অবশ্য শিশুর কথা বলিনা, বর্দ্ধিত শিশু অর্থাৎ মনুষ্যের কথাই বলি।

নি। এখন বুঝিতে পারিলাম।

বি। খাদ্য গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়; তাম্বুলচর্ব্বণ অত্যাবশ্যকীয় নহে— উহা উপকারী; অনেক উপকারী বিষয় না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু কোনই অত্যাবশ্যকীয় বিষয় না করিলেই নয়; অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য গ্রহণ প্রকাশ্যভাবে করিলে যতটুকু পাগলামি, বা মাতলামি অথবা ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, উপকারী তাম্বুল চর্ব্বণ সেই প্রকার প্রকাশ্যভাবে করিলে তদপেক্ষা অধিক পাগলামি, মাতলামি বা ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হয়। কেমন ইহা বুঝিলে ত?

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। যে বালকটি ক্লাসে বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই শিশু নহেন, মনুষ্য; অশিক্ষিত নহেন, শিক্ষিত; সুতরাং ও প্রকার কার্য্য করাতে যে তাঁহার অন্ততঃ ধৃষ্টতা দোষ ঘটিয়াছিল, তাহাতে

বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখিলে বালকটির ধৃষ্টতা দোষ জাজ্জ্বল্যমান।—তুমি কি ভাবিতেছ নয় ?

নি। আমি ভাবিতেছি, যে বালকটি ত ঐ দোষ নাও বুঝিতে পারেন ?

বি। বালকটির অজ্ঞতা দোষ থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু তিনি যে প্রকার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাতে সেই প্রকার অজ্ঞতা অসম্ভব ; আর যদিই বা তিনি অজ্ঞ হয়েন, যখন নিজের অজ্ঞতা বুঝিলেন—বিজ্ঞতা লাভ করিলেন তখন অজ্ঞতার জন্য অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য, তখন সেই অজ্ঞতা নিশ্চয়ই ক্ষমনীয়।

নি। তাহা বটে! কিন্তু বালকটি যেন ক্ষমা চাহিয়াছিলেন নয় ?

বি। কৈ, তাহা ত আমার মনে হইতেছে না। আচ্ছা অধ্যাপকের দোষ কি, দেখ দেখি বলিতে পার কি না ?

নি। বালকের অজ্ঞতা দোষই হউক, আর ধৃষ্টতা দোষই হউক, অধ্যাপক মহাশয়ের তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই ভাল ছিল, নয় কি ?

বি। ঠিক কথাই বলিয়াছ নির্ম্মলে! উভয়ের মধ্যে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ; নৈতিক এবং পুস্তকগত শিক্ষা দান করাই, গুরুর অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, দুইটির একটি অবহেলা করিয়া একটি মাত্রের শিক্ষা দিলেই, কর্ত্তব্য কর্ম্মের আংশিক সম্পন্ন করা হয় মাত্র! সম্পূর্ণ সম্পন্ন করা হয় না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী অতীব দোষের হইয়াছ ; উহাতে নৈতিক শিক্ষাদান নাই, কেবল মাত্র পুস্তকগত শিক্ষাদানই আছে। এক নভূত নভবিষ্যতি সাহেব শিক্ষকের কথা বলি ; প্রকৃত সহানুভূতি এবং মিত্রতা দ্বারা বালকগণকে কি প্রকারে প্রকৃত ভাল বাসিতে হয়, তাহা তিনি কার্য্য ও বাক্য দ্বারা যে প্রকার দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কেহই এ পর্য্যন্ত পারেন নাই ; তিনি ছাত্রমণ্ডলীকে সন্তানের মত দেখিতেন, শুভানুধ্যায়ী পিতার ন্যায় ছাত্রমণ্ডলীর সহিত ক্রীড়া করিতেন, তাহাদিগের দোষ দেখাইয়াদিয়া তাহা সংশোধন করিতেন, নিজের দোষ অনুভব করিয়া সংশোধন করিতেন, ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির জন্য এক দিকে যে প্রকার সহানুভূতি ও ভালবাস দেখাইতেন, অপর দিকে ও আবার সহি-

ক্ষুতা এবং শ্রমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন; একদিন ক্লাসে আঁক কষাইতেছেন; যে বালক যে আঁক কষিতে না পারিতেছে, তাহাকে তাহা পরিষ্কার করিয়া না বুঝাইয়া ছাড়িতেন না; একটি বালক একটি আঁক কষিতে পারিতেছে না, ক্রমাগত বুঝাইয়া দিতেছেন, কিছুতেই বালক তাহা বুঝিতে পারিতেছে না; গুরু মহাশয় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, "আপনি রাগ করিতেছেন কেন? আমি ত সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতেছি না"! বালক মুখ হইতে যেমন এই বাক্য নির্গত হইল. অমনি তিনি স্তম্ভিত হইলেন, বলিলেন "ধিক আমাকে! আমি একটুমাত্র ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না! আমি শিক্ষকতা করিবার ভার লইয়াছি! বালকের ঐ কথা আমি জীবনে ভুলিব না, প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনই কোনই কারণে ক্রোধ করিব না" বলিয়াই সেই বালকটিকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন দ্বারা স্নেহের পরকাষ্ঠা দেখাইলেন!

নি। ইহা যে ভারি আশ্চর্য্যের কথা! তিনি এত বড় লোক! আমাদের ** বাবুও শুনিয়াছি নাকি উত্তম শিক্ষক ছিলেন।

বি। তিনিও অতি অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তিনি যে ইংরেজ গুরুর নিকট শিক্ষিত হন তিনিও অতি অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন, এই ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে আমাদের যদি কোন উন্নতি হইয়া থাকে, তবে তাহা ঐ বাবুর গুরুর গুণে, তাঁহার এক একটি ছাত্র এক একটি রত্ন বিশেষ! বঙ্গদেশ—ভারতভূমি, তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণে আবদ্ধ, কিন্তু ও কথা এখন থাক, এই শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে পরে কিছু কিছু বলিব, সুতরাং এখন আর ও সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। এই তাম্বূল চর্ব্বণ ব্যাপার লইয়া যে কাণ্ড হইয়া গেল, তাহা ঠিক "মশা মারিতে কামান পাতার" ন্যায় হইল; উহা নিশ্চয়ই সেই ছাত্র এবং শিক্ষকের উভয়েরই বড়ই লজ্জার বিষয়।

নি। বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; আচ্ছা তুমি যে বলিলে, যে পান খাইলে মুখের যে শোভাবৃদ্ধি করে এখন তাহা অনেকেই অসভ্যতা জ্ঞান করেন, সাহেবরা পান খান না বলিয়াই নাকি!

বি। ঠিক কারণ বলিতে পারিলাম না, বোধ করি ঐ কারণেই—

নি। সাহেবরা পান না, তাই খান না!

বি। কেন সাহেবদেরই বা উহার অভাব কিসে? কিনিলেই হইল! আমার বোধ হয়, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা যায় বলিয়াই, উহা আধুনিক সভ্যতা সূচক নহে।

নি। তবে ত টেরি কাটাও অসভ্যতা! কৃত্রিম উপায় দ্বারা স্তনদ্বয় দৃঢ় বদ্ধ করা এবং কটিদেশ ক্ষীণ করাও অসভ্যতা!

বি। তুমি ধরিয়াছ মন্দ নহে! কিন্তু দেখ নির্ম্মলে! পান খাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য জীর্ণ শক্তিকে সাহায্য করা, স্বাস্থ্যের উন্নতি করা; মুখের শোভা বর্দ্ধন করা দৈবায়ত্ত, গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র; কিন্তু টেরি কাটারমুখ্য উদ্দেশ্যই শোভা সম্বর্দ্ধন করা; কেশ পরিষ্কার রাখা দৈবায়ত্ত বা গৌণ উদ্দেশ্য, তাই বলি যে তুমি কথাটি বলিয়াছ মন্দ নয়! যাক; দেখ নির্ম্মলে আমি একটি প্রকাণ্ড সমস্যায় পড়িয়া গেলাম।

নি। সে আবার কি রকম?

বি। বলিয়াছি যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা আধুনিক সভ্যতা নহে! কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া বলি; মানুষের পা হতে মাথা পর্য্যন্ত, কৃত্রিমতায় আচ্ছাদিত, আবাস স্থান কৃত্রিমতাপূর্ণ, খাদ্য কৃত্রিমতাপূর্ণ, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, সেই দিকেই ত নিরবচ্ছিন্ন কৃতিমতা, কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করিলে, আমরা ত একটি পাও চলিতে পারি না! এক মুহূর্ত্তও কৃত্রিমতা ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিতে পারি না! আর ইহাও বুঝিতে পারিতেছ, যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিমতার প্রাধান্য বর্দ্ধিত হইতেছে, স্বভাবের প্রাধান্য হ্রাস হইতেছে! শরীরে, অন্তরে; বচনে, কার্য্যে, কৃত্রিমতা! যিনি যে পরিমাণে কৃত্রিম, তিনি সেই পরিমাণে বিচক্ষণ, সেই পরিমাণে ধনী ও মানী! স্বভাবকে পদাঘাত করিয়া কৃত্রিমতাকে আলিঙ্গন করার নামই আধুনিক সভ্যতা!

নি। তাহা ত সত্য কথাই।

বি। আজ আর কার্য্য নাই; এখন যাওয়া যাক।

নি। হাঁ, ভাল কথা মনে হইয়াছে! * পুস্তকে ত পড়িয়াছি, য

বিলাতে বড় বড় ঘরের মেমেরাও পথে ও রেলের গাড়িতে বিস্কিট খায়! সেটা কি অভদ্রতা নহে?

বি। বেশ কথা মনে করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত অভদ্রতার কার্য্য নিশ্চয়। কিন্তু তুমি অভদ্রাচরণ কর বলিয়াই কি আমিও অভদ্রাচরণ করিব। ইহা ত যুক্তি নহে।

নি। ও কথা মানি।

বি। ধূমপান ধর, আমি অনেক সাহেবকে আদলতের মধ্যে এবং এজলাসে বসিয়াই চুরোট খাইতে দেখিয়াছি, তাহাও অভদ্রাচরণ; কিন্তু তাই বলিয়া কি আমিও তাহাই করিব! অপরের দোষ ত্যাগ করিয়া গুণ লইবে; গুণের অনুকরনই প্রশংসনীয় এবং কর্ত্তব্য; দোষের অনুকরণ নিন্দনীয় এবং অকর্ত্তব্য।—তোমার বুড়ো দাদা মহাশয় বুঝি আসিয়াছেন।

নি। হাঁ, তাইত দেখছি! তবে এখন যাই।

আলস্য।

বি। আজ তোমার কাছে যে পত্রখানি আসিয়াছে, সে খানি বিনোদিনীর পত্র নয়?

নি। হঁা সেখানি বিনোদিনীর পত্রই বটে; তুমি ত তাহা খোল নাই, তবে কেমন করিয়া বুঝিলে?

বি। শিরোনামে হাতের লেখা দেখিয়াই বুঝিয়াছি; তাঁর হাতের লেখা বেশ, নয়? হাতের লেখা ভাল হওয়া বড়ই আবশ্যক।

নি। হঁা বিনোদিনী সইয়ের হাতের লেখা অতি পরিপাটি।

বি। হাতের লেখা ভাল হওয়া একটি মহৎ গুণ, হাতের লেখা খারাপ হওয়া একটি মহৎ দোষ, লেখা মন্দ হইলে, হয় অপরে পড়িতে পারেন না, না হয়, তাঁহার পড়িতে কষ্ট হয়; হাতের লেখা যদি অপরে পড়িতেই না পারেন, তবে তাহা লেখা না লেখা সমান; তুমি ফরাসি ভাষা জান না, তোমাকে যদি কেহ ফরাসি ভাষায় কিছু লেখেন, সেই লেখার যে প্রকার কোনই ফল হয় না; সেই প্রকার হাতের লেখা বুঝিতে না পারিলেও তাহার কোনই ফল হয় না।

নি। তাহা সত্যই ত!

বি। আবার আমি তোমাকে লিখিলাম, লেখা খারাপ বলিয়া, তাহা তোমার পড়িতে বড়ই কষ্ট হইল, তবেই তোমার সেই কষ্টের দায়ী আমি, আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম, অন্যায় করিয়া কষ্ট দিলাম।

নি। ঠিক কথাই ত! আবার যদি লেখা মোটেই পড়া না যায়, তবে সময় নষ্ট হয়, পরিশ্রম নষ্ট হয়, কাগজও নষ্ট হয়।

বি। তাহা ঠিক কথাই ত! আমি দেখিয়াছি, স্ত্রী লোকদিগের লেখা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর পুরুষদের লেখা, প্রায়ই অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। আমাদের মধ্যে এক এক জনের এরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাস, যে হাতের লেখা খারাপ হওয়া শ্লাঘার বিষয়! হাতের লেখা, আমাদের অপেক্ষা তোমাদের অনেক ভাল।

নি। সত্য নাকি?

বি। সত্য! আমি খোসামুদি করিলাম না, প্রকৃতই বলিয়াছি; এই তোমাকে আমাকে দিয়াই কেন দেখ না?—আচ্ছা থাক, বিনোদিনী কি লিখিয়াছেন?

নি। দিন ১৪।১৫ হইল তাঁহার একখানি চিঠি পাই; সেখানির উত্তর দিই নাই বলিয়া, পুনরায় লিখিয়াছেন; এখানিতে অন্য কিছু আর লেখা নাই।

বি। সেখানির উত্তর দাও নাই কেন?

নি। এই, আজ দিই, কাল দিই, করিয়া দেওয়া হয় নাই।

বি। সেটি কি ভাল কার্য্য করিয়াছ?

নি। ভাল কার্য্য আবার করিয়াছি? বেশ অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি, কিন্তু সেখানিতেও এমন কোন কিছু ছিল না, যে শীঘ্র শীঘ্র উত্তর দিতে হইবে।

বি। তাহা সত্য; কিন্তু ইহা স্মরণ করিও, যে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, দেশ বিদেশে থাকিলে, কেবলমাত্র এক খানি হস্ত লিখিত পত্র পাইবার আশায়, অনেক সময়ে লিখিয়া থাকেন। বিনোদিনী বোধ করি সেই জন্যই লিখিয়া থাকিবেন।

নি। তাহাই বোধ করি হইবে; ছয়মাস পরে তাঁহার চিঠি পাই!

বি। দেখ দেখি! ছয় মাস পরে তাঁহার পত্র পাও, পাইয়াই তাহার উত্তর দাও নাই, তিনি কি প্রকার ব্যাকুলা হইয়াছেন!

নি। তাই ত ভাবিতেছি, এখন কি বলিয়া উত্তর দিই!

বি। নিজের দোষ স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিবে ও ক্ষমা চাহিবে।

নি। দোষও স্বীকার করিব, ক্ষমাও চাহিব; কিন্তু এখন কি বলিয়া লিখি, লজ্জা করিতেছে যে!

বি। লজ্জা করিতেছে কেন?

নি। অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া।

বি। কর্ম্ম যে অন্যায় করিয়াছ, তাহা বুঝিয়াছ বলিয়াই লজ্জা হইতেছে; সে বড় ভাল; অন্যায় কর্ম্ম করিয়া অন্যায় বলিয়া বুঝিতে

পারা, ও তাহা স্বীকার করা, যে প্রকার প্রশংসনীয়, অন্যায় কর্ম্ম করিয়া তাহাকে অন্যায় বলিয়া না বোঝা, অথবা বুঝিয়াও তাহা স্বীকার না করা, সেই প্রকার নিন্দনীয়; অন্যায় বুঝিলেই লজ্জা হয়, অথবা লজ্জা বোধ করিতেছ জানিতে পারিলেই, তুমি যে অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ. তাহাও বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং সে লজ্জা আদরনীয় ও প্রার্থনীয়।—আচ্ছা কোন কাজ, আজ করিব, কাল করিব, বলিয়া ফেলিয়া রাখাকে, এক কথায় কি বলে জান?

নি। কৈ না. তাহা ত জানি না; জানিলেও মনে নাই।

বি। তাহাকে দীর্ঘসূত্রতা বলে। এই দীর্ঘসূত্রতা এক মহৎ দোষ, মনেকর, তোমার কাপড়ের কোন স্থান, বা পুস্তকের কোন অংশ, একটু ছিঁড়িয়া গেল; তুমি যদি তাহা তৎক্ষণাৎ না সারিয়া, কালি বা পরশু সারিব, বলিয়া ফেলিয়া রাখ; তবে নিশ্চয় জানিও, যে তাহা আর সারা হইবে না; আর যদিও হয়; তবে সেই স্থান যখন আরও অধিক ছিঁড়িবে তখনই, নহিলে নয়। এক সময়ে যে কর্ম্মকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে উত্তম প্রকার করা যায়; পরক্ষণে আর তাহা সেই অল্প সময়ে ত সেই প্রকার উত্তম হইবেই না, অধিক সময়েও তদ্রূপ উত্তম হইবে না।

নি। যথার্থ কথাইত!

বি। আবার দেখ, কোন আত্মীয় স্বজনের পীড়া হইল; কাল যাইব, পরশু যাইব, বলিয়া বিলম্ব করিলাম; ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল! তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। দেখ একবার দীর্ঘসূত্রতা কি প্রকার দোষের! আলস্যই দীর্ঘসূত্রতা সৃজন করে, অথবা দীর্ঘসূত্রতাই আলস্য সৃজন করে।

নি। সেই জন্যই ত বিনোদকে লিখিতে লজ্জা হইতেছে, বড়ই দোষ করিয়াছি।

বি। দেখিলে যে নিজের দোষ বুঝিতে পারা, ও তাহা স্বীকার করা প্রশংসনীয়; কেন? না ইহা জ্ঞানোপার্জ্জনের এক অতি প্রধান উপায়; যে মুহূর্ত্তে দোষ বুঝিলে, ও তাহা স্বীকার করিলে, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার জ্ঞানের বৃদ্ধি হইল; তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তোমার যে

জ্ঞান ছিল না, সেই জ্ঞান হইল। অনেকেই মনে করেন যে, দোষ স্বীকার করা মূর্খতা; কিন্তু দোষ স্বীকারে যে বিজ্ঞতারই বৃদ্ধি হইল, তাহা বোঝেন না! এই পরিতাপ! ইহাই প্রকৃত মূর্খতা! আবার দোষ স্বীকার করিলে এক দিকে যে প্রকার জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে আবার তোমার সরলতা ও সততাও প্রকাশ হয়। একটি দোষ ঢাকিতে হইলে, যদি অপর একটি দোষের বৃদ্ধি করিতে হয়; একটি দোষ স্বীকার করিলে, অপর তিনটি গুণের বৃদ্ধি হয়, ইহা যে আমরা বুঝি না, ইহাই পরিতাপের বিষয়!

নি। বেশ কথা বটে।

বি। প্রত্যেক ব্যক্তির লেখা পড়া শিখিবার যদি সুযোগ না হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির সৎ হইবার বিলক্ষণ সুযোগ হয়; প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে লেখা পড়া না শিখা, অন্যায় নাও হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির সৎ না হওয়া অন্যায়। আলস্যেই দীর্ঘসূত্রতার জন্ম; সেই দীর্ঘ সূত্রতা, তোমাকে চিঠির উত্তর লিখিতে দেয় নাই। এই দোষ, এই অতি বড় মহৎ দোষ, স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিবে। অলস ও দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি, কখনই কিছুতেই নিজেত প্রকৃত সুখী হইতেই পারে না; অন্যকেও সুখী করিতে পারে না; নিজে অসুখী হয়; অন্যকেও অসুখী করে। তাহার অনুশোচনা ও পরিতাপ স্থির নিশ্চয়। হস্ত কর্ম্ম কবিবার জন্যই, কিন্তু আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা হস্তকে কর্ম্ম করিতে দেয় না! দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি মহৎ দোষে দোষী; পদ যদি বিচরণের জন্যই হইল, অলস ও দীর্ঘসূত্রী, ব্যক্তি পদের প্রকৃত কর্ম্ম করে না, সে মহৎ দোষে দোষী; অলস ও দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যাহার যে কার্য্য, তাহাকে সে কার্য্য করিতে দেয় না, আবার কখন কখন যাহার যে কার্য্য নয়, তাহাকে সেই কার্য্যই করিতে দেয়। সে ব্যক্তি যদি মহৎ দোষে দোষী না হন, তবে পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তি মহৎ দোষে দোষী হইবেন!

নি। ঠিক কথাই ত।

বি। দেখ; অভ্যাসই মানুষকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়, অভ্যাসই মানুষকে আবার পূর্ণতার বিপরীত দিকে লইয়া যায়; পরিশ্রম কর,

পরিশ্রমী হও, সজীব মনুষ্য হইবে; পরিশ্রম করিও না, আলস্য অভ্যাস কর, নির্জীব পশু হইবে; সজীব সত্ত্বেও নির্জীব; মানুষ হইয়াও পশু! অলস ব্যক্তি কর্ম্ম কার্য্যকে বাঘ মনে করে, পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলায়ন করে; পরিশ্রমী ব্যক্তি, কর্ম্ম কার্য্যকে আনন্দের বিষয় মনে করে, সম্মুখীন হইয়া অগ্রসর হন; তবেই অলস ব্যক্তি ভীরু, পরিশ্রমী ব্যক্তি সাহসী, অলস ব্যক্তি কার্য্য না করিতে ব্যাগ্র, সে জড়তার প্রতিমূর্ত্তি; পরিশ্রমী ব্যক্তি কার্য্য করিতে ব্যাগ্র, তিনি সজীবতার প্রতিমূর্ত্তি; অলস ব্যক্তির ক্ষুধা হয় না, চড়াই পক্ষীর নখের মত ভাতও জীর্ণ হয় না, পরিশ্রমী ব্যক্তির ক্ষুধার অনল সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত, তাহাতে লৌহ জীর্ণ হয়। তাই বলি, অভ্যাসই যেমন মনুষ্যকে সুখী করে, অভ্যাসই আবার মনুষ্যকে দুঃখী করে; সুঅভ্যাসই মনুষ্যের কর্ত্তব্য; কুঅভ্যাস মনুষ্যের অকর্ত্তব্য।

নি। বেশ বুঝিয়াছি—

বি। দীর্ঘসূত্রতা সময়কে অপহরণ করে; তোমার সহিত প্রবঞ্চনা করে; পরক্ষণ দিব বলিয়া দেয় না; সুখী করিব বলিয়া দুঃখী করে; পরক্ষণ সে দিতে পারে না; সুখী সে করিতে পারে না; তোমাকে সে ঠিক ভুল বোঝায়; তুমিও ঠিক সেই ভুল বুঝিয়া ফেল! তাহারই কথায় তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, অপহারকের উপর, প্রবঞ্চকের উপর, তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস! এই বিশ্বাস এক বার নহে, দুই বার নহে, দশবার নহে, শত সহস্র বার! যত কাল জীবন, ততকালই সেই বিশ্বাস! যে বোকা সেই ভুলিয়া যায়, যে বোকা নহে, সে ভুলিয়াও যায় না; পশু যে মৃগ, সেই অবস্থা বিশেষেই পতিত হইয়া, মরীচিকায় ভুলিয়া যায় ও প্রাণে মরিয়া যায়; কিন্তু যে মনুষ্য, পশু নহে, সে সকল অবস্থাতেই ঐ মরীচিকায় পতিত হয়! প্রাণে মরিয়া যায় না; কিন্তু মরার অধম হয়, জবাই করা হয়; দগ্ধ হইয়া মরিয়া যায়;—

নি। ঠিক বলিয়াছ।

বি। কোন ব্যক্তি, তাঁহার জীবনের মধ্যে একটি দিন মাত্র অপব্যয় করিয়াছিলেন, নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কতই পরিতাপ! কতই

দুঃখ! আর নির্ম্মলে, আমরা দীর্ঘসূত্রতা ও আলস্য মোহে মুগ্ধ হইয়া, কত মাস, কত বৎসর, নষ্ট করিয়া ফেলি! কোনই পরিতাপ করি না! কোনই দুঃখ করি না! মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ দেখ; প্রভেদ দেখিব কি দেখিবার কি ক্ষমতা আছে! যেই সেই ক্ষমতা হইবে, যেই সেই প্রভেদ দেখিব, তখনি মনুষ্য হইব। মনুষ্যের সন্তান হইলেই মনুষ্য হয়; আমরা মনুষ্যের সন্তান নহি, মনুষ্য হইব কি প্রকারে! আমাদের মাতা, মনুষ্য শ্রেণীর হইলে গর্ভে মনুষ্য ধরিতেন, পশু ধরিতেন না, আমাদের পিতা মনুষ্য শ্রেণীর হইলে, মনুষ্যের জন্ম দিতেন, পশুর জন্ম দিতেন না; আমাদের মাতা, মাতা নহেন, পিতা, পিতা নহেন!

নি। ঘুরে ফিরে কি আসিয়া পড়িল দেখ!

বি। লোহায় মরিচা পড়ে দেখিয়াছ ত! সেই মরিচাই লৌহকে নষ্ট করিয়া ফেলে; এমন যে কঠিন ও আবশ্যকীয় লৌহ, তাহাকে মরিচায় নষ্ট করিয়া ফেলে। কার্য্যে না লাগাইয়া ফেলিয়া রাখিলেই, লৌহে মরিচা ধরিবেই স্থির নিশ্চয়; সেই মরিচাতে সেই লৌহকে নষ্ট করিবে, তবে ছাড়িবে; আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতাও সেই প্রকার মনুষ্যকে নষ্ট করিয়া ফেলে; যে মনুষ্য সকল জীব জন্তুর মধ্যে প্রধান, যাঁহার বুদ্ধির সীমা নাই সেই মনুষ্যকে, এক দীর্ঘ সূত্রতা ও আলস্য নষ্ট করিয়া ফেলে, মনুষ্য কর্ম্মে না লাগিলেই, আলস্য ও দীর্ঘ সূত্রতা স্থির সিদ্ধান্ত; আলস্যের কোনই গুণ থাকিতে পারি না, আলস্যের কোনই গুণ থাকে না; থাকে কেবল মাত্র জড়তা, সজীবতা সত্বেও জড়তা! এখন বুঝিলে, দীর্ঘ সূত্রতা কি প্রকার দোষের।

নি। বেশ বুঝিয়াছি। আমিই ত দেখ্ছি দীর্ঘসূত্রতার একটি চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত, তজ্জন্য আমার বড়ই দুঃখ ও লজ্জা হইতেছে! আমাদের মধ্যে কিন্তু দীর্ঘসূত্রী লোক অনেক আছেন, তোমাদের মধ্যে ও কি আছেন!

বি। তোমাদের মধ্যে যদি মোটেই না থাকে, আমাদের মধ্যে আছে, তোমাদের মধ্যে যদি কম থাকে, আমাদের মধ্যে অনেক আছে; আমার বিশ্বাস, তোমাদের মধ্যে আছে বটে, কিন্তু কম; আমাদেরই মধ্যে অধিক;

নি। যদি তাহাই হয়, তবে ত তোমাদেরই বিপদ দেখ্‌ছি; একে দীর্ঘসূত্রতা, তাহাতে আবার তোমাদের মধ্যে মদ খাওয়াও বিলক্ষণ; এই দেখ বাবু, যেমন মদখোর তেমনি আবার বেশ্যাসক্ত, তাঁহার সমস্ত টাকা যায়, মদে ও বেশ্যায়!

বি। আচ্ছা বেশ কথা তুলিয়াছ; আমিও তাহা দেখিয়াছি, একবার দেখিয়াছি এমন নহে, অনেকবার দেখিয়াছি,—বাবু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, কিন্তু সুশিক্ষা হয় নাই; কুশিক্ষাই হইয়াছে; একটি কথা বলি;—এই যে আমরা কাপড় পরিতেছি, যে ঘরে বাস করিতেছি! যাহা আহার করি, এ সমস্তই পরিশ্রমের ফল ত?

নি। হাঁ, তা বৈকি।

বি। ব্যবহারোপযোগী সমস্ত দ্রব্যই পরিশ্রমের ফল; পরিশ্রমেই সব হয়; বিনা পরিশ্রমে কিছুই হয় না। এই পৃথিবীতে যত লোক আছেন, তাহার মধ্যে অধিক পরিশ্রমীর সংখ্যা যত কম, অধিক অলসের সংখ্যাও তত কম; মধ্যম গোছের পরিশ্রমী ব্যক্তিই অধিক। যদি অধিকাংশ লোকই অধিক অলস হইত, তাহা হইলে আজ এই পৃথিবীর অবস্থা যেপ্রকার দেখিতেছ, সে প্রকার হইত না! সুখের বিষয়, সৌভাগ্যের বিষয়, যে অধিক অলস্যের সংখ্যা কম। আলস্য অনেক প্রকারের; দীর্ঘসূত্রতা, তাহার মধ্যে একটি প্রধান; দীর্ঘসূত্রতার বিষয় কতক বলিলাম, এখন অন্যান্য প্রকারের আলস্যের কথা বলি শুন।

নি। বেশ ত, বল শুনি।

বি। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারেই হউক অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সেই অর্থে তাঁহারা ধনী; তাঁহারা সেই অর্থের ধ্বংশ করেন; তাঁহাদের কর্ম্মের মধ্যে কেবলমাত্র আমোদ করিয়া সময় কাটান; সেই আমোদ নির্দ্দোষ নহে, ভয়ানক দোষযুক্ত। বেশ্যা, সুরা এবং অশ্লীলগীত বাদ্য হইতেই যে আমোদের উৎপত্তি; জীবনের আরম্ভে ও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই আমোদ, সেই এক ঘেয়ে আমোদ! যত বৎসর তাঁহাদের জীবন সেই বৎসরে যত দিন, প্রত্যেক দিনই ঐ আমোদ ঐ অশ্লীল আমোদ,

ঐ এক ঘেয়ে আমোদ! কোন শিক্ষা হয় নাই, কোন শিক্ষায় ইচ্ছাও যায় না; কোন শিক্ষা করিতেও পারেন না।

নি। * * * বাবু ত ঐ রকমের লোক; কোনই অভাব নাই, কেবলমাত্র বদ্ খেয়ালেই টাকা নষ্ট করেন।

বি। যদি সুশিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার যে কোনই অভাব আছে কিনা, বুঝিতে পারিতেন; তাঁহার নিজের কোন অভাব না থাকিতে পারে, কেববলমাত্র তাঁহার প্রাণীবৃত্তির চরিতার্থতা সম্বন্ধে কোন অভাব না থাকিতে পারে, অন্যবৃত্তির পরিতুষ্টি সম্বন্ধে অর্থাৎ অন্তরবৃত্তির চরিতার্থতা বিষয়ে, তাঁহার অভাব যে আছে, তাহা নিশ্চয়; অভাব আছে বলিয়াই মনুষ্য, মনুষ্য বলিয়াই অভাব থাকিবে, আর না হয় যেভাবে সাধারণতঃ সকলেই অভাব বুঝেন; সেই ভাবেই ধরিলাম যেন তাঁহার কোনই অভাব নাই; আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যেও ত অভাব আছে; নানা ব্যক্তির নানা প্রকারের অভাব থাকিতে পারে; অথবা থাকিতে পারেই বা কেন? নিশ্চয় আছে; তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও নির্ম্মলে, কেবলমাত্র নিজের অভাব মোচন করিতে ও নিজের সুখবর্দ্ধন করিতে কাহারই জন্ম নহে।

নি। অতদূর কি কেহ ভাবেন?

বি। উহা ত হইল তোমার আমার পক্ষেই; কিন্তু তাই বলিয়া ঐ আমি যাহা বলিলাম তাহা যে কেহ ভাবেন না এমন কখনই মনে করিও না; অথবা সেই ভাবনানুযায়ী যে কেহ কার্য্য করেন না, এ প্রকারও মনে করিও না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পার, যে যাঁহারা ঐ প্রকার ভাবেন, কার্য্য করেন, সেই মহাত্মাদের সংখ্যা অতি অল্প; সংখ্যা অতি অল্প বলিয়াই দুঃখিত হইতে হয়, সেই মহাত্মাদের সংখ্যা অতি অল্প বলিয়া বিরক্ত হওয়া উচিৎ নহে, ভগ্নোদ্যম হওয়াও উচিৎ নহে।

নি। এ কথা সত্য বটে।

বি! সংখ্যা অতি অল্প বটে; কিন্তু সেই অল্প সংখ্যক দ্বারাই পৃথিবীর নানা প্রকারের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে; তাঁহাদের সংশিক্ষা ও আন্তরিক যত্ন; অমানুষিক পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসায়;

স্বভাবের দৃঢ়তা ও প্রকৃত স্বার্থ ত্যাগ; পৃথিবীর মহৎ মহৎ উপকার সাধিত করিয়াছ। এখন ওসকল কথা থাক; ফলে বুঝিলে, যে অন্যের অভাব দূর করা, আমাদের এক অতি মহৎ কর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

নি। বুঝিলাম।

বি। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের কথা ঐ প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কথা উঠিলেই আপনাপনিই উঠিয়া থাকে; তাঁহারা নিজে নির্ধনী, কিন্তু ধনী লোকের সহিত বাস করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন; নিজে স্ব স্ব পরিবারস্থ লোকের দুঃখ দূর করা, একবার স্বপ্নেও ভাবেন না; ধনী এয়ারগণের মো-সাহেব হওয়াই তাঁহাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম, ও তাহাতেই মহা সুখী!

নি। * বাবু ত ঐ রকমের লোক নয়? তাঁহার স্ত্রী, * দের বাড়ী ধান ভানিয়া ও ময়দা পিশিয়া নিজের ও কন্যাটির প্রতিপালন করেন, আর * বাবু "ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন" করিয়া থাকেন! তাঁহার স্ত্রীর যে কষ্ট!

বি। আবার ঐ শ্রেণীর মধ্যে আর এক প্রকারের লোক আছেন, তাঁহারও মো সাহেব; বাবুদের বেশ্যা ও মদ যোগাইয়া থাকেন! এবং তদ্দ্বারা বেশ দশ টাকা লাভও করেন এবং সেই লাভ দ্বারা পরিবারও প্রতিপালন করেন। যেন উহা ভিন্ন অর্থোপার্জ্জনের আর কোনই সাধু পথ নাই!

নি। আচ্ছা মদ খাওয়া কি আগেও এই রকম ছিল! না এখনই খুব বাড়িয়াছে!

বি। এ বিষয়ে একজন উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী লেখকের ইংরেজী পুস্তক হইতেই বলি; কোন্ সনে পুস্তকখানি ছাপান হইয়াছে তাহা লেখা নাই, বোধ করি ১০। ১৫ বৎসরের অধিক নহে; লেখক বলিতেছেন,— "আমি এ প্রকার কথা বলি না, যে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে মাতাল ছিল না, তখনও মাতাল ছিল, কিন্তু এখন অধিক হইয়াছে; আমি দেখিয়াছি যে, যে আফিসে কর্ম্ম করিতাম, সে আফিসে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ১০০ জনের মধ্যে বড় জোর ১০ জন মদ খাইতেন, আর ঐ ১০ জনের মধ্যে বোধ

করি ২ জনও মাতাল ছিল না, এখন কিন্তু সেই আফিসেই ১০০ জনের মধ্যে ৫০ জন মদ খান, আর ৫০ জনের মধ্যে ৩০ জন মাতাল!

নি। এত বেশি! তিনি মদ খাওয়া সম্বন্ধে আর কিছু লিখিয়াছেন?

বি। কে কত মদ খায়, সে সম্বন্ধেও বলিয়াছেন; "এখন কেহ এক বোতল, কেহ বা দেড় বোতল ব্রাণ্ডি খায়, তাহাতেও মাতাল হয় না; তার পর যত খায় ততই মাতাল হয়; এবং যতক্ষণ পগারে না পড়ে ততক্ষণ ছাড়ে না; কেহ বা শিকি বোতল খাইবার পূর্ব্বেই পশুর মত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন; অথচ একটি বোতল না খাইয়াও ছাড়ে না; পরিশেষে সম্মুখে যা পায় তাই নষ্ট করে, বাড়ী গিয়া স্ত্রী পুত্রগণকে প্রহার না করিয়াও ছাড়ে না।"

নি। এটা কিন্তু ঠিক কথা। ** বাবু সে দিন অধিক রাত্রিতে কোথা হইতে মদ খাইয়া বাড়ী যান; কত ডাকাডাকির পর, তাঁহার যুবতী কন্যা দুয়ার খুলিয়া দেন, তার পর আর বলিব না; হুতোম প্যাঁচায় এক রকম পড়িয়াছি, আর ঐ এক রকম শুনিলাম! তা সে লেখারই মধ্যেই। এই এখন বুঝিলাম "বাপে হরে ঝি' একবারে মিথ্যা নয়! ছি! কি ঘৃণার কথা!!

বি। কৈ একথা ত তুমি বল নাই! তিনি মদ খান তাহা একপ্রকার জানি বটে; কিন্তু তাঁহার ব্যবহার যে ঐ প্রকার পশুর মত, তাহা জানিতাম না। তা মদ ত মানুষকে পশুই করে!

নি। সেই রাত্রেই, তাঁহার স্ত্রীও তেমনি ঝাঁটা মারিয়া ভূত তাড়ান। পর দিন প্রাতঃকালে জামায়ের সঙ্গে মহা ঝগড়া! ছি! ছি!—আচ্ছা মদের বোতল গুলা কত বড়?

বি। তোমরা যাহাতে নাকিকেলের তৈল রাখ, সেই মদের বোতল।

নি। বটে। আচ্ছা লেখক আর কিছু বলিয়াছেন।

বি। "সোমবারে আফিসে গিয়া দেখি; অঘোর বাবু অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছেন; মুখে মদের ভয়ানক দুর্গন্ধ! রাজেন্দ্র বাবু আফিসে আইসেন নাই, তিনি রাত্রিতে ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছেন; গৃহে

ভোজন পাত্রাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, স্ত্রীকে মারিয়াছেন; এক ব্যক্তির হাত ভাঙ্গিয়া দেন, তাঁহার নিজেরও হাত পা কাটিয়া ফেলিয়াছেন, এবং কিছু দিনের জন্য আফিসে আসিতে অপারক। জগন্নাথ বাবু এক প্রকার মোটা মাহিয়ানা পান, এক পয়সাও বাড়ীতে দেন না; তাহাই দেখিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের পরামর্শে, তাঁহার স্ত্রী তাহার নামে আফিসের বড় সাহেবের নিকট নালিশ করেন"।

নি। সাহেব কি করিলেন।

বি। সাহেব; "জগন্নাথ তুমি ৭০৲ মাহিয়ানা পাও, তাহাতে তুমি কি কর? তোমার স্ত্রী নালিশ করিয়াছে, যে তাহাকে তুমি একটি পয়সাও দাও না! তিনি ভিক্ষাদ্বারা নিজের ও ছেলেপিলের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করেন!" "হুজুর, ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, স্ত্রীকে ভিক্ষা করিতে হয় না; আমার দাদা তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন।"

"তুমি যখন নিজে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে পার, তোমার দাদাই বা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন কেন!"

"আমি আর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারি কৈ? ৭০৲ মাহিয়ানা পাই বৈত নয়?"

"সে কি? আমার বিবেচনায় তোমার মত লোকের ৭০৲ টাকাই যথেষ্ট, তোমার দাদার মাহিয়ানা কত?"

"দাদার মাহিয়ানাও অমনি মত।"

"প্রতারণা করিও না, ঠিক করিয়া বল।"

"আজ্ঞে ৬৫৲ টাকা।"

"তোমার দাদার পরিবার কত গুলি?"

"দুইটি মাত্র, স্ত্রী ও এক পুত্র।"

"দেখ তবে, ৬৫৲ টাকায় তোমার দাদা, ৬ জন প্রতিপালন করেন; তিনি নিজে, তাঁহার স্ত্রী ও এক পুত্র; তোমার স্ত্রী ও দুই পুত্র, আর তোমায় ৭০৲ টাকায় চলে না, ইহা কি প্রকারে বুঝাইবে!"

"মহাশয়! সকলের ত আর অভাব সমান নহে।"

"ছি জগন্নাথ! ও কথা বলিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না!

তোমার ৭০, টাকা হইতে তোমার স্ত্রীকে কিম্বা তোমার দাদাকে, যদি অন্ততঃ ৩০, টাকা না দাও, তবে তোমাকে আফিস হইতে তাড়াইয়া দিব।”

“৩০, টাকা কেমন করিয়া দিব? ৭০ টাকায় চলে না, ৪০, টাকায় চলিবে কেন?”

“৩০, টাকা দিবে আর ভাল বলিবে।”

নি। সাহেব টি ত বেশ ভদ্র দেখিতেছি।

বি। হাঁ, লেখকও সাহেবের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। এখন দেখিলে, যে এক মাতাল শ্রেণীর মধ্যেই অন্ততঃ তিন প্রকারের অলস আছে। ইহা ছাড়া আমাদের দেশের ভিক্ষুক শ্রেণীর মধ্যে শতকরা ৯৯ জন অলস।

নি। কি বলিলে? আমি মন দিয়া শুনি নাই।

বি। আমিও দেখিতেছি যে, তুমি কিছু অন্যমনস্কা হইয়াছ, নয়?

নি। তুমি যে ঐ সকল লোকদিগকে অন্য কিছু না বলিয়া অলস বলিলে কেন? তাই ভাবিতেছিলাম, কিন্তু বুঝিতে পারি নাই।

বি। একটু ভেবে দেখ দেখি, উহারা অলস কি না?

নি। কৈ? যেন বুঝিতে পারিতেছি না।

বি। আচ্ছা তবে শোন,—পরিশ্রমের একটি প্রধান অথবা মূল উদ্দেশ্য, এই যে, হয় নিজের, না হয় অন্যের, অথবা এই উভয়েরেই, প্রকৃত অভাব দূর করা; অপ্রকৃত অভাবের সৃষ্টি না করা; আপনার উপর নির্ভর করা, অপরের উপর নির্ভর না করা; সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা, কষ্ট ও দুঃখ বৃদ্ধি না করা; কোন না কোন সৎকার্য্যের উপযোগী হওয়া, কোনই অসৎ কার্য্যের উপযোগী না হওয়া, কেমন এখন বুঝিয়াছত?

নি। হাঁ, এই এখন বুঝিতে পারিলাম।

বি। আর এক শ্রেণীর অলস আছেন, তাঁহারা ঘুমাইতে বেশ পটু, রাত্রিতে অনেকেরই আগে ঘুমান, প্রাতঃকালে অনেকেরই পরে উঠেন; দিবসও ফাক যায় না; ঘুমাইয়া যেন আশা মিটে না! আমি যখন কলেজে

পড়িতাম, আমাদের মধ্যে এক জন পড়িতেন, তিনি ৫০ রকমের ঘুম ঘুমাইতে পারেন বলিতেন!

নি। সে আবার কি! ঘুমেরও আবার রকম!

বি। এই ত তিনি বলিতেন, বলিয়া যেন শ্লাঘা অনুভব করিতেন, তাঁহার এক প্রকার ঘুম দেখিয়াছি! সম্মুখে পুস্তক খোলাই আছে, বেশ চক্ষু মেলিয়া পুস্তকের দিকে তাকাইয়া আছেন, অথচ ঘুমাইতে-ছেন;—যাউক—আবার কতকগুলি লোক—

"পাখ, তাস, পাশা, তিন কর্ম্ম নাশা" র বেশ উদাহরণ!

হৃদয় ও মস্তিষ্কের সহিত, কেবলমাত্র উহাই ভাল বাসেন। কেহবা, ছাঁকা বকাম করিতে এত ভাল বাসেন, যে স্ত্রী পুত্র মৃত্যু শয্যায়, ঔষধ আনিতে গিয়াছেন, পথিমধ্যে বকামতে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন! বকামর জন্য ট্রেন মিস্ করিতে দেখিয়াছি! বকামর জন্য নিমন্ত্রণে গিয়া, খাদ্যকে অখাদ্য করিতেও দেখিয়াছি!

নি। আমাদের মধ্যে কিন্তু ও রকম দেখি নাই।

বি। আমিও দেখি নাই; বোধ করি তোমাদের মধ্যে ওরকমের নাই, তাই সৌভাগ্য। আর এক প্রকার লোক আছেন তাঁহারা নিজে কিছু করেন না, অন্যকেও কিছু করিতে দেন না; এক গুলিতে অনেক-গুলি পাখী মারেন—নিজে মরেন, অপরাপরকেও মারেন! কেহবা কেবলমাত্র অন্যের দোষ অনুসন্ধানেই রত; কেহবা ইহার কথাটি তাঁহাকে, তাঁহার কথাটি ইহাকে বা উহাঁকে, বলিতেই সুখী; কেহবা নারদের মত যেখানে "ঝগড়া সেই স্থানেই তাঁহার রগড়া"! কেহবা আজ অমুক স্থানে অমুকের যাত্রা হইবে; অমুক স্থানে অমুক খেমটাওয়ালী আসিবে; অমুক দিন অমুক অমুকের স্ত্রীকে মারিয়াছেন; পরশ্ব অমুক থানায় ইঁট মাথায় দিয়া শুইয়াছিলেন; ইত্যাদি সংবাদের সংবাদ-পত্র; আবার—

নি। ও রকম আমাদের মধ্যেও দুই এক জন আছেন।

বি। তোমাদের মধ্যে দুই একজন কতক কতক ঐ প্রকারের আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আপন আপন গৃহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ঐ সকল

সংবাদে বড় থাকেন না; ঘাটে, পথে, বা কাহারও বাড়ী গেলেই ঐ প্রকার করেন।

নি। তাহা সত্য বটে।

বি। আর এক প্রকার লোক আছেন, তাঁহারা উপন্যাস নাটক লিখিতে ও পড়িতে ভাল বাসেন; কেহবা দশ জনের নিকট হইতে কুড়ি খানা খবরের কাগজ জুট্যাইতেই ব্যস্ত; কেহবা দুই চারি কুটকচালে পুস্তক পড়িয়া মহা তার্কিক হওয়াই লেখা পড়া শিক্ষার চরম ফল মনে করেন; তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়ান ভার; কেহবা কার্য্যশূন্য বাক্‌ বক্তৃতায় পণ্ডিত; কেহবা সংবাদ পত্রে যেন তেন প্রকারেণ আপনার লেখা ছাপান দেখিতেই রত; কেহবা দাম দিতে হইবেনা অগ্রে স্থির করিয়া, সংবাদ পত্রের গ্রাহক হন।

নি। ওসকল লোক আমাদের মধ্যে দেখিনাই।

বি। আর এক প্রকার লোক আছেন, তাঁহারা "গাঁয়ে মানেনা, আপনি মোড়ল," সকলেরই উপর প্রভুত্ব, সকল বিষয়েই সদ্দারি; কাহারও বাড়ী যাত্রা হইবে, "সোঁতের আগে শ্যাওলা", অমনি তথায় সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত; খেমটা ওয়ালিকে আনিতে হইবে, যাইতে প্রস্তুত; অমুককে জব্দ করিতে হইবে, অমনি যেন তাহার যোগাড় করে বোসেছেন; অপমান গায়ের অলংঙ্কার, লজ্জা নাই নির্ল্লজ্জ; আত্মসম্মান নাই, নীচ ও পামর।

নি। আমাদের মধ্যে কিন্তু ও রকমও নাই।

বি। কেহবা আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের খবর লওয়াই, সংসারের সার পদার্থ মনেকরেন! ছোটলাটের এটা করা ভাল হয় নাই, বড়লাট এই কার্য্যের জন্য এত ভাবিতেছেন কেন? এই করিলেইত হয়; গ্লাডষ্টোনটা নিরেট বোকা; রথচাইল্‌ডের মিন্‌টে এত টাকা আয়, অমুক রাজার নাচ ঘরটি বড় পরিপাটি; ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত।

নি। আমাদের মধ্যে দুই এ কজন কতক ২ ঐরকম বোধ হয়।

বি। আবার কতক গুলি লোক আছেন, তাঁহাদের "গায়ে উঠে খড়ী কলপ দেওয়া দাড়ী;" অমুকের দিব্য গাড়িখানি; অমুকের কোটের আলপাকা আমার অপেক্ষা খারাপ; ট্রেনে যাইবেন ১ম শ্রেণীতে, ঘোড়

গাড়ীতে যাইবেন, তা একা এক গাড়িতে; ছড়ি হাতে সর্ব্বদা, রৌদ্রে মস্তক ফাটিয়া যাইতেছে হাতে ছড়ি; আহারটি পরিপাটি গোচের, সাহেব বাড়ীই পোষাক কেনা হয়; বাঙ্গালীর কাছে কেনা হয়না; পোষাকের সংখ্যার আধিক্য অনুসারে ভদ্রতা; পান তামাক খান না; কেবল সাহেবী চুরোট মুখে; মদ খাইবেন স্যাম্পেন সরী, কারণ বিষ সস্তা ভাল নহে, আক্রাই ভাল! শুইবেন, চলিবেন, বসিবেন, সুগন্ধের ভিতর; দাড়ী রাখেন, নখ কাটেন ছুরিতে; ভাগিনাকে বাড়ীতে পড়াইবার জন্য, প্রাতঃকালে একজন, বৈকালে একজন, দুইজন শিক্ষক; শিকারের সময় রৌদ্রে দৌড়া দৌড়ি ভদ্রতা, বৈকালে জল খাবার নিমন্ত্রণে এক-পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাইতে হইলেই গাড়ী না হইলে অভদ্রতা; প্রাতে চা খাইতে একটু বিলম্ব হইলেই হাই উঠে; ছয় টাকার কমের কাপড় ভদ্র লোকের অনুপযুক্ত, ধোপ কাপড় ভাঁজ ভাঙ্গিলেই অব্যব-হার্য্য; কারণ তিনি অমুকের অমুক। অথচ ধোপা, নাপিত, দোকানদার ও মহাজন প্রতিনিয়তই যাতায়াত করিতেছে, কামাই নাই!

নি। ও রকম আমাদের মধ্যে নাই। এখন বেশ বুঝিয়াছি; আর না বলিলেও চলে।

বি। কিন্তু পুনরায় বলি, ঐ প্রকার অলসশ্রেণীর লোকের সংখ্যা অল্পই; এবং তাহা সৌভাগ্যের বিষয়; ঐ সকল লোকের সংখ্যা যত কমিয়া যায়, ততই সৌভাগ্যের বিষয়; এই সকল, হয় কুশিক্ষার প্রভাবে আর না হয় সুশিক্ষার অভাবের জন্যই হইয়া থাকে।

নি। তাহা সত্য; কিন্তু সঙ্গ দোষেও ত হইতে পারে।

বি। সঙ্গ দোষেই যে হয়, একথা সচরাচর শোনা যায়, ইহা যে একবারে মিথ্যা তাহাও বলিনা; তবে কতক সত্য বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যাঁহার প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছে, সঙ্গ দোষ তাঁহাকে খারাপ করিতে পারেনা। বেশ বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, কেবল মাত্র সঙ্গ দোষেই কি দোষ জন্মায়? নিজের দোষ প্রথমে না থাকিলেও সঙ্গ দোষেই বা দোষ ঘটিবে কেন? তুমি যে প্রকারের লোক, তুমি সেই প্রকার লোকের সহবাস ভাল বাস. এবং সেই সহবাসই কর, এই কথাটি

সত্য? কি; যে প্রকার লোকের সহবাস তুমি ভালবাস বা কর তুমি সেই প্রকারই হও, এইকথাটি সত্য?

নি। আমি ত মনে করি, দুইই এককথা, দুইটিই সত্য।

বি। সত্য বটে, কিন্তু কথা হইতেছে যে, কোনটি সর্ব্ব প্রথমে ঘটে; সঙ্গীরা ত আর প্রথমেই হয়না; তুমিই প্রথমে ইহার উহার সঙ্গে আলাপ কর; তাহার পরেই ত তাহারা তোমার সঙ্গী হয়; তুমি হয়ত দশ জনের সহিত আলাপ করিলে, সেই দশ জনের মধ্যে হয় সাত জন; না হয় পাঁচ জন, তোমার বন্ধু হইলেন, তোমার সঙ্গী হইলেন; তুমি যে প্রকারের সেই সাত জন বা পাঁচ জন, অনেকাংশে সেই প্রকারের লোক; সুতরাং আদৌ তুমি যে প্রকারের লোক, তুমিই সেই প্রকারের সাত জন বা পাঁচ জনকে সঙ্গী করিলে, বাকী তিন জন বা পাঁচ জন তোমার মত নাহন, তাহারা তোমার সঙ্গী হইলেন না। গৃহস্থ গৃহস্থের সঙ্গী; ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীর; সজ্জন সজ্জনের; ধার্ম্মিক ধার্ম্মিকের; চোর চোরের; মাতাল মাতালের, সঙ্গী হয়; আবার বালক বালকের, যুবক যুবকের এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধের সঙ্গী হন। এইত কথা?

নি। এ কথা ত বেশ সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে।

বি। তাই বলিতেছি যে, দোষ প্রথমেই নিজের এবং তাহাই আদৌ মূলীভূত কারণ; তবে যে সঙ্গদোষে দোষ ঘটে, সেটি দ্বিতীয় কারণ; অর্থাৎ সঙ্গদোষ একটি কুযোগ ঘটায়মাত্র; ও একটি ছল মাত্র। সঙ্গদোষ যদি সুযোগ না হইয়া কুযোগ হয়, তবে সে কুযোগে আমিই বা যোগ দিই কেন? হয় সেই কুযোগ আমি বুঝিতে না পারিয়া যোগ দিই, আর না হয় বুঝিয়াও যোগ দিই; কুযোগ যে আমি বুঝিতে পারি না, ইহা ত বিশ্বাস করিতে পারি না; আমি ছোট লাটের ভালমন্দ বুঝিতে পারি; বড় লাটের ভালমন্দ বুঝিতে পারি, গ্ল্যাডষ্টোনের ভালমন্দ বুঝিতে পারি; সঙ্গদোষই যে সুযোগ কি কুযোগ তাহা বুঝিতে পারি না! আমার স্ত্রীর প্রতি কেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তাহার মনের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে পারি, আমার ভগিনীর প্রতি কেহ কুদৃষ্টিতে তাকাইলে, তাহাও আমি বুঝিতে পারি, আমি সুযোগ কি কুযোগ তাহা বুঝিতে

পারি না! আমি গণিত শাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে পারি, রাজনীতির ও ধর্ম্মের কুটতর্ক বুঝিতে পারি, আমি ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত, আমি সুযোগ কি কুযোগ বুঝিতে পারি না! আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু বুঝিয়াও বুঝি না, ও বুঝিতে পারি না: কারণ আমি দুর্ব্বল; আমার মস্তিষ্ক প্রশস্ত, কিন্তু হৃদয় সঙ্কুচিত; আমি যে দুর্ব্বল, ইহা বুঝিয়াও বুঝি না।

নি। বেশ কথা ত।

বি। আচ্ছা নয় প্রথমেই যেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না, পরেও ত বুঝিতে পারি? তা কৈ, পরে বুঝিয়াই বা সে সঙ্গদোষ ত্যাগ করি কৈ? পরিত্যাগ করিলেই ত বাঁচিয়া যাই; তথাপি পরিত্যাগ করি না। কুযোগকে যদি কুযোগ মনে করি, অর্থাৎ যে সঙ্গে যাইতেছি, সে সঙ্গে কষ্ট না পাইয়া সুখই পাইব, যদি ইহাই মনে করি; তবে তাহাও ত আমারই দোষ! বিষকে মধু বলিয়া খাইলে যে মরি, সে দোষ কি বিষের? না আমার?

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। তবে মনুষ্য স্বভাবতই অন্যের সহবাসপ্রিয়, কারণ মানুষ সামাজিক; অন্যের সহিত না মিশিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। অন্যসহবাস অবশ্যম্ভাবী, সেই সহবাসের ফলভোগ করিতেই হইবে, ফল ভাবিয়া সহবাস করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের এ প্রকার শোচনীয় স্বভাব যে, কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য মনে করি, অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য মনে করি; সেটি মস্তিষ্কের দোষ নহে, বুদ্ধিরও দোষ নহে, সে দোষ হৃদয়ের; সে দোষ প্রবৃত্তির; আমাদের হৃদয়, যে হৃদয় প্রবৃত্তির স্থান, সেই হৃদয় শুষ্ক, সঙ্কুচিত, বিকৃত। তাই আমাদের এত কষ্ট তাই আমরা 'আপাত মধুর পরিণাম বিষ" উপভোগ করি!

নি। বড়ই দুঃখের বিষয়।

বি। জন্মিয়াই জননীর স্তন্যদুগ্ধ পান করি, সেই স্তন্যদুগ্ধই যে শুষ্ক, বিকৃত; তা আমাদের হৃদয় হইবে কোথা হইতে; তোমারই হৃদয় নাই; তোমার সন্তানের হৃদয় হইবে কোথায় হইতে?

নি। আচ্ছা ওকথা এখন ছাড়িলে ভাল হয় না কি ?

বি। বেশ ছাড়িলাম, ওযে শুনিতে ভাল লাগেনা ; আচ্ছা ও কথা ছাড়িলাম ;—এখন দেখ, যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মে অবহেলা করিয়া প্রকৃত অকর্ত্তব্য কর্ম্মে, সময় অতিপাত করেন, তাহাদিগকেই অলস বলিলাম ; এখন সেই অলস ব্যক্তিদের সুখ, কি কষ্ট, তাহাই একবার দেখ : জমি পড়িয়া থাকিলে, শস্যোৎপাদনের উপযোগী না করিলে, তাহাতে কেবল আগাছাই জন্মে ; সেই আগাছা আপনাপনিই জন্মে, কারণ স্বভাবতই জমির উৎপাদিকা শক্তি আছে ; আমাকে কিছুই পরিশ্রম করিতে হয় না ; কোন অর্থও ব্যয় করিতে হয় না ; জমি আগাছায় পূর্ণ হইয়া মহৎ জঙ্গল ময় হইবে, জঙ্গলে বায়ু দুষিত হইবে, লোকের স্বাস্থ্যে বিঘ্ন ঘটাইবে।

নি। সত্য কথা। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। অলস ব্যক্তির পক্ষেও ঠিক সেই প্রকার ঘটে। মনুষ্যের মন কিছুতেই স্থির থাকে না ; স্বভাবতই অস্থির, চিন্তাযুক্ত। কোন না কোন চিন্তা সর্ব্বদাই করিতেছে, রাত্রিদিন চিন্তা করিতেছে, জাগরণে চিন্তা, নিদ্রিতাবস্থায় চিন্তা। যখন চিন্তাই স্বভাবিক, তখন কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা না করিলেই, অকর্ত্তব্য বিষয়েই চিন্তা করিবে ; সৎবিষয়ে চিন্তা না করিলেই, অসৎ বিষয়েই চিন্তা করিবে। এক একটি অসৎ চিন্তাতেই প্রথমে মন ব্যস্ত থাকে, একটির পর দুইটি, তার পর তিনটি ; এই প্রকারে নানা প্রকার অসৎচিন্তায় মন পূর্ণ হইয়া উঠে, সেই প্রত্যেক অসৎ চিন্তা প্রথমে অঙ্কুরাবস্থায় থাকে, পরে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড ও বদ্ধমূল হইয়া যায় ; তাহার উন্মূলন অসম্ভব, নিজের মন ত এই প্রকার করিলাম ; অন্যের মন ও সেই প্রকার করিলাম।

নি। ঠিক কথাই বটে।

বি। বলিয়াছি যে, অলস হইতে কোনই পরিশ্রম নাই, অন্যকে অলস করিতেও কোনই পরিশ্রম নাই ; অলস হই সহজে, অন্যকে অলস করি সহজে ; সহজ বলিয়াই হই, আর সহজ বলিয়াই করি ; আলস্যের পথ ত সহজ, এখন ফল দেখ ; সময় যায় না কিছুতেই সময় যায় না, এক দণ্ড

যেন এক যুগ; কি করিয়াই বা সময় কাটাই; প্রকৃত অলস ব্যক্তির মস্তকে, সময় হিমালয় পর্ব্বতের ভার চাপাইয়া দেয়;—জবাই করা পাখী দেখিয়াছ ?

নি। কৈ না দেখিনাই।—হাঁ দেখিয়াছি বৈ কি।

বি। সে যেমন ছট্ ফট করিতে থাকে, অলস ব্যক্তিও সেই প্রকার ছট্ ফট্ করিতে থাকে; একবার এ ঘরে, একবার ওঘরে; একবার নীচে একবার উপরে; একবার খাটে, একবার চেয়ারে, কোনস্থানেই কিছু-তেই কোন প্রকারেই অসুখ যাইতেছেনা; সুখ পাইতেছেনা; হস্ত কর্ম্ম করিতেছেনা, চক্ষু নিদ্রা যাইতেছেনা, কর্ণ ও শুনিতেছে না; উর্দ্ধে দৃষ্টি করিতেছে, উর্দ্ধে অসুখ; নিম্নে দৃষ্টি করিতেছে, নিম্নে অসুখ; সম্মুখে অসুখ, পশ্চাতে অসুখ, অসুখের মধ্যে রহিয়াছেন; মনে অসুখ, মুখে অসুখ; চিন্তায় অসুখ, বাক্যে অসুখ; নিজে অসুখী বলিয়া অসুখী, অন্যকে সুখী দেখিয়া অসুখী; যেন মূর্ত্তিমান অসুখ; দয়াময় পিতার নিকট যাইতেছেন, সুখ পাইতেছেন না; স্নেহময়ী মাতার নিকট সুখ পাই-তেছেন না, অর্দ্ধাঙ্গী ভার্য্যার নিকট সুখ পাইতেছেন না; সহোদর, সহোদরার নিকট সুখ নাই, বন্ধুর নিকট সুখ নাই, কাহারই নিকট সুখ নাই; সকলেরই নিকট সুখের অভাব, অসুখ; সর্ব্বত্রই সুখের অভাব, অসুখ, সর্ব্বদাই সুখের অভাব অসুখ; কেবল অসুখ, অসুখ যেন মূর্ত্তিমান !!!

নি। কি দুঃখের বিষয়।

বি। আরব্য উপন্যাসে এক খঞ্জ এক ব্যক্তির স্কন্ধে চাপিয়া-ছিল মনে হইতেছে কি? খঞ্জ কিছুতেই স্কন্ধ ছাড়ে না; দাঁড়াইলে না, বসিলে না, শুইলে না; জলে ডুবিলেওস্কন্ধ ছাড়ে না,—

নি। বেশ মনে আছে।

বি। অসুখ ও সেই প্রকার আলস্যকে পরিত্যাগ করে না। পরি-শ্রমের অতুল সুখ পাইতেছে না, বিশ্রামের সুখ ভোগ জানে না; পরি-শ্রমের পর বিশ্রাম নাই, বিশ্রামের পর উত্তেজনা নাই; প্রাতঃকালে অসুখ চিন্তা, মধ্যাহ্নে অসুখ চিন্তা, সায়াহ্নে অসুখ চিন্তা, অসুখ চিন্তাকূপে

নিমগ্ন; সর্ব্বহর নিদ্রাও তাঁহার অসুখ হরণ করিতে পারে না; চক্ষু মুদিলে অসুখ, চক্ষু উন্মীলন করিলে অসুখ, পড়িতে অসুখ, লিখিতে অসুখ, অসুখেই ব্যতিব্যস্ত; মূর্ত্তিমান অসুখ! এই অনন্ত পৃথিবীতে সকলেই সুখী, কেবল মাত্র তিনিই একাকী অসুখী; কি শোচনীয় অবস্থা!—

ঘরেরে অবোধ মন, লভিবি যদি পবিত্রতা।
এই দণ্ডে ত্যাগ কর আলস্য দীর্ঘসূত্রতা

——এখন একটু বেড়াইতে যাইব।

রাঙ্গা খোকার মা।

বি। মুখ খানি যে আজ বড় হাঁসি হাঁসি দেখিতেছি, নির্ম্মলে? আজ বুঝি ভাল মাংস পাক করিয়াছ? সেই জন্য?

নি। সেজন্য হাঁসিতেছি না; আমোদ আহ্লাদ হইলেই সকলেই হাঁসে, আমোদ আহ্লাদ হইয়াছে, তাই হাঁসিতেছি।

বি। আমি কি তবে, সে আমোদের ভাগ পাইতে পারি না?

নি। বলিব বলিয়াই ত আসিয়াছি; কিন্তু সাবধান!

বি। এমন কি আমোদ, যে সাবধান হইতে হইবে? সাবধানই যদি হইতে হয়, তবে সে কি প্রকার আমোদ?

নি। বলি, শুন ত;—আমাদের ওবাড়ীর ছোট বৌ আজ "রাঙ্গা খোকার মা" হইয়াছেন। তাই বলি, সাবধান।

বি। তার আবার সাবধান কেন ?

নি। তোমার গায়ে ও কাপড় চোপড়ে, এখনি কেহ না কেহ—

বি। বুঝিয়াছি ; আর বলিতে হইবে না ;—দেখ,—

নি। মুখ খানি ও রকম করিলে যে ?—বলি কি ভাবিতেছ ?

বি। কি যে বলিব ; তাই ভাবিতেছি। দেখ নির্ম্মলে, অধিক সুখের সময়—

নি। তাই ত ; একি কম্ সুখের বিষয় !

বি। শুন নির্ম্মলে ;—অধিক সুখের বিষয়, অথবা অধিক দুঃখের বিষয়, উপস্থিত হইলে, কি করিয়া যে মনের ভাব বেশ ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে হয় ; তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, লোকে বাকশূন্য হইয়া পড়ে ; আবার কাঁদিয়াও ফেলে।

নি। সত্য কথাই ত! "আনন্দাশ্রু"ত পড়িয়াছি ! তোমার মুখখানি—

বি। আচ্ছা বল দেখি ; হাঁসির পর কান্না ভাল, না কান্নার পর হাঁসি ভাল ?—চম্‌কে উঠিলে যে ?

নি। তুমিই যে চম্‌কে দিলে !

বি। রাগ না কর, ত একটি কথা বলি।

নি। কেন ? আমাকে কি এখন আর রাগ করিতে দেখিয়াছ ;—বলি কাঁদাবে নাকি ?

বি। ইচ্ছা ত কাঁদাই, কিন্তু কাঁদিতে পারিবে কি ? কাঁদিতে পার ত কাঁদাই।

নি। কি বলিবে বলইত শুনি।

বি। আমিই কাঁদাইতে পারিব কি না, তাহাও আবার ভাবিতেছি, কাঁদাইতে পারিলে, এবং কাঁদিতে পারিলেই, কিন্তু আমিও সুখী হইব, —তুমিও সুখী হইবে। একটী গান মনে হইল ;—

"মা বলে ডাকিস নারে মন, মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাক্‌লে এসে দেখা দিত, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই !!"

নি। বলি, এখন ওসকল কথা কেন ? সত্য সত্যই কাঁদাবে ?

বি। বলিলাম ত, ইচ্ছা ত তাই।

নি। তবে কাঁদাও!

বি। আচ্ছা, ঐ ব্যাপারে আমোদ হয় কেন? স্বভাবের নিয়মানুসারেই হইয়াছে; সুখের ত কোনই কারণ দেখি না! বিশেষ ছোট বৌএর বিষয়ে প্রকৃত দুঃখেরই বিষয়।

নি। কেন?

বি। ছোট বৌএর বয়স কত? অতি অল্পই নয়?

নি। এই তিনি এখনও ৯ বৎসরে আছেন; সকলেই বলিতেছেন, যে এত অল্প বয়সে, এরূপ প্রায় দেখা যায় না।

বি। সেই জন্যই সুখ? ৯ বৎসরের কন্যার পুনর্ব্বিবাহে সুখ; তবে ত বোধ করি, ১০ বৎসরের বালিকা মাতা হইলে, তোমাদের সুখ রাখিবার আর স্থান পাও না। অল্প বয়সে যে উহা বিপদের মূল, মৃত্যুর এক প্রধান কারণ; বালক পিতার, বালিকা মাতার, আর নবপ্রসূত সন্তানের ত কথাই নাই; সে মৃত মাংসপিণ্ড মাত্র;—মৃত্যুর এক প্রধান কারণ, তাহা কি একবার স্বপ্নেও ভাব না!

নি। সত্য নাকি! এত অল্প বয়সে উহা কেন হয়!

বি। বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়, তত কথা এখন না বলিলেও চলে; মোটামুটিই বলি শুন; শীত প্রধান দেশ অপেক্ষা, উষ্ণ প্রধান দেশে, উহা অল্প বয়সেই হয়, আমাদের দেশ উষ্ণ প্রধান, সুতরাং আমাদের দেশে অল্প বয়সেই হয়।

নি। সাহেবদের শীত প্রধান দেশ, তবে সেখানে অধিক বয়সেই হয়।

বি। অধিক বয়সেই হয় বৈ কি? আবার শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অকাল-পরিনতির উপরেও, অনেক নির্ভর করে; যে বালিকা অধিক হৃষ্ট পুষ্ট, তাহার অল্প বয়সেই; যে বালিকা হৃষ্ট পুষ্ট নহে, তাহার অধিক বয়সেই হয়।

নি। ঠিক কথাই ত! ছোট বৌ যে রকম মোটা, তাতেই তবে হয়েছে!

বি। আবার দেখ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অকাল-পরিনতির প্রধান কারণ, উত্তম উত্তম আহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ও কষ্টের অভাব। যে বালিকা, যে পরিমানে অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য অধিক আহার করে, ও যে পরিমানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, ও যে পরিমাণে তাহার শারীরিক ও মানসিক কষ্টের অভাব থাকে; সে বালিকা সেই পরিমাণে শীঘ্র শীঘ্র হৃষ্ট পুষ্ট হয়।

নি। তবে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ভাল নহে?

বি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ভাল, তাহার আর সন্দেহ নাই; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলেই যে পুষ্ট হয় তাহা নহে; তবে হৃষ্ট-পুষ্টের পক্ষে উহা কথঞ্চিৎ সহায়তা করে মাত্র; কিন্তু শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ও কষ্টের অভাব, ঐ পুষ্টির বিলক্ষণ সহায়তা করে; আবার পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করাই হৃষ্ট-পুষ্টের এক অতি প্রধান কারণ, অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাইলে অধিক মোটা হয়, কিন্তু মোটা হইলেই যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিনতি হয়, তাহা নহে; মোটা হওয়ার মানে আর কিছুই নহে, কেবল মাত্র শরীরে অধিক চর্ব্বি হওয়া ও শরীর ফাঁপা হওয়া; সুতরাং যাহাকে মোটা বা যাহাকে সচরাচর পরিপুষ্টি বলি, সেই পরিপুষ্টি, পরিনতি নহে।

নি। আচ্ছা তার পর।

বি। অধিক পুষ্টিকর খাদ্য আহার অথচ উপযুক্ত রূপ পরিশ্রমের অভাব হইলেই শরীরের পুষ্টতাই হয়; পরির্ণতি হয় না; সুতরাং পরিশ্রমানুযায়ী খাদ্যই অথবা খাদ্যোপযোগী পরিশ্রমই আবশ্যক ও উপকারী। ছেলে পিলে বেশি মোটা হইলেই তোমরা বড় সুখী হও, কিন্তু সেটি একটি মহাভুল। মোটা হইলেই ঢোঁসা হয়; কারণ যিনি যে পরিমার্ণে মোটা, তিনি সেই পরিমাণে দুর্ব্বল, অর্থাৎ জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হন; শরীর ফাঁপা ও দুর্ব্বল হয় বলিয়াই মোটাকে ঢোঁসা বলে।

নি। ঠিক কথাই বটে। সরকারদের ছেলেটি দেখিয়াছ ত, কি মোটা। শুনিতে পাই যে বাহ্যে ফিরিয়া নিজে শৌচ করিতেও পারে না! আবার ২। ৪ পা হাঁটিলেই অমনি হাঁফাইয়া পড়ে।

বি। তাহা ত হবেই! আবার ঢোঁসা হইলেই, তাহার জীবশক্তি, অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হইবার শক্তি এবং সন্তানোৎপাদিকা শক্তি, কমিয়া যায়; ঢোঁসা স্ত্রীলোকের প্রায়ই সন্তান হয় না এই জন্য, ধনীলোকদের ঘরেও যে প্রায়ই সন্তানাভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই জন্য; ধনী পরিবারে স্ত্রীপুরুষ প্রায়ই ঢোঁসা! আবার—

নি। এ কথাটি কিন্তু বড়ই মনে লাগিয়াছে।

বি। তবেই শরীরের ঢোঁসামি অথবা পরিপুষ্টি, এবং পরিণতি দুইটিই স্বতন্ত্র ব্যাপার, তাহা বুঝিলে। বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক; দেখিলে যে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহার এবং শ্রমাভাব, এই দুইটিই প্রধানতঃ শরীর পরিপুষ্টির কারণ; আর তাঁহারাই আমাদের দেশে ধনী লোক; এখন শরীরের পরিণতি কি, তাহা দেখ, খাদ্য দ্রব্য পুষ্টিকর হউক আর নাই হউক, তাহা প্রচুর পরিমানেই হউক, আর নাই হউক, অবশ্য প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য হইলেই ভাল হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা না হইলেও, যেখানে শ্রমের অভাব নাই, প্রভাবই আছে, সেই স্থানেই শরীরের পরিণতি হইয়া থাকে; সুতরাং নির্ধনী চাসাভুষো লোকদিগেরই শরীরে, পরিনতিই আছে, পরিপুষ্টি নাই, এই পরিনত-শরীর লোক দিগেরই জীব শক্তি অধিক; চাসাভূষো লোকদের যে সন্তান-বাহুল্য দেখা যায়, তাহা এই জন্য।

নি। তোমার এই কথাগুলি কিন্তু আমার ভারি মনে লাগিতেছে। রাজার ঘরে ছেলে হয় না, গরিবের ঘরেই ত ছেলে।

বি। তবেই অমনি বুঝিয়া লও, যে সন্তানোৎপাদন যদি আমাদের জীবনের একটি প্রধান ও প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রচুর অর্থ থাকিলেও সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, বরং প্রচুর অর্থ না থাকিলেই সেই উদ্দেশ্য প্রকৃত সাধিত হয়। ধনাভাবে শ্রমপ্রভাব, ধনপ্রভাবে শ্রমাভাব হয়।

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। আচ্ছা ও কথায় আর এখন কার্য্য নাই। বালিকাবস্থায় ঋতু হওয়ার, আর একটি প্রধান কারণ, বাল্য বিবাহ; কারণ স্বামী-সহবাস ও সমবয়সী সঙ্গিনী গণের সহিত ক্রীড়া ও কথাবার্ত্তা দ্বারা, কামরিপু

অযথা রূপে উত্তেজিত হয়; তদ্ব্যতীত পরিবারস্থ বা প্রতিবাসী গণের মধ্যে যাঁহারা কৌতুক প্রিয়, তাঁহারাও নানা প্রকারে বিবাহিতা বালিকার কাম রিপুকে অযথা রূপে উত্তেজিত করিয়া দেন; তদ্ভিন্ন অশ্লীল পুস্তক পাঠত আছেই। ইত্যাদি নানা প্রকারে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বালকস্বামী ও বালিকাস্ত্রীর কামেন্দ্রিয়ের বিষয়ই লইয়া অধিক আলোচনা হইয়া থাকে; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের অকাল পরিনতি না হইবে কেন?

নি। আমরা ত ঐ সকল গল্প, খেলা ও ঠাট্টা তামাসা সামান্য বিষয় মনে করিয়া থাকি; এখন দেখিতেছি তাহা নয়!

বি। ইহা মনে করিয়া রাখিও যে, যে সকল বিষয় তিল প্রমান সামান্য বিবেচনা করি, তাহারাই আবার তাল প্রমান অসামান্য হয়; বৃহৎ অট্টালিকার সামান্য তিল প্রমান ফাটই, কালসহকারে অসামান্য হইয়া, অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে; কণা মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গই নগর, দেশ, পৃথিবী ভস্মসাৎ করিতে পারে; যে রোগে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, তাহাপ্রথমেই অতি সামান্য হইয়া থাকে; সামান্য কুঠারাঘাতে গগন ভেদী শালবৃক্ষও পতিত হয়; সামান্য কাগজ চুরি করা হইতেই, প্রবল দস্যু হয়, প্রথমেই সামান্য, পরে অসামান্য; প্রথমেই অবহেলা হাস্য; পরেই ক্রন্দন।

নি। এ ত সত্য কথাই বটে।

বি। আমাদের দেশে বালিকাদের কোন্ কোন্ বয়সে ঋতু হয়, জানিলে আশ্চর্য্য হইবে; তাহা শুনিবে কি?

নি। শুনিব না কেন? বল না?

বি। তবে মোটামুটি একটি তাহার তালিকা দিই; তাহা হইলেই অনেক বুঝিতে পারিবে;—

৮।৯ বৎসর বয়ক্রমে শতকরা	১	জনের	প্রথম	ঋতু	হয়।
৯।১০	৩।৪	...	...	...	...
১০।১১	১০।১২	...	...	...	...
১১।১২	২৫।৩০	...	...	...	...
১২।১৩	৩০।৪০	...	...	...	...
১৩।১৪	৯।১০	...	...	...	...

এখন এই তালিকা যদি সত্য হয়, তবে এ কথাও সত্য যে, ১১ হইতে ১৩ বৎসর বয়ক্রমের মধ্যেই, অধিকাংশ বালিকারই সর্ব্ব প্রথম ঋতু হইয়া থাকে।

নি। তাহাত দেখিলাম বটে।

বি। যদি তাহাই সত্য হয়; তবে ১৪।১৫ বৎসর বয়সেই অধিকাংশ স্ত্রীলোকই মাতা হইয়া থাকেন। এখন কথা হইতেছে, যে এই বয়সে তাঁহারা বালিকা, না স্ত্রীলোক? বালিকা না মাতা? এই বয়সে জননী হইবার সময়? কি জননীর কার্য্য শিখিবার সময়? এই বয়সে কষ্ট ভোগ করিবার সময়? কি কষ্টভোগ শিক্ষা করিবার সময়? এই কি সংসারে প্রবেশের সময়? কি সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বাবস্থা? এই কি লেখা পড়া শিখিবার সময়? না, লেখাপড়ায় পণ্ডিত হইয়া লেখা পড়া ত্যাগ করিবার সময়? এই কি কার্য্য কর্ম্ম শিখিবার সময়? না কার্য্য কর্ম্মে দক্ষতার সময়? অধিক আর কি বলিব; এই কি জননী হইবার সময়? না জননীর কার্য্য কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া শিখিবার সময়?—চুপ করিলে যে?

নি। আমি অবাক্ হইয়াছি!

বি। আচ্ছা "ঋতু" বিষয়টি কি? দেখ;—ঋ ধাতুর অর্থ, গমন করা; প্রকৃতির নিয়মানুসারে যে গমন করে, সেই "ঋতু"; যেমন গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ছয় ঋতু। কন্যাগণের মধ্যেও প্রকৃতির নিয়মানুসারে যাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকেই "ঋতু" বলে; আবার কন্যাগণের ঐ ঋতুর, আর একটি সুন্দর অর্থ আছে, "দীপ্তি"; তোমাদের যখন দীপ্তি হয় তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যখন পরিণতি হয়; তোমরা যখন লাবণ্যময়ী হও, তখনই তোমাদের ঋতু হয়। কেমন, কথাগুলি বুঝিতেছ ত?

নি। বেস কথা; বেশ বুঝিতেছি।

বি। "কন্যাগণের" এই কথাই ব্যবহার করিয়াছি; এখন "কন্যা" শব্দের অর্থ কি? দেখ;—"কন্" ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া, তাই স্বর্ণকে "কনক" বলে; সুতরাং এ কথা বলা যাইতে পারে যে, "কন্যা" দ্বারা বংশ দীপ্তি পায়, "কন্যা" যেন "কনক প্রতিমা"। কিন্তু হায় নির্ম্মলে! কন্যা হইলে যেন আমাদের লবণের জাহাজ জলমগ্ন হয়!

আমাদের মুখ বিষণ্ণ হয়! মুখে যেন কালী ঢালিয়া দেয়! ইহা কি সামান্য কলঙ্কের কথা! আর্য্যগণ, কখনই স্বার্থপর ছিলেন না; তাঁহারা স্বাধীন ও প্রশস্ত হৃদয় এবং নিঃস্বার্থ বীরপুরুষ ছিলেন। "কন্" ধাতুর আরও এক অর্থ "প্রীত হওয়া", যাহার জন্মে আমরা প্রীত হই; কিন্তু অহো কালচক্র! অহো স্বার্থপরতা! অহো নীচতা! আমাদের মতে অর্থাৎ আর্য্যবংশ সমুদ্ভূত জ্ঞানে স্ফীত ও স্পর্দ্ধিত এবং বাকবিতণ্ডায় পণ্ডিত বাঙ্গালীদের মতে, কন্যা আবার একটা জীব! ওটাও আবার একটা পদার্থ!—এ পাপের, এই অতিবড় ভয়ানক পাপের, প্রায়শ্চিত্ত আছেই নির্ম্মলে! এ পাপের ফল ভোগ আমরা বহুকাল হইতে করিয়া আসিতেছি এখনও অসংখ্য কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করিতেছি এবং অসীম কষ্ট ও দুঃখের ভাণ্ডারদ্বার আমাদের পুরোভাগে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে! অবিকল আমারই মত আমারই আত্মজাকে ও সহদরাকে, আমি কতই না যন্ত্রণা দিতেছি! যদি অগ্নিতে অঙ্গুলি দিলে, অঙ্গুলি দগ্ধ হয় ও যন্ত্রণাবোধ হয়, তবে নিশ্চয় জানিও আমাদের যন্ত্রনার অবধি থাকিবে না। অবলার প্রতি বল প্রকাশ!—হায় নির্ম্মলে! কবে আর শিখিব?—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"

—কি উত্তর দিবে, দাও?

নি। আমি আর কি উত্তর দিব, বল। মেয়েকেও যে ছেলের মত দেখাই উচিৎ, তাহা বলিতে পারি। মেয়ে কি আর ভেসেই আসে। হয় ছেলে হবে, না হয় মেয়ে হবে, এ ছাড়া ত আর কিছু হয় না।

বি। "কুমারী" কাহাকে বলে জান?

নি। আইবুড় মেয়েকেই ত "কুমারী" বলে জানি।

বি। তাই বটে; কিন্তু "কুমারীর" বয়স কত?

নি। এই বোধ করি ৫। ৭ বছর।

বি। তাহা নহে; "কুমারীর" অর্থই হইতেছে "দ্বাদশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা"। আমি যখন গৌহাটি ছিলাম, কাম্যাখায় অনেক "কুমারী" দেখিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই ১২ বৎসরের কম বয়সের এবং অনেক গুলির বয়স নিশ্চয়ই ১২ বৎসরের অধিক!

নি। বটে! তাহা ত জানিতাম না।

বি। কন্যাগণের যখন নিশ্চয়ই "কুমারী" অবস্থা আছে, তখন যদি তুমি শাস্ত্রের দোহাই দাও, তথাপি, ১২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তুমি কখনই কন্যার বিবাহ দিতে পার না; ঐ বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ দিতে শাস্ত্রমতেও তোমার কোনই অধিকার নাই;—

নি। তাহা ত যেন বুঝিলাম; আচ্ছা ৮ বৎসরের মেয়ের বিবাহ দিলে "গৌরী দানের ফল" হয় বলে; সে কি রকম?

বি। ৮ম বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী বলে; শোনা যায় যে, হিমালয় কন্যা গৌরীর, ৮ বৎসর বয়সের সময় মহাদেবের সহিত বিবাহ হয়। ৮ বৎসর বয়সের সময় গৌরীর বিবাহ হইয়াছিল কি না, সে কথা এখন ছাড়িয়া দিয়া; সেই গৌরীই মহাদেবকে মনুষ্যের মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে; মহাদেব যাহা বলেন, তাহাই ধর;—

"জন্মাবধি পশু ভাবং বর্ষষোড়শকাবধিং
ততস্তু বীরভাবঞ্চ যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ;" ইত্যাদি

অর্থাৎ ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্যের পশু ভাব থাকে; তাহার পর হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বীর ভাব থাকে; ইত্যাদি। যদি ইহা সত্য এবং ন্যায় সঙ্গত হয়, তবে ত আমাদের যথার্থই পাশব বিবাহ!

নি। বেশ কথা বলিয়াছ; আমাদের ও ১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সত্য সত্যই ত কোনই বুদ্ধি হয় না। ঐ বয়সে সত্য সত্যই ত আমরাও পশুর মতই থাকি!

বি। আবার দেখ;—শাস্ত্রে বলে, আমাদিগের চারি আশ্রম ছিল, সর্ব্ব প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, তৎপরে গৃহস্থাশ্রম; ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুগৃহে গিয়া বিদ্যালাভ করিতে হইত; এই আশ্রমে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত থাকিতে হইত; অর্থাৎ ঠিক পশুভাবের সময় এবং তাহার পরেও বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইত; তাহার পর গৃহস্থাশ্রম; এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, গার্হস্থ্য ব্যাপার শিক্ষা করিয়া পরে বিবাহ করিতে হইত; এই দেখ;—

"বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্বাল্যে, ধনং দারাংশ্চ যৌবনে"

বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হয়, যৌবনে প্রথমে ধন পরে বিবাহ; বাল্যাবস্থা কোন্ অবস্থা, তাহা দেখ;—

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালস্তরুণ স্তত উচ্যতে"

১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্যাবস্থা তার পর তরুণাবস্থা, এই বাল্যাবস্থায় অষ্ট প্রকার মৈথুন সম্পূর্ণ নিষেধ। এই অষ্ট প্রকার মৈথুন যে কি? তাহা বলিবার আবশ্যক নাই; উহার ভাবার্থ এই যে, যেন স্ত্রীলোকের বিষয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে; ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক; জাগ্রতাবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায়, কোন প্রকারেই যেন মনে উদয় না হয়! কিন্তু হায় নির্ম্মলে! আমরা ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই পিতা হইতেছি! আর সংসার আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাইতেছে!—ধিক্ নরাধম বঙ্গবাসীগণ! কেবল অবলা বধ করিবার সময়েই স্বকপোল কল্পিত শাস্ত্রোক্তির আস্ফালন কর; কিন্তু তোমরা কি শাস্ত্রের ধার ধার? সম্মুখ যুদ্ধে কাপুরুষতা, পশ্চাৎ যুদ্ধেই বীরত্ব। শাস্ত্রে না স্পষ্ট বলিতেছে যে, প্রথমে বিদ্যা উপার্জ্জন, তৎপরে ধনোপার্জ্জন, তৎপরে বিবাহ? যদি শাস্ত্র মানিয়াই বিবাহ দিতে হয়, তবে বিদ্যা উপার্জ্জনের পূর্ব্বে বিবাহ দিবার তোমার কি ক্ষমতা আছে? বিদ্যা উপার্জ্জনের পূর্ব্বে এবং ধনোপার্জ্জনেরও পূর্ব্বে বিবাহ দিবার, তোমার কি অধিকার আছে? যদি শাস্ত্রোক্তি অনুসারে কার্য্য না করিলে ম্লেচ্ছ বলিতে হয়, মুক্তকণ্ঠে বলিব, বঙ্গবাসী হিন্দুগণ, তোমরাই প্রত্যেকে ম্লেচ্ছ! গৃহস্থাশ্রমের কথায় মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, পুরুষের ২৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়া উচিৎ, এবং স্ত্রীলোকের স্বামীর ঐ বয়সের এবং গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী বয়সেই বিবাহ হওয়া উচিৎ। বালক বালিকার বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ। শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া চীৎকার করিলে বাহাদুরী পাইতে পার সত্য কিন্তু মনুষ্যত্ব পাইতে পার না। পশু বিবাহে কি মনুষ্য জন্মায়। পশু বিবাহে পশুই জন্ম গ্রহণ করে।

নি। আমি অবাক হইয়াছি!

বি। বোঝা মাথায় পড়িলেই পাতলা হয় বটে, ছেলে হলেই,

ছেলে আপনাপনই মানুষ হইবে; নয়? তাইত বলি, আমাদের ছেলে মানুষ করা, আর পশু পক্ষীদের শাবক মানুষ করা; একই কথা! "জীব দিয়াছেন যিনি, মানুষ করিবেন তিনি" এই ত কথা! অহো আমাদের আমোদ! অহো! আমাদের সুখ?—কথা কও।

নি। বলিলাম ত অবাক হইয়াছি!

বি। কেবল অবাক হইয়া শুনিয়াই যাইবে, আর কার্য্য দেখাইতে পশ্চাৎ পদ হইবে। দেখ, একবার ভাবিয়া দেখ; যে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা মাতামহীর নিকট "এক থাকে শেয়াল, তার বাপদেয় দেওয়াল" গল্প শুনিয়াই সুখ অনুভব করে, তাহার ঋতু! যে একাদশ বর্ষীয়া বালিকা সন্ধ্যার সময় শৃগালের রবে ভীতা হয়; তাহার ঋতু!! যে ১০ম বর্ষীয়া বালিকা মাতা মাতামহীর হস্তেই ভাঁত খাইতে ভাল বাসে, তাহার ঋতু!! যে ৯ম বর্ষীয়া বালিকা স্নান করিয়া আপনার গা মুছিতে জানে না, তাহার ঋতু!!! যে ৮ম বর্ষীয়া বালিকা উলাঙ্গিনী থাকিতেই ভাল বাসে, ও যে "রাম বলিতে আম" বলে, তাহার ঋতু!!!! একবার দেখ ব্যাপার টা কি! একবার চক্ষু উন্মীলন কর নির্ম্মলে! আবার তাহাতেই আমাদের আমোদ! তাহাতেই আমাদের সুখ!!

নি। "সোনা বলে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিতল হল"

বি। তবে কি কষিয়া দেখিতে পাইলে? আবার ও শোন,—শত করা ১০।১৫ জন বাল্য বিবাহিতা বালিকার মৃত্যু হয় এবং শতকরা ২০।২৫ জন বাল্যবিবাহিতা বালিকা বিধবা হয়। বাল্য বিবাহে স্থায়ী প্রণয় হইতে পারে বলিয়াই কি বাল্যবিবাহ উপযুক্ত? বাল্যবিবাহে অসৎ স্বভাব দূর হইয়া সৎস্বভাব হইতে পারে, বলিয়াই কি বাল্যবিবাহ উপযুক্ত? বাল্যবিবাহ পিতামাতার বিচক্ষণতার সহিত হইতে পারে বলিয়াই কি বাল্যবিবাহ উপযুক্ত? বালদম্পতী পিতা মাতার দ্বারা সতর্কিত ও পরিচালিত হইতে পারে বলিয়াই কি বাল্যবিবাহ উপযুক্ত? পুত্রকন্যার যখন বিবাহ দিতেই হইবে, তখন যত শীঘ্র উহা সম্পন্ন করিতে পারা যায় ততই ভাল, এই কি বাল্যবিবাহের যুক্তি! পিতামাতা কখন আছেন কখন নাই, এই কি বাল্যবিবাহের বিবেচনা?

বালিকাটি শ্রীমতি, বালকটি শ্রীমান, বিলম্ব করিলে হাতছাড়া হইবে, এই কি বাল্যবিবাহের যথার্থ কারণ?

নি। বুঝিতে পারিতেছি।

বি। পণ্ডিতগণ! যাহা হইতে পারে, তাহাই যুক্তি ও প্রমাণ, আর যাহা ঘটনা, যাহার উপর কাহারই কোনই ক্ষমতা নাই, সেই ঘটনা, যুক্তি ও প্রমাণ নহে! যে সকল ঘটনা, প্রত্যহ প্রত্যেক লোকেরই চক্ষের উপর জাজ্বল্যমান ঘটিতেছে, তাঁহা দেখিবে না! দেখিবে কেবল নিজের গরজ এবং আপাত মধুর পরিণাম বিষ বাহ্যিক সৌন্দর্য্য! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি নির্ম্মলে! তোমার এই সকল পাড়াপ্রতিবেসী গণেরই কথা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, কত বিবাহিত বালক ও বিবাহিতা বালিকা, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে! কত বিবাহিত বালক শিরঃপীড়ায় কাতর! কতই বা রুগ্নশরীর! কত বিবাহিতা বালিকা তোমার!—কত জনেই বা কত প্রকারে পীড়িতা! কত নবপ্রসুত বালক বালিকা "পেঁচোয়" পাইয়া পঞ্চত্ব পায়! কত গর্ভবতী বালিকার গর্ভপাত হয়! কত বালিকা নবপ্রসূত সন্তান ফেলিয়া এই পৃথিবী পরিত্যাগ করে! হায় নির্ম্মলে! বালক কি কখন পিতা হইতে পারে? না বালিকাই মাতা হইতে সক্ষমা? আমরা "মা" বলিয়া কাহাকে ডাকি নির্ম্মলে? তাই বলি;—

'মা বলে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথায় পাবে ভাই!
থাকলে এসে দেখা দিত, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই!"

নি। আর বলিতে হইবে না, বেশ বুঝিয়াছি।

বি। বুঝিয়াছ মুখে? না অন্তরে? বাক্যে না কার্য্যে? আমরা শৃগাল দেখিলে ব্যাঘ্র মনে করি, হ্যাট কোট দেখিলেই হাজার হাত সরিয়া দাঁড়াই!

"হস্তী হস্তসহস্রেণ, শতহস্তেন বাজিনঃ।
শৃঙ্গিনো দশহস্তেন স্থান ত্যাজেন দুর্জ্জনঃ"

এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া, আমরা বিজ্ঞতার স্পর্দ্ধা করি!

—পদ দলিত হইতেছি, সুখী জ্ঞান করিতেছি; পদধুলি লেহনে

আহ্লাদিত হইতেছি; পাশব শক্তির অত্যাচার দেখিতেছি, হৃদয়ে আঘাত লাগিতেছে না, পক্ষপাতিতা ও স্বার্থপরতা জাজ্বল্যমান দেখিতেছি, হৃদয়ে আঘাত লাগিতেছে না; আর্য্য স্বাধীনতা নাই, আর্য্যহৃদয় নাই, আর্য্যশক্তি নাই, অনার্য্য পরাধীনতা, অনার্য্য হৃদয়, অনার্য্য শক্তিই যে জুটিয়াছে; আর আছে কেবল বালকের ক্রন্দন, বালকের অজ্ঞতা, বালকের অবিমৃষ্যকারিতা; কোথায় আর্য্য সহানুভূতি আর কোথায় অনার্য্য হিংসানুভূতি! কোথায় আর্য্য ত্যাগ স্বীকার আর কোথায় অনার্য্য স্বার্থপরতা! কোথায় আর্য্যএকতা আর কোথায় অনার্য্য অনৈকতা! আর্য্যত্ব গিয়াছে, অনার্য্যত্ব ঘটিয়াছে; কেন? ইহার এক উত্তর; আর্য্য মহিলা মৃৎপিণ্ড, হৃদয়হীন শুষ্ক মৃৎপিণ্ড; দোষ তোমাদেরও নাই, নির্ম্মলে, দোষ আমাদেরও নাই; দোষ উভয়দের মাতাপিতার, দোষ তাঁহাদের অজ্ঞতার, দোষ তাঁহাদের শিক্ষার অভাবের; দোষ সামাজিক ও ধর্ম্ম নিয়মের; যে সমাজে ও ধর্ম্মে বলে "অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাদানে গৌরী দানের ফল" দোষ সেই সমাজের; দোষ সেই ধর্ম্মের! যদি সমাজ মিত্র না হইয়া শত্রু হইল, যদি ধর্ম্ম মিত্র না হইয়া শত্রু হইল, যদি অজ্ঞ লোক দল বাঁধিল, বিজ্ঞলোক দল বাঁধিল না কেন? তবে কি বিজ্ঞতা নাই, অজ্ঞতাই আছে? বিজ্ঞতার জয় নহে, অজ্ঞতারই জয়! ধিক্ আমাদের সমাজকে! ধিক্ আমাদের ধর্ম্মকে! ধিক্ আমাদের শিক্ষাকে! আর ধিক আমাদের হৃদয়কে!

নি। ধিক একবার নয়, ধিক দুই বার নয়, ধিক শত বার সহস্রবার।

বি। ধিক আমাদের ধিক্কারকে! যাহা মৌখিক, আন্তরিক নহে! ধিক আমাদের বাক্যকে; যাহা হৃদয়কে আকুলিত না করিয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়! আমরা সচেতন নহি, অচেতন! হৃদয়বান নহি হৃদয় হীন!——

হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি
আরকি ভারতে হৃদয় আছে?
হৃদয় থাকিলে এখনি জাগিত!
বিজ্ঞ পদ ভরে সমাজ কাঁপিত!
অজ্ঞতার নিশি প্রভাত হইত!—

নি। আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

বি। প্রয়োজন না থাকিলেই কি আর বলিতেছি? বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে; তুমি ত এখনও কাঁদিলে না? যে চরিত্র পুস্তক পাঠে সংগঠিত হয়না, সে চরিত্র গৃহে মাতার নিকট হয়! তা সে মাতা কোথায়? যে চরিত্র হইবে। যে হৃদয় কোনই উপদেশে প্রশস্ত হয়না; সেই হৃদয়ের প্রশস্ততা, গৃহে মাতার নিকট হয়; গৃহই বা কোথায়? আর মাতাই বা কোথায়? হৃদয় প্রশস্ত হইবে কেন? যে শিক্ষা পৃথিবীর কিছুতেই পাওয়া যায়না, সেই শিক্ষা জননীর নিকট হয়; তা জননী কোথায়? শিক্ষা হইবে কেন? যে শিশু মনুষ্য হয়, সেই শিশুর শরীর ও মন গঠনের কর্ত্রী মাতা! মাতা যাহা পারেন ও করেন, তাহা পৃথিবীর অন্য কেহই পারেনা, তাহা পৃথিবীর অন্য কিছুতেই হয় না। মাতা যাহা না পারেন তাহাও পৃথিবীর অসাধ্য। মাতার দোষেই পুত্র নরকগামী, মাতার গুণেই পুত্র স্বর্গগামী; সেই মাতার সেই গুণে ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই মাতার এই দোষে ভারত অবনত হইয়াছে। আবার মাতা উন্নত হন; ভারত উন্নত হইবে; মাতা উন্নত না হইলে কাহার সাধ্য এই অধঃপতিত ভারতকে উন্নত করে। একা মাতার উপর এত নির্ভর। সেই মাতা দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা নহেন। মাতা সহজ বস্তু নহেন; সেই মাতা বালিকা নহেন, মাতা কৌতুকের বস্তু নহেন, "মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী", মাতা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাও নহেন, মাতা ষোড়শ বর্ষীয়াও নহেন; মাতা মাতা; "মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী।" সন্তান প্রসব করিলেই মাতা হয়না, সন্তানকে ক্ষুধার সময় খাদ্য দিলেও মাতা হয় না, নিদ্রার সময় শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেও মাতা হয় না; মাতা "স্বর্গাদপি গরীয়সী!" সে মাতা গেলেন কোথায়? সে মাতা গেলেন কেন?—মাতব'সুধে উত্তর দাও? না হয় দ্বিধা হও।

নি। আর শুনিতে পারিতেছি না, আবার না শুনিয়াও থাকিতে পারিতেছি না।

বি। গল্প মনে নাই? যখন "কে অধিক শাবক প্রসব করে" ইহা লইয়া বনস্থ সমস্ত জন্তুগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়; তখন সিংহ কি

উত্তর দিয়াছিল? "আমি একটি মাত্র প্রসব করি, সেটি শৃগাল নহে, বিড়াল নহে, সেটি সিংহ" ইহার মর্ম্ম বুঝ নাই? কেবল উহা কণ্ঠস্থ করিয়াছ বুঝি? সমস্ত জীবনের মধ্যে একটি মাত্র সিংহ প্রসব করাই চাই: বৎসরান্তে ক্ষণস্থায়ী অকর্ম্মণ্য মনও শরীরধ্বংশকারী পতঙ্গপাল প্রসব চাই না! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এখনও চক্ষু উন্মীলন কর, দেখ; মাতা কি তাহা জান; সন্তান কি তাহা ভাব; তবে সন্তান প্রসব করিও; সিংহ প্রসব করিও; দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার সিংহ প্রসব করিবার ক্ষমতা নাই; চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া স্ত্রীও সিংহ প্রসব করিতে পারেন না। চেষ্টাকর, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা কর, ভারতে আবার মাতা জন্মিবেন; ভারতে কি চরিত্র ছিলনা? কায়মনোবাক্যে চেষ্টা কর, আবার চরিত্র গঠন হইবে। ভারতে কি হৃদয় ছিলনা? কায়মনোবাক্যে চেষ্টা কর, আবার হৃদয় হইবে। ছিল বলিয়া কেবল মাত্র অহংকার করিলে চলিবে না; ছিল বলিয়া দোহাই দিলে চলিবে না; ছিল সত্য; চাও যদি, তবে আবার সেই "ছিল" কে আনয়ন কর। চেষ্টাকর, যে "চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া নাই" সেই চেষ্টা চাই; "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" মন্ত্র চাই; সেই চেষ্টায়, সেই মন্ত্রে, "জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী" হইবেন।—পুস্তক পড়িলাম মস্তিষ্ক জ্বলিয়া গেল; হৃদয় অভাব অনুভব করিল: দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিলাম, চক্ষু জ্বালাতন হইল, হৃদয় সন্তুষ্ট হইল না, গুরু বিবেচনায় কত ব্যক্তিকে ধরিলাম, হৃদয়ে শান্তি পাইলাম না, সন্ন্যাসী হইলাম, হৃদয়বান হইতে পারিলাম না; হৃদয়ের রাজত্বই প্রধান রাজত্ব; এ শিক্ষা পাইলাম না! তখন ভাবিলাম সকলই বৃথা হইল,—পুস্তক পঠন, দেশ পর্য্যটন গুরুর নিকট শিক্ষা, গৃহত্যাগ,—সকলই পণ্ডশ্রম হইল; বুঝিলাম মূলেই ভুল, বুঝিনাই যে—

"হে মাতঃ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি"

এখন বুঝিলাম যে,——

"মন না মুড়ায়ে মুড়ানু কেশ
গুরু না চিনিনু ভ্রমিনু দেশ"

—কে কাঁদাইতে পারিলাম না যে; কাঁদাইবারই যদি শক্তি থাকিত? হৃদয়ে আঘাৎ লাগাইবার যদি শক্তি থাকিত; তবে ত কার্য্য হইত; আমার ও দোষ, শক্তির অভাব, তোমারও দোষ, হৃদয়ের অভাব।

নি। কাঁদান অপেক্ষা বেশি হইয়াছে;—আমি একদিন পুস্তকে পড়িয়াছি যে, অনেকে অনেক বার একটি মেমকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। মেম ক্রমাগত বলেন বিবাহ করিবেন না; বিবাহ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মেম বলেন, "জানি কি যদি কোন নীরোর মাতা হইয়া পড়ি!" তবে বিবাহ না করাই শ্রেয়ঃ।

বি। উহা একটি মহৎ ভ্রম; নীরোর কথা ছাড়িয়া দাও; আমাদের দেশের সিরাজউদ্দৌলার কথা ধর; পাছে গর্ভে সিরাজউদ্দৌলা জন্মে, সেই ভয়ে যদি স্ত্রীলোক বিবাহ না করেন, তবে গর্ভে আকবরের জন্ম হইতে পারে বলিয়াও ত বিবাহ করা উচিৎ! ও সকল অনুমান ও শঙ্কার কথা ছাড়িয়া দাও; ধর, যে সিরাজউদ্দৌলা জন্মিয়াই সিরাজউদ্দৌলা হন নাই; আকবরও জন্মিয়াই আকবর হন নাই; ব্যক্তি বিশেষ যে সিরাজ-উদ্দৌলা হইয়াই জন্মিয়া থাকেন, তাহাও নহে; আর ব্যক্তি বিশেষ যে আকবর হইয়াই জন্মিয়া থাকেন, তাহাও নাহে। একটি সচেতন মাংসপিণ্ড জন্মিল, মাতার দ্বারা লালিত পালিত হইল, সেই মাংসপিণ্ডই সিরাজ-উদ্দৌলা বা আকবর হইলেন,—সে মাতার দোষে, সে মাতার গুণে। —মনুষ্য অবস্থার দাস; অবস্থায় গঠিত; সেই অবস্থার মধ্যেমাতাই সর্ব্ব প্রধানা; যে মুহূর্ত্তে সেই মাংসপিণ্ড চক্ষু উন্মীলন করিল, যে মুহূর্ত্তে সে অধরে হাঁসিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইল, মাতার নিকট শিক্ষা আরম্ভ হইল। মাতার যে প্রকার কার্য্য দেখিতে লাগিল, মাতার যে প্রকার বাক্য শুনিতে লাগিল, সন্তান অজ্ঞাতসারে সেই প্রকারই শিক্ষা করিতে লাগিল। এই কারণ ও এই কার্য্য স্বাভাবিক; ইহা কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, ইহা অকাট্য। মাতাই আদি শিক্ষয়িত্রী, মাতাই সর্ব্ব প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, মাতাই প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী, সেই জন্যই মাতা "স্বর্গাদপি গরীয়সী"। যখন জন্মিয়াছ, যখন ইন্দ্রিয়গণ লইয়া জন্ম গ্রহন করিয়াছ, তখন বিবাহ করিতে হইবে;—বিবাহ হইল, মাতা হইবে,

এই সময়ের মধ্যে, মাতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা, মাতার প্রকৃত দায়িত্ব, শিক্ষা করিতে হইবে; অগ্রে শিক্ষা, পশ্চাৎ মাতা; তবে মাতা হইবে; তবে সন্তানের গঠন হইবে, তবে সন্তান হইবে। মাতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা ও দায়িত্ব অতি বড় কঠিন, অতিবড় বৃহৎ, ইহা জানিয়াও যদি, বিবাহ করিতে ভয় হয়; তবে সে নির্ব্বোধের কার্য্য। চেষ্টা না করিলে কি কিছু শিক্ষা করাযায়। এই যে আমাদের চলন, যাহা অতি সহজ তাহাও শিক্ষা করিতে হইয়াছে, আহার করিতেও শিক্ষা করিতে হইয়াছে, বস্ত্র পরিধান ও শিক্ষা করিতে হইয়াছে; শিক্ষার পূর্ব্বে যে কার্য্য যে প্রকার কঠিন ছিল, শিক্ষার পর সেই কার্য্য সেই প্রকার সহজ হইয়াছে। তবেই দেখ, সকল বিষয়ই শিক্ষা সাপেক্ষ। তাহাই বলিয়া যে সকলেই একই প্রকার শিক্ষা পাইবেন, তাহাও নহে; অসমান শিক্ষাই হয়, কম বেশী শিক্ষাই হয়; সু ও কু-শিক্ষাই হয়। কিন্তু কথা হইতেছে যত্নত করা চাই; শিক্ষা করিতেই হইবে এই প্রতিজ্ঞা চাই; অপরাপর অপেক্ষা ভাল হইতে হইবে এই উত্তম চাই; বাহ্যিকসৌন্দর্য্য বিষয়ের উদ্যম চাইনা, মানসিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে উদ্যম চাই, যত্ন চাই; কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই যত্ন চাই;—

যতন করিতে অলস হইওনা মনরে
যা হবার তাই হবে;
যতনের সুখ হলোনা বলে কি-
ভয় পেয়ে বসে রবে!—

নি। তাহা ত সত্যই এবং তাহা একরকম বেশ বুঝিয়াছি।

বি। তোমাকে আর একটি কথা বলি; কেবল পুস্তক পড়িলে কিছুই হয়না, পড়ার সঙ্গে ২ নিজের বিবেচনা শক্তি চাই, তাহা সত্য কি মিথ্যা, ভাল কি মন্দ, উপকারী কি অপকারী; ইহা নিজে বুঝিতে হইবে। নহিলে কেবলমাত্র পুস্তক পঠন, কেবলমাত্র অধঃপতনেরই কারণ হইয়া থাকে। কেবলমাত্র পুস্তক পঠনকে এক অতিবিজ্ঞ ব্যক্তি ভিক্ষুকের বৃত্তি বলিয়াছেন; ভিক্ষুক যে প্রকার অন্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, নিজের উপরে, কিছুই নির্ভর করে না, "মা' চারটি ভিক্ষাপাই" বলিয়াই খালাস,

কেবলমাত্র পঠনও সেই প্রকার, পাঠ করিয়াই খালাস; নিজের উপর কিছুই নির্ভর করে না, সমস্ত নির্ভর পুস্তকের উপর, অন্যের উপর, ভিক্ষুক যে প্রকার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও জঘন্য, কেবল পুস্তক পঠন ও সেই প্রকার লঘু ও জঘন্য। ইহা যেন বেশ মনে থাকে।

নি। সেই জন্যই বুঝি তুমি বেছে ২ সোজা বই আমাকে পড়িতে দাও। আচ্ছা তুমি ঐ মেমের কথা শুনিয়া যেমন ভাবে বলিলে, সম্পাদক সে রকম কিছুই বলেন নাই কেন।

বি। পুস্তক খানি লইয়া আইস দেখি;—প্রথমেই দেখ মেমটির গুণের কথা, পরেই মেমটির বিবাহের মতের বিষয়; মেমটির অনেক গুণ, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধের মত তাঁহার কতক গুলি গুণকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তিনি যদি প্রকৃত শিক্ষিতা ও চরিত্রবতী হন, তবে অসৎ পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিবার শঙ্কা কেন হইবে? পুত্র যদি অসচ্চরিত্র হন, তবে কি তাহা বিবাহের দোষ, না তাঁহার নিজের দোষ? তাঁহার ঐ আশঙ্কাকে অজ্ঞতা-মূলক ও বালিকা সুলভ বোধকরি। পত্রিকা খানি স্ত্রীলোকের পাঠোপ-যোগী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তবে সম্পাদক নিজের মত দিলে ভাল করিতেন এ প্রকার আমি বোধ করি; কারণ পাছে, কোন ২ পাঠিকার ঐ মত হয়; কিন্তু সম্পাদকেরও বোধকরি বড় দোষ নাই, কারণ তিনি ত এমনও ভাবিতে পারেন যে, তাঁহার পাঠিকারা নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা দ্বারা মতামত স্থির করিবেন। আমার বোধ হয় ঐ জন্যই সম্পাদক মত দেন নাই।

নি। হাঁ তাহাও হইতে পারে বটে।

বি। এখন একবার হাঁস নির্ম্মলে! ৯ম বর্ষীয়া বালিকা "রাঙ্গা খোকার মা" হইয়াছেন আর তুমি আহ্লাদে আটখানি হইয়াছিলে।

নি। আবার! ওকথা আর এখন বলিও না!

বি। "যত হাঁসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্ম্মা" রামশর্ম্মার কথাটি ভুলিও না!

নি। রামশর্ম্মা ঠিক কথাই বলিয়াছেন দেখ্‌ছি।

কৃপণতা।

নি।. দেখ, আমার কাকাকে সকলেই, কসা বলিয়া ঘৃণাকরেন, অমি কিন্তু তাঁহাকে কখনই ঘৃণাকরি নাই। কিন্তু কাল খুড়িমাকে মারিয়াছেন বলিয়া, বড়ই দুঃখ ও ঘৃণা হইয়াছে।

বি। সত্য নাকি! মারিয়াছেন কেন? তাহা ত বড়ই অন্যায়!

নি। খুড়ি মা বাজারের পয়সা হইতে একটি পয়সা লইয়া, হয় লুকাইয়া রাখেন, না হয় কোন বিষয়ে নিজে খরচ করেন। কাকা তাই জানিতে পারিয়া খুড়িমাকে মারেন। ছি! কি ঘৃণার কথা!

বি। মারটা যে প্রকৃত ঘৃণার কথা, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে! স্ত্রীকে মারা! কেন? না স্ত্রী পয়সা লুকাইয়া রাখেন, অবিশ্বাসিনী হন; কিন্তু স্ত্রী যে অবিশ্বাসিনী হন, কেন? নিশ্চয়ই তোমার কাকার দোষ; তোমার কাকা ভাবেন, তাঁহার স্ত্রীর কোন প্রকারেই কোনই অভাব নাই; কোনই অভাব হইতেও পারে না, সুতরাং তিনি কেন পয়সা লইবেন? তোমার খুড়িমা ত মাটির মানুষ, তিনি তোমার কাকার নিকট অবশ্যই প্রথম প্রথম নিজের কোন খরচের জন্য এক আধ পয়সা চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই, অগত্যাই ঐ প্রকারেই পয়সা লন, কারণ নিজের অভাব ত মিটান চাই, সুতরাং অবিশ্বাসিনী হন। তোমার কাকাই তাঁহাকে অবিশ্বাসিনী করেন, তোমার কাকারই দোষ অধিক, তাহা অমার্জ্জনীয়, তোমার খুড়িমার দোষ কম, তাহা মার্জ্জনীয়।

নি। ঠিক কথাই বলিয়াছ; কাকা খুড়িমাকে কখন একটি পয়সা দেন না; খুড়ি মা কত কাঁদেন!

বি। তোমার কাকা যে কৃপণ তজ্জন্য, অবশ্য দোষ দিই না, তাঁহার অবস্থায় কৃপণতাই বরং ভাল; কারণ একে অবস্থা ভাল নহে, আয় অল্প ব্যয় অধিক; তাহাতে আবার মূর্খ। তবে কৃপণতার বাড়াবাড়ি দেখিলেই দুঃখ হয়, ঘৃণা হয়, সেই বাড়াবাড়ির জন্য স্ত্রীকে প্রহার, বড়ই দুঃখের ও ঘৃণার কথা; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

নি। তাই ত। অত বাড়াবাড়ি কি ভাল! ছি!

বি,। দেখ নির্ম্মলে, একটী অতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখাই; ব্যাপারটি শাস্ত্র লইয়া; শাস্ত্রে বলিতেছে যে,—

"ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ কোঽপি, মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা"।

অর্থাৎ কদাচ ভার্য্যাকে তাড়না, কটুবাক্য প্রয়োগ করিবে না, মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিবে; মাতাকে যেপ্রকার ভক্তি ও সম্মান দেখান অবশ্যকর্ত্তব্য, স্ত্রীকেও সেই প্রকার ভক্তিও সম্মান দেখান অবশ্য কর্ত্তব্য।

নি। সত্য নাকি! শাস্ত্রে বুঝি উহাই লেখা আছে?

বি। ওটি আবার যেমন তেমন উক্তি নহে—মহাদেব, পার্ব্বতীকে ঐ কথা বলিতেছেন! তবেই দেখ দেখি, যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে ঐ উক্তিটি নিশ্চয়ই মানিতে হইবে; যাহা শাস্ত্র সঙ্গত নহে, তাহাই 'যদি অন্যায় বা পাপ কর্ম্ম হয়, তবে স্ত্রীকে প্রহার করার কথা দূরে রাখ, স্ত্রীকে তাড়না করিলেও মহাপাপ! যদি তাড়না করাই মহাপাপ হয়, তবে প্রহার কি প্রকার পাপ হয়, ভাবিয়া দেখাই ভাল!

নি। আমি ত বলি, স্ত্রীকে মারা অতিশয় অন্যায়, তা শাস্ত্রে থাক, আর নাই থাক, কিন্তু, যখন উহা শাস্ত্রেই লেখা আছে, শাস্ত্রেই যখন ঐ রকম বলিতেছে, তখন ত আর কোন কথাই কহিবার যো নাই।

বি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এ প্রকার সময়ে আমরা শাস্ত্র মানি না; যে জঘন্য ও নীচ কার্য্য অন্ততঃ শতকরা ৭৫ জনে করিয়া থাকেন, আর যাহা তাঁহারা ভূয়োভূয়ঃ ক্রমাগত করিয়া থাকেন, সেখানে শাস্ত্রোক্তি অমান্য; আর যাহা জঘন্য ও নীচ নহে, যাহা প্রশংসনীয় ও উচ্চ; সুতরাং শাস্ত্র সঙ্গত না হইলেও যাহার প্রচলনই প্রার্থনীয়, তাহা যদি একটিও কদাচ ঘটে, অমনি শাস্ত্র২ বলিয়া চীৎকার করি, গগণ ফাটাইয়া দিই; সমস্ত দেশ কাঁপাইয়া দিই; স্ত্রীপ্রহারে ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু একটি ৮ম বা ৯ম বর্ষীয়া বিধবা বালিকার বিবাহ দিতে উদ্যত হও দেখি, সমাজ তোমার উপর খড়্গহস্ত হইবে; তোমার পক্ষে শাস্ত্র প্রমান দেখাও, সমাজ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবেন; শাস্ত্রোক্তি শোনাও, সমাজ বদ্ধ বধির!

নি। ঐ ত কু। উহাতেই ত দুঃখ হয়।

বি। আবার ও একটি কথা বলি ; আমার যদি সন্তান হয়, ও তাহার নাম যদি "অনুকুল" হয়, এবং আমি যদি অনুকুলকে বলি, "অনুকুল তোমার মাকে ডাকিয়ে দাও"; আর সেই কথাটি যদি কেহ শুনেন, তিনি অবাক্ হইবেন! জিহ্বা কাটিয়া বিস্মিত হইবেন! কেন? না আমি ঐ কথাতে, "মা" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া! তোমারই প্রতি ঐ "মা" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি! অবশ্য দেখিলে যে শাস্ত্রেই "ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ কোপি, মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা" পরিষ্কার "মাতৃ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। স্ত্রী এখন এমনই একটি জীব! এমনই একটি পদার্থ, যে উহার উল্লেখই মহালজ্জা জনক। এ প্রকার লজ্জাজনক প্রাণীর প্রতি আবার "মা" শব্দ প্রয়োগ! ছি!—এই আমাদের সমাজ নির্ম্মলে! এই আমাদের হিন্দু সমাজ!

নি। ঠিক কথাটি কিন্তু বলিয়াছ। আমি আবার কত বাড়ীতে দেখিয়াছি, যে স্ত্রী ও স্বামীর সহিত সমস্ত দিনমানের মধ্যে একবার মাত্রও দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার কথা দূরে থাক, স্বামী বা স্ত্রী বাড়ীর যেদিকে থাকেন, স্ত্রী বা স্বামীর, তাহার ত্রিসীমায় যাইবার যো নাই! তা তুমি যা বলিয়াছ, তাহা ঠিককথা!

বি। তবেই "মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা" এখন "কি প্রকার পালয়েৎ সদা" হইয়াছে দেখ দেখি? লোষ্ট্রবৎও নহে? কারণ, লোষ্ট্র ত দিন-মানেও দেখা যায়, দেখিলেও কোনই দোষ নাই? "দাসীবৎ" ও নহে দিনমানে ত দাসীকে দেখিতে পাপ নাই! তাই সুধাই; তবে "কিম্বৎ পালয়েৎ"?

নি। আমিও ত খুঁজিয়া পাইতেছি না।

বি। আচ্ছা ও কথায়, আর এখন কার্য্যনাই ; তোমার কাকার কথাই ধরা যাক ; তাঁহার কৃপণতার বাড়াবাড়ীর কারণ, তাঁহার মূর্খতা ; মূর্খের অনেক দোষজনক কার্য্য ক্ষমনীয়; কিন্তু মূর্খের সহধর্ম্মিনী প্রহার, ক্ষমনীয় নহে। মূর্খ কৃপণের কথা ছাড়িয়া, তবে শিক্ষিত কৃপণের কথা বলি শুন ;—** শিক্ষক, আমার একজন বন্ধু। তিনি এম এ ; তাঁহারা দুই ভাই;

ইনিই ছোট; বড় ভাইও চাকরি করেন, বাড়ী থাকেন; বাবু এখানে থাকেন; এখানে তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবলমাত্র স্ত্রী, ও একটি চাকরাণি, সন্তানাদি কিছুই নাই, সন্তানাদি যে হইবে, তাহারও বড় কোন আশা নাই, বাবুর বয়স ৪০ বৎসর। তাঁহার স্ত্রীর বয়স ৩০ বৎসর। বাসায় স্ত্রীই রন্ধনাদি করেন। নিজে পান তামাক কিছুই খান না, বাসায় কেহ গেলেও তাহা কেহ পায় না; প্রত্যহ প্রাতঃকালে চাকরাণি সঙ্গে করিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজেই খরিদ করিয়া আনেন। চাউল দাউল কাষ্ঠ পর্য্যন্ত, কিছুই খরিদ করিয়া রাখেন না; আলু বেগুনের সময়, আলু বেগুন, পটলের সময় পটল, গুণিয়া রাঁধিতে দেন; আক্রার দিন গণনায় কম পড়িলে, সে দিন সেই কমেই চলে, সস্তার দিন গণনায় বেশী গুলি বাক্‌সে চাবি দিয়া রাখেন; বিদ্যালয় হইতে পড়াইয়া আসিয়া কিছুই খান না, সন্ধ্যার পর কেবল মাত্র এক পয়সার ময়দার ৬ খানি করিয়া গোণা রুটি খাইয়া থাকেন, তাহার এক ছিল্‌কেও থাকেনা, এমন কি মাছি পিপঁড়ে পর্য্যন্ত পায়না।

নি। ওমা, সে আবার, কি!

বি। তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার মধ্যে কোন সময়ে এই প্রকার কথা বার্ত্তা চলে;—

স্ত্রী। তোমার বোধ করি এক পয়সার ময়দায় ভাল পেট ভরে না, তা কিছু বেশি হইলে হয় না কি!

স্বামী। কোন প্রকারেই একপয়সার বেশি ময়দার আবশ্যক করে না, উহাই যথেষ্ট; তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ করিবে না কি?

নি। কথাটি ভাল বটে, তার পর।

বি। কিছু দিন পরে তাঁহার স্ত্রী অল্প অল্প কিছু বেশী ময়দার রুটি দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু গুনৃতিতে ৬ খানির অধিক নহে, ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া স্বামীকে তিনপয়সার ময়দা খাওয়ান। ইহার কিছুদিন পরে উভয়ের মধ্যে এই প্রকার কথা বার্ত্তা হয়—

স্বামী। দেখ, এখানকার জল বাতাস ত খুব ভাল, দুই বৎসর হইল আসিয়াছি, কিন্তু এখন আমার শরীর আগে অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে নয়?

স্ত্রী। তাই যদি হইয়া থাকে, তবে ত সে বড়ই সুখের বিষয়, কিন্তু এখানকার জলবাতাস যে বেশ ভাল, কৈ, তাহা ত কেহই বলেন না, কারণ বাড়ী বাড়ী পীড়া!

স্বামী। জলবাতাস ভাল না হইলে, কখন আমার শরীর এত ভাল থাকে!

স্ত্রী। আচ্ছা আমি তোমাকে একটি কথাবলি, যদি রাগ না কর, তাহা হইলেই বলি।

স্বামী। রাগের কথা না হইলে কি কেহ অকারণে রাগ করিয়া থাকে!

স্ত্রী। রাগের কথা নয়, কিন্তু কি জানি যদিই রাগ কর, বলিতে ভয় হচ্চে। তা ভয়ে ক'ব কি নির্ভয়ে ক'ব?

স্বামী। তার আবার ভয় কি? নির্ভয়ে বলে ফেল।

স্ত্রী। দেখ দেখি, তুমি একপয়সার ময়দা খাইতে, কত দিন কিছু বাড়াইবার জন্য বলিয়াছি, বাড়াইতে দেওনাই, আমি বেশ দেখিতাম, যে তোমার কম হইত।

স্বামী। তবে কি বেশি ময়দার রুটি এখন খাই!

স্ত্রী। হাঁ, এখন তোমাকে দুই পয়সার ময়দা খাওয়াই, এই এখন বোধ করি তোমার বেশ হয়।

নি। পাছে বাবু একবারে চটিয়া উঠেন, তাই বুঝি তিন পয়সার ময়দা না বলিয়া দুই পয়সার বলিলেন!

বি। তাই বোধ করি হবে—তার পর;—

স্বামী। তবে ত তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ দেখছি। এত অধিক ময়দা খাই বলিয়াই ত মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প পেটের পীড়া হয় ও পেট ফাঁপে!

নি। এত দেখছি না হাঁসিয়াও থাকিতে পারি না—আচ্ছা তার পর;

বি। স্ত্রী। কৈ পেটের পীড়া, কি পেট ফাঁপার কথা, ত এক দিনও বল নাই?

স্বামী। কত দিন, বলিব বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি!

নি। এ যে ভারি মজার কথা!

বি। তার পর;

স্বামী। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন কিন্তু যেন আর বাড়াইও না, কিন্তু ঘি কমাইতে হইবে, ঘিত এখানকার বড় ভাল নহে; ঘি না আনিলেও চলিতে পারিবে।

নি। ঘি খাওয়া কি তুলিয়া দিলেন?

বি। ময়দায় যে পয়সাটি বেশি খরচ হইত, সে পয়সাটিত কমাইয়াই দিলেনই। শরীরও তেম্নি! ফুঁ দিলে উড়ে যান!

নি। তাঁহার স্ত্রী বুঝি এত দিন নিজের পয়সার ময়দা কিনিয়া আনিতেন।

বি। হাঁ, তাঁহার স্ত্রী আমাদের মধ্যে কাহারও সহিত কথা কহিয়া থাকেন; তাঁহার নিজের মুখে ঐ সকল শুনিয়াছি, তবু তিনি যত বলিয়া থাকেন, আমি তত বলিতে পারিলাম না; তিনি বড় গুণবতী, তাঁহার মত স্ত্রীলোক অল্পই দেখিয়াছি; আমরা ঐ সকল কথা লইয়া বাবুর সহিত কত আমোদ করি; কিন্তু কিছুতেই কোন প্রকারে বিরক্ত হইতেন না; বড় সরলান্তঃকরণ, সকলই স্বীকার করিতেন বরং স্ত্রী যাহা নাও বলিতেন, তাহাও বলিতেন।

নি। আচ্ছা, তাঁহার মাহিয়ানা কত?

বি। এখন ২০০৲ টাকা পান। তাঁহার আরও একটি কথা বলা উচিৎ, তিনি কখনও কাহারও নিকট একটি পয়সা ধার করেন না; কাহাকেও কখনই একটি পয়সা ধার দেনও না। অবশ্য সকল মানুষেরই দোষও আছে, গুণও আছে; তাঁহার যাহা যাহা বলিলাম তাহাতে দোষও আছে গুণও আছে; কিন্তু তিনি ত মূর্খ নহেন, শিক্ষিত ও বিজ্ঞ।

নি। তাঁহার ও বড়ই বাড়াবাড়ি; পেটেও খাবেন না? একি!

বি। আর একজনের কথা বলি; * বাবু জান মহাজনী করেন,

প্রাতঃকালে বাড়ি হইতে বাহির হন, এক কলুর নিকট হইতে তৈল মাখিয়া স্নান করেন, এক ময়রার দোকান হইতে কোন দিন দুই এক মুটো মুড়ী, হল কোন দিন ২।৪ টা মুড়কী, কোন দিন বা ২।১ খানি জিলিপি লইয়া জল খান, বাড়ী আসিবার সময় এক মুদির দোকান হইতে খানিক করিয়া ঘি লইয়া যান। যাহার নিকট হইতে যাহা লন, তাহা তাহাদিগকে না সুধাইয়া নিজ হস্তেই লইয়া থাকেন; কারণ তাহারা সকলেই তাঁহার খাতক, দেনাদার। ময়রা বড়ই গরিব। তাহাকে তিনি একটি মাত্র টাকা কর্জ্জ দেন। ময়রার নিকট বাবু টাকা চাহিলেই, দিব দিচ্চি করিয়াই সারিয়া দেয়; ২ মাসের মধ্যে নগদ একটি পয়সাও বাবু তাহার নিকট হইতে ত আদায় করিতে পারেন নাই। এখন ২ মাস পরে বাবু সেই একটি টাকা ও তাহার মাসে দুই আনা করিয়া সুদ ধরিয়া ১।০ দাবি দিয়া প্রায় টাকা দুই খরচ করিয়া নালিশ করেন। বিচারের দিন ময়রা খাতা লইয়া উপস্থিত!, খাতায় প্রত্যহ এক পয়সা করিয়া খাবার লেখা আছে; ও তাহা বেশ প্রমাণও হইয়া গেল! বিচারক দেখিলেন, যে বাবু ১।০ সিকারও বেশি লইয়াছেন; সুতরাং মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন, যে টাকা দুই খরচ করিয়া নালিশ করেন, তাহাও গেল!

নি। আচ্ছা মহাজন ত? বিচারও বেশ হইল।

বি। আবার * বাবুর কথা বলি;—তাঁহার মাসিক প্রায় হাজার টাকা আয়, সন্তান সন্ততি ত, জান, কিছুই নাই;—

নি। তিনি ত নামজাদা কৃপণ, কলা বিক্রয় করেন ত?

বি। কলা বিক্রয়ে দেখ, তাঁহার প্রকৃত কোনই দোষ নাই।

নি। না, আমি সেটা দোষের কথা বলিতেছি না।

বি। যদি তাহার জন্য তাঁহাকে দোষী না বল, তবে ও প্রকার বলা উচিৎ নহে; যাক্;—তাঁহার স্ত্রী এক দিন চাকর দিয়া এক খানি কাপড় কিনিয়া কোন ব্রাহ্মণকে বুঝি দেন, বাবু তাহাই দেখিয়া স্ত্রীকে বড়ই তিরষ্কার করেন, সেই হইতে তাঁহার স্ত্রীর যখন যাহা আবশ্যক হয়; তখন তাঁহার বাবার নিকট হইতেই লন।

নি। অত বর্ড় ও মানী লোকের মেয়ে! তাঁহার মন ত কিছু উচ্চ হওয়াই চাই।

বি। বাবু কখন কাহার নিকট হইতে কোন দ্রব্য নগদ খরিদ করেন না; সকলেরই নিকট দেনা; ছমাস না হাঁটাইয়া কাহাকেই কিছু দেন না।

নি। লোক তাঁহার নিকট জিনিশ পত্র বিক্রয় করে কেন?

বি। বিক্রেতাও ত দেখি বেচিতেও ছাড়ে না; তাহার একটি কারণ আছে; ছয় মাস হাঁটিয়া কেহ সমস্ত টাকা না পাইলে তাঁহার সেই কথা তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট যদি কেহ বলে, শ্বশুর মহাশয় তৎক্ষণাৎ মিটাইয়া দেন।

নি। বড় মন্দ নহে তবে! আচ্ছা কি বলিয়া ভাঁড়ান—

বি। ভাঁড়ানর আর কথা কি; ভাঁড়াইব মনে করিলেই, কত প্রকার ভাঁড়াইতে পারা যায়। আজ বৃহস্পতিবার, আজ টিকৃটিকি পড়িল, আজ তৈল মাখিয়াছি, আজ স্নান করিয়াছি, আজ বড় মাথা ধরিয়াছে, কাল বড় মন্দ স্বপ্ন দেখিয়াছি ইত্যাদি—

নি। ভাঁড়ানর মধ্যেও মজা আছে দেখ্ছি।

বি। একবার তাঁহার স্ত্রীর পীড়া হয়। নিজেই এটা ওটা দেন। পরে ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হইলে, একটু সাংঘাতিক রকমের হইলে, তাঁহার শ্বশুর মহাশয় কন্যাকে বাড়ী লইয়া গিয়া রোগ আরাম করান।

নি। তবু নিজে ডাক্তার কি বৈদ্য দেখাইবেন না!

বি। হাতে ২০।২৫ হাজার টাকা থাকিলেও সংসার চলাভার হয়, বলিয়া মাথা ধরাইয়া বসিয়া থাকেন; আবার যেই সেই টাকা কর্জ্জ দিলেন, তখন আবার কি প্রকারে আদায় করিবেন ভাবিতে ভাবিতে শিরঃ-পীড়ায় কাতর হন; শিরঃপীড়া সুতরাং লাগিয়াই আছে; কখনই তাঁহাকে এক দিনের জন্যও সুস্থশরীর দেখিলাম না; গুণ এই যে, মেজাজ বড় ঠাণ্ডা; কিছুতেই রা শব্দ মুখে নাই।

নি। কৃপণ হইলেই কি ঠাণ্ডা মেজাজ হয় নাকি?

বি। প্রায়ই ত তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়; যাক, যে কয়েক জন

কৃপণের নাম উল্লেখ করিলাম, তাঁহারা প্রত্যেকেই আমাদের সাক্ষাৎ জানিত কিন্তু আর এক ব্যক্তির গল্প শুনিয়াছি যে তিনি ২টি মাত্র চাপকাণে ১০ বৎসর কাটাইয়াছিলেন! যখন যে স্থানটি ছিঁড়িয়া যাইত, তখন সেই স্থানটিতে তালি দিতেন, এই প্রকার তালি দিতে দিতে দশবৎসর পরে, তাহাতে এত তালি দিতে হইয়াছিল, যে সর্ব্বপ্রথমের চাপকাণের কাপড়ের আর কোনই চিহ্ন ছিল না। ৮০, টাকা মাসে মাহিয়ানা পাইতেন, ৩০ হাজার টাকা জমাইয়া পেন্‌সন্‌ লয়েন; শুনিতে পাই যে এখন ও তিনি জীবিত আছেন। একটি সন্তান তাঁহার কি অক্ষর গো মাংস!

নি। বেশ বাহাদুর ব্যক্তি বলিতে হইবে। তবে আমিও একটি গল্প বলি, এটি ঠিক গল্প নহে—বাবার মুখে শুনিয়াছি—; একজন সন্ধ্যার পর, উলঙ্গ হইয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতেন, কেহ তাঁহার নিকট যাইলে কাপড় পরিয়া আলো জ্বালিয়া বাহির হইতেন, আবার যেই তিনি চলিয়া যাইতেন, অমনি আলো নিভাইয়া উলঙ্গ হইয়া থাকিতেন, তিনিও একজন চাকুরে; বোধ করি এখন ও বাঁচিয়া আছেন'!

বি। তোমার গল্পটিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখছি। এক সঙ্গেই দুইটি অপব্যয়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি! উনি তবে দেখছি যে হুতোমের বর্ণিত চশমা ধারী একচক্ষু হীন ধনী ব্যক্তি অপেক্ষাও সরস! আর একটি কৃপণের গল্প আমি বলিতে পারি—

নি। এই রকমেরই নাকি?

বি। প্রায় বটে! তিনি এক দিন রাত্রিতে কোন বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে যান; বড়ই অন্ধকার, সেই জন্য লণ্ঠনে বাতি জ্বালিয়া যাইতেছেন, পায়ে এক জোড়া নূতন জুতা; যাইতে যাইতে পথিমধ্যেই ফিস্‌ফিসিনি বৃষ্টি আসিল; জুতা যোড়াটি খুলিয়া হস্তে করিলেন। বাতি নিভাইয়া পুনরায় বাড়ী গমন করিলেন; পুরান জুতা পরিয়া লণ্ঠন হস্তে কিন্তু অন্ধকারেই পুনরায় যাত্রা করিলেন; শুনিয়াছি ইনিও একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ধনী; শুনিতে পাই তিনি নাকি পরের পয়সায় মদ খাইতে ও বেশ্যালয় যাইতে বড় ভাল বাসেন!

নি। ইনিও ত বড় মন্দ নহেন।

বি। আচ্ছা এখন ও কথায় আর কার্য্য নাই ; কৃপণতার দোষ দেখাইবার জন্যই ত এই কয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তির কথা উঠিল ; যে কৃপণতা পরিমিত সীমা অতিক্রম করিয়া জঘন্যতায় ও নীচতায় পরিণত হয়, সে কৃপণতা যে দোষের তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি এ প্রকার কৃপণতায় যে কেবলই দোষ, কোনই গুণ নাই, এমন নহে ; গুণ ও আছে ; সেই দোষ ও গুণ পরে বলিতেছি ; কৃপণ বলিয়াই ঘৃণাকরা যেন আমাদের স্বভাব, আর আমাদের চক্ষে কৃপণও যেন অনেক পড়ে ; কারণ পরিমিত ব্যয়ীকেও আমরা অনেক সময়ে কৃপণ বলি, কৃপণ বলিয়া ঘৃণাকরি ; একটি লোকের একটি দোষ, শুনিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করি, দোষ তিল প্রমাণ হইলেও তাল প্রমাণ করি ; কিন্তু একটি লোকের গুণের কথা শুনা দূরে যাউক, দেখিলেও যেন তাহা গুণ বলিয়া ধরি না ; ধরিলেও তাল প্রমাণ গুণ হইলে তিল প্রমানই করি ; অপর ব্যক্তিকে যেন কোন প্রকারেই আমরা প্রশংসা করিতে চাহিনা ; কেবল নিন্দাই করিতে চাই, এটি যেন আমাদের স্বভাব।

নি। তাহা সত্য। ওবিষয়ে অবশ্য পূর্ব্বেও অনেকবার বলিয়াছ ; আমিও তাহা বেশ বুঝিয়াছি।

বি। তবে এখন একটি কথাবলি ; কেহ কোন প্রকার নিন্দনীয় কার্য্য করিলেও, তৎক্ষণাৎ তাহার নিন্দাকরা উচিৎ নহে, যত দিন সেই নিন্দনীয় কার্য্যের কোন সন্তোষ জনক কারণ ও উদ্দেশ্য না জানা যায়, তত দিন নিন্দনীয় কার্য্য দেখিবামাত্রই, নিন্দাকরা উচিৎ নহে ; একজন একটি নিন্দনীয় কার্য্য করিলেন, কিন্তু সেই কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে অনেক সময়ে তাঁহার জীবনের মধ্যেও পারা যায় না ; তাঁহার মৃত্যুর পর উদ্দেশ্য বোঝা যায় ; মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুতেই বোঝা যায় না। ইহারই একটি গল্প আছে, সেই গল্পটি বলি ;—এক অতি দরিদ্রের সন্তান, দেয়াল্লাইয়ের বাক্স ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতেন, পরে স্বীয় অধ্যবসায় ও কৃপণতা দ্বারা, ধনী হন ; তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি কিছুই ছিলনা ; ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতেন না ; কখনও কোন বিষয়েই এক কপর্দ্দক ও চাঁদা দিতেন না ; কাহারও সহিত আলাপ পরিচয়ও করিতেন না ; সকলেই তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া ঘৃণা করিতেন ;

তাঁহার "নাম করিলে সে দিন অন্ন জুটিত না, উনোনের বগুনা ফাটিয়া যাইত"। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না; কাহারও কোন কথাতেই থাকিতেন না, কম্পাসের শলাকার মত, তাঁহার মস্তিষ্ক ও হৃদয়, কেবল স্বীয় কার্য্যের দিকেই থাকিত। এক সময়ে পীড়িত হইয়া পড়িলেন; পীড়ার একটু উপশম হইলে পর, এক ইঞ্জিনিয়ারের নিকট গিয়া, অমুক স্থানে এই প্রকার একটি পুষ্করিণী খনন করিতে কতব্যয় হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন।

নি। ইঞ্জিনীয়ার বুঝি পুকুর কাটাইবার খরচ বলিতে পারেন!

বি। পুকুর কাটান, বাড়ী তৈয়ার, সাঁকো প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ের খরচ খরচা, ও তাহা কি প্রকারের হইলে কি প্রকার ফলপ্রদ হইবে; তাহাই ইঞ্জিনীয়ার বলিতে পারেন— যাঁক, এখন ইঞ্জিনিয়ার তাঁহাকে বিলক্ষণ জানিতেন; প্রস্তাব শুনিয়াই হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু নাছোড়বন্দা হইয়া ধরাতে বলেন যে ২৫ হাজার টাকা লাগিবে! ইহা শুনিয়াই তিনি গৃহে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহার ২০ হাজার টাকা জমিয়াছে কয়েক বৎসর পরে পুনরায় পীড়িত হন; পীড়া যে সংঘাতিক তাহাও বুঝি-লেন; তাহাতে আবার বৃদ্ধাবস্থা; সুতরাং চিকিৎসা করা বোধ করি অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া; একদিন একটু ভাল আছেন, লাঠি ধরিয়া পথিপার্শ্বে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে এক অতি বিশ্বস্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি সেই পথ দিয়া যাইতেছেন, কৃপণ তাঁহার হস্তে, এক খানি খামে মোড়া ও দৃঢ়বদ্ধ পত্র দিয়া বলিলেন, "মহাশয় আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রখানি নিজের কাছে রাখিয়া দিবেন, আমার মৃত্যুর পর খুলিবেন, কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুতেই যেন খুলিবেন না।"

নি। বেশ গল্পটি; বোধ করি গল্পের ভাবও বুঝিয়াছি।

বি। ইহারই অতি অল্প দিন পরেই কৃপণের মৃত্যু হইল; কোন একটি লোক মৃত ব্যক্তির কথানুসারে এই সংবাদ পূর্ব্বোক্ত মহাশয়কে দিলেন; মহাশয় পত্র খানি খুলিয়া পড়িলেন; পড়িয়া এক বারে অবাক নিস্তব্ধ ও বিস্মিত! পত্রে প্রকাশ, যে অমুকস্থানে ৩০ হাজার টাকা

আছে; সেই টাকায় অমুকস্থানে এই প্রকারের এক পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে; পুষ্করিণীর কোন স্থানেই যেন মৃতব্যক্তির কোন প্রকার স্মরণ চিহ্ন না থাকে—তোমার চক্ষু ছল ছল করিতেছে যে?

নি। চক্ষু ছল ছল করিতেছে, কেন বলিতে পারি না, তিনি ত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, তিনি ত জঘন্য কৃপণ নহেন! তাঁহার বাড়ী কি হইল?

বি। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন, একটি মাত্র সামান্য কুঠুরি, যৎসামান্য ভাড়া দিয়া থাকিতেন; কোনই তৈজস পত্রাদি ছিল না, হোটেলে খাইতেন;—দেখ দেখি, লোকের কার্য্য দেখিয়া উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা কত কঠিন ব্যাপার! তাই কথায় বলে "পরচিত্ত অন্ধকার"

নি। ঠিক কথা। এ রকম লোকের কিন্তু এক অতি প্রকাশ্য স্থানে উত্তম স্মরণ চিহ্ন থাকা কর্ত্তব্য; তাঁহার কোন স্মরণ চিহ্ন হইয়াছিল কি?

বি। গল্পে ত তাহার কোনই কথা নাই; বেশ জানিও নির্ম্মলে! পরচিত্ত অন্ধকার।

নি। তাইত!

বি। আমার ত বোধ হয়, আমার নিজের চিত্তেই অনেক সময়ে অন্ধকার দেখি, এ প্রকার কত কার্য্য করি, যাহার উদ্দেশ্য থাকে না; উদ্দেশ্য বুঝিয়াও কত কার্য্য করি না; আবার আজ যে কার্য্যটি ভাল বলিয়া করিলাম, কাল সেটি অন্যায় বোধ হইল, আজ যেটি অন্যায় বোধ হইল, কাল সেটি ভাল বোধ হইল; কত মন্দ কার্য্য মন্দ বুঝিয়াও করি, কত ভাল কার্য্য ভাল বুঝিয়াও করি না, তাই বলি, নিজের চিত্তেই অন্ধকার দেখি, নিজের চিত্তই বুঝি না, পরের চিত্ত ত অন্ধকার হইবারই কথা। পরচিত্ত বুঝিবার আমার শক্তি কোথায়? নিজের চিত্তই যদি বুঝিতাম, আমি আমি থাকিতাম না, পরচিত্ত বুঝিলে যে আমি কি হইতাম, তাহা অনুমানও করিতে পারি না!

নি। যথার্থই ত।

বি! সাধ হয়, যে গল্পের কৃপণের যেন লক্ষাংশেরও এক অংশ হইতে পারি; সাধ ত হয়, কিন্তু শক্তি কৈ। বলিয়াছি যে, আমাদের

চক্ষে অনেক কৃপণ পড়ে, কারণ আমরা পরিমিত ব্যয়ীকেও কৃপণ বলি; আমাদের এখানে বোধ করি কৃপণের সংখ্যা ৫।৭টির অধিক নাই; কিন্তু ধর ২০ হাজার লোকের মধ্যে মোট না হয় ৫।৭ টি হইল, সুতরাং কৃপণের সংখ্যা অল্পই, আবার যদি অপব্যয়ীর সংখ্যা ধর, তাহা হইলেও বোধ করি ১০।১২টির অধিক নহে; সুতরাং অপব্যয়ীর সংখ্যাও অল্পই; পরিমিত ব্যয়ীর সংখ্যাই অতি অধিক।

নি। তাহা ত দেখাই যায়।

বি। এখন দেখিতে পাই, মনুষ্য হিংসাপূর্ণ; এই জন্য এক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, আমরা যেন বোতল বদ্ধ সর্প শ্রেণী! পরস্পর পরস্পকে দংশন করি।

নি। ঠিক কথা বটে।

বি। আবার দেখ; আমরা স্বার্থপর; আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, ফলে বোঝ যে, আমরা স্বভাবতঃ যাহা তাঁহাই আমাদের প্রায় সকলেই; আর আমরা স্বভাবতঃ যাহা নহি, তাহা আমাদের অল্পই; সুতরাং পরিমিতব্যয়ীই যখন আমরা অধিকাংশ; তখন আমরা স্বভাবতই পরিমিতব্যয়ী, কৃপণও অপব্যয়ী আমাদের অল্পই, সুতরাং কৃপণতা ও অপব্যয়ীতা আমাদের স্বভাব নহে; যাহা স্বাভাবিক তাহাই অধিক, যাহা অধিক তাহাই স্বাভাবিক; এ কথা বলিলে বোধ করি ভুল হয় না।

নি। আমার বোধহয় উহা ঠিক কথাই।

বি। যদি পরিমিতব্যয়ী হওয়াই আমাদের স্বভাব হয়, তবে ঐ স্বভাবটি আমাদের মহৎগুণের; আমাদের স্বভাবের অনেক দোষের মধ্যে ঐ একটি গুণ; সুতরাং মনুষ্যকে একবারে সর্প বলিতেও পারি না, তবে যে অধিকাংশ লোকেই সর্পতুল্য ও স্বল্পাংশী লোকই দেবতুল্য, তাহা কেবল মাত্র অবস্থার দোষে ও গুণে, শিক্ষার দোষে ও গুণে; সেই শিক্ষার দায়ী তোমারাই অধিক, আমরা কম। আচ্ছা একথা এখন ছাড়িয়া দিই; আমাদের ব্যয়ের দুইটি সীমা আছে; ও সেই দুই সীমার মধ্যে ও একটি ব্যয় আছে; পরিমিতব্যয়, ঐ মধ্যবর্ত্তী ব্যয়; কৃপণতা ও অপব্যয়ীতা দুইটি প্রান্ত; এই দুই ব্যয়ই অপরিমিত,

একটি পরিমিত অপেক্ষা কম, তাহাই কৃপণতা; একটি পরিমিত অপেক্ষা বেশি, তাহাই অপব্যয়ীতা। যে প্রকার পরিমিত ব্যয়ীতা গুণের, সুতরাং বাঞ্ছনীয়; সেই প্রকার অপরিমিত ব্যয়ীতা, অর্থাৎ কৃপণতা ও অপব্যয়ীতা, দোষের, ও তাহা বাঞ্ছনীয় নহে; কৃপণ মনে করেন অর্থের একটি যেন সীমা আছে, এবং অর্থ সংগ্রহ করাই সুখ; অপব্যয়ী মনে করেন, অর্থের সীমা নাই, অর্থ নষ্ট করাই সুখ; কৃপণ অর্থ সংগ্রহ করাই সুখের মনে করেন, অপব্যয়ী অর্থ নষ্ট করাই সুখ মনে করেন; কৃপণ নিজের ও নিজের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রকৃত সুখস্বচ্ছন্দতা দেখেন না; অর্থ সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত; অপব্যয়ী নিজের ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের অপ্রকৃত সুখস্বচ্ছন্দতাই দেখেন; অর্থ নষ্ট করিতেই ব্যস্ত; কৃপণ অর্থ দ্বারা সুখ পাওয়া যায় মনে না করিয়া অর্থই সুখ মনে করেন; কৃপণের ধনের আশা মিটে না, অপব্যয়ীরও অর্থনষ্টের আশা মিটে না; কৃপণ অর্থ সংগ্রহ করিয়াও অসুখী, অপব্যয়ী অর্থ নষ্ট করিয়াও অসুখী; সুতরাং উভয়েই সুখে বঞ্চিত হইলেন। কৃপণ কেবল স্বয়ং বঞ্চিত হইলেন, অপব্যয়ী স্বয়ং বঞ্চিত ত হইলেনই, অপর সকলকেও বঞ্চিত করিলেন; কৃপণ অপরকে কৃপণ হইতে শিখায়, অপব্যয়ী অপরকে অপব্যয়ী হইতে শিখায়, কিন্তু দেখাযায়, যে কৃপণ হওয়া কঠিন, অপব্যয়ী হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ; সুতরাং অপরে কৃপণ হইতে শিক্ষিত হইলেও সহজে কৃপণ হইতে পারে না; কিন্তু অপরে অপব্যয়ী হইতে শিক্ষিত হইলেই সহজেই অপব্যয়ী হয়েন। কৃপণ ও অপব্যয়ীর প্রভেদ দেখিলে!

নি। দেখিলাম বটে, কিন্তু যেন কঠিন বোধ হইতেছে।

বি। চিন্তা করিও, ভাবিও, জিজ্ঞাসা করিও কঠিন সহজ হইয়া যাইবে; এখন কেবলমাত্র কৃপণেরই ২।৪ কথা বলি; অর্থে সকল সুখ পাওয়া যায় না, অর্থে অনেক সুখ পাওয়া যায়; সুতরাং অর্থ উপকারী, অর্থ সংগ্রহ করাও উপকারী; নিজকে বঞ্চিত করা, যে কেবল দোষের, তাহা নহে; নিজকে বঞ্চিত করায় গুণও আছে; সুতরাং নিজবঞ্চনে দোষও আছে, গুণও আছে; নিজবঞ্চন দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করাও দোষের এবং গুণের, যদি মহৎ উদ্দেশ্যে নিজকে বঞ্চিত কর, যদি মহৎ উদ্দেশ্যে নিজের

জীবন বিসর্জ্জন কর, তাহা মহৎ গুণের; কৃপণের গল্পেও তাহা, দেখিয়াছ। সকল কৃপণই যে মহৎ উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহাও নহে। যে সকল কৃপণ ব্যক্তি মহৎ উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করেন না, তাঁহারাই নিন্দনীয় কৃপণ; কিন্তু তথাপি কৃপণ যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া মরিয়া গেলেন, তাঁহার সন্তান সন্ততিও ত সেই অর্থের সংব্যয় করিতে পারেন; তাঁহারা যদি তাহা না করেন, তবে তাহাও দোষের। ধর, কৃপণের পুত্রও কৃপণ হইলেন—প্রভূত অর্থের অধিকারী হইলেন; এখন ধর; তোমার ভারি বিপদ, টাকা আবশ্যক, কিন্তু কৃপণকে শুদ না দিলে টাকা পাইবেনা, শুদ দিলেই টাকা পাইবে; শুদ দিলে টাকা পাইলে; তোমার বিপদ গেল। এখন দেখ দেখি, প্রকারান্তরে সেই নিন্দনীয় কৃপণের অর্থ দ্বারা তোমার উপকার হইল কিনা? সুতরাং কৃপণের অর্থদ্বারাও উপকার হয়, মহৎ উপকার হয়; কৃপণের উপকার করা উদ্দেশ্য না থাকিলেও, তাহার অর্থে উপকার হয়; তাই কি মন্দ? কৃপণ সুখী হন না, কিন্তু কৃপণ, অপব্যয়ীতার মহৎ মহৎ দোষে দোষীও হন না; তাই কি মন্দ? কৃপণ তোমাকে বিনাশুদে কি অল্পশুদে টাকা দিল না, তুমি তাহাকে কেন নিন্দা করিবে? অবশ্য কৃপণ, মনুষ্য পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে তিনিই যেন একাই সুখের পাত্র মনে করেন; অন্যের সুখ দেখেন না, এ অতি মহৎ দোষের! কিন্তু তাঁহার ত ঐ প্রকার জ্ঞান হইবার মহৎ শিক্ষা হয় নাই; তবে আর তাঁহার মহৎ দোষই বা বলি কেন? বুঝিয়াও তাহা যদি না করিতেন, দোষের হইত। তুমি আমি যে কত ভাল কার্য্য বুঝিয়া, করি না; শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিয়াও যে করিনা; কৈ তুমি তোমাকে, কি আমি আমাকে কি তজ্জন্য ধিক্কার দিই? আমি আপনাকেই জানিনা; জানিয়াও সেই জানার মত কার্য্য করি না; আমি অন্যকে জানিতে চাই! অন্যকে সেই অনুসারে কার্য্য করাইতে চাই! এটা কি ধৃষ্টতা নহে? অনধিকার চর্চ্চা নহে? দেখ দেখি আমাদের কতদূর মূর্খতা! নিজের দোষ, নিজে কতক পরিমানেও দূর করিতে পারিলেই যে আমরা সুখী হইতে পারি; আর সেই সুখী হইবার ক্ষমতাও যে আমাদের বিলক্ষণ আছে, কৈ তাই কি করি? না তাই ভাবি!

"আপনাকে জানেনা যেজন, পরকে জানতে চায়
জলেতে থাকিয়া মীন মরে পিপাসায়"

নি। বেস্‌।

বি। তবে যে একটি কথা আছে, কৃপণের ছেলে অপব্যয়ী হয়; সে কথায় আমার আস্থা নাই; সকল কৃপণেরই ছেলে অপব্যয়ী হয় না; কতক কৃপণের ছেলেই অপব্যয়ী হয়; আমার বিশ্বাস অর্দ্ধেকেরও কম হয়। কিন্তু কৃপণের ছেলেও অপব্যয়ী হয়, অপব্যয়ীর ছেলেও অপব্যয়ী হয়, পরিমিত ব্যয়ীর ছেলেও অপব্যয়ী হয়; আর যদি কৃপণের ছেলে অপব্যয়ী হয় বলিয়াই কৃপণকে দোষী কর, তবে যে অপব্যয়ীর ছেলেও মিতব্যয়ী হয়। তা অপব্যয়ীকে কি গুণের অংশ দাও? কৃপণের ছেলে বলিয়াই ত অপব্যয়ী হয়না; যে কৃপণ তজ্জন্য দোষী হইবেন। অপব্যয়ী হয় শিক্ষার দোষে; সন্তানের শিক্ষার পূর্ব্বে, কৃপণের মৃত্যু হইলে সন্তান অপব্যয়ী হয়; কারণ এক মহা পণ্ডিত বলিয়াছেন যে অর্থ যেন বৃক্ষের সার; অপরিমিত সারে বৃক্ষ মরিয়া যায়, অপরিমিত অর্থেও লোক অপব্যয়ী হয়, একথা অনেকটা সত্য; কিন্তু অপরিমিত অর্থের স্বামী হইয়া, যে একজন অপব্যয়ী হইলেন, তাহা কি সেই অর্থের দোষে? না, উহা সুশিক্ষার অভাবের ও কুশিক্ষার প্রভাবের দোষ। তবে ঘটনাই নাকি অনেক স্থলে ধরিতে হয়;—অপরিমিত অর্থে, অপব্যয়ী হয় দেখা যায়, কিন্তু অপরিমিত অর্থে কি পরিমিতব্যয়ী মোটেই হয় না? সুশিক্ষায় অভাবেও হয় না? সন্তান নিজে নিজেই শিক্ষিত হইয়াও কি কৃপণের পুত্র, অপরিমিত অর্থের অধিকারী হইয়া পরিমিত ব্যয়ী হয়না? যদি হয়; তবে ইহাও ত ঘটনা? ইহাও ধরিতে হয়; আরও এক কথা, দোষ দেখাইয়া দিলে দোষ যাইতে পারে; সুতরাং সংশোধন করিবার জন্যই অপরের দোষ দেখান ভাল, মন্দ নহে; যে পরিমানে অপরে সংশোধিত হইবেন, সেই পরিমানেই সমাজের, জাতির, পৃথিবীর সুখ, কিন্তু ইহা মনে করিও, তোমার পক্ষে যেমন অন্যান্য সকলেই অপর; তেমনি প্রত্যেক অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষেও তুমি অপর; অপরের দোষ দেখান যদি তোমার কর্ত্তব্য হইল;

অন্যের পক্ষেও তোমার দোষ দেখান কর্ত্তব্য, তা অন্যে দোষ দেখাইবার পূর্ব্বেই কেন নিজেনিজে সংশোধিত হওনা? তাই পুনরায় বলি—

"আপনাকে জানেনা যে জন পরকে জান্তে চায়
জলেতে থাকিয়া মীন মরে পিপাসায়"

নি। তাই বটে।

——

স্মরণ বিস্মরণ।

নি। আজ তোমাকে একটু মন মরা মন মরা বোধ হচ্ছে নয়?

বি। একটি এপ্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি।

নি। ঘটনাটি কি?

বি। পায়খানায় গিয়াছিলাম, পকেটে চাবির থোলো ছিল, পায়-খানার গামলায় তাহা পড়িয়া গিয়াছে!

নি। এই ত কথা! মেথর ডাকিয়া তুলিয়া লও, এখনই সব গোল মিটে যাবে।

বি। গোল ত মিটে যাবেই, কিন্তু দুঃখ হইতেছে এই জন্য;—বৎসর দুই হইল আমি ঢাকায় যাই জান, সেখানেও একদিন ঠিক ঐ প্রকার ঘটিয়াছিল। একটি বন্ধুর বাসায় ছিলাম, পায়খানায় গিয়াছি, আর উঠিবার সময়ে পকেটে একখানি ছোট তোয়ালে বাঁধা চাবি, দশটি টাকা ও গণ্ডা পাঁচ ছয় পয়সা ছিল; সব পায়খানায় পড়িয়া যায়! বন্ধুকে বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মেথর ডাকাইয়া, তাহা তোলাইয়া দেন। পয়সা গুলি ও তোয়ালে খানি মেথরকে দিলাম, সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম

যে পায়খানায় যাইবার সময় পকেটে আর কিছুই রাখিব না। অনেক দিন প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্যও করিয়াছিলাম; কিন্তু কেমন মন, অল্পে অল্পে আবার তাহা ভুলিয়া যাই, ভুলিয়া যাওয়ার ফলও আজ পাইলাম, হাতে হাতেই বেশ ফল পাইলাম।

নি। তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু কোন ক্ষতি কি হইয়াছে! না একটা বড় দোষই করিয়াছ?

বি। কি জন্য দুঃখিত হইয়াছি, তাহা ঠিক বুঝিতে পার নাই। একটি অতি সামান্য বিষয়েও প্রতিজ্ঞা করিয়া যে রক্ষা করিতে পারি নাই, সেই দুঃখ; যে প্রতিজ্ঞা পালনে, কোনই পরিশ্রম চাই না, কোনই অর্থব্যয় চাই না, সেই এক অতি সামান্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না! এই সামান্য ক্ষমতা টুকুও হইল না!! সৎকার্য্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলাম, সামান্য প্রতিজ্ঞাই ভঙ্গ করিলাম, ক্ষতিও হইল, অসুবিধাও হইল; তা সেই দুর্ব্বলতা কি যৎ-সামান্য? কখনই না।

নি। আমি অবশ্য অত তলাইয়া বুঝি নাই; অত বুঝিয়া কার্য্য করাও যে কঠিন।

বি। তোমার আমার পক্ষেই উহা কঠিন! উহা প্রকৃত সহজ, এবং অতি সামান্য; কিন্তু এক অবহেলাই উহাকে কঠিন করিয়া দেয়। আচ্ছা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কঠিন বলিয়া কি উহা অবহেলা করিতে হইবে? কঠিনকে সহজ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না? কঠিনকে কি কঠিন-তর করিতেই চেষ্টা করিতে হইবে! প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কঠিন; আমার পক্ষে কঠিন দেখিলাম, অপরের পক্ষেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ত কঠিন; কিন্তু তাহাই কি ভাবি? আমার পক্ষে কঠিন হইল, কিন্তু অপরের পক্ষে নিশ্চয়ই সহজ; কঠিন বলিয়া আমি পারিলাম না, আমার দোষ নাই; সহজ তথাপি অপরে পারিলেন না, তিনি মহাদোষী; ইহাইত আমরা ভাবি! অপরের সামান্য সামান্য বিষয়ে মহৎ মহৎ দোষ দেখি, আর নিজের সময় তাহাতে দোষ নাই! আর তুমি যে' বলিলে, উহাতে ক্ষতিই বা কি? দোষই বা কি? কিন্তু আমার নিজেরই না হউক, অপরের যে

বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তাহা তুমি বুঝিলে কি প্রকারে!' মনে কর, ঠিক এই সময়েই যদি কাহাকে কোন টাকা কড়ি দিবার কথা থাকিত; তিনি আমার নিকট হইতে টাকা লইয়াই কলিকাতা যাইবেন; তিনি ত এখন আমার নিকট হইতে টাকা পাইতে পারেন না? তাঁহার কলিকাতায় যাওয়া হইল না; তাঁহার ক্ষতি হইল না? তাঁহার অসুবিধা হইল না? অথবা মনে কর, কাহারও পুত্রের ভয়ানক পীড়া হইয়াছে, তাঁহার হাতে একটিও টাকা নাই, ঠিক এই সময়ে তাঁহাকে টাকা দিব কথা দিয়াছি; তিনি বাড়ীতে বৈদ্য বসাইয়া রাখিয়া দৌড়িয়া আমার নিকট টাকা লইতে আসিলেন; আমি দিতে পারিলাম না; তাঁহার ক্ষতি হইল না? তাঁহার অসুবিধা হইলনা? আবার মনেকর—

নি। তা ঠিক; কিন্তু বলিলাম ত আমি অত ভাবি নাই।

বি। কথা বলিবার পূর্ব্বে, একটু বেশ করিয়া ভাবা উচিৎ; ভাবিয়া চিন্তিয়া, বলিতে বলিতেই এমনই অভ্যাস হইয়া যায়, যে কিছু বলিতে আর বিশেষ ভাবিতে হয় না; মুখে আসিল আর বলিয়া ফেলিলাম, তাহাতে একটু যেন পাগলামি প্রকাশ পায়; লঘুচিত্ততা প্রকাশ পায়; ছেলেমো প্রকাশ পায়; তোমার যে বয়স, তাহাতে অবশ্য ওপ্রকার কথা ছেলেমো বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না; আবার তোমার বয়সে ত কত জনের ২।১ টি সন্তানও হইয়াছে; তা তাঁহারা ঐ বয়সে কি ছেলেমানুষ? ২।৩ সন্তানের মাতা হইয়া, ছেলের মত, সন্তানের মত কার্য্য! "পাগলে কি না বলে" কথাটি জান কি?

নি। জানি বৈ কি? আচ্ছা বুঝিয়াছি।

বি,। দেখ নির্ম্মলে, তুমি এই ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছ, অথবা ধর, ঐ ছাতের উপর বেড়াইতেছ, দেখিলে যে একটি ছোট ঢিল পড়িয়া রহিয়াছে; তুমি সেই ঢিলটি লইয়া ফেলিয়া দিলে, কিন্তু কোথায় ফেলিয়া দিলে, বা কোন দিকে ফেলিয়া দিলে, তাহা একবার ভাবিলেও না। এখন হয় ত সেই ঢিলটি একখানি সার্সিতে লাগিল, সার্সিখানি ভাঙ্গিয়া গেল! নাহয়, ঐ আলিসার উপর একটি চটাই পাখী বসিয়াছিল, তাহার গায়ে লাগিল, সে মরিয়া গেল! অথবা ঐ পথ দিয়া একটি

বালক, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কি দেখিতে দেখিতে বা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিল, তাহার একটি চক্ষের উপর পড়িল, তাহার চক্ষুটি কানা হইয়া গেল! অন্যমনস্ক হইয়া সেই ঢিল ত্যাগ করায়, যে কুকার্য্য করিলে, তাহার কি কোনই প্রতিবিধান আছে? সেই প্রকার, মুখে যাহা আইসে সামান্য, অতি যৎসামান্য হইলেও, তাহা তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলে যে অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ পায়, তাহারও কোনই প্রতিবিধান নাই! সুতরাং রসনাশাসনও অতি আবশ্যক। সংসারে প্রত্যহ যত প্রকার অনিষ্ট ও অশান্তি ঘটিতেছে, তাহার এক অতি প্রধান কারণ, এই রসনাশাসনের অভাব। ভরসা করি, রসনাশাসনে মনোযোগী হইবে।

নি। বেশ বুঝিয়াছি; যাহা মুখে আসে, তাহা তখনই বলা ভাল নয়।

বি,। কিন্তু তথাপি আরও একটি কথা বলি; মন সদাই চিন্তাশীল কত সময়ে, যে কত প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; কিন্তু ঠিক জল বুদবুদের মত, ঐ সকল ভাব উদয় হইয়াই আবার লীন হইয়া যায়, তাহা ভুলিয়া যাই। অথচ সেই সকল ভাবের মধ্যে, অনেক এপ্রকার অতি মহৎ ভাব থাকে, যে সেই সকল ভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে, অনেক উপকারে আইসে। সুতরাং মনের ভাব, সদা সর্ব্বদা মুখে প্রকাশ করা মন্দ হইলেও, তাহা লিখিয়া রাখা অত্যন্ত উপকারী।

নি,। বেশ কথা মনে হইয়াছে! তোমার খাতায় একস্থানে লেখা আছে, "কেঁচো ও দধিয়াল পাখী"। সেটি কি বল ত?

বি,। দাঁড়াও, দেখি;—সে অনেক দিনের কথা। বাগানে পায়-খানার সম্মুখে একটি দধিয়াল, তাহার শাবককে খাওয়াইবার জন্য একটি কেঁচো ঠোকরাইতেছে, এমন সময় একটি দাঁড়কাক কোথা হইতে আসিয়া সেই কেঁচোটি কাড়িয়া লইবার যোগাড় করিতে লাগিল! মাতা ও শাবক তাহার কিছুই করিতে পারিতেছে না, কেবলমাত্র দুঃখসূচক চীৎকার করিতে লাগিল! কিন্তু বলিলে না প্রত্যয় করিবে নির্ম্মলে! ৩/৪টি চটাই পক্ষী আসিয়া যেমন সেই মাতার পক্ষ লইল, দাঁড়কাকের আর

ক্ষমতা হইল না যে, সেই কেঁচোটি খাইয়া ফেলে!৹ তবেই দেখ, উৎপীড়িত ব্যক্তি যতই কেন দুর্ব্বল হউক না, তাহার সহায়ের অভাব থাকে না। উৎপীড়ক যতই কেন বলবান হউক না, সে নিশ্চয়ই ভীরু; কিন্তু উৎপীড়িতের সাহস আবশ্যক।

নি,। অতি সুন্দর কথা। আচ্ছা সেই দয়েলটি যে মা, কেমন করিয়া বুঝিলে?

বি,। পশু পক্ষিদের মধ্যে, স্ত্রী জাতি অপেক্ষা পুরুষজাতিই সুন্দর ও লাবণ্যময়;—যাক; প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রধান কারণ অবহেলা ও বিস্মরণ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা কি অবহেলা করিবার বিষয়? সামান্য বলিয়াই কি অবহেলা করিতে হইবে? আর বাস্তবিক কি উহা সামান্য? সামান্যত নহেই বুঝিলে, সামান্য হইলেও অবহেলা করা উচিৎ নহে; কারণ যাহা সামান্য, তাহাকে অবহেলা করিলেই, কালে অসামান্য হইয়া উঠে।

নি। তাহাও বুঝিয়াছি। সামান্য বিষয় অবহেলা করিলেও বড়ই ক্ষতি হয় বটে!

বি। অবহেলার ত ক্ষতি ও অপকার বুঝিয়াছ বলিলে; আচ্ছা স্মরণশক্তির উপকারিতা একবার দেখা যাক; কি বল?

নি। বেশ কথা; বল শুনি!

বি। আচ্ছা তবে দেখা যাক; পৃথিবীতে যত মহৎ মহৎ কার্য্য হইয়াছে, স্মরণ শক্তি তাহার একটি প্রধান কারণ; মনে করিয়া না রাখিলে ত কিছুই করিতে পারাযায় না। যখন সর্ব্ব প্রথম জ্ঞান হয়, যে দিকে দৃষ্টি করা গিয়াছে, সেই দিকেই নূতন নূতন বিষয় দেখা গিয়াছে; সেই দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমোদ ত পাইয়াছিই; শিক্ষাও পাইয়াছি; মনের মধ্যে অবশ্য তাহার অনেকটা ভাব থাকে; আবার বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু জ্ঞানটি কি? জানা ও তাহাই মনে করিয়া রাখা, মনে করিয়া রাখিয়া, একটি কার্য্যে লাগান। এই ত জ্ঞান।

নি! তা বৈ কি।

বি। দেখিয়া শুনিয়া ত এই প্রকার জ্ঞান হয়; বয়সও বাড়িতেছে, সুতরাং অনেক দেখিতেছি, অনেক শুনিতেছি, সুতরাং অনেক জ্ঞানও হই-

তেছে; পড়িতে শিখিলাম, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন বা একই প্রকার গ্রন্থে,ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞান হইল; অপরাপরের সহিত মিলিয়া ও কথা বার্ত্তা কহিয়া, নানা প্রকার জ্ঞান হইল; অবশ্য পড়িয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পরিশ্রম চাই, কিন্তু স্মরণ শক্তিও ত চাই, কথোপকথনে জ্ঞান হয়, তাহাতে আবার কষ্ট আছে? কিন্তু স্মরণ শক্তি ত চাই, সুতরাং জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলেই স্মরণ শক্তি চাই; স্মরণ শক্তি থাকিলেই জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই মহৎ মহৎ কার্য্য করাযায়; নিজের ও সমাজের কার্য্যোপযোগী হই।

নি। আর যত কম মনে থাকে, ততই অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকি।

বি। তাহা ত কাযেই হবে;—আবার ধর, স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে কোন নিয়ম ভুলিয়াই ভঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু আমি যেন ভুলিয়াছি, নিয়ম ত আর ভুলিবে না; যে নিয়মের যে কার্য্য, তাহা হইবেই; তুমি তাহা দেখ, আর নাই দেখ; তাহা গ্রাহ্যকর, আর নাই কর; নিয়মের কার্য্য তোমার আমার জন্য কিছুতেই অন্যথা হইবে না; রাজা বলিয়াও নিয়ম কার্য্য করিতে ভুলিবে না, কৃষক বলিয়াও নিয়ম কার্য্য করিতে ভুলিবে না; নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি, অমনি পীড়িত হইয়াছি; নিয়ম ভঙ্গের ফল পাইয়াছি। একটি অতি সামান্য কথাই ধর; ১০টার সময় স্নান করা আমার অভ্যাস; কিন্তু ঐ সময়ে স্নান করিতে ভুলিয়াছি, মনে হইল, ১১টার সময় স্নান করিলাম; অমনি মাথাটিও ধরিল; আমি মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইলেও নিয়ম আমার হাত ধরা নহে, নিয়মত কার্য্য করিবেই, ভুলিবে না, আমি রাজা বলিয়াও ভুলিবে না; আমি কৃষক বলিয়াও ভুলিবে না; বরং যদি ভুলে, তবে আমি কৃষক বলিয়া; আমি দ্বিপ্রহরে স্নান করিলেও মাথা ধরিবে না, তৃতীয় প্রহরে স্নান করিলেও মাথা ধরিবে না; কিন্তু যদি আমি রাজা হই, তবে বোধকরি, ১০টার সময় স্নান করা অভ্যাস, ১০টার ১ মিনিট অতীত হইলেই মাথা ধরিবে! যাক ও কথা থাক;—অপরিমিতব্যয়ী হইয়া নিজে কষ্ট পাইয়াছি, অপরকেও সেই কষ্টের ভাগী করিয়াছি; পরিশ্রম বিমুখ হইয়া নিজে কষ্ট পাইয়াছি, পরিশ্রম বিমুখ হইয়া অপরকেও কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি; নিজে অন্যায় পথে গিয়াছি, নিজে ত

কষ্ট পাইয়াছি, অপরকেও সেই কষ্টের অংশ দিয়াছি; অন্যকে অন্যায় পথে যাইতে দেখিয়াও সেই প্রকার দেখিয়াছি; এইরূপ নিজের ও অপরাপর ব্যক্তির, গুণের অভাবের, ও দোষের প্রভাবের, ফল দেখিয়া স্মরণ করিয়া না রাখিলে, শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া? বহুদর্শন হইবে কোথা হইতে? এই রূপ কৃতজ্ঞতা, সহানুভূতি, পরদুঃখ কাতরতা প্রভৃতি মহৎ মহৎ গুণ, স্মরণ শক্তি সাপেক্ষ; স্মরণ শক্তির অভাবে, ও হ্রাসে মনুষ্য পশু হইয়া পড়ে; পশুগণেরও স্মরণ শক্তি আছে; কিন্তু অতি অল্প; মনুষ্য যে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহার এক প্রধান কারণ, মনুষ্যের স্মরণ শক্তির আধিক্য।

নি। স্মরণ শক্তি খুব উপকারী, তাহাতে কি আর কথা আছে।

বি। আচ্ছা স্মরণ শক্তির ত উপকারিতা দেখা গেল; একবার উলটাইয়া ধরা যাক; বিস্মরণের কি কোন উপকারিতা নাই?

নি। ভুলে যাওয়ার উপকার! আচ্ছা দেখি;—হাঁ বাড়ুয্যেদের সে দিন একটি ছেলে মরিয়া গেল, বাপ মায়ের কত কষ্ট! বোধকরি উহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল, কিন্তু তা ভোলা কি যায়!

বি। উত্তম কথা বলিয়াছ; দেখ, আমাদের সমস্ত সুখ দুঃখ; শিক্ষা ও অভ্যাসের উপরেই নির্ভর করে; কিন্তু শিক্ষা ও অভ্যাস, ভালও আছে মন্দও আছে; ভাল শিক্ষা, ভাল অভ্যাস অনুযায়ী কার্য্য করিলেই সুখ, মন্দ শিক্ষা ও মন্দ অভ্যাস অনুযায়ী কার্য্য করিলেই দুঃখ; সুতরাং ভাল শিক্ষা ও ভাল অভ্যাস মনে করিয়া রাখাই ভাল; মন্দ শিক্ষা ও মন্দ অভ্যাস ভুলিয়া যাওয়াই ভাল;—যদি বল অর্থে সুখ হয়; অর্থ না থাকিলে দুঃখ হয়; সে কথা সত্য; কতক পরিমানেই সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে, অর্থে সকল সুখ হয় না, হইতেই পারে না; অর্থে কতক সুখই হয়, কতক সুখই হইতে পারে; কিন্তু অর্থের মূল কি? পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা; আর দারিদ্র্যের মূল কি? আলস্য ও অপরিমিত ব্যয়ীতা; সুতরাং যখন বলিলাম যে সুখ দুঃখ, সুশিক্ষা ও সুঅভ্যাস এবং কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাসেরই উপর নির্ভর করে; তখন মিথ্যা কথা বলিলাম না, সত্য কথাই বলিলাম।

নি। যথার্থ কথা; বেশ বুঝিয়াছি।

বি। এখন দেখ, যদি আমাদের সুখ ও দুঃখ সমান হয়; তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের সুশিক্ষা, সুঅভ্যাসও যত আছে; কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাসও তত আছে; যদি সুশিক্ষা, ও সুঅভ্যাস স্মরণ করা কর্ত্তব্য; কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাস ভুলে যাওয়াই কর্ত্তব্য; তবে স্মরণ শক্তির যত আবশ্যক; বিস্মরণ শক্তিরও ততই আবশ্যক।

নি। বেশ কথা।

বি। আবার দেখ; আমাদের একটি সুশিক্ষার কথা ধর; পরস্ত্রীকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করিতে হইবে;—একটি কুশিক্ষা ধর; ইন্দ্রিয় বৃত্তি অযথা-রূপে চরিতার্থ করিতে হইবে;—এই দুইটির মধ্যে কোন্ শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করা সহজ? কুশিক্ষানুযায়ী কার্য্য করাই সহজ। কেন না, কুশিক্ষাটি বলবান, সুশিক্ষাটি দুর্ব্বল; এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায় যে কুশিক্ষা মাত্রেই প্রায় বলবান্, সুশিক্ষা মাত্রেই দুর্ব্বল; সুতরাং বলবান্ কুশিক্ষাকে ভুলিতে হইলে, বলবান্ বিস্মরণ আবশ্যক; দুর্ব্বল সুশিক্ষাকে মনে করিতে হইলে, দুর্ব্বল স্মরণ শক্তি হইলেই চলিতে পারে, তথাপি বলবান্ স্মরণ শক্তিরই অধিক উপকারিতা; সুতরাং বলবান কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাসকে ভুলিতে হইলে বলবান্ অর্থাৎ অধিক বিস্মরণ শক্তির আবশ্যক।

নি। বুঝিয়াছি। তবেত দেখছি বিস্মরণ শক্তিই অধিক চাই!

বি। এখন দেখ; সাধারণতঃ আমরা কি প্রকার লোক? সাধারণতঃ আমরা প্রকৃত শিক্ষিত নই, প্রকৃত অশিক্ষিত; প্রকৃত অশিক্ষিত বলিয়াই, আমরা সাধারণতঃ অধিক দুঃখ পাই; অল্প সুখই পাই; সুতরাং এই সাধারণতঃ লোকের পক্ষে অধিক বিস্মরণ শক্তি চাই। আমি দেখিতেছি বিষয়টি ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। তোমাকে এখন কি করিয়া বুঝাইব, তাহাই ভাবিতেছি;—একটি লোকের স্মরণ শক্তি অল্প বিস্মরণ শক্তি অধিক;—এরূপ বলিলে তুমি কি বোঝ বল দেখি?

নি। তুমি বলিবে কি, আমিও তাহাই ভাবিতেছি; বুঝিতে ত

পারিলাম না। একটি লোক যদি কম মনে করিয়া রাখে, বেশি ভুলিয়া যায়; সে যে গোলমেলে কথা হইল!

বি। পাঁচ টাকা হইতে ছয় টাকা খরচ করার মত হইল নয়?

নি। তাইত বোধ হয়।

বি। কিন্তু উহার অর্থ ওপ্রকার নহে। অথবা যেন এক তোলা চুন ও দুই তোলা হলুদ; এরকমও নহে; কারণ যেই চুন ও হলুদ মিশিল, অমনি চুনেরও রঙ্গ গেল, হলুদেরও রঙ্গ গেল; একটি স্বতন্ত্র রং হইল। এরকমও নহে।

নি। তবে কি রকম বল দেখি। যেন ধাঁধাঁ লেগে গেল!

বি! যখন বলি, যে আমার স্মরণ শক্তি কম, বিস্মরণ শক্তি অধিক, তখন তুমি এই ভাবে বুঝিয়া রাখ; যে আমার স্মরণ করিবার বিষয় অল্প, বিস্মরণ করিবার বিষয়ই অধিক; ভুলিবার বিষয়ই অধিক আছে, মনে করিয়া রাখিবার জিনিস, তদপেক্ষা কম অছে। এখন বুঝিলে?

নি। হাঁ এই এখন বুঝিয়াছি, আমাদের সুঅভ্যাস অপেক্ষা কুঅভ্যাসই যে অধিক, তাই কেমন?

বি। ঠিক তাই, যাহা অল্প স্মরণ করিবার আছে তাহাই স্মরণ করিয়া রাখাই প্রার্থনীয়; যাহা অধিক বিস্মরণ করিবার আছে, তাহা বিস্মরণ করাই প্রার্থনীয়। কিন্তু দেখ, কি আক্ষেপের বিষয়! যাহা অল্প স্মরণ রাখাই সর্ব্বাগ্রে উচিৎ, তাহাই আমরা সর্ব্বাগ্রে ভুলিয়া যাই; আর যাহা অধিক বিস্মরণ করা সর্ব্বাগ্রে উচিৎ, তাহাই আমরা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিয়া রাখি! স্মরণের বিষয় স্মরণ করি না; বিস্মরণ করি! বিস্মরণের বিষয় বিস্মরণ করি না, স্মরণ করি! অল্প স্মরণের জিনিসকে ভুলিয়া গিয়া, ফেলিয়া দিয়া, অল্পকে অল্পতর করি! অধিক বিস্মরণের জিনিসকে মনে করিয়া, কুড়াইয়া লইয়া অধিককে অধিকতর করি! ভাল যাহা, তাহা করি না, মন্দ যাহা তাহাই করি! ভালকে মন্দজ্ঞান করি; মন্দকে ভাল জ্ঞান করি! তুমি আমার উপকার করিলে, তাহা মনে করি না; তাহাই ভুলি; তুমি আমার অপকার করিলে, তাহা ভুলি না, তাহাই মনে করিয়া রাখি!

তুমি প্রকৃতই উপকার করিলে, সে উপকারে সন্দেহ করি ; তুমি অপকার করিয়াছ কি না, সন্দেহের বিষয়; তাহাই প্রকৃত অপকার জ্ঞান করি! আমি অন্যায় করিয়া তোমার সহিত ঝগড়া করিয়াছি, কোথায় তাহা মনে করিয়া তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব ; না মনে করিয়া রাখি যে তুমিই অন্যায় করিয়াছ, তুমিই ক্ষমা প্রার্থনা করিবে! তোমার গুণ স্মরণ করিয়া, পুলকিত হইয়া, তোমার প্রশংসা করিব ; না তোমার দোষই মনে করিয়া, আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকি! আমার গুণ ভুলিয়া আমার দোষ ধরিব ; না আমার গুণই ধরিব আমার দোষ ধরি না!

নি। ঠিক বলিতেছ। তাই ত আমাদের কষ্টও যায় না!

বি। তুমি হয় ত পাঁচটি কার্য্যের মধ্যে, তিনটি সৎকার্য্য করিয়াছ, তাহা আমি জানিতে চাহি না ; জানাইলেও জানি না ; কিন্তু তুমি যে দুইটি অসৎকার্য্য করিয়াছ, তাহা জানি, তদ্দণ্ডেই জানি, না জানাইলেও না জানিয়া জলস্পর্শ করি না,; কোথায় মনে করিব, যে আমিও তোমার মত দোষ গুণযুক্ত মানুষ ; হয় তো তোমা অপেক্ষা আমার দোষের ভাগ অধিক, গুণের ভাগ কম, তাহা মনে না করিয়া মনে করি, যে তোমার কেবলই দোষ, আমার কেবলই গুণ ; তুমি তাল প্রমান গুণ দেখাইলে, তাহা তিল প্রমান করি ; তুমি তিল প্রমান দোষ দেখাইলে, তাল প্রমান করি ; তুমি কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া একটি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, আমিও যে সেই প্রকার অবস্থায় পড়িলে, হয় সেই রূপ অথবা তোমা অপেক্ষা বেশি অন্যায় কার্য্য করি, তাহা একবার মনেও ভাবি না, আমি বিশেষ সুবিধা পাইয়া একটি সামান্য সৎকার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য আস্ফালন করি, আর ভাবি তুমি সেই প্রকার সুবিধা পাইলে, সেই সৎ-কার্য্য টুকুত করিতে পারিতেই না, বরং অসৎকার্য্যই করিতে। পিতা-মাতা কত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিয়া লালন পালন করিয়াছেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবি না ; তিনি যে কোন দিন আমাকে একটি কর্কশ বাক্য বলিয়াছেন, তাহাই অমার জপমালা হয় ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার অবর্ত্তমানে পিতার ন্যায় যত্ন ও স্নেহ করিয়াছেন, তাহা ধরি না ; কিন্তু এক দিন যে তিনি আমার কোন অন্যায় কার্য্য দেখিয়া, তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহাই

ধরি; জ্যেষ্ঠা সহোদরা মাতার মৃত্যুর পর, নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়া মাতার ন্যায় মানুষ করিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাই, তিনি যে আমার উপর একদিন মাত্র রাগ করিয়াছিলেন, তাহাই মনে করিয়া রাখি; সহধর্ম্মিনী স্ত্রী, পীড়ার সময় মেথরের কার্য্য করিয়াছিলেন, তা মনে থাকে না; কিন্তু এক দিন যে তিনি জানালার নিকট দাঁড়াইয়া আমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে মর্ম্মঘাতী বাক্যযন্ত্রণা দিই; অপরের বাস্তবিক ভাল টুকু কিছুতেই মনে রাখি না, অপরের কাল্পনিক মন্দ টকুই মনে করিয়া রাখি!

নি। আর বলিতে হইবে না; বেশ বুঝিয়াছি!

বি। প্রিয় বন্ধু নিকটে থাকিয়া কত উপকার করিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাই; তিনি যে বিদেশে গিয়া নানা কার্য্য বশতঃ পত্র লিখিতে বিলম্ব করিয়াছেন, তাহা মনে করি; চিকিৎসক প্রাণ দান করিলেন, তাহা ভুলিয়া যাই; তিনি যে ঔষধের মুল্যের জন্য লোক পাঠাইয়া আমাকে জ্বালাতন করেন ও ব্যস্ত করেন, তাহা বেশ মনে করিয়া রাখি; উকিল মহাশয়, যে পিতার জেলে যাওয়া নিবারণ করিয়া দিলেন, তাহা ভুলিয়া যাই; তিনি যে তাঁহার বাড়ীতে আমাকে একদিন বসিতে চেয়ার দেন নাই, তাহাই মনে করি; ভৃত্য সহস্র কর্ম্মের মধ্যে দিনে আমাকে শতবার তামাক দেয় তাহা ভুলিয়া যাই; সে যে একদিন আমারই জন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া পরদিন আহারান্তে দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেছিল, তজ্জন্য তাহার মাহিয়ানা কাটি; পোষাকুকুর প্রত্যহ রাত্রিতে আমার বাড়ীর চারি দিক ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা ভাবি না, সে যে একদিন শিকার করিতে গিয়া হরিণ ধরিতে পারে নাই, তজ্জন্য তাহাকে প্রহার করি;—মনে করি যে পৃথিবীর মধ্যে সকলেই, প্রত্যেকেই দোষী; কেবল মাত্র আমিই দোষী নই; আর মনে করি, পৃথিবীর মধ্যে কাহারই কিছুই গুণ নাই, যত গুণ তাহা আমাতেই আছে;—যাহার স্মরণে উপকার তাহাই ভুলি, যাহা ভুলিলেই উপকার, তাহাই স্মরণ করি; যাহার বিস্মরণে উপকার, তাহাই ভুলি, যাহা স্মরণে অপকার তাহাই মনেকরি;

যেমন কার্য্য তেমনি ফলই পাই; সুখ পাই না, কষ্টই পাই; অপরকেও সুখ দিই না, দুঃখই দিই!

নি। আমি যখন বিদ্যালয়ে পড়িতাম, তখন আমাদের পণ্ডিত মহাশয়,**বাবুর মেয়েকে বড় ভাল বাসিতেন; সে বেশ পড়া বলিতে পারিত। সে একদিন একজনের বই ছিঁড়িয়া দেয় বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে মারেন; তারপর দিন হইতে আর তিনি পড়িতে আইসেন নাই!

বি। তাইত বলিলাম; প্রকৃত উপকার মনে থাকে না, কিন্তু আনুমানিক অপকারই মনে থাকে; শিক্ষক মহাশয়ের নিকট যে উপকার পাইয়াছি, তাহা পরিশোধ করিতে পারি না, সে সব ভুলিয়া যাই; সামান্য অপকার বেশ মনে রাখি! আর উপকার যে ভুলিয়া যাই, তাহাতে ত কৈ কোন দুঃখও করি না, আমোদই পাই; অপকারও যে মনে রাখি তাহাতেও দুঃখ নাই, আমোদই আছে; কৃতজ্ঞ হইতে জানিনা কৃতজ্ঞতা শিখিতে চাই না, নাহয় ত কৃতজ্ঞতা জানি, কিন্তু কার্য্যে তাহা জানাই না; কৃতঘ্ন হইতেই চাই; কার্য্যেও তাহা জানাই, জানাইতে চাই; তা আমি সুখ পাইব কেন? দুঃখই বা না পাইব কেন? এইত দেখিলে অপরের উপকার অপকার সম্বন্ধে আমি কিরূপ ব্যবহার করি, কিরূপ কার্য্য করি, আমার আবার নিজের সম্বন্ধে যে কি রূপ কার্য্য করি; তাহা একবার দেখা যাক;— দুইটি মাত্র কু অভ্যাস সম্বন্ধে বলিব, আলস্য ও অপরিমিতব্যয়িতা; পরিশ্রমের উপকারিতা ত আমি চক্ষে দেখি, কর্ণে শুনি ও পুস্তকে পড়ি, পরিশ্রমের অপকারিতা চক্ষেও দেখিতে পাই না, কর্ণেও শুনিতে পাই না, পুস্তক পড়িয়াও জানিতে পারি না; তবে পরিশ্রম করি না কেন? একটি গুলিতে দুইটি পাখী মারিতে পারি, পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, অর্থোপার্জ্জন হয়; স্বাস্থ্যইত সকল সুখের মূল; নিজে সুখী হই, অপরকেও সুখী করাই; নিজের শরীর সুস্থ থাকিলে, অন্যের কত প্রকার উপকার করিতে পারি; অর্থও ত অনেক সুখের মূল, নিজে সুখী হই, অপরকেও সুখী করাই, অর্থ থাকিলে অন্যের কত প্রকার উপকার করিতে পারি, ইহা ত বিলক্ষণ জানি, বিলক্ষণ বুঝি, অনেক

অপেক্ষা ভাল করিয়াই জানি, অনেক অপেক্ষা ভাল করিয়াই বুঝি; তবে সেই পরিশ্রম করি না কেন? সেই অর্থ উপার্জ্জন করি না কেন? পরিশ্রমী হই না কেন? অলসই বা হই কেন? পরিমিত ব্যয়িতার ও উপকারই আছে, অপকার নাই; তাহাও ত চক্ষে দেখি, কর্ণে শুনি, পুস্তকে পড়ি, তবে কেন পরিমিত ব্যয়ী হইনা? কেনই বা অপরিমিত ব্যয়ী হই? সুশিক্ষা, সুঅভ্যাস অনুযায়ী কার্য্য করি না কেন? কুশিক্ষা কুঅভ্যাস অনুযায়ীই বা কার্য্য করি কেন? ঢাকের বাদ্য শুনিতে পাই না, মশকের গুণ গুণ ধ্বনিই শুনিতে পাই!

নি। সত্য কথা; যাহা বলিয়াছ তাহা ঠিক: ভালটি করি না, মন্দটি যেন করিয়া বসিয়া আছি; মন্দটি যেন আপনাপনিই করিয়া থাকি! এমনিই স্বভাব!

বি। ঠিক যেন কলে কার্য্য করি, কলে যেমন যে দ্রব্যই দাও," ঠিক এক রূপই দ্রব্য তৈয়ার হয়, আমাদের কার্য্যও যেন ঠিক তাই; যতই ভাবি, যতই স্থির করি, যে ভালটিই করিব, কিন্তু কার্য্যটি করিতে গিয়াছি কি মন্দটি করিয়া বসিয়া আছি; এমনিই স্বভাব পাকিয়া গিয়াছে, এমনি বদ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, যেন অজ্ঞাতসারেই মন্দটি হইয়া পড়ে; মদ্যপান কেন করি? বেশ্যাসক্ত কেন হই? সৎবিষয়ে অর্থ ব্যয় করি না কেন? অসৎ বিষয়েই বা অর্থ অপব্যয় করি কেন? নির্ম্মলে আমরা কি মানুষ? কৈ মানুষের মত কার্য্য ত একটিও করিতে পারিলাম না, অমানুষের মতই ত সমস্ত কার্য্যই করি! তাই বলি যে, বিস্মরণ আবশ্যক; নিতান্ত আবশ্যক, বিস্মরণ না থাকিলেই নয়; কুশিক্ষা কুঅভ্যাস ভুলিয়া যাওয়া চাই, উহা ভুলিতেই হইবে; যদি উহা ভুলিতে পারি, তবেই মানুষ, যদি উহা ভুলিতে না পারি, তবে আর মানুষ কেমন করিয়া?— কি! উহা ভুলিতে পারিব না? একটিও অন্ততঃ ভুলিতে পারিব না? অমৃতকে ত্যাগ করিয়া হলাহলকেই অমৃতজ্ঞানে পান করিব? উহার জ্বালায় যে অস্থির হইতে বসিলাম! জ্বলিয়া যে মরিলাম নির্ম্মলে! হৃদয় তন্ত্রী যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল!

"বারুইর বরজে সজারু পশি যথা

ছিন্ন ভিন্ন করে তারে ; কুশিক্ষা কুঅভ্যাস
মজাইছে মন মোর, কহিনু তোমারে ! ”

—নির্ম্মলে উহা কি ত্যাগ করিতে পারিব না ? ভুলিতে পারিব না ? অহো ধিক !

নি। সজারুই বটে ! সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা ! বড় বড় কাঁটা ! একটি কাঁটাতেই রক্ষা নাই, সর্ব্বাঙ্গ বড় বড় কাঁটা !

বি। সজারু দেখিয়াছ নাকি ?

নি। কেন বাবার সঙ্গে যে কলিকাতার আলিপুরে দেখিয়া আসিয়াছি ; ৪।৫ টী সজারু সেখানে আছে, আবার এক এক বার ফুলে উঠে !

বি। আমাদের ঐ সকল কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাসও ঠিক সজারুর মত ফুলিয়া উঠে ; কারণ যখন কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া, কোন অন্যায় এবং অসৎ কার্য্য করি, তখন সেই কার্য্যকে কেহ অন্যায় ও অসৎ বলিলে, আমরা রাগ করি, চক্ষু রাঙ্গাই, ঐ সকল কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাস তখন ফুলিয়া উঠে।

নি। ঠিক কথাই বটে !

বি। যে সকল স্মরণ বিস্মরণের কথা বলিলাম, তাহা বোধ করি এক প্রকার বুঝিয়াছ, কেমন ?

নি। হাঁ, তাহাত বুঝিলাম।

বি। তবে এখন আরও একটু উচ্চ দরের স্মরণ ও বিস্মরণের কথা বলি ! বেশ মন দিয়া শুন ;—

নি। মন দিয়াই শুনিতেছি, বল।

বি। বোধ করি কতক কতক বুঝিয়া থাকিবে, যে তুমি, আমি, কেবল মাত্র তোমার আমারই জন্য নহি ; বুঝিয়া না থাকিলেও, ইহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে ;—ঘর বাড়ী ; গাছ পালা, হাঁড়ি কলসি ; থাল বাটি ; প্রভৃতি যত বস্তু আমরা দেখিতে পাই ; তাহার প্রত্যেকটিই পরমাণু সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; আর ইহাও আপাততঃ মোটা মুটি ধরিয়া লও যে, প্রত্যেক দ্রব্যেরই পরমাণুসমূহ অন্য দ্রব্যের পরমাণু হইতে স্বতন্ত্র ; ঘর বাড়ীর পরমাণু, থাল বাটির পরমাণু হইতে, এবং থাল বাটির

পরমাণু. ঘর বাড়ীর পরমাণু হইতে, স্বতন্ত্র; একটু কঠিন বিষয়, বেশ মন দিয়া শুন।

নি। মন দিয়াই ত শুনিতেছি।

বি। একটি দ্রব্যের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশকে, যে অংশটিকে আর বিভক্ত করিতে পারা যায় না, তাহাকেই অবশ্য সেই দ্রব্যের পরমাণু বলিতেছি।

নি। আচ্ছা, তাহাত বুঝিলাম!

বি। মনুষ্য জাতিও সেই প্রকার; জাতি সমষ্টিমাত্র, তুমি আমি উহার পরমাণু মাত্র। তুমি আমি লইয়াই জাতি, জাতিতে তুমি আমিই আছি; তুমি আমি ছাড়িয়া জাতি নহে। কেমন?

নি। তাহা ত বটেই।

বি। তবে কোন একটি দ্রব্যের, যথা, থালার, প্রত্যেক পরমাণুই যেমন ঠিক এক, জাতির প্রত্যেক পরমাণু, অর্থাৎ তুমি আমি, ঠিক সেই প্রকার এক নহে; তুমি আমি বাহ্যিক আকারে এক, আভ্যন্তরিক গুণে এক নহি; জাতির প্রত্যেক পরমাণু, তুমি, আমি; যদি সর্ব্বাঙ্গেই সমান হইতাম, যদি কোনই অংশে কোনই বিভিন্নতা না থাকিত, তাহা হইলে, ঐ থালাখানি যে প্রকার দৃঢ়, যে প্রকার অসংশ্লিষ্ট রূপে দৃঢ়, জাতিও ঠিক সেই প্রকার অসংশ্লিষ্ট রূপে দৃঢ় হইত; পৃথিবীতে এত লোক আছে, তাহার অর্থ এই যে, পৃথিবীতে এত গুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে; এই জাতিতে এত লোক আছে, তাহারও অর্থ ঐ প্রকার; পুনরায় বলি, বেশ মন দিয়া শুন।

নি। অতি উত্তম কথা হইতেছে, বেশ মন দিয়াই শুনিতেছি।

বি। তুমি আমি, মরণশীল, তুমি আমি নিশ্চয় মরিব, ইহা অকাট্য বাক্য; কিন্তু জাতি যে মরণশীল, জাতি যে নিশ্চয়ই মরিবে, ইহা অকাট্য বাক্য নহে; শত বৎসরের মধ্যেই তুমি আমি নিশ্চয়ই মরিব, ইহা অকাট্য বাক্য; কিন্তু ঐত বৎসরের মধ্যে জাতি নিশ্চয়ই মরিবে, ইহা অকাট্য বাক্য নহে; জাতি থাকিবে, তুমি আমি থাকিব না; সমষ্টি থাকিবে, পরমাণু থাকিবে না; এই বৃহৎ সত্য বাক্য সদা স্মরণ করিবা ইহা কদাচ বিস্মরণ করিবে না।

নি। বেশ কথা। কিন্তু,—

বি। কি ভাবিতেছ নির্ম্মলে?

নি। আচ্ছা পরমাণু গেলে, সমষ্টি থাকিবে কেমন করিয়া!

বি। ঠিক বক্তব্যটিই বলিয়াছ, বেশ মন দিয়াই শুনিতেছ দেখিতেছি। তুমি যেন আমার মুখের কথাটি কাড়িয়া লইয়াছ; বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম; যাক;—কোন দ্রব্যের একটি একটি করিয়া সমস্ত পরমাণু উড়িয়া গেলে নিশ্চয়ই সেই দ্রব্যটি থাকিতে পারে না, কিন্তু জাতি সে প্রকার নহে; তুমি আমি গেলেও অপরে আমাদিগের স্থান অধিকার করিবে, আমরাই আমাদের স্থানে অপরকে বসাইয়া রাখিয়া যাইব; আমরা যাইব কিন্তু অপরকে রাখিয়া যাইব; স্ত্রী পুরুষের বিবাহ পক্ষে, ইহা একটি অতি মহৎ কারণ; কেমন?

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। এখন আর একটি বিষয় ধর; আমাদের জীবন, কল্পনা ও কার্য্য পূর্ণ; কোনই চিন্তা করিতেছি না, কোনই কার্য্য করিতেছি না, এপ্রকার একটি মাত্রও মুহূর্ত্ত কাহারই যায় না; এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ বুঝিবে; ফলে জানিয়া রাখ, যে আমাদের জীবন কল্পনা ও কার্য্য পূর্ণ।

নি। তাই ত!

বি। এখন দেখ, যে আমরা শিক্ষিত হইতেছি, কিন্তু যে সকল ব্যক্তির পুস্তক ও বক্তৃতা আমাদের শিক্ষার বিষয়; যাঁহাদের পুস্তক ও বক্তৃতা পড়িয়া ও শুনিয়া, এবং যাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া আমরা শিক্ষিত হইতেছি, ইউরোপের সেই সকল বড় বড় বিদ্বান ও বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে, অন্ততঃ পৌউনে ষোল আনা বলিয়া থাকেন, যে আমরা যখনই যে কোন কার্য্যই করি না কেন, যখনই যাহাই কেন চিন্তা করি না, তখনই সেই কার্য্য ও চিন্তার মুলে স্বার্থপরতা থাকে; স্বার্থপরতা থাকে বলিয়াই কার্য্য করি, চিন্তা করি; স্বার্থপরতা না থাকিলে কখনই কোনই কার্য্যও করিতাম না, কোনই চিন্তাও করিতাম না!

নি। সে কি রকম!

বি। ধর তোমাকে আমি ভাল বাসি; কেন? না, আমি সুখ

পাই বলিয়া; তোমার পীড়া হইলে, তোমাকে ঔষধ খাওয়াই, তোমার শুশ্রূষা করি, কেন? না তুমি আরোগ্য হইলে আমি সুখী হই; তুমি আরোগ্য না হইলে, তোমার এই বালা কে ব্যবহার করিবে, তোমার ঐ অনন্ত কে পরিবে, তোমার সেই সকল উত্তম উত্তম কাপড়ই বা কে পরিবে! আমার সুখ চাই বলিয়াই তোমাকে চাই!

নি। আচ্ছা, তার পর;—

বি। আমরা স্বার্থপরতার দাস, দাসানুদাস, সেই জন্যইত;—

"বাগান ভোজে যাই যে মজে, গরিব লোকে পায় না খেতে;
গেজেটে নাম উঠবে বলে, টাকা ঢালি চাঁদার খাতে;
তেলা মাথায় তেল ঢেলে দি, ক্ষুধিত বসে খালি পাতে;
হুজুর হুজুর বলে দাঁড়াই, হাজার সেলাম ঠুকে মাথে;"—

নি। আর বলিতে হইবে না, কিন্তু সেটা কি ভাল?

বি। সেটা ভাল কি মন্দ তুমিই বল?

নি। আমি ত বলি ভাল নহে, মন্দ।

বি। ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা কখন কি নিবারণ করিয়াছ?

নি। করিয়াছি এক দিন।

বি। কেন, সে কি তোমায় দুপয়সা রোজগার করিয়া আনিয়া দিবে বলিয়া? না সে তোমার কোন উপকার করিবে বলিয়া?

নি। সে জন্য নহে; মনে সুখ হয় বলিয়া।

বি। তবেই, তোমাকে আমার ভাল বাসার মত, তোমার ঐ সুখে স্বার্থপরতা আছে;—নয় কি?

নি। ভারি কঠিন কথা;—কিন্তু তাই যেন বোধ হয়!

বি। আচ্ছা।

"দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে"
—এই গানটি গাও দেখি?

নি। বেশ গানটি মনে করিয়াছ, তুমি সুর দাও দেখি;—

"দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।
কি ভয় সংসার শোক, ঘোর বিপদ শাসনে।

অরুণ উদয়ে আঁধার যেমতি, যায় জগত ছাড়িয়ে;
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত হৃদয় বীত শোক, তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়নবারি, রাখে কে নিবারিয়ে;
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়,
তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক প্রাণ, তোমার কর্ম্ম সাধনে॥”
—আর একবার গাওয়া যাক;—

বি। এখন আর কার্য্য নাই, গানটির শেষ ছত্রটি দেখ;—

“যায় যদি যাক প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে॥

—ইহাতে কি কোনই স্বার্থপরতা আছে? একটি কার্য্যে যখন এক জন মরিতে উদ্যত, তাহাতে স্বার্থপরতা কোথায়? মৃত্যুতে আর স্বার্থ কৈ?

নি। আমি ত উহাতে কোনই স্বার্থ দেখিতেছি না!

বি। আর এই ভারত ভূমিতেই, যে কত নরনারী দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে, সমরে জীবনাহুতি দিয়া গিয়াছেন, আহ্লাদের সহিত, হাঁসিতে হাঁসিতে, নাচিতে নাচিতে জীবনত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও কি সেই জীবনত্যাগে স্বার্থ ছিল? যিনি একটি কার্য্যের জন্য, হাঁসিতে হাঁসিতে জীবন ত্যাগ করেন, তাঁহার স্বার্থ কোথায়?

নি। তাহাতেও ত স্বার্থ দেখি না!

বি। আর যিনি কাম ক্রোধাদি বৃত্তি সমূহকে অগ্রাহ্য করিয়া, সুখাভিলাষকে তুচ্ছ করিয়া, কোন একটি অবক্তব্য ভাবে বিভোর হইয়া;—

“বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটি।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই
মনের ময়লা ফেল কাটি।”

বলিয়া সেই অবক্তব্য ভাবে বিভোর হন, তাহাতেই বা কি প্রকার স্বার্থ

থাকিতে পারে? যাক ওসকল কথা, ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে; এখন এই মাত্র বুঝিয়া রাখ যে, আমি সুখ পাই বলিয়াই, যে তোমাকে ভাল বাসি; তুমি সুখ পাও বলিয়াই, যে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দাও; ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমি ও তুমি স্বার্থপর; কিন্তু ইহাও জানিও, যে স্বার্থশূন্য লোকও ছিলেন; এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন; তবে তাঁহাদের সংখ্যা হয় ত দশ লক্ষের মধ্যে এক জনই মাত্র। সম্পূর্ণ স্বার্থ শূন্যতা অসম্ভব নহে; তোমার আমার পক্ষেই তাহা অসম্ভব, কিন্তু তাহা প্রকৃত অসম্ভব নহে; কোটি কোটি লোকের মধ্যেও এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা সম্ভব; তাহা অসম্ভব নহে, সম্ভব। বিচক্ষণ হও, ধনী হও, মানী হও, জ্ঞানী হও, তুমি সকলই হও; কিন্তু তথাপি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, মনমোহন স্নিগ্ধকারক সৌন্দর্য্য তোমাতে থাকিবে না; কিন্তু তুমি যদি উহার কিছুই না হও, তুমি যদি কেবলমাত্র স্বার্থশূন্য হইতে পার, সৌন্দর্য্য রাশি তোমাতে থাকিবে; তুমি সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে থাকিবে; আমি যদি নিজের প্রত্যেক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তোমাকে ভাল বাসিতে পারি, স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া যদি তোমকে ভাল বাসিতে পারি, তাহাই ভালবাসা; অন্যথা উহা ভালবাসাই নহে। তোমাকে স্মরণ করিব, আমাকে বিস্মরণ করিব; তবেই ভাল-বাসা। এই স্মরণ ও বিস্মরণ মনে রাখিয়া যত কার্য্য করিবে, ততই ভাল।— চুপ করিয়া কি ভাবিতেছ নির্ম্মলে?

নি। আমি শুনিতেছি।

বি। ইউরোপ অথবা ইংলণ্ডের আর একটি মাত্র কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না;—বিলাতে এ প্রকার ধনী ব্যক্তি আছেন, যিনি তোমার এই বৃহৎ স্বর্ণ ভূমি ভারত ক্রয় করিতে পারেন; আবার সেখানে এ প্রকার নির্ধনী ব্যক্তিও আছেন, যাঁহার পক্ষে আমাদের ঘোষ ধনপতি!

নি। সত্য! বিলাতে গরিব লোক আছে!!

বি। বিলাতে গরিব লোক আছে, আর ঐ প্রকার গরিব লোকই অনেক আছে; আমাদের দেশে কখনই ঐ প্রকার ধনী ও ঐ প্রকার গরিব লোক ছিল না; আমার মতে, ঐ মহা বিষম ধনবিভাগের একটি

প্রধান কারণ বলি; বিলাতে শ্রমের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে; প্রভু, ভৃত্যের শ্রম ক্রয় করেন; ভৃত্য, প্রভুর নিকট শ্রম বিক্রয় করেন; প্রভু ও ভৃত্যের এই সম্বন্ধ, অন্য কোনই সমন্ধ নাই; এখনকার রাজনীতি ও অর্থনীতিরও তাহাই একমাত্র বীজমন্ত্র। কিন্তু দেখ নির্ম্মলে, আমাদের ঘোষের যদি ভয়ানক পীড়া হয়, ধর যেন সে দুই বৎসরের জন্য কর্ম্ম করিেত অক্ষম হইল, তাহার স্ত্রী পুত্র লইয়া সে এখন কি করে? এখন তোমার কর্ত্তব্য কি? রাজনীতির নিকট যাও, রাজনীতি বলিবে সে এখন নিজের পথ নিজে দেখিবে; ধর্ম্মনীতির নিকট যাও, ঐ পরামর্শ পাইবে। কিন্তু কথা হইতেছে তোমার কর্ত্তব্য কি?

নি। ঘোষের পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে।

বি। তবে স্মরণ রাখিও, যে শ্রমের ক্রয় বিক্রয় অন্যায়। নিজকে বিস্মরণ ও অপরকে স্মরণ। আচ্ছা আজ আর নহে, কি বল?

নি। আচ্ছা—হাঁ! আজ যে আমাকে জলখাবার তৈয়ার করিতে হইবে! তবে যাই!

পারিবারিক আভ্যন্তরিক অনৈক্য।

"বিষবৃক্ষোপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম সাম্প্রতং"?

নি। আচ্ছা, ইহা ত প্রায়ই দেখিতে পাই যে, শাশুড়ি ও বৌ দুই জনে বড়ই ঝগড়া, বিবাদ হয়! কেন?

বি। শাশুড়ি বধুতে ঝগড়া এপ্রকার সাধারণ, যে বোধ করি উহা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই আছে। জেঠা খুড়া, মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভাইঝি ভাইপো ইত্যাদি লইয়া, সাধারণতঃ ভারতবাসীর পরিবার গঠিত। এ প্রকার পরিবারে ঐ ঝগড়া কলহ যে থাকিবেই, ইহাই স্বাভাবিক; বরং উহা না থাকাই অস্বাভাবিক। ইহার বেস কারণও আছে; সেই সকল কারণ, আমার

অপেক্ষা, তোমারই অধিক জানা সম্ভব। আইস, উভয়ে মিলিয়া ঐ সকল কারণ কতক কতক দেখা যাউক।

নি। সে বেশ কথা।

বি। তবে, শাশুড়ি ও বধুর অবস্থাই প্রথমে দেখা যাউক; সাধারণতঃ ধর যে, স্ত্রীলোকের ১৫ বৎসর বয়সে পুত্রসন্তান হইল; সেই পুত্রের ১৯ বৎসর বয়সে, ১০ বৎসর বয়সের একটি বালিকার সহিত বিবাহ হইল; শাশুড়ির বয়স ৩৪ বৎসর।

নি। সে বেস ধরা হইয়াছে।

বি। এখন; বিবাহের দুই বৎসর পরেই ধর, শাশুড়ি ও বধু এক গৃহে কাটাইতেছেন; শাশুড়ি যে প্রবীণা, তাহার অন্ততঃ দুইটি কারণ দেখাইতে পারি, তাঁহার বয়সের আধিক্য ও তিনি জননী; বধুর বয়স ১২ বৎসর, তিনি নবীনা বালিকামাত্র।

নি। বেস কথা! অথবা যেন মা ও ঝি।

বি। ঠিক তাহাই! এখন প্রবীণা শাশুড়ির কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়া, নবীনা বালিকার কথাই ধরা যাউক;—বালিকা, লেখা পড়া জানুন আর নাই জানুন, তাঁহার ঐ বয়সে কোনই হিতাহিত জ্ঞান হয়ও না, থাকেও না; ঐ বয়সে বালিকার ঐ জ্ঞান হইবে কেন? আর কোথা হইতেই বা কিপ্রকারে হইবে! সাধারণতঃ তিনি স্বেচ্ছাচারিণী ও যথেচ্ছাচারিণী; যিনি লেখা পড়া জানেন, তাঁহার লেখা পড়া এক প্রকার শেষ করা হইয়াছে, তাঁহার লেখা পড়ার দৌড়, কদর্য্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ পর্য্যন্ত; কার্য্য শিক্ষার দৌড়, উল্ বোণা ও মোজা বোণা! যদিইবা কোন গার্হস্থ্যকার্য্য শিখেন, তাহা কেবলমাত্র যথেচ্ছামত! আর যিনি লেখা পড়া না জানেন, তাঁহার শিক্ষার দৌড় পুঁতুলের বিয়ে, ঘুটিং খেলা ইত্যাদি। শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা উভয়েই অলংকারের ব্যাপার বিলক্ষণ শিখেন, অঙ্গসোষ্ঠবের পরিবর্দ্ধন বিষয়েও নিপুণতা বিলক্ষণ, আর শিখেন বিবাহের কথা ও স্বামীর কথা! আর ভাবেন, কদর্য্য নাটক উপন্যাসের কদর্য্য নায়ক নায়িকার ব্যাপার! মনে করিও যে বয়স ১২ বৎসর!

নি। তা ঠিক কথাই ত বলিতেছ!

বি। এই শেষের বিষয়গুলি শিক্ষা করিবার কিপ্রকার সুবিধা, তাহা আবার দেখ; মা মাসী প্রভৃতি পরিবারস্থ প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে, সঙ্গিনীগণের নিকট হইতে এবং উপহাস ও কৌতুকপ্রিয়, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা প্রতিবেসি ও প্রতিবেসিনীগণের নিকট হইতেও, ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করেন; এই সকল মন্দ ও অন্যায় শিক্ষা, যাহা বালিকাকে কেবলমাত্র অকর্ম্মণ্য করিয়াই ফেলে, সেই সকল শিক্ষা এত প্রকার লোকের নিকট হইতে অজস্র শিক্ষা করেন! মাতার আনন্দের সীমা থাকে না, বালিকাও আহ্লাদে আট খানা হইয়া পড়েন! নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রতবস্থায়; শয়নে স্বপ্ননে; আহারে ভ্রমণে; খেলায় ও স্নানে— বালিকার চিন্তা কেবলমাত্র বিবাহ ও স্বামী! এই একই চিন্তা, নানা মূর্ত্তি ধারণ করে, বালিকা তাহারই মধ্যে পরিবর্দ্ধিতা হয়।

নি। তাইত! "রাঙ্গা.খোঁকার মা" র কথায়, উহা বেস বুঝিয়াছি।

বি। ভাল শিক্ষা প্রায়ই হয় না, ন্যায্য শিক্ষা প্রায়ই হয় না, যে সকল শিক্ষায় কর্ম্মক্ষমা করিতে পারে, সে শিক্ষা প্রায়ই হয়না; যে শিক্ষা হয়, তাহাতে কেবল অকর্ম্মণ্য করে, অযথা আমোদ প্রিয় করে; কামাসক্ত করে, অলস করে! কদর্য্য নায়ক নায়িকার, অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক কষ্ট, শিক্ষিতাদের হৃদয় গলাইয়া দেয়, কিন্তু চক্ষের উপর জাজ্জ্বল্যমান কষ্ট, তাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শও করিতে পারে না!

নি। ঠিক কথা। এই কথাটি বড় সরস বলিয়াছ।

বি। এই প্রকার দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা শ্বশুরালয়ে আসিলেন; শাশুড়ির আমোদ আহ্লাদের সামগ্রী হইলেন, বৌ দেখিতে বাড়ীতে মহা জনতা, সকলেই "বেস বৌ" বলিয়া শাশুড়ির আমোদকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। "বেস বৌ" কি বল দেখি?

নি। এই দেখিতে শুনিতে বেস ভাল।

বি। লোকে বধূমাতার মুখ খানি খুলিয়া দেখিয়াই, অমনি বলেন "বেস বৌ." "পাকা মাথায় সিঁদুর পর," "হাতের লোহা ক্ষয় হক," ইত্যাদি;—এই সকল কথা শুনিতে শাশুড়ির অন্য কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া

যায়, বধু মাতাকে শাশুড়ি এক্ষণ কার্য্য করিতে দেন না। বালিকা মাতৃগৃহের মত শ্বশুরালয়ে আসিয়াও, ইচ্ছামত শয্যা হইতে উঠিতে লাগিলেন, শাশুড়ি যাইতে আসিতে এটা ওটা খাওয়াইতে লাগিলেন, পরিবারস্থ, ছোট ছোট দেবর বা ননদের কিম্বা অপরাপর মেয়েছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলেন ;—কেবল আমোদ প্রমোদ, কেবল আহার নিদ্রা, কেবল খেলা ধুলা। বালিকার অবস্থা এখন স্বতন্ত্র; পুরাতন অবস্থা গিয়াছে, নবীনাবস্থা ঘটিয়াছে, নবীনত্বের মনোহারিত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন, মাতৃগৃহাপেক্ষা ভাল অবস্থা বুঝিতে লাগিলেন।

নি। বিবাহের পর এই নূতন আসিয়াছেন কি না, এখন তাই বড় আদর।

বি.। হাঁ, এখন তিনি শাশুড়ির আদরের সামগ্রী, যত্নের সামগ্রী, শাশুড়ির চক্ষে এখন তিনি "সাত রাজার ধন এক মানিক"। বালিকা, তাঁহার সেই নবীনাবস্থার মনোহারিত্বকে, স্থূল বুদ্ধিতে এখনও চিরস্থায়ী মনে করিতেছেন! কিন্তু ক্রমশঃ যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার কোনই অভাব নাই, তথাপি যেন অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন ;—আহারের অভাব নাই, যথেচ্ছাহারের অভাব ; নিদ্রার অভাব নাই, যথেচ্ছা নিদ্রার অভাব ; যথেচ্ছা সাথি সঙ্গিনীর অভাব, যথেচ্ছা খেলা ধুলা ও দৌড়া দৌড়ির অভাব,—এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে লাগিলেন ; এখন সেই মনোহারিত্ব যে বিদ্যুতালোকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও দীপ্তিমান, তাহা যেন বুঝিতে পারিলেন, বিদ্যুতের পর যে অন্ধকার হয়, এখন তাহাই! কিন্তু জান যে ;—

"—যে বিদ্যুৎপ্রভা রমে আঁখি,
মরে নর তাহার পরশে!—"

নি। ঠিক কথাই বটে! বিদ্যুতের পর আবার বেশি আঁধার হয়।

বি। কিন্তু হায়! চিরকাল কি কাহারও কখনও সমান যায়! তবে বালিকারই বা অবস্থা কেন সমান থাকিবে? শাশুড়িরই বা অবস্থা কেন সমান থাকিবে? পাঁচ ছয় মাস পরেই পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। বালিকা সেই অনুভূত মাত্র পরিবর্ত্তন, এখন ঘটনায় ও কার্য্যে, জাজ্জ্বল্যমান

দেখিতে লাগিলেন! এখন শাশুড়ি ঠাকুরাণী বধূমাতাকে ক্রমে ক্রমে একাজ ওকাজ করিতে বলেন, ভাজে কার্য্য করিতে বলেন, ননদে কার্য্য করিতে বলেন; কিন্তু বালিকা অকর্ম্মন্যা, অপদার্থ! হয় সে কার্য্য করিতে জানে না, না হয় পারে না। বালিকা আবার কখন কখন অনিচ্ছাও প্রকাশ করেন; আর ত লজ্জাময়ী! বালিকার সংকট, বালিকার বিপদ; বালিকা যে পরাধীনা, স্বেচ্ছাধীনা নহে; পরিবর্ত্তনের অনুভব এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন! শাশুড়ি যে স্বাধীনা, পরাধীনা নহে, বালিকা তাহাও ক্রমে ক্রমে বুঝিতে লাগিলেন; বালিকা বুঝিলেন, যে মাতার গৃহ নহে, শাশুড়ির গৃহ; মাতা নহেন শাশুড়ি! শাশুড়ি ও মাতার প্রভেদ দেখিতে লাগিলেন;—মাতা কার্য্য করিতে বলিতেন না, শাশুড়ি কার্য্য করিতে বলেন; কার্য্য না করিলে মা ত রাগ করিতেন না, তিরস্কার করিতেন না; কার্য্য না করিলে শাশুড়ি রাগ করেন, তিরস্কার করেন; মা রাগ করিলে বা তিরস্কার করিলেও তৎপরেই "মা" বলিয়া সাধিয়া আমার সহিত কথা কহিতেন, আমিই কথা কহিতাম না; শাশুড়ি রাগ বা তিরস্কার করিলে তৎপরেই ত কথা কহেনই না, যদিও কহেন, তাহা "মা" বলিয়াও নহে, বরং বিরক্তিরই সহিত; এখন বালিকা কথা কহিতে ইচ্ছা করিলেও, কথা কহিতে পারেন না; কারণ তিনি লজ্জাময়ী; শাশুড়ি কথা কহেন না; মাতৃগৃহে মা, তাঁহার কাছে ঘাট মানিতেন, তাঁহার খোসামোদ করিতেন; এখন শাশুড়ির কাছে, বালিকা বধূ ঘাট মানিলে, খোসামোদ করিলেও, শাশুড়ি কথা কহেন না! মা ও শাশুড়ির মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ দেখিলেন;—লজ্জাময়ী বালিকা ক্রমশঃ মানময়ী হইতে লাগিলেন।

নি। তুমি যে দেখিতেছ আমা অপেক্ষাও বেশি জান; আমি ত অত করিয়া কখনই বলিতে পারিতাম না—বালিকা বধূ যেন এখন বুঝিলেন—

"বাপের বাড়ীর বাড়ীখানি, শ্বশুর বাড়ীর খাঁচা!"

বি। তাহা অপেক্ষাও বেশি।—দেখ নির্ম্মলে, একটু জোরে যদি, কোন কথা বলা যায়, তাহার একটি প্রতিধ্বনি কি শুন নাই?

নি। প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি বৈ কি? ইহা লইয়া ছেলা বেলায় কত ত আমোদও করা গিয়াছে।

বি। আবার একটি রবারের বল, মাটিতে আঘাৎ করিলে, তাহাও লাফায় দেখিয়াছ।

নি। কত দেখিয়াছি, কত করিয়াছি।

বি। তবেই ধ্বনি, প্রতিধ্বনি; ঘাৎ, প্রতিঘাৎ বুঝিলে। আবার চড়টি মারিলেই যে কিলটি খাইতে হয়, সেই কিলটি, চড়টির প্রতিঘাৎ; ছেলেবেলায় দুষ্ট ছেলে, বড় হইলে সুবুদ্ধি; এবং ছেলে বেলায় সুবুদ্ধি ছেলে, বড় হইলে দুষ্ট হয়; ইহাও ঘাৎ প্রতিঘাৎ; সেই প্রকার তোমার "হিন্দুয়ানির" প্রতিঘাৎ "খ্রীষ্টানি" ও "খ্রীষ্টানির" প্রতিঘাৎ "হিন্দুয়ানি"; এই প্রকার নানা প্রকার ঘাৎ প্রতিঘাতের ব্যাপার আমরা প্রত্যহই অনেক দেখিতে পাই। প্রতিঘাৎ, ঘাতের অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক কার্য্য। সেই বালিকা বধুর মধ্যেও এখন প্রতিঘাতের সময় উপস্থিত।

নি। তুমি যাহা বলিবে, তাহা বুঝিয়াছি।

বি। দেখিলে, যে শ্বশুরালয়ে নবাগত "বেস বৌ" প্রথমতঃ কি প্রকার আদরের ও যত্নের সামগ্রী; কোনই কার্য্য কর্ম্ম নাই, কেবলই খাওয়া দাওয়া, খেলাধূলা ও আহার নিদ্রা। পরে কার্য্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য সুতরাং অনাদর ও অযত্ন প্রকাশ! কারণ আদরের ও যত্নের "বেস বৌ" যেন কোনই কার্য্য কর্ম্ম করিবার জন্য নহে, ঠিক যেন ঐ ফতুয়াঙ্গিনী "বীণাপানীর" মত দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিবার জন্যই গঠিত! সুতরাং নব বধূ, শাশুড়ি ও ননদিনীকে, এখন "নাগিনী" ও "বাঘিনী" জ্ঞান করিতে লাগিলেন; লজ্জাময়ী, ক্রমশঃ মানময়ী হইলেন! তিনি নানা প্রকার "আঘাৎ" প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যেই সেই ২০।২১ বৎসরের অপরিপক্কবুদ্ধি যুবক স্বামী, সেই ইন্দ্রিয় চরিতার্থকারিনী বালিকা স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন, অমনি অতি ভয়ানক "প্রতিঘাৎ" উৎপন্ন হইতে লাগিল! বালিকা জোর বাঁধিলেন, শাশুড়িকে অবহেলা করিতে শিখিলেন, অমান্য করিতে শিখিলেন, ঘৃণা করিতে শিখিলেন, তাহার পরেই স্বাধীন হইতে লাগিলেন; শাশুড়িকে অধীনা করিবারইচ্ছা প্রকাশ

করিতে লাগিলেন; ঝগড়া ক্রমে ক্রমে ভয়ানক মূর্ত্তি ধরিতে লাগিল; শাশুড়ি ও কন্যা, শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; "এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ" হইতে লাগিল। শাশুড়ি এখন বধূর পিতা মাতাকে পর্য্যন্ত গালি গালাজ করিতে লাগিলেন; বধুমাতাও মুখরার এক শেষ হইতে লাগিলেন। পাড়া প্রতিবেসিণীগণের মধ্যে, কেহ কেহ শাশুড়ির দিকে, কেহ কেহ বধূর দিকে এবং অধিকাংশই দোঠকৃঠকি করিতে লাগিলেন; তাঁহারা বধূর কথাটি শাশুড়িকে, শাশুড়ির কথাটি বধূর নিকট অলঙ্কার যোগ দিয়া বেশ যথেচ্ছানুরূপ জঘন্য আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। মনে রাখিও এই "দোঠকৃঠকিরা" বড়ই নীচ ও ভয়ানক প্রকৃতির চেতন পদার্থ!

নি। পাড়া প্রতিবেসিরাই ত উত্তেজনা দিয়া, মন্দকে আরও মন্দতর করিয়া ফেলেন!

বি। এখন একবার সেই কথাটি মনে কর;—পুত্র বিবাহ করিতে যাইতেছেন, মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন; "বাবা কোথায় যাইতেছ?' পুত্র উত্তর করিলেন; "মা আপনার দাসী আনিতে যাইতেছি" এই কথাটি একবার মনে কর! বাক্য এক, কার্য্য এক!!

নি। ঠিক কথা। শুনিয়াছি, কাহার ছেলে নাকি উত্তর করিয়াছিলেন "মা তোমার মুগুর আনিতে যাইতেছি"! ফলে ত দেখিতেছি তাই।—আচ্ছা দোষ কাহার?

বি। বালিকার কোনই দোষ নাই, দোষ বালিকার মাতা পিতার। স্বামী ও বিবাহ, এই চিন্তার মধ্যে পরিবর্দ্ধিতা হইলেও, বালিকা বিবাহ কি তাহা জানে না; স্বামী কি তাহা জানে না; শ্বশুর শাশুড়ি কি তাহা জানেনা; বিবাহকে কেবল যেন ক্রীড়নক বলিয়াই জানে। একে বালিকা, তাহাতে আবার ঐ সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ঐ বয়সে ঐ প্রকার অনভিজ্ঞ হইবারই কথা! বিবাহ বিষয় কি, তাহা তুমি জান না, আমি জানি না, বালিকা বুঝিবে! স্বামী কি, তাহা তুমি জান না, বালিকা তাহা বুঝিবে। শ্বশুর শাশুড়ি কি, তুমি জান না, আমিও, জানি না, তাহা বালিকা বুঝিবে! তুমি আমি উহার একটিও বুঝিলাম না,

বালিকা সেই সমস্ত বুঝিবে!!! তাই বলি বালিকার কোনই দোষ নাই, দোষ মাতার, দোষ পিতার; একে বালিকা, তাহাতে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার অপদার্থ, মাতা পিতা কার্য্য শিখান নাই, যাহাও শিখাইয়াছেন তাহাও অকার্য্য, কার্য্য হইলেও তাহা অকার্য্যাকারেই শিক্ষিতা; তাহা অন্যায়, নীচও জঘন্য, বালিকার দোষ কি? মাতা যে প্রকার করিয়াছেন, শিখাইয়াছেন, বালিকা সেই প্রকারই হইয়াছে। বালিকার দোষ কিছুমাত্র নাই। বরং ধন্য বালিকাকে, ধন্য বালিকার সহ্যগুণকে; দ্বাদশ বর্ষীয়া কলিকা বালিকার কোমলশিরে হিমালয় পর্ব্বত! তাই বলি ধন্য বালিকার সহিষ্ণুতা।

নি। বাপ মায়েরই যে দোষ তাহা আমিও স্বীকার পাই।

বি। বাপ মা উভয়েরই দোষ বটে, কিন্তু পনর আনা দোষ মাতার। বালিকা থাকে কাহার নিকট? বালিকা থাকে কোথায়? বালিকা কতক্ষণ, কোথায়, কাহার নিকট থাকে? মাতার নিকটই থাকে; দিন রাত মাতার নিকট থাকে। বালিকার জন্ম কি জন্য, মাতা কি তাহা একবার ভাবিয়াছেন? বালিকার প্রতি মাতার কি কর্ত্তব্য, তাহা কি মাতা জানেন? মাতা তাহা জানেন না, মাতা তাহা ভাবেন না;—বালিকা কন্যা তাহাই জানিবে? তাহাই ভাবিবে? যদি সংসারে কোনই অনধিকার ও অসম্ভব আশা থাকে, তবে তাহা বালিকার পক্ষে এই আশা!—হাঁ। মাতা একটি বিষয় জানেন; কন্যা পর ঘরে যাইবে। কিন্তু বালিকা কন্যা যে পরঘরে যাইবে, মাতা কি তাহার কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন? পর ঘরে যাইতে হইলে, কি কি শিক্ষা অত্যাবশ্যক, তাহা কি মাতা স্বপ্নেও ভাবেন? তাই বলি মাতার দোষ পনর আনা।

নি,। একথাও মানি। মায়ে না শিখাইলে, মেয়ে শিখিবে কেমন করিয়া? মা যাহা জানেন না, তাহা তিনি মেয়েকে শিখাইবেনই বা কেমন করিয়া?

বি,। মোটামুটি দেখিলে যে আদৌ দোষ মাতার। এখন ঐ ঝগড়া নিবারণ করিতে হইলে অন্ততঃ উহা কমাইতে হইলেই, মাতার চেষ্টা ও যত্নই নিতান্ত আবশ্যক; মাতাকে মাতা হইতে হইবে, তবে ঐ ঝগড়া

মিটিবে; মাতার দোষ বুনিয়াদ, এই বুনিয়াদি দোষ না ঘুচিলে, ঐ ঝগড়া বা অশান্তি স্থানে শান্তি আসিতে পারে না। মাতা কি পদার্থ, মাতার কি কর্ত্তব্য, ইহা মাতাকে বুঝিতে ও জানিতে হইবে; বুঝিয়া ও জানিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কন্যা যে কেবলমাত্র সন্তানোৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ নহে, তাহা মাতাকে বুঝিতে হইবে ও তাহা কন্যাকে বুঝাইতে হইবে; কন্যা কেবলমাত্র সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র স্বরূপ হইলেও, তাহাকে একদিন নিশ্চয়ই বধু হইতে হইবে, বধুর পর মাতা, মাতার পর শাশুড়ি হইতে হইবে—কন্যাকে এত গুলি বিষম অবস্থায় পড়িতে হইবে, তাহা কন্যাকে বুঝাইতে হইবে, এবং সেই প্রত্যেক অবস্থার উপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে; কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি আস্থা ও অকর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়া দিতে হইবে,—বলিবে যে বালিকা এত গুলি শিখিবে কেমন করিয়া? আমি বলিব তবে বালিকার বিবাহ দাও কেন? বিবাহ অমৃত কি গরল, সাপ কি ব্যাং, তাহা বালিকাকে বলিলে না, বুঝাইলে না, শিখাইলে না, বিবাহ দাও কেন? সে বিবাহ দিবার তোমার কোনই ক্ষমতা নাই;—ধর্ম্মতঃ ক্ষমতা নাই, ন্যায়তঃ ক্ষমতা নাই; কেবলমাত্র শারীরিক শক্তিরই ক্ষমতা আছে; পাশব শক্তিতে পাশব বিবাহই হয়, মনুষ্য বিবাহ হইতে পারে না।

নি,। তাহা সত্য বটে। কিন্তু——

বি। বাল্যবিবাহে প্রণয় হয় বলিবে; মানিলাম, কিন্তু তাহা ক্বচিৎ হয় মাত্র। আর তাহা কি বাল্যবিবাহের জন্য? না, অসময়ে, অস্বাভাবিক সময়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য? যাহা অধিক দিন কাছে থাকে, তাহাকেই ভালবাসি;—কুকুর বিড়ালকে ভালবাসি সেই জন্য, বাড়ির বৃক্ষ লতাদিকেও ভালবাসি সেই জন্য;—তাই বলি, সে প্রণয়, সেই ক্বচিৎ প্রণয়, কি প্রকৃত বিবাহের জন্য? পুনরায় সুধাই, প্রণয়ের জন্য কি বাল্যবিবাহ? না পাশব ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই বাল্যবিবাহ? আরও বলি, সে কি প্রণয়? না——

নি। আমার যে রকম বিশ্বাস, তাহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই কেবল বাল্যবিবাহ, বোধ করি।

বি,। এবং ইন্দ্রিয়গণকে অসময়েই উত্তেজিত করিবার জন্যই বাল্য-বিবাহ, বা অসময় বিবাহ। তাহাই যদি হইল, তবে ত প্রণয়ের উদ্দেশ্যেই বাল্যবিবাহ নহে, প্রণয় যদি তাহাতে হইল, সে দৈবায়ত্ত হইল, ক্বচিৎ কাহারই মাত্র ভাগ্যে ঘটিল, বিনা আয়াসে, সহজেই ঘটিল! কিন্তু প্রণয় কি অনায়াস সাধ্য? না প্রণয় সহজ? যাহার প্রাপ্তি অনায়াস সাধ্য, তাহার বিনাশও অনায়াস সাধ্য; যাহার অর্জ্জন সহজ, তাহার বিনাশও সহজ; বাল্য প্রণয় ত শত শত স্থানে ভাঙ্গিয়াই যায়! আচ্ছা, যাহা দৈবায়াত্ত হইল, সেই প্রণয়েরই যেন দোহাই দিয়া বাল্য বিবাহ দিলে, আর যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা ত একবার ধরও না? একবার স্বপ্নেও ভাব না? বাল্য-বিবাহে যে শরীর ভগ্ন হয়, হৃদয় ভগ্ন হয়, মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়া যায়, ইহা যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা যে স্বাভাবিক, কৈ তাহা ত একবার ভাবও না? অপরে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও যে তাহা দেখ না? হয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাক, নাহয় বিরক্ত হও, অথবা ঈর্ষা কষায়িত লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যাহা কদাচিৎ হইল, তাহাই প্রমাণ, আর যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই অপ্রমাণ!—হায় মা ভারত ভুমি! তুমি কি ছিলে কি হলে!!

নি। বেশ বুঝিয়াছি। মাতার দোষই সমূহ। আচ্ছা, শাশুড়ির দোষ নাই?

বি। তবে, মাতার দোষ আর বলিব না? আচ্ছা, শাশুড়ির দোষই দেখা যাউক।—প্রথমেই দেখ, শাশুড়ি ত একবারে শাশুড়ি হন নাই, তিনিও এক সময় নিশ্চয়ই বালিকা ছিলেন; বালিকা পুত্রবধু ছিলেন; তাহার পর মাতা, তাহার পর শাশুড়ি হইয়াছেন। তিনি যখন কন্যা ছিলেন, সে অবস্থা কি তাঁহার মনে নাই? যদি মনে থাকে, তবে কি এখন একবার তাহা মনে করিয়া কার্য্য করিলে ভাল হয় না? যখন তিনি পুত্রবধু ছিলেন, সে অবস্থাও ত এখন একবার মনে করিয়া কার্য্য করিতে হয়! তাঁহাকে ঐ পুত্রবধুর অবস্থায় অন্ততঃ একবার আসিতে হয়, পুত্রবধুর অবস্থা একবার ভাবিতে হয়, তাহার সঙ্কটাবস্থা একবার ভাবিতে হয়, তাহার কষ্টকর পরিবর্ত্তন একবার মনে করিতে হয়;

শাশুড়ি যে সর্ব্বব্যথার ব্যথী; সমব্যথার ব্যথী হইয়া, কি সহানুভূতি ও সমবেদনা তাঁহার হয় না! তিনি যে এক সময়ে পুত্রবধু ছিলেন, পুত্রবধুর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, একবার তাহা মনে করিয়া কার্য্য করিলেই ব্যাপার অনেক সংক্ষেপ হইয়া আইসে। তিনি যে তাহা মনে করেন না, তিনি যে তাহা মনে করিয়া কার্য্য করেন না, ইহাই মহান্ অনর্থের মূল; ঐ ঝগড়ার মূল।

নি। বেশ কথাটি বলিয়াছ, কথাটি বড় মনে লাগিয়াছে?—"শাশুড়িও এক সময়ে পুত্রবধু ছিলেন;" ইহা যে উত্তম কথা।

বি। শাশুড়িকে ইহাও মনে করিতে হয়; যে একটি বালিকা, এক গৃহ হইতে অপর গৃহে আসিল; যে গৃহের কুকুর বিড়াল হইতে পিতা মাতা পর্য্যন্ত তাহার পরিচিত, তাহার ভালবাসা; সেই গৃহ হইতে অপর গৃহে আসিল, যে গৃহের প্রধান ব্যক্তিগণও তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত; একটি সম্পূর্ণ পরিচিত স্থান হইতে, একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে আসিল; একটি সম্পূর্ণ ভালবাসার স্থান হইতে একটি অপর স্থানে আসিল যাহার কোনই ভালবাসা সে জানে না; একটি বালিকা, একটি সরলা ও কোমলহৃদয়া বালিকা, যে পৃথিবীর কিছুই জানে না; জানে কেবলমাত্র খেলা ধুলা; সেই বালিকা এপ্রকার অবস্থায় পড়িল! নির্ম্মলে এরূপ বালিকা যদি দয়ার পাত্রী না হইল, তবে আর দয়ার পাত্রী কোথায়? তাই বলিয়া যে তিনি নির্দ্দয়া তাহাও নহে; তিনি সদয়া; কারণ তিনি কোমল হৃদয়া স্ত্রীলোক, তাঁহার দয়া আছে, তাহা স্থির নিশ্চয়; তবে তিনি উপযুক্ত পাত্রে, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত দয়ার উপযুক্ত কার্য্য দেখাইতে জানেন না, তাঁহার এই দোষের কথাই বলি। তাই পুনরায় বলি, এপ্রকার বালিকা যদি তাঁহার সমবেদনার পাত্রী না হইল, তবে আর তাঁহার সমবেদনার পাত্রী কোথায়? পুত্রবধু কন্যার সদৃশী, বরং কন্যা অপেক্ষাও পুত্রবধুকে অধিক যত্ন করিতে হইবে, কারণ কন্যা মাতার নিকট, পুত্রবধু শাশুড়ির নিকট; কন্যা অপেক্ষা পুত্রবধুকে স্নেহ করিতে হইবে, কন্যা অপেক্ষা পুত্রবধুকে ভাল বাসিতে হইবে; কারণ কন্যা মাতার নিকট, পিতার নিকট ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির নিকট;

পুত্রবধু শাশুড়ির নিকট, সম্পূর্ণ অপরিচিতের নিকট, কন্যার যদি প্রত্যহ দশটি অপরাধ ক্ষমা করেন, কারণ মাতা প্রকৃত ক্ষমাবতী, পুত্রবধুর অন্ততঃ একশতটি অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে; কারণ কন্যা সম্পূর্ণ স্বাধীনা, পুত্রবধু সম্পূর্ণ পরাধীনা।

নি। আচ্ছা, শাশুড়ি যখন পুত্রবধু ছিলেন, তখন তিনি যে সকল যন্ত্রণাভোগ করিয়াছেন, এখন তাহার প্রতিশোধ তুলিতেও ত পারেন?

বি। তাহাই যদি সত্য হয়, সে ত নীচতা, তাহা ত উচ্চতা নহে; মাতার হৃদয়ের কার্য্য নহে, মাতৃস্থানীয়া শাশুড়ির হৃদয়ের কার্য্য নহে; আর যদি যন্ত্রণার প্রতিশোধই লয়েন, তবে তাঁহার নিজের শাশুড়ির উপরই লইতে পানে, তাঁহার শাশুড়িই ত তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, পুত্রবধুর উপর সে প্রতিশোধ লইবেন কেন? যিনি যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাঁহার উপর প্রতিশোধ না তুলিয়া, যে নির্দ্দোষী বালিকা, কোনই কিছুই জানেনা, যাহার সেই কিশোর বয়সে কোনই বিষয় জানিবার ক্ষমতাও নাই, তাহার উপর তিনি সে প্রতিশোধ লইবেন কেন? তাহাই যদি করেন তবে তাঁহার মত নীচহৃদয়া ত আর দেখি না; যিনি রামের দোষ শ্যামের ঘাড়ে চাপান; তিনি ত সম্পূর্ণ অবিবেকিনী। আর রামেরই যে দোষ, তাহারই বা ঠিক কি? সে দোষ ত আনুমানিকও হইতে পারে, তাহা ত প্রকৃত নাও হইতে পারে; তাই বলি, ইহাই যদি হয়, তবে যে তিনি সম্পূর্ণ অবিবেকিনী; তিনি অন্যায়াচরণের প্রতিমূর্ত্তি, তিনি শাশুড়ী হন কেমন করিয়া? তিনি গৃহের কর্ত্রীই বা হন কেমন করিয়া, বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যাহা বলিলে, বরং তাহার বিপরীতই হইবারই সম্ভাবনা; তিনি শাশুড়ির নিকট যে কষ্টভোগ করিয়াছেন, সে কষ্ট যেন এখন, তাঁহার পুত্রবধুর, বধুমাতার আর সহ্য করিতে না হয়, তাঁহার এই প্রকার, ভাবনাই ভাবা উচিৎ।

নি। এ কথা সত্য বটে। আর উহাই ত চাই।

বি। আর এক কথা; একটি সামান্য গাছ, এক স্থান হইতে অপর স্থানে তুলিয়া লাগাইতে হইলে, তাহাকে কত যত্ন করিতে হয়, তাহা অবশ্য শাশুড়ি নিজেই অনেক সময়ে দেখিয়াছেন; দেখিয়াছেন, যে

গাছটি কেমন মাটি শুদ্ধ তুলিতে হয়; যেন সে কিছুই টের না পায়, যে সে স্থানান্তরিত হইল, কত জল দিতে হয়, নিকটস্থ অপরাপর কত আগাছা কাটিয়া দিতে হয়, কত প্রকার কত যত্ন করিতে হয়; একটি সামান্য উদ্ভিজ্জের প্রতি এত দৃষ্টি থাকা আবশ্যক; অপর স্থান হইতে একটি গোরু কিনিয়া আনি, তাহাকে পোষমানাইতে হইলেই বা কত যত্ন আবশ্যক, তাহাও কি শাশুড়ি জানেন না? একটি পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া, তাহাকে আপনার পুত্র করিতে হইলেই বা কত যত্ন করিতে হয়; তাহাও অবশ্য শাশুড়ি জানেন; শাশুড়ি এত জানেন তবে বালিকা বধূমাতারই সময় কেবল ঐ প্রকার যত্ন জানেন না! পরকে আপন করা কি সহজ ব্যাপার? তাহাতে প্রকৃত দয়া চাই, প্রকৃত সময়ে প্রকৃত রূপ প্রকৃত দয়া চাই, কত সহিষ্ণুতা চাই, কত মহানুভূতি চাই, কত ত্যাগস্বীকার চাই, কত ভালবাসা চাই, কত ন্যায়পরায়ণতা চাই; তবে পর আপন হইবে, তবে বালিকা শাশুড়িকে মাতা জ্ঞান করিবেন। তবে বালিকা কন্যার তুল্যা হইবেন। কেবলমাত্র পুত্রের ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করাইবার জন্যই, বালিকার জন্ম নহে, বালিকার বিবাহ নহে; যদিই বা না হয় বালিকা তাহাই হইল, তথাপি ত বালিকা পুত্রবধূও আবার মাতা হইবে, পুত্রবধুকে সন্তান প্রতিপালন করিতে হইবে, পুত্রবধুকে শাশুড়ি হইতে হইবে, তাহাকে বধূ লইয়া ঘর করিতে হইবে, ঠিক আবার তাঁহারই মত শাশুড়ির পদ পাইতে হইবে; শাশুড়ির এ জ্ঞান কি একবার স্বপ্নেও উদয় হয় না! একবার ভুলিয়াও কি তাহা মনে করেন না? বলিবে যে চিরকালই ত ঐ প্রকার হইয়া আসিতেছে; ঐ প্রকার ত আজ আর নূতন নহে। তাহা সত্য, চিরকাল হইয়া আসিতেছে বলিয়াই, আমিও বলিতেছি, চিরকাল হইয়া আসিতেছি বলিয়াই ত দোষের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ঐ প্রকার রীতি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বলিতেছি; স্বাভাবিক নিয়মানুসরেই ত সন্তানাদি হয়, চিরকালই হইয়া আসিতেছে, কেবল মাত্র মনুষ্যের নহে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত জীব জন্তুরই ঐ প্রকার চিরকাল হইয়া আসিতেছে; পশু পক্ষীরাও ত চিরকাল নিজের শাবক লালন

পালন করিয়া আসিতেছে, কেবল যে মানুষেই করিতেছে, এমন ত আর নহে; আমাদের পুত্র লালন পালন করাও যে ঠিক পশুদের মত; কোনই প্রভেদ দেখি না; চিরকালই হইয়া আসিতেছে, সেই জন্যইত বলিতেছি। কিন্তু পশু পক্ষীদের ত সন্তান হইবার সময় আছে, এক এক সময় এক এক ঋতুতে এক এক পশু পক্ষীদের সন্তান হইয়া থাকে; মানুষের কি তাহাই? এক এক পশু পক্ষীর সন্তান হইবার সংখ্যাও আছে, মানুষেরও কি সংখ্যা আছে? একটি ৯ম বর্ষীয়া বালিকার সন্তান হইতে দেখিয়াছি, দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকেও একটি সন্তান প্রসব করিয়া চিররোগী হইতে দেখিয়াছি; চিরকাল এই প্রকার হইয়া আসিতেছে; সেই জন্যই ত সন্তানের দশা এই প্রকার দেখি; মাতার অবস্থাও শোচনীয় দেখি, পিতার অবস্থাও তদ্রুপ! একই পরিবারের ঐ তিনটি অবস্থা দেখি; অনেক পরিবারেই ঐ তিনটি অবস্থাই দেখি; সন্তান বাঁচিবে কেন; মাতাই বা বাঁচিবে কেন? পিতাই বা বাঁচিবে কেন?—তাই বলি মা ভারত ভূমি, এত হত্যার দায়ী কে? বীর প্রসবিনী আর্য্য রমণী! এত মহাপাতকের দায়ী কে? ব্রত কর, ঐ মহাপাতকের দায় ঘুচিবে না; পূজাকর, মহাপাতক থাকিবে; তীর্থ পর্য্যটন কর, মহাপাতক থাকিবে, প্রকৃত ব্রত তোমরা কবে বুঝিবে মা? প্রকৃত পূজাই বা কবে শিখিবে, তোমরা ত অধঃপাতে গিয়াছ, আমরাও অধঃপাতে গিয়াছি; বক্তৃতায় কি হইবে বুঝিনা, স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত! স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত কিছুই হইবে না, মুলশিক্ষা চাই, মুল সংস্কার চাই, মূল পরিবর্ত্তন চাই, যত দিন ইহা হইবে না, ততদিন এই প্রকার খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হইতে হইবে! নির্ম্মলে ভাবিতেছ কি? মাতা হওয়া কি সহজ ব্যাপার দেখিলে?

নি। সকলই ত শুনিতেছি! আচ্ছা পিতার কি দোষ নাই?

বি। পিতার দোষ এখনও বলি নাই, দোষ পিতার ও মাতার প্রত্যেকেরই। তবে পিতার দোষ অধিক, কি মাতার দোষ অধিক, তাহাই দেখাই। কিন্তু এই স্থানে একটু বিশেষ বিবেচনা ও মনোযোগ আবশ্যক, সুতরাং বেশ মনোযোগ দিয়া শুন; সহবাসের কথা বলিব; অর্থাৎ দুইটি লোক এক সঙ্গে থাকিলে, কে কাহার কত টুকু দোষ ও গুণ

দিয়া থাকেন, সেই কথাই বলিব; বিষয়টি বড়ই কঠিন, অথচ বড়ই আবশ্যক, না বলিলেও নহে; তাই বলি বেশ মন দিয়া শুন।

নি। বল, বেশ মন দিয়া শুনিতেছি।

বি। মাতার ন্যায় সঙ্গিনীও পিতার নাই; পিতার ন্যায় সঙ্গীও মাতার নাই; মাতাপিতার সহবাসের ন্যায়, সহবাসও আর নাই।

নি। তাহা সত্য কথা।

বি। মাতার গুণে পিতার যত গুণ জন্মায়, মাতার দোষেও পিতার তত দোষ জন্মায়। মাতা সৎ হইলে, সৎ পিতার যেন সোণায় সোহাগা সংযুক্ত হয়, মাতার গুণে পিতার গুণ সারবান হয়; মাতা সৎ হইলে, অসৎ পিতাও সৎ হইয়া থাকেন; দয়াময়ী মাতার সহবাসে, নির্দ্দয় পিতা দয়াময় হন; নিঃস্বার্থ মাতার সহবাসে, স্বার্থপর পিতা নিঃস্বার্থ হন! মাতা অসৎ হইলে, অসৎ পিতার যেন তস্করের অমানিশি প্রাপ্তি হয়; সৎ পিতার সততা, গোমূত্র সংযুক্ত দুগ্ধবৎ হয়।

নি। তাহা সত্য, কিন্তু একটি কথা সুধাই; বিনোদিনী সই আমার অতি সৎ ও ভাল, তা কৈ ভূবন বাবুকে ত তিনি ভাল করিতে পারিলেন না!

বি। আমি যাহা বলিলাম, তাহা যে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই খাটিবে, তাহা ত নহে; উহা সাধারণ ঘটনা। তবে আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, সহধর্ম্মিণীর গুণ ব্যর্থ হয় না। তোমার বিনোদিনী সই যদি প্রকৃতই গুণবতী হন, তবে সেই গুণ, নিশ্চয়ই ভুবন বাবুকে গুণবান করিতে সমর্থ হইবে; গুণের গুণত্ব ও বর্ত্তমানত্ব, ফলেন পরিচীয়তে। শ্যামাঘাস দেখিয়াছ?

নি। দেখিয়াছি; ঘোষ যে কত বোঝা বোঝা কিনিয়া আমাদের বুদীকে খাওয়ায়?

বি। সেই শ্যামাঘাস যখন ধান্যক্ষেত্রে জন্মায়, তখন কৃষকেও তাহা চিনিতে পারে না; ফল না ফলিলে আর তাহা বোঝা যায় না। গুণের গুণত্বও সেই রূপ।

নি। তাহা সত্য বটে।

বি। তবেই দেখিলে যে,মাতা নিজের গুণ ও দোষ প্রত্যেকটিই পিতাকে দিয়া থাকেন, তা পিতা গুণ যুক্তই হউন, আর দোষ যুক্ত হউন; সুতরাং পিতার উপর, মাতার ক্ষমতাও প্রাধান্য যত; মাত র উপর, পিতার ক্ষমতা ও প্রাধান্য তত নহে। তাই বলিয়া পিতার গুণ ও দোষ, যে মাতার উপর এক বারেই বর্ত্তায় না তাহাও নহে। যাক, এ সম্বন্ধে ক্রমশঃই বুঝিতে পারিবে; এখন আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে ইহাও বক্তব্য যে, "যেমন হাঁড়ি তেম্নি সরা" ও "যেমন দেবা তেম্নি দেবী" এই চলিত কথা দুইটি সদা সত্য নহে।

নি। তাহা বুঝিয়াছি, মাতার গুণেই পিতার গুণ।

বি। আবার দেখ, যদিও পিতা অপেক্ষা মাতার বয়স অল্পই হইয়া থাকে; তথাপি এই অল্প বয়স্কা মাতার, অধিক বয়সে পিতার উপর কত ক্ষমতা ও আধিপত্য!—এই স্থানেই তবে আর একটি বিষয় বলিয়া রাখি;—এটিও বড় কঠিন বিষয়; কিন্তু তথাপি উহার আভাসমাত্র এই খানে দেওয়া আবশ্যক;—ঐ যে উর্দ্ধে, অতি দূরে, সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ এবং এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবী, ইহার প্রত্যেকটিই একটি অপরিবর্ত্তনীয় মহাশক্তির অধীন;- সূর্য্য ও উপগ্রহ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্টরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং এই পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থই;—উদ্ভিজ্জ,খনিজ ও প্রাণী;—উৎপন্ন হইতেছে, বর্দ্ধিত হইতেছে ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে;—প্রত্যেকেই সেই মহাশক্তির অধীন হইয়া চলিতেছে; সেই শক্তিটি যে কি? কোথায় হইতে আসিল? কেন আসিল? কি প্রকারে আসিল? তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই শক্তি মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য; তথাপি আমাদের এমনি ইচ্ছা হয়,যে ঐ মহাশক্তিকে জানি ও পূজা করি; জানিবার যো নাই জানি, তথাপিও তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ও তাহার স্বরূপ স্থির করি; যে সকল মহাত্মারা ঐ মহাশক্তিকে জানিতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা পরিশেষে এই স্থির করেন যে, ঐ মহাশক্তি—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততং"

—তিনি নিত্য ও তাঁহার ধ্বংশ নাই, এই পরিদৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক

জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি, এবং তাহা হইতেই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড।—বেশ মন দিয়া শুন;—কিন্তু যখন ঐ বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মন উহাতে মত্ত হয়, বিভোর হয়, তখন তাঁহাকে পূজা করিতে সাধ যায়, সেই শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিতে ইচ্ছা যায়, অপরাপরকেও সেই মূর্ত্তি দেখাইতে ইচ্ছা যায়, আর ইচ্ছা হয়, যে ইতর সাধারণ প্রত্যেকেই সেই মূর্ত্তিমতী মহাশক্তিকে পূজা করুন; সেই জন্যই শক্তির উপাসনা ও পূজা; সেই জন্যই দূর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, শ্যামা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজা ও বাসন্তী পূজা, এতগুলি দেবতা পূজা, স্ত্রী আকারে দেবতা পূজা; পূজাতে সেই মহাশক্তিরই প্রাধান্য স্ত্রীআকারের পূজারই প্রাধান্য। অমঙ্গল বল, উৎপাৎ বল; দৈত্য বল, দানব বল;—সমস্তই সেই মহাশক্তি দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছে!—আমাদের এই মনুষ্য জাতিরও মূলে, সেই মহাশক্তি- রূপা তোমরাই আছ; তাই তোমাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতা! তোমরা যখন মহাশক্তি ছিলে, তখন আমরাও মনুষ্য ছিলাম; কিন্তু হায়! এখন তোমাদের কি দুর্দ্দশা! তোমা-দিগকে আমরা গ্রাহ্য করি না। তোমাদিগকে জঘন্য ইন্দ্রিয় বৃত্তির ক্রীড়নক করিয়া ফেলিয়াছি! তোমাদিগকে—

নি। থাক, ও কথায় আর কার্য্য নাই।

বি। লজ্জা বোধ হইতেছে! সম্মুখে প্রশংসা শুনিতে সংকুচিতা হইতেছে! কিন্তু উহা ত প্রশংসা নহে, উহা যথার্থ কথা!—আচ্ছা তবে থাক। এখন পুনরায় তবে, সেই শাশুড়ি ও বধূর কথা ধর;—শাশুড়ি অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্না! তিনি অজ্ঞতার প্রতিমূর্ত্তি! মহাশক্তি হইয়া, মহা অশক্তি! মহা শক্তির মহা অভাব!

নি। দেখিতেছি যে, অজ্ঞতাই আমাদের প্রধান দোষ; আর যেমন তেমন অজ্ঞতা নহে, যে সে বিষয়েও অজ্ঞতা নহে; সকল বিষয়েই, ভয়ানক অজ্ঞতা!

বি। অজ্ঞতাই ত দোষ, বৃহৎ অজ্ঞতা, গভীর অজ্ঞতা, ভয়ানক অজ্ঞতা। ঐ অজ্ঞতা কমাইতে হইবে; ঐ অজ্ঞতা, দূর করিতে হইবে, সুশিক্ষার দ্বারা দূর করিতে হইবে, মন্ত্র শিক্ষার দ্বারা দূর করিতে হইবে;

ঐ অজ্ঞতা কঠিন ব্যবহারে দূর হইতে পারে না;—যদি কোন উপায়ে ঐ গভীর ও বদ্ধমূল অজ্ঞতা দূর করিতে পারা যায়,তবে সে উপায় এক সুশিক্ষা যে সুশিক্ষায় নম্রতাই আছে কঠিনতা নাই, যাহাতে সহানুভূতিই আছে, কেবলমাত্র আত্মানুভূতি নাই; ত্যাগ স্বীকার আছে স্বার্থপরতা নাই, উচ্চতাই আছে নীচতা নাই;—তবে ঐ বদ্ধমূল অজ্ঞতা দূর হইবে, তাহা হইলেই ঐ অজ্ঞতার বিষময় ফলও আর ফলিবে না। অজ্ঞতা স্থানে বিজ্ঞতা আসিবে, বিষময় ফলের পরিবর্ত্তে অমৃতময় ফল ফলিবে। "স্ত্রীলোক গর্দ্দভ ও সুপারিতে কঠিন হস্তের আবশ্যকতা হয়" এই উক্তি সুসভ্য খ্রীষ্টান পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে আছে, সুপারি কাটিতে শারীরিক শক্তিই আবশ্যক করে বটে; গর্দ্দভ বশীভূত করিতেও না হয় শারীরিক শক্তির আবশ্যকতা ও স্বীকার করিলাম, কিন্তু স্ত্রীলোক কি সুপারি? না সুপারির মত কঠিন পদার্থ? জিজ্ঞাসা করি স্ত্রীলোক কি গর্দ্দভ, না গর্দ্দভের মত নির্ব্বোধ! স্ত্রীলোক কঠিন নহে, কোমল; পুরুষই কঠিন, কোমল নহে; স্ত্রীলোক নির্ব্বোধ নহে, বুদ্ধিমতি; পুরুষই নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান নহে; স্ত্রীলোক যদি কঠিনই হইয়া থাকেন, তবে সে অজ্ঞতার দোষে, কুশিক্ষার দোষে,পুরুষের স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতীতার দোষে, স্ত্রীলোক যদি নির্ব্বোধ হন, তবে তাহাও অজ্ঞতা ও কুশিক্ষার দোষে, এবং পুরুষের স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতীতার দোষে। দোষ কোনই মতে স্ত্রীলোকের নহে, পুরুষের. আত্মম্ভরি স্বার্থপর পুরুষের! কঠিন ব্যবহারে স্ত্রীলোককে কার্য্যোপযোগী করিবে! ইহ অমিশ্রিত ভ্রম, ইহা অকাট্য ভ্রম। যে সুসভ্য জাতির ঐ উক্তি আছে, সেই সুসভ্য জাতিরই আবার আর এক উক্তি দেখ; "স্ত্রীলোক ভঙ্গপ্রবণ কাচ খণ্ডের ন্যায়," জিজ্ঞাসা করি স্ত্রীলোক ভঙ্গপ্রবণ? না পুরুষই ভঙ্গপ্রবণ, স্ত্রীলোক চরিত্র হীনা? না পুরুষই চরিত্রহীন? স্ত্রীলোক দুর্ব্বল চরিত্রা না পুরুষই দুর্ব্বল চরিত্র? কে প্রত্যহ 'নূতন ফুলের মধুপ্রয়াসী'? স্ত্রীলোক? না পুরুষ? "বৎসরান্তে স্ত্রী, নূতন পঞ্জিকার মত পরিত্যজ্য" এই মহৎ ধৃষ্টতা সূচক প্রকাণ্ড অসভ্য বাক্যও সেই সভ্যজাতীর পুরুষের মুখেই শোভা পায়। আবার দেখ;—স্ত্রী, স্বামীর উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন

করেন, না স্বামী স্ত্রীর উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করেন? যদি স্ত্রীলোক দুর্ব্বলচরিত্রা হন, চরিত্রহীনা হন, কাচখণ্ডের মত ভঙ্গপ্রবণ হন, সে স্ত্রীলোক সেই সুসভ্য জাতির মধ্যেই আছে, আমাদের মধ্যে নাই; বঙ্গভূমিতে নাই, ভারতভূমিতে নাই, আর্য্যভূমিতে নাই। স্ত্রীলোক যদি ভঙ্গপ্রবণ কাচখণ্ডই হয়েন, তবে স্ত্রীলোক বশীভূত করিতে হইলে, কেন যে কঠিন হস্তের আবশ্যক করে বুঝিতে পারিলাম না। ভারতভূমে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক নম্র প্রকৃতির; পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সততা অধিক, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অস্বার্থপরতা বেশী, এ প্রকার স্ত্রীলোককে প্রকৃত কার্য্যোপোযোগী করিতে হইলে প্রকৃত সংব্যবহার ভিন্ন প্রকৃত সুশিক্ষা ভিন্ন হইতে পারেনা। কঠিন ব্যবহার, কঠিনহৃদয় স্বার্থপর ব্যক্তিরই ধর্ম্ম।

নি। আমারও ঐ বিশ্বাস; শিষ্টাচারে ও নম্রতায় এবং ভালবাসায় লোককে যথার্থই বশীভূত ও কার্য্যোপযোগী করিতে পারাযায়। কঠিন ব্যবহার করিলে, নির্দ্দয় ব্যবহার করিলে বরং আরও খারাপ হইবারই সম্ভাবনা; তাহাতে যে কোন ভাল ফল হয়, আমার এরকম বিশ্বাস হয় না। গাধা বশ করিতে হইলে প্রহারের আবশ্যক কি না তাহা জানিনা; কিন্তু যদি প্রহার না করিয়া শিষ্টাচারে তাহাকে বশ করা যায়, তবে সেই বশ্যতা অন্ততঃ স্থায়ী হইবারই কথা।

বি। তাই ত! স্ত্রীলোকের দোষ, বৃহৎ অজ্ঞতা, স্ত্রীলোক অজ্ঞতায় অন্ধ, স্ত্রীলোক সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! সেই অজ্ঞতা দূর করিতে হইলে, সেই অন্ধকার দূর করিতে হইলে, আলোকের আবশ্যক, শিক্ষার আলোক আবশ্যক। শিক্ষা দ্বারা অজ্ঞতার কুফল দেখাইতে হইবে, পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইবে; শিক্ষা দ্বারা বিজ্ঞতার সুফল দেখাইতে হইবে, জ্ঞানের আলোক দ্বারা অজ্ঞতার দোষ দেখাইতে হইবে, জ্ঞানের আলোক দ্বারা অজ্ঞতার দোষ দেখাইয়া, বিজ্ঞতার গুণ দেখাইতে হইবে, অজ্ঞতা স্বতঃই পলায়ন করিবে;—জ্ঞান হইবে; সুপরিবারের গঠন হইবে; সুসমাজ হইবে, সুজাতি হইবে। শাশুড়ি যখন বধুর উপর বিরক্তা হন, তাহাতে স্বার্থপরতা থাকে না, অজ্ঞতা থাকে, নম্র প্রকৃতিরও

অভাব থাকে না, অজ্ঞতা থাকে, প্রবঞ্চনা থাকে না, অজ্ঞতা থাকে, ঘৃণা থাকে না, অজ্ঞতা থাকে; যে দিকে দেখিবে, সেই দিকেই অজ্ঞতা; যে প্রকারে দেখিবে, সেই প্রকারেই অজ্ঞতা, কেবল অজ্ঞতা, অজ্ঞতাময়; সুতরাং শান্তির অভাব, বিশৃঙ্খলতা, অনর্থ ও বিবাদ বিসম্বাদ; ইহা জাজ্বল্যমান ও অকাট্য ঘটনা।

নি। অজ্ঞতাই যে আমাদের প্রধান দোষ তাহা সত্য; অজ্ঞতা আমাদের বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, অজ্ঞতা যেন আমাদের ভালবাসার হইয়াছে; আবার সেই অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন জ্ঞানের কথা বলেন, তাহাও আমাদের ভাল লাগে না। আচ্ছা, শাশুড়ি ও পুত্রবধুতে যখন ঝগড়া হয়, তখন শ্বশুর মহাশয় কেন মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের দোষ উভয়কে দেখাইয়া সেই বিবাদ মিটাইয়া না দেন? বিবাদ মিটাইয়া দেওয়াই ত বিজ্ঞতার কার্য্য।

বি। তাহা সত্য। কিন্তু অবস্থাটি দেখ;—শ্বশুর শাশুড়ির অর্থাৎ কর্ত্তা ও কর্ত্রীর স্বতন্ত্র কার্য্য, এক এক জন এক এক কার্য্য করেন ও সেই কার্য্যের জন্য তিনিই দায়ী; অন্তঃপুরে কর্ত্রী প্রধানা, অন্তঃপুরের সমস্ত ব্যাপার কর্ত্তা বিশেষ করিয়া জানেন না, কর্ত্রী ও বধুমাতার মধ্যে যে যে অনৈক্য হয়, কর্ত্তা তাহা প্রথম প্রথম অর্থাৎ অঙ্কুরাবস্থায় জানেন না; অনেক পরেই কর্ত্তা তাহা শুনিতে পান, তখন কর্ত্তা প্রায়ই কর্ত্রীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন ও কর্ত্রীকেই তিরস্কার করেন; কর্ত্রী তজ্জন্য আরও চটিয়া উঠিয়া, ঐ যে কথায় বলে;——

"বকী বলে বকা বকা, বকা বলে বকী"
এই রূপে বকাবকি, করে বকাবকী।"——

নি। বেশ কথাটি মনে করিয়াছ কিন্তু! ঠিক তাই বটে।

বি। আবার বধুমাতা ত আর কর্ত্তার সহিত কোন কথা কহিতে পান না ও পারেন না, তখন বধুমাতার প্রকৃত অবস্থা কর্ত্তা মোটেই জানিতে পারেন না, সুতরাং কর্ত্তার পক্ষে সে বিসম্বাদ মিটান বড়ই কঠিন! কর্ত্তা যদি বড়ই শক্ত হন, তবে না হয় তাঁহার উপস্থিতিতেই বিসম্বাদ ক্ষণকালের জন্য বন্ধ থাকে; কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে যে

৩০

আবার ভয়ানকতর ব্যাপার হয়। ইহা স্থির নিশ্চয় জানিও, যে শারীরিক শক্তির দ্বারা পরিবার শাসন হয় না, ভালবাসার শাসনই শাসন; যে ভাল বাসায় স্বার্থপরতা নাই নিঃস্বার্থতা থাকে, কঠিনতা নাই, নম্রতা আছে, অবিশ্বাস নাই বিশ্বাস আছে, তবেই ভালবাসা, তবেই প্রকৃত শাসন; সেই শাসনই স্থায়ী, সেই শাসনেই স্থায়ী বশ্যতা।

নি। অজ্ঞতাই দোষ, ক্ষমতার অসদ্ব্যবহারই দোষ; গৃহিণীদের অজ্ঞতা ও বধুদিগের কষ্ট, বোধকরি অল্প লোকেই জানেন; বা অল্প লোকেই তাহা অনুসন্ধান করেন; কিন্তু গৃহিণীর অজ্ঞতা ও বধুর কষ্ট দূর করিবার কি কেহ কখন কোন উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? বধু অবস্থায় স্ত্রীলোকের শাশুড়ির সহিত অমিল, শাশুড়ি অবস্থায় বধুর সহিত অমিল, স্ত্রীলোকের জীবনের প্রথমেই অমিল, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অমিল; স্ত্রীলোকের জীবন কষ্টময়! তা অজ্ঞতাই ইহার কারণ বৈ কি।

বি। দেখিলে ত যে অজ্ঞতাই সকল কষ্টের মূল।

নি। এইত গেল শাশুড়ি ও বধুর ঝগড়া। আবার বধু ও ননদের মধ্যে ঝগড়াও ঐ প্রকার; প্রথম প্রথম বাপের বাড়ী মেয়ের আবদার ও ক্ষমতা অধিক, বধুর কোনই ক্ষমতা থাকেনা বলিলেই হয়, সুতরাং ঐ দুই জনের মধ্যেও ঝগড়া হয়।

বি। অন্ততঃ বিবাহ পর্য্যন্ত কন্যার বাপের বাড়ী বেশী জোর থাকে; কন্যার বিবাহ হইল, এবং পুত্রেরও বিবাহ হইল; বধু আসিলেন; পিতা অপেক্ষা কন্যার প্রতি মাতারই টান অধিক, বিশেষ কন্যার বিবাহ সময়ে যখন মাতা নিশ্চয় বুঝিলেন, যে কন্যা অপরের হইল, তখন কন্যার প্রতি মাতার ভালবাসা আরও বেশি হইয়া উঠে; পরে কন্যা ও বধু, শ্বশুরালয় ও বাপের বাড়ী যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন, বাপের বাড়ী কন্যার যে পরিমাণে ক্ষমতা ও আবদার কমিতে লাগিল, শশুর বাড়ী সেই পরিমাণে তাহা বেশি হইতে লাগিল। এখন ঘরের কন্যাও বধু এক গৃহে; কন্যা ভাবিলেন, আমারই যখন বাপ মায়ের ঘর, তখন বধু অপেক্ষা আমিই শ্রেষ্ঠা, বধু আমার ক্ষমতার মধ্যে; বধুও ভাবিলেন ননদ এখন কেহই নহেন, আমিই এখন প্রধানা, সুতরাং ননদই আমার ক্ষমতার

মধ্যে। আবার অন্যদিকে দেখ;—ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার ভালবাসা ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল ও স্ত্রীর প্রতি তাঁহার সেই ভালবাসা বেশী হইতে লাগিল। এখন কন্যা ও বধূ, এই উভয়ের মধ্যে ক্ষমতার ন্যূনাধিক্যই, ঝগড়ার প্রধান কারণ; ননদের ক্ষমতা অধিক, বধূর ক্ষমতা কম, ইহা আনুমানিক; বধূর ক্ষমতা অধিক ননদের ক্ষমতা কম, ইহা বাস্তবিক, এই আনুমানিক ও বাস্তবিক ক্ষমতা লইয়া ঝগড়া; আবার ক্ষমতা বলিলেই স্বাধীনতা, যথেচ্ছা স্বাধীনতা আইসে; এই ক্ষমতা ননদেরই বেশী, বধূর কম; ইহাও বোধ করি উভয়ের ঝগড়ার কতক কারণ হইতে পারে, আবার যেমন ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার ভালবাসা কমিয়া স্ত্রীর উপর ভালবাসা বৃদ্ধি হইতে থাকে, মাতার ভালবাসা কিন্তু প্রথমতঃ অনেক দিন বধূ অপেক্ষা কন্যার প্রতিই অধিক থাকে; সুতরাং ননদ ও বধূর মধ্যে ঝগড়ার প্রধানতঃ এই কয়েকটিই কারণ;—ক্ষমতা, স্বাধীনতা ভ্রাতার উপর ভগিনীর অভিমান, ও স্ত্রীর আধিপত্য এবং মাতার উপর কন্যার আব্দার ও ক্ষমতার আধিক্য এবং বধূর আবদার ও ক্ষমতার স্বল্পতা।

নি। যথার্থ কথা। কিন্তু ঝগড়া হয় বলিয়া যে শ্বাশুড়ি বা ননদ বধূকে আন্তরিক ভালবাসেন না এমত নহে; বধূর পীড়া হউক, শ্বাশুড়ি ও ননদ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবেন, বধূর কোন অমঙ্গল হউক শ্বাশুড়ি ও ননদ আন্তরিক শশঙ্কিত; বধূর কোন মঙ্গল হউক; শ্বাশুড়ি ও ননদ আহ্লাদিতা।

বি। ঠিক কথা। বধূ, শ্বাশুড়ির ও ননদের বাস্তবিকই স্নেহেরও আহ্লাদের সামগ্রী, কিন্তু এমনি অজ্ঞতা, যে সেই স্নেহ ও আহ্লাদ অন্যায় প্রকার হইয়া থাকে। বধূকে ভালবাসেন, কেবলমাত্র পুত্রের জন্য, ভ্রাতার জন্য, বধূ বলিয়া নহে!

নি। তাইত। বধূ কিসে শীঘ্র সন্তানের মাতা হইবেন, শ্বাশুড়ি ও ননদের তাহাই ইচ্ছা, মাতা হইবার পূর্ব্বে কি কি শিক্ষা ও গুণের আবশ্যক, তাহা একবার ভুলেও ভাবেন না।

বি। তাহার শোচনীয় ফলও তহাতে হাতেই দেখা যায়! ঐ যে কথায় বলে ঠিক তাই;—

"শিক্ষার বড় ফল ফলিল, শিক্ষক রৈল ব'সে,
গাছের আম গাছে রৈল, বোঁটা গেল খ'সে!"

নি। আবার পুত্রবধুদের মধ্যেও পরস্পর অমিল হইয়া থাকে; এবং বেয়াই ও বেয়ানদের মধ্যেও অমিল হয়; ফলে ঐ অজ্ঞতাই এক প্রধান কারণ;—

বি। বধুদের মধ্যে অনৈক্য হয় বলিয়াই "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হয়; ভাই ভাই হইলেই, ঠাঁই ঠাঁই, হয় না; আমাদের বিবাহই বিবাদকে সৃজন করে; অজ্ঞতাই প্রধান কারণ, প্রকৃত শিক্ষার অভাবই প্রধান কারণ, প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এবং অজ্ঞতার প্রভাবে, হৃদয় প্রশস্ত না হইয়া সঙ্কুচিত হয়; ভালবাসার স্থানে ঘৃণা, নিশ্চয়তার স্থানে সংশয় ও সন্দেহ, ত্যাগ স্বীকারের স্থানে স্বার্থপরতা, সরলতার স্থানে ক্রূরতা, ধৈর্য্যের স্থানে অধৈর্য্য, উচ্চতার স্থানে নীচতা ও বিশ্বাসের স্থানে অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। ইহাতে পরিবারের শান্তি কি প্রকারে হইবে, পুত্রের সংশিক্ষা কিসে হইবে, সমাজের স্থায়ী উন্নতিই বা কিসে হইবে এবং জাতির উন্নতিরই বা ভরসা কোথায়! সকল শান্তির ও স্থিরতার মূলাধার স্ত্রী, সুশিক্ষিতা স্ত্রী, ইহা যতদিন সকলে এবং প্রত্যেকে বুঝিতে না পারিবেন, যতদিন সকলে এবং প্রত্যেকে বুঝিয়া কার্য্য করিতে না পারিবেন, ততদিন কোনই আশা নাই! কোনই ভরসা নাই!

নি। তাহা আমারও বিশ্বাস; কিন্তু সকলে কিম্বা প্রত্যেকে কি ঐ প্রকার, সুশিক্ষিতা স্ত্রী পাইতে পারেন?

বি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সমূহ পরিবর্ত্তন না হইলে, অবশ্য প্রত্যেকেই শিক্ষিতা স্ত্রী কখনই পাইতে পারেন না; কিন্তু সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে হইবে, অন্ততঃ মধ্যাবস্থার সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে, মধ্যাবস্থার মধ্যে চেষ্টা করিলে যে সকলেই না হয় অধিকাংশ লোকই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, এ বিশ্বাস আমার বিলক্ষণ আছে; মধ্যাবস্থার লোকের ঐ চেষ্টা করিবার যেমন সুযোগ, সে প্রকার সুবিধা, উচ্চ ও নিম্ন অবস্থার লোকের নাই। ভাল বিষয় করিতে হইলে, সুযোগ না থাকিলেও,

সুযোগ করিয়া লইতে হয়; কিন্তু যখন, করিবার সুযোগ রহিয়াছে, তখন সেই বিষয় সাধিত করিতে চেষ্টা না করিলে, মহৎ দোষের কথা; লজ্জার কথা।

নি। একথা সত্য বটে।

বি। পুত্র কন্যার শিক্ষা গৃহেই আরম্ভ; মাতার নিকটেই আরম্ভ; সমাজ, সেই শিক্ষার এবং সেই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য ও ব্যবহারের পরীক্ষা স্থান; এবং জাতি সেই ব্যবহার ও কার্য্যের ফলভোগ করিবে। তাই বলি, মূল কঠিন করা চাই, মূল দৃঢ় করা চাই।

নি। তাহাত সত্য। তাহা না করিয়া সমাজের বা জাতির সংস্কার বা উন্নতি হইবে কেমন করিয়া? গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কি হইবে?

বি। বেশ কথা বলিয়াছ; গৃহ উন্নত না করিলে সমাজ ও জাতি উন্নত হইতেই পারে না। কায়মনোবাক্যে ঐ উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে; উন্নতি করিতে হইবেই, উন্নতি করিবই বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে। এবিষয়ে বিফল হইবার শঙ্কায় যিনি বিরত হন, তিনি কাপুরুষ; বিফল হইয়া সফল হইতে হইবে স্থির করিতে হইবে, বিফল হইবই কিন্তু সফলও শেষে হইতে হইবে, এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে; মহৎ মহৎ কার্য্য প্রথম প্রথম বিফল হইবারই কথা; বিফল না হইলে দর্শন-শক্তির স্ফূরণ হয় না, দুর্ব্বলতা গিয়া বলবত্তা জন্মায় না; সহিষ্ণুতা হয় না; অধ্যবসায় জন্মেনা।

"শেষেতে সফল, যদি প্রথমে বিফল,"

—প্রকৃত সূক্ষ্ম দর্শনেরই উক্তি; "ধীর পানী পাথর ছেদে" ইহাও প্রকৃত উক্তি। ঐ ভার প্রকৃত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর; ঐ মহৎ ভার, অতি বড় বৃহৎ ভার, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর, মনে করিতে হইবে। তাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন ঐ কার্য্যের জন্য; ঐ কার্য্যের সফলতার উপর তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের মান, তাঁহাদের সম্ভ্রম। ঐ কার্য্য সফল করিতে পারিলেই বুঝিব তাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন; সফল হইতে না পারিলে বুঝিব, তাঁহাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা হয় নাই, আংশিক শিক্ষাই হইয়াছে, অর্দ্ধ

শিক্ষা হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের উপর যে প্রকৃত ভার, সে ভার বহন করিবার অন্যের ক্ষমতা নাই; সেই কার্য্যের সফলতা, ক্রমিক সফলতা, প্রকৃত শিক্ষার কার্য্য; ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে। বক্তৃতা করিবার জন্যই ফাকা বক্তৃতা করা, শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্যই শিক্ষা নহে; যে শিক্ষা বলে তুমি তোমারই জন্য, অন্যের জন্য নহে, সে শিক্ষা শিক্ষা নহে; যে শিক্ষায় বলে, "স্ত্রীলোক শূন্য হাঁড়ি, শব্দে ভারি" সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে; যে শিক্ষায় বলে স্ত্রীলোক পুরুষেরই জন্য সে শিক্ষা নহে। যে শিক্ষা স্ত্রীলোককে অমৃত তুল্য করিতে পারে, সেই শিক্ষাই, শিক্ষা; যে শিক্ষায় পুত্রকে অমৃত তুল্য করে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা; তাই বলি;—

"অমৃতং গুণবতী ভার্য্যা অমৃতং পুত্র পাণ্ডিত্যং"

—এই উক্তি প্রত্যেক শিক্ষাগৃহের, অতি প্রকাশ্য স্থানে, অতি বৃহৎ স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

নি। আমার ত বেশ বোধ হয় যে, উহাই সত্য কথা।

বি। দেখ নির্ম্মলে, ইউরোপ ও আমেরিকা অনেক দেশের লোকেই এখন স্ত্রী শিক্ষার অবশ্য কর্ত্তব্যতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং সাধ্যানুসারে প্রচুর পরিমাণে স্ত্রী শিক্ষা দিতেছেন এবং তাহার সুফলও ফলিতেছে। আমাদের দেশেও পূর্ব্বে বিলক্ষণ স্ত্রী শিক্ষা ছিল; এবং তাহারও সুফলও প্রত্যক্ষ ফলিয়াছিল। এখন শিক্ষিত সম্প্রদায় কতকাংশ স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন, কিন্তু যদি এই স্ত্রী শিক্ষার কার্য্যতঃ সুফল না ফলে, তবে বলিব যে;—

"সগরাৎ সাগর কীর্ত্তি, গঙ্গা কীর্ত্তি ভগীরথাৎ;
অস্মাকমীদৃশী কীর্ত্তি একা ভার্য্যা ন শিক্ষিতা।"

নি। বেশ শ্লোকটিত দেখছি; এখন যাওয়া যাক।—হাঁ দেখ, একটা কথা বলিব বলিব করিয়া ভুলিয়া গিয়াছি। এই যে সম্প্রতি—খবরের কাগজে, "শাশুড়ির উক্তি," "বধুর উক্তি," 'ননদিনীর উক্তি" এবং আরও কতক গুলি "উক্তি" বাহির হইয়াছিল, সে গুলি কি ভাল? ওরকম করে লেখা কি ভাল?

বি। ঐ সকল "উক্তির" প্রবন্ধ লেখা কি প্রকার তাহা একটি ঘটনা দ্বারাই অতি সংক্ষেপে বলি; আমি যখন পরীক্ষা দিতে কলিকাতা গিয়াছিলাম, তখন আমাদের বাসার একটি লোকের খাটে ছারপোকার এমনিই উৎপাত হইয়াছিল, যে সেই শীতকালেও খাটে শুইয়া তাঁহার আরাম বোধ হইত না, লোকটি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি সুন্দর উপায় স্থির করিলেন; ধরাধরি করিয়া খাটখানি বাহিরে আনিয়া সর্ব্বভুকের মুখে প্রদান করিলেন!!

নি। ভাল বুদ্ধি বটে! আর খাটখানি যে গেল।

বি। ছারপোকাগুলি ত গেল! আর ইহাও জানিও যে, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে নোংড়া, ও অলস; সেই ব্যক্তির ঘরেই সেই পরিমাণে ছারপোকা জন্মে।

নি। ঠিক কথা;—যাই; কামিনীর গায়ে হলুদ, তাই বুঝি আমাকে ডাকিতেছেন।

বি। দেখ নির্ম্মলে, কোনই পরিবারে প্রকৃত শান্তি দেখি না, প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই অশান্তিই দেখিতে পাই; এই পারিবারিক অশান্তির একটি অতি প্রধান কারণ, ভ্রমাত্মক বিবাহ! কবি যদিও নাটকের হাস্যোদ্দীপক জঘন্য ব্যক্তির মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন যে, "বিবাহ হয় একটি কল্প বট, ইহার নিকট যাহা চাহা যায়, তাহাই পাওয়া যায়।" তথাপি প্রকৃত বিবাহ যে "কল্প বৃক্ষ" স্বরূপ, তাহা এখন যদি নাও বুঝিয়া থাক, ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে। সেই "কল্প বৃক্ষ" ক্রমশঃ আমাদের ভ্রমাত্মক লালন পালন দ্বারা "বিষবৃক্ষ" রূপে পরিণত হইয়াছে! এখন এই "বিষবৃক্ষ" নিশ্চয়ই উচ্ছেদের যোগ্য।—অথবা যেপ্রকার "কল্পবৃক্ষ" "বিষবৃক্ষ" হইয়াছে, সেই প্রকার আবার এই "বিষবৃক্ষ" যাহাতে পুনরায় "কল্পবৃক্ষ" হয়, তাহা করিতে হইবে। এই মহৎকার্য্য, পুণ্যকার্য্য, তোমাদের যত্ন ও চেষ্টা ভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং——

নি। তাহা ত এক রকম বুঝিয়াছি।

বি।—তাই বলি আর্য্য ললনে!—

" শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমং "।

—চন্দনভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছ!—এখনও;—তবে যাও তোমাকে অনেকবার ডাকিয়াছেন; আর বিলম্ব করা উচিৎ নহে।

বকুল ফুল।

"অত্যাগ সহনো বন্ধুঃ, সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ;
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং, সমপ্রাণঃ সখামতঃ।"

নি। দেখ, আজ বিনোদিনী সই, খাওয়া দাওয়ার পরই আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসেন; অনেক কথাবার্ত্তার পর বলিলেন "ভাই নির্ম্মলে, তোমার সঙ্গে আমার "বকুল ফুল" পাতাইতে বড় সাধ হইয়াছে।"

বি। ওটি বন্ধুত্বসূচক, সুতরাং মন্দ নহে, বরং ভালই বলিতে হইবে।

নি। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে ওরকম কিছু পাতান আছে কি?

বি। কৈ, এখন ত আর আমাদের মধ্যে ওপ্রকার দেখিতে পাই না; কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের মধ্যেও ওপ্রকার ছিল, সেই জন্যই এখনও পল্লীগ্রামে "মিতা" পাতান আছে। তোমাদের "সই" যেমন "সখী" শব্দের অপভ্রংশ, আমাদের "মিতা"ও সেই রকম "মিত্র" শব্দের অপভ্রংশ। এখন ইংরেজী লেখা পড়া শিক্ষার প্রভাবে যদিও ঐ প্রকার বন্ধুত্ব পাতান, আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে এখনও উহা আছে দেখিতেছি। যাহা হউক ঐ প্রথাটি নিন্দনীয় নহে, প্রশংসনীয়। আর উহার বেশ কারণও আছে।

নি। সে কি রকম কারণ?

বি। আমাদের অপেক্ষা তোমরা কিছু আলাপপ্রিয়, সুতরাং সামাজিক অধিক। কোন স্থানে ২।৪ জন অপরিচিত পুরুষ জুটিলে, অন্ততঃ ৫।৭ মিনিট তাঁহাদের মধ্যে কোনই কথাবার্ত্তা চলে না; বোবার মত

মুখটি বুঁজিয়া চুপটি করিয়া বসিয়াই থাকিবেন; এটি আমাদের ইংরেজি লেখা পড়া শিক্ষার একটি ফল, বা অনুকরণের কার্য্য; কারণ অপরিচিত ইংরেজের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম মুখ খুলিয়া কথাবার্ত্তা চালান, তিনি অসভ্য বা বেয়াদব বলিয়াই কথিত হন; আর—

নি। সত্য নাকি! মুখ বুঁজিয়া থাকিতে কষ্ট হয় না?

বি। বোধ করি কষ্ট হয় না, সুখই হয়। থাক;—কিন্তু কোন স্থানে, ২।৪ টি স্ত্রীলোক জুটিলে, বোধ করি এক মিনিটের মধ্যেই আলাপ পরিচয় হইয়া যায়। সুতরাং পুরুষ অপেক্ষা তোমরা বেশি আলাপপ্রিয়।

নি। তা সত্য; কথা না কহিলে আমাদের যে পেট ফাঁপে!

বি। বয়স ও অবস্থার সহিত, আমাদের মত তোমাদের স্বভাবের অতি অল্পই পরিবর্ত্তন হয়। বাল্যাবস্থায়ও যেপ্রকার, যৌবনাবস্থায়ও প্রায় সেই প্রকার, বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহাই, তোমাদের কৃত্রিমতা দেখি বড় একটা থাকে না; তোমাদের আন্তরিক কৃত্রিমতা এত অল্প যে, নাই বলিলেই হয়। তোমাদের কৃত্রিমতা কেবলমাত্র বাহ্যিক—কেবল মাত্র বেশ বিন্যাসেই। আমরাই কৃত্রিমতা অধিক ভালবাসি কিনা, তাই তোমাদের বেশ বিন্যাসের কৃত্রিমতা, আমাদেরই সন্তোষের জন্য; তাই কবি বলিয়াছেন;—

"স্ত্রীণাং সৌভাগ্য ফলা হি চারুতা"

—স্ত্রীলোক দিগের চারুতা, অর্থাৎ বেশ বিন্যাসদ্বারা সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধন, কেবল মাত্র স্বামীর প্রিয় হইবারই জন্য। কিন্তু—

নি। কবি কিন্তু ঠিক কথাটিই বলিয়াছেন।

বি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, স্ত্রী স্বামীর প্রতি যত অনুরক্তা, স্বামী স্ত্রীর প্রতি তত অনুরক্ত নহে; স্ত্রী স্বামীকে যত বিশ্বাস করেন, স্বামী স্ত্রীকে তত বিশ্বাস করেন না; স্ত্রী এক স্বামীতে যত সন্তুষ্টা, স্বামী এক স্ত্রীতে তত সন্তুষ্ট নহে; নির্ম্মলে, তুমি যখন—

"আমার সর্ব্বস্ব ধন, তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি; তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়।" পড়িয়া আমাকে শুনাইতেছিলে, তখন তুমি এত কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলে, যে তারপর অনেক ক্ষণ পড়িতে পারনাই।

যাক,—সুতরাং আমার বিশ্বাস যে, স্ত্রীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন স্বামীর সন্তোষের জন্য ঠিক নহে; স্বামীর মন যাহাতে অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া, তাঁহারই প্রতি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্যই স্ত্রীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন। চুপ করিয়া রহিলে যে?

নি। তোমার কথায় ভুবন বাবুকে মনে পড়িল! বিনোদিনী সই আমার কত যত্ন, কত চেষ্টা করেন, তবু ভুবন বাবুর মনোমত হইতে পারেন না! ভারি দুঃখ হয়।

বি। উহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর হইতে পারে না! আবার তোমাদের স্বভাব ও হৃদয়, এত অকৃত্রিম যে, যাহা স্বাভাবিক, তাহাই তোমরা ভাল বাস—স্বভাবের দ্রব্যকেই অধিক ভালবাস; স্বভাবজাত, মনোহর এবং পবিত্র দ্রব্যই তোমাদের বন্ধুত্ব সূচক। ঐ প্রকার দ্রব্যের মধ্যে ফুল একটি প্রধান; আবার সেই প্রধান দ্রব্যের মধ্যে বকুল ফুল, বেল ফুল, চাঁপা ফুল, গোলাপ ফুল প্রভৃতি সুগন্ধী ফুলবাচক শব্দই তোমরা স্বভাবতঃ পছন্দ করিয়া থাক।

নি। কেন গঙ্গাজলও ত পাতান হয়

বি। সে ত একই কথা; নদী স্বাভাবিক, নদীর মধ্যে গঙ্গা প্রধানা সুতরাং পবিত্র সলিলা; সুতরাং গঙ্গাজলও পাতান হয়।

নি। সত্যইত বটে!

বি। আচ্ছা, কৃত্রিমতা যে তোমাদের অল্প, আমাদের বেশী; ইহার কারণ দেখা যাউক; আমরা যত প্রকার দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাকে সংক্ষেপতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; মোটা ভাত, মোটা কাপড়, প্রভৃতিকে, আবশ্যকীয় দ্রব্য বল, জুতা ছাতি প্রভৃতিকে ব্যবহারোপযোগী বল; আর ল্যাবেণ্ডার, ওডিকলন প্রভৃতিকে আড়ম্বরসূচক বল।

নি। ভাগ কয়টি ত বড় মন্দ হয় নাই দেখ্‌ছি!

বি। এখন দেখ দেখি, যে পরিমাণে ঐ তিন শ্রেণীর দ্রব্যের ব্যবহার অধিক হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন হইবে কিনা? একটু ভাবিয়া দেখ দেখি, আমাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যের সংখ্যা অপেক্ষা,

ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের সংখ্যা, এবং ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের সংখ্যা অপেক্ষা, আড়ম্বরসূচক দ্রব্যের সংখ্যা ক্রমশঃ অধিক হইতেছে কি না? তাহাই যদি—

নি। সত্য কথাই ত বটে! তাহাত হইতেছেই!

বি। তাহাই যদি সত্য হইল, তবে আমাদের রুচিও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে কিনা? আর সেই পরিবর্ত্তিত রুচি, ক্রমশঃ স্বভাবকে পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিমতাকেই আলিঙ্গন করিতেছে কি না? এই স্থানে অমনি আর একটি কথা বলিয়া রাখি; এই বিষয় লইয়া কোন সময়ে কতকগুলি বন্ধুর সহিত অনেকক্ষণ তর্ক হয়, একজন বলিলেন;—"প্রথমেই তবে "স্বভাব" কাহাকে বলে; তাহা বল" তুমি এখানে পাছে ঐ প্রশ্নটি সুধাও, তাই বলি যে এখন ঐ প্রশ্নটি তুলিও না, কিন্তু "স্বভাব" বলিলে যাহা বুঝ, তাহাই বুঝিয়া রাখ।

নি। কৃত্রিমতা বেশি হইতেছে বৈ কি! স্বভাব যে বিগ্‌ড়ে যাইতেছে, তাহা বেশ বোঝা যায়।

বি। আচ্ছা, তবে আবারও দেখ দেখি, যে পরিমাণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লোকের সহিত মিশ্রিত হই, সেই পরিমাণেও আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন হয় কি না?

নি। তাহা ত হবেই।

বি। তবেই দেখ, যে পরিমাণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লোকের সহিত মিশ্রিত হই, সেই পরিমাণে আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন হয়; ইহা সত্য কি না।

নি। আগেকার গুলি যেমন সত্য, এটিও তেমনি সত্য।

বি। তোমরা পিঞ্জরাবরুদ্ধা, তোমাদের কর্ম্ম কার্য্যের সংখ্যা অতি অল্প; আবার সেই অল্প সংখ্যক কর্ম্ম কার্য্যও সম্পূর্ণ একঘেয়ে সুতরাং আমাদের অপেক্ষা তোমাদের কৃত্রিমতা যে অল্প কেন হইল, তাহা এখন বুঝিতে পারিলে।

নি। বেশ বুঝিয়াছি; ঐ কথা বোধ করি, যেন আরও কোন দিন হইয়াছিল? নয় কি, দেখ দেখি?

বি। তাহা হইতে পারে, আমার কিন্তু তাহা মনে নাই।

নি। তবে'ত দেখছি যে পিঞ্জরাবরুদ্ধা থাকাই ভাল ?

বি। এক পক্ষে উহা সত্য বটে; তোমাদিগকে পিঞ্জরাবরুদ্ধা করিয়া রাখি বলিয়াই, তোমাদের কৃত্রিমতা বেশি বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না; কিন্তু যদি শিক্ষাদ্বারা তোমার এ প্রকার জ্ঞান করিয়া দিতে পারা যায়, যদ্বারা তুমি স্বভাবকে ত্যাগও করিবে না, কৃত্রিমতাকে আলিঙ্গনও করিবে না; অথবা কৃত্রিমতাকে আলিঙ্গন করিলেও তাহা যেন সীমাবদ্ধই হয়, অসীম না হয়; যদি এ প্রকার জ্ঞান তুমি পাইতে পার, ও সেই জ্ঞানানুযায়ী কার্য্য করিতে পার, তাহা হইলেও তোমাকে কেনও কোন নীতি অনুযায়ী পিঞ্জরাবরুদ্ধা করিয়া রাখি ?

নি। একথা ভাল; তথাপি আমার যেন কি রকম বোধ হচ্চে !

বি। স্বাধীনতা দিলেই দায়িত্ব আসিয়া থাকে; দায়িত্ব ভিন্ন স্বাধীনতা হইতে পারেনা; যে স্বাধীনতায় দায়িত্ব না থাকে, তাহা স্বাধীনতা নহে, তাহা যথেচ্ছাচারীতা ;—

নি। এই এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম।

বি। অনুকরণ করা আমাদের একটি স্বভাব; ভাল বিষয় অনুকরণ না করিয়া মন্দ বিষয় অনুকরণ করা আবার ঐ স্বভাবের একটি প্রধান কার্য্য ! আমরা যে এত কৃত্রিমতা প্রিয় হইতেছি, তাহা ঐ স্বভাবের ঐ কার্য্য ! কৃত্রিমতা দ্বেষী করাই যদি তোমাদিগকে পিঞ্জরাবরুদ্ধা করার এক প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরাই বা কেন পিঞ্জরাবরুদ্ধ না হই ? আচ্ছা এখন আর ওকথায় কার্য্য নাই; কিন্তু একথা বলিতে পারি যে আমাদের অন্তরে ও বাহিরে অধিক কৃত্রিমতা; তোমাদের তাহা অল্পই; কিন্তু আমাদের দেখা দেখি তোমাদেরও মধ্যে কৃত্রিমতা ঢুকিতেছে, এখন তোমাদের মধ্যেও ল্যাভেণ্ডার, ইউডিকলোন, গোলাপ জল প্রভৃতি কৃত্রিম দ্রব্যও বন্ধুত্ব সূচক শব্দ চলিতেছে।

নি। ঠিক কথাইত বলিয়াছ।

বি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কৃত্রিমতার আসক্তি যে বাড়িতেছে, তাহার আরও একটি প্রমাণ দিই;—পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে

তোমাদের, এই কিছু দিন মাত্র পূর্ব্বেই কেবলমাত্র সাটি ছিল, পরে কাঁচুলি, এখন সেমিজ, মোজা, জুতা প্রভৃতি এবং ২। ১ খানি স্বর্ণালঙ্কার ও ২।৪ খানি মাত্র রৌপ্যালঙ্কার স্থানে; ১০। ১৫ খানি স্বর্ণালঙ্কার ও ৩। ৪ খানি রৌপ্যালঙ্কার, স্নানের সময় তেলের পরিবর্ত্তে সাবান এবং সন্তানকে মাতৃদুগ্ধের স্থানে ধাত্রীদুগ্ধ প্রভৃতি চলিতেছে।

নি। তাহাও ত সত্য; আচ্ছা সন্তানকে ধাত্রীদুগ্ধ খাওয়ান কি ভাল ?

বি। অবস্থা বিশেষে, অর্থাৎ মাতা অসুস্থ হইলে, মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা সুস্থ ধাত্রীর দুগ্ধই ভাল; তা সে প্রকার অবস্থা বোধকরি শতকরা ২। ১ টির অধিক ঘটে না; যাক ও কথায় এখন কার্য্য নাই; আবার দেখ তোমাদের সরলতা ও বিশ্বাস অধিক; যাহাকে মনে মনে ভাল বাসিলে, তাঁহার প্রতি সেই ভালবাসা ও বিশ্বাস, কার্য্যে না দেখাইয়াও যেন থাকিতে পার না, তোমরা চাপাচাপি ভাল বাসনা, খোলাখুলিই ভাল বাস; এই জন্যও বোধকরি, ঐ প্রকার বন্ধুত্ব পাতান প্রথা চলিতেছে।

বি। আমাদিগকে ত খুব বাড়াইলে দেখছি! আরও কারণ আছে নাকি ?

বি। ভাবিয়া দেখিলেই বোধকরি আরও কারণ দেখান যাইতে পারে, আচ্ছা, আর একটি কারণ বলি;—তোমরা অধিক কোমল হৃদয়া ও নম্র স্বভাবা; পুরুষে পুরুষের নামই ব্যবহার করেন, তোমাদের যেন তাহাতে একটু কষ্ট হয়; বিনোদিনী তোমাকে নির্ম্মলা বলিয়া ডাকিলেন, তুমি বিনোদিনীকে বিনোদিনী বলিয়া ডাকিলে, বিনোদিনী ও নির্ম্মলা দুই-ব্যক্তি হইলেন; দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইলেন; বিনোদিনীকে নির্ম্মলা হইতে, এবং নির্ম্মলাকে বিনোদিনী হইতে, পৃথক করা হইল! উহাতে যেন একটু ধৃষ্টতা ও একটু কঠিনতা আছে ভাব; তোমরা স্বভাবের পুত্তলিকা, অতি কোমলা;—

"পুরন্ধ্রীনাং চেতঃ কুসুম সুকুমারং হি ভবতি"

—সুকোমল পুষ্পের মত স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ কোমল; তাই দুই ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি করিতে চাও, পার্থক্য ঘুচাইয়া একটি কর; তুমি বিনোদীনিকে বকুল, বিনোদীনিও তোমাকে বকুল বলিলেন; তুমিও

বকুল, বিনোদীনিও বকুল; বিনোদীনি ও নির্ম্মলা; বিনোদিনীও নির্ম্মলা থাকিলেন না, বিনোদিনীও নির্ম্মলা এক হইয়া বকুল হইলেন!

নি। বলি আমরা কি এতই ভাল! একদিন ত মহাশক্তিই বলিয়া ফেলিয়াছিলে!

বি। তাহা ত যথার্থ কথাই বলিয়াছিলাম; কুসুমের ন্যায় সুকোমল বলিয়াইত তোমরা মহাশক্তি রূপিনী! ইহা বুঝি নিতান্ত অসংলগ্ন কথা হইল মনে করিলে? কঠিন দ্রব্যেই বুঝি শক্তি থাকে মনে করিয়াছ? যে দ্রব্য যে পরিমাণে কোমল, যাহা যত কাঠিন্য রহিত, যাহাতে হাড়ের লেশমাত্রই নাই; যাহা নিহাড়, তাহাতেই সেই পরিমাণেই শক্তি থাকে!

নি। সে আবার কি রকম কথা!

বি। আমার এক কৃষক খাতক একদিন একটি বড় সরস কথা বলিয়াছিল; "নিহাড়েরই জোর বেশি!" বায়ুর হাড় নাই, বাতাসে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করে, তাই বাতাসের নাম প্রভঞ্জন; জলের হাড় নাই, জলে কি না করিতে পারে! ধূমের হাড় নাই, অথচ উহারই তেজে এখান হইতে পথের বিশ্রাম সময় ধরিয়াও তিন সপ্তাহের মধ্যে বিলাতে যাওয়া যায়! বিদ্যুতের হাড় নাই, কিন্তু নিমিষের মধ্যে তোমার হিমালয় পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া দিতে পারে! সুকোমলা তোমরা যে মহাশক্তি রূপিনী, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

নি। বেশ কিন্তু! অত করিয়া——

বি। আমি যাহা জানি, যাহা বিশ্বাস করি তাহাই বলিলাম; খোসামুদি ত আর করিলাম না! কারণহীন প্রশংসাকেই খোসামোদ বলে, কারণ দেখাইয়া প্রশংসা করিলে, তাহাকে খোসামোদ বলে না; আমার প্রশংসার ত কারণ রহিয়াছে!—যাক; এখন দেখ, মনুষ্য আসঙ্গ-লিপ্সু; মনুষ্য সঙ্গ চাহে, সঙ্গ বিনা মনুষ্য থাকিতে পারে না; কেনইবা পারিবে? মন চিন্তা করিতেছে, সদাই চিন্তা করিতেছে, মুখ ও জিহ্বা রহিয়াছে, মন যে কি ভাবিতেছে, তাহা কি কখনও কাহাকেও না বলিয়া থাকা যায়? আমরা এতদূর আসঙ্গলিপ্সু, যে কখন কখন কেহ কেহ বিজন স্থানে কারারুদ্ধ হইয়া, তথায় মনুষ্যাভাবে ইন্দুর ও

মাক্‌ড়সার সহিতও কথাবার্ত্তা না কহিয়া থাকিতে পারে না; আমরা স্বভাবতঃ এমনই আসঙ্গলিপ্‌সু। আবার ধর, আমি তোমাকে যখন তখন বলিয়াছি, যে আমাদের অনেক দোষও ঘটিয়াছে, আমরা স্বার্থপর, আমরা ইন্দ্রিয় পরায়ণ; কিন্তু আমাদের কি কেবলই দোষ? কোনই গুণ নাই? গুণও আছে, মহৎ মহৎ গুণই আছে; আমাদের সহানুভূতি আছে, আমাদের পরদুঃখ কাতরতা আছে, সুতরাং নিঃস্বার্থতাও আছে, এক সময়ে স্বার্থপর, এক সময়ে নিঃস্বার্থ; এক সময়ে নির্দ্দয়, এক সময়ে সদয়, আমরা এই প্রকারই জীব! অপরের সুখ দুঃখও ত দেখি, হয় তো তোমার সুখে আমি কাঁদি, কিন্তু অপরের সুখে ত সুখী হই; হয় ত তোমার দুঃখে হাঁসি, কিন্তু অপরের দুঃখেও ত কাঁদি; আমরা ত এই প্রকারই জীব!

নি। বেশ কথা!

বি। আমাদের সুখ ও দুঃখ উভয়ই স্বাভাবিক, আমাদের আসঙ্গলিপ্‌সা বৃত্তিও স্বাভাবিক, ঐ স্বাভাবিক সুখ দুঃখের সময়, ঐ স্বাভাবিক আসঙ্গলিপ্‌সাবৃত্তির দ্বারা, আমরা সুখের সময়ও অপরকে চাই, দুঃখের সময়ও অপরকে চাই। এই ত বন্ধুত্ব; সুতরাং আমাদের বন্ধুত্ব ইচ্ছাও স্বাভাবিক, তাই বন্ধুত্বকে স্বাভাবিক বলিয়াছি। দুঃখ ত পাইবই; উহা সহ্য করিতেও হইবে, উহা কমাইতেও হইবে; সুখ ত পাইবই উহাও ভোগ করিতে হইবে, উহাকে বর্দ্ধিত করিতে হইবে, বন্ধুত্ব দ্বারাই তাহা হয়। বন্ধুর সহৃদয়তা, বন্ধুর স্নেহ, বন্ধুর মমতা, বন্ধুর সহানুভূতি, বন্ধুর এক একটি গুণ এমনই পদার্থ, যে তাহার বর্ণনা করা যায় না! তুমি বিপদে পড়িয়াছ, কষ্ট পাইতেছ, বন্ধুকে পাইলে; বিপদ ভুলিয়া গেলে, কষ্ট ভুলিয়া গেলে; তুমি মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া আছ, বন্ধুর করস্পর্শে তোমার পীড়ার উপশম হইল! তোমার স্বজনের মৃত্যু হইয়াছে, তুমি কাতর হইয়াছ, বন্ধু উপস্থিত হইলেন; তোমার কাতরানি চলিয়া গেল! এই জন্যই এক সহৃদয় পণ্ডিত বন্ধুত্বকে মহৌষধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

নি। আমিও পড়িয়াছি, বন্ধুত্ব মহৌষধিই বটে। কষ্টের সময়

বন্ধুকে পাইলে, না কাঁদিয়া থাকা যায় না, কিন্তু কষ্টও কমিয়া যায়।

বি। তাহা যথার্থ কথাই, কবিও ঐ যথার্থ কথা বলিয়াছেন ;—

"স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃত দ্বারমিবোপজায়তে"

—বন্ধুর নিকট দুঃখের কপাট খুলিয়া যায় ; দুঃখ ভোগ করিতেছ, বন্ধু আসিলেন ; তুমি কাঁদিলে, বন্ধু কাঁদিলেন ; দুঃখ দুই ভাগ হইল ; এক ভাগ বন্ধু লইলেন, এক ভাগ তোমার থাকিল ; তোমার দুঃখ কমিয়া গেল ; তোমার দুঃখে দুঃখী হইয়াই বন্ধু সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী না হইয়া বন্ধু থাকিতে পারেন না ; বন্ধু ইচ্ছা করিয়াই তোমার দুঃখের অংশ লইলেন, তোমার দুঃখও কমিয়া গেল।

নি। ঠিক কথা।

বি। আবার দেখ, দুঃখের সময় যে প্রকার বন্ধুর আবশ্যকতা, সুখের সময়ও সেই প্রকার বন্ধুর আবশ্যকতা ; প্রভেদ এই যে, দুঃখের সময় বন্ধু কেমন করিয়া দুঃখের সংবাদ পান, তুমি সংবাদ দিবার পূর্ব্বেই যেন বন্ধু সংবাদ পান ; সুখের সময় যেন তুমিই সর্ব্বাগ্রে বন্ধুকে সংবাদ দাও ; দুঃখের সংবাদ বন্ধু লন, সুখের সংবাদ তুমি দাও।

নি। তাহাও যেন বোধ হয়।

বি। অনেক সময় দুঃখের সংবাদ দিতে কুণ্ঠিত হই, সকল সময়েই সুখের সংবাদ দিতে অগ্রসর হই। ঐ একটু প্রভেদ দেখিলে, আরও প্রভেদ দেখ ;—দুঃখের সময় বন্ধু পাইলে দুঃখের হ্রাস হয়, সুখের সময় বন্ধু পাইলে সুখের বৃদ্ধি হয়। এক বন্ধুর দুইটি ঠিক বিপরীত ব্যবহার ও কার্য্য ! বড়ই আশ্চর্য্য !

নি। আশ্চর্য্যই বটে।

বি। ঠিক প্রতিধ্বনির মত বন্ধুর কার্য্য ; শব্দ যে প্রকার প্রতিধ্বনিও ঠিক সেই প্রকার ; প্রতিধ্বনি যেমন "কাঁদ, কাঁদে ; হাঁস হাঁসে" ; বন্ধুও ঠিক সেই প্রকার ; তুমি কাঁদিলে, বন্ধু কাঁদিলেন ; তুমি হাঁসিলে, বন্ধুও

হাঁসিলেন; তাই বলিয়া "জল উচু নিচুর" মত খোসামোদের কোনই ব্যবহার নাই; উহা স্থির নিশ্চয়, ইহা অকাট্য।

নি। বন্ধুত্বে খোসামুদি কি থাকিতে পারে?

বি। আবার দেখ;—কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দ্রব্য, ধর জল; জল ভাগ করিলেই বিভক্ত হয়, এক এক ভাগ হয়, সমস্ত অপেক্ষা ভাগ কম হয়; জলে জল ঢাল; জলে জল যোগ কর: জল বৃদ্ধি হইবে, এক দ্রব্যে বিপরীত কার্য্যে বিপরীত ফল; ভাগে হ্রাস, যোগে বৃদ্ধি, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়, ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। কিন্তু বন্ধুর কার্য্য দেখ দেখি; একই কার্য্যে বিপরীত ফল; যোগেই হ্রাস, যোগেই বৃদ্ধি! তুমি কাঁদিলে, বন্ধু কাঁদিলেন; তোমার ক্রন্দনে বন্ধুর ক্রন্দন যুক্ত হইল তোমার ক্রন্দনের বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তোমার দুঃখেরও হ্রাস হইল; আবার তুমি হাঁসিলে বন্ধু হাঁসিলেন; তোমার হাস্যে বন্ধুর হাস্য যুক্ত হইল, তোমার হাঁস্যের বৃদ্ধি হইল, তোমার সুখেরও বৃদ্ধি হইল;—বন্ধুর কার্য্য কেমন আশ্চর্য্য! বন্ধুর কেমন ক্ষমতা! বন্ধুর ক্ষমতা ঐন্দ্র-জালিক! জাদুকরী।

নি। বন্ধুর কার্য্য যেন ঠিক ভেল্‌কী বাজীই বটে!

বি। এখন দেখিলে, যে আমাদের জীবনে সুখ ও দুঃখ দুইই আছে। ইহাই মনুষ্যের অবস্থা; মনুষ্যের ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় অবস্থা নাই; বন্ধু ভিন্নও মনুষ্যের উপায় নাই। সুখ দুঃখ যেমন স্বাভাবিক, বন্ধুও সেই প্রকার স্বাভাবিক!

নি। বেশ বুঝিয়াছি।

বি। কিন্তু আরও একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক;—অট্টালিকাবাসী রাজা যে প্রকার অবস্থার লোক, তাঁহার সুখ ও দুঃখও সেই প্রকার, তাঁহার বন্ধুও সেই প্রকার; কুটিরবাসী কৃষক যে প্রকার লোক, তাঁহার সুখ ও দুঃখও সেই প্রকার, বন্ধুও সেই প্রকার; অর্থাৎ রাজার বন্ধু রাজা, কৃষকের বন্ধু কৃষক; রাজার বন্ধু কৃষক বা কৃষকের বন্ধু রাজা হইতে পারে না; সেইরূপ পণ্ডিতের বন্ধু পণ্ডিত, মূর্খের বন্ধু মূর্খ; সাধুর বন্ধু সাধু; অসাধুর বন্ধু অসাধু ইত্যাদি; পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,

বন্ধুত্ব মনুষ্যের স্বাভাবিক—এখন দেখিলে যে অধিকাংশ স্থলেই বন্ধুত্ব আবার অবস্থানুযায়ী।

নি। ইহাও বেশ বুঝিয়াছি।

বি। বন্ধু প্রায়ই অবস্থানুযায়ী; রাজার বন্ধু রাজা, ইহাই স্বভাবিক ও অবস্থানুযায়ী; রাজার বন্ধু কৃষক, হইতেই পারেনা, হইলেও তাহা স্বাভাবিক ও অবস্থানুযায়ী নহে; সুতরাং অবস্থানুযায়ী বন্ধুত্বই স্বাভাবিক এবং তাহাই প্রকৃত বন্ধুত্ব। অবস্থানুযায়ী বন্ধুত্ব না হইলে সে কৃত্রিম বন্ধুত্ব; স্বাভাবিক বন্ধু সরল, কৃত্রিম বন্ধু ক্রুর; স্বাভাবিক বন্ধু স্বার্থহীন, কৃত্রিম বন্ধু স্বার্থপর; স্বাভাবিক বন্ধু স্থায়ী, কৃত্রিম বন্ধু ক্ষণভঙ্গুর; সুতরাং স্বাভাবিক বন্ধুর বিচ্ছেদ অসম্ভব, কৃত্রিম বন্ধুর বিচ্ছেদ সম্ভব; স্বাভাবিক বন্ধুর বিচ্ছেদ অসম্ভব বলিয়াই, উহা অসহনীয়, কৃত্রিম বন্ধুর বিচ্ছেদ সম্ভব বলিয়াই উহা সহনীয়; "অত্যাগ সহনোবন্ধুঃ" যাঁহার ত্যাগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ সহনীয় নহে, অসহনীয়; তিনিই বন্ধু।

নি। বেশ বুঝিয়াছি, বন্ধুর অর্থই ঐ?

বি। হাঁ; এই সুযোগে তবে তোমাকে আর একটি কথা বলিয়া রাখি;—কেহ কেহ বলেন, যে বাঙ্গালা ভাষায় মনের ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায়না, কিন্তু ইংরেজীতে তাহা বেশ পারা যায়। ইহা অনেক সময়ে ঠিক কথা; কিন্তু ঐ ঠিক কথা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রুপ করা অন্যায়। অবশ্য বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে, বাঙ্গালায় ভাব প্রকাশ করিতে পারি না, ইংরেজীতেই পারি, একথা শুনিলে হঠাৎ আশ্চর্য্যই হইতে হয় বটে। তাহাতে আমার দোষ আছে, স্বীকার পাই; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই দোষ কি আমার না অপরের? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর দোষ। বিদ্যালয়ে কি বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চাহয়? বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা কথা বলিলেই শিক্ষক মহাশয় যে দাঁড় করাইয়া দিতেন, ইংরেজীতে কথা বলিলেই, তিনি আহ্লাদিত হইতেন; বাঙ্গালীর ছেলে,তাহা ত অস্বীকার যাইতেছিনা; বাঙ্গালা যে শিক্ষা মোটেই পাই নাই, তাহাই বলিতেছি। আমি যদি বলি, আমি বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজীতেই ভাব প্রকাশ করিতে পারি; তাহাতে বুঝিতে হইবে, যে আমার বাঙ্গালা শিক্ষা হয় নাই, ইংরেজী শিক্ষাই

হইয়াছে। বাঙ্গালা শিক্ষা দাও নাই, ইংরেজী শিক্ষাই দিয়াছ; যাহা দাও নাই, তাহা পাই নাই; সে কি আমার দোষ? যাহা দাও নাই, তাহারও দোষ নহে, বাঙ্গালা ভাষারও দোষ নহে: যাহা দিয়াছ তাহাই পাইয়াছি, তাহাতে আমারই বা প্রশংসা কি? ইংরেজী ভাষারই বা প্রশংসা কি?

নি। ইহা ত বেশ কথাই বোধ হইতেছে।

বি। যাহা দাও নাই, তাহা যদি আমি নিজে উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারি, তাহাতে অবশ্য আমার প্রশংসা আছে; বাঙ্গালা শিক্ষা দাও নাই, আমি নিজে উহা শিখিয়াছি, তাহাতে আমার প্রশংসা আছে। কিন্তু যাহা শিখাও নাই, তাহা শিখি নাই; তাহাতে আমার দোষ নাই। যাহা দিয়াছ, তাহা পাইয়াছি; ইংরেজী শিক্ষা দিয়াছ, ইংরেজী শিক্ষা পাইয়াছি; ইহা ত আমার প্রশংসার কথা নহে, যাহা দিয়াছ, তাহা যদি না পাইতাম; ইংরেজী শিক্ষা দিয়াছ, তাহা যদি না শিখিতাম; ইহাতে আমার নিন্দাই আছে।

নি। এত বেশ পরিষ্কার কথা।

বি। তবে যদি আমার নিজের শিক্ষার কথা ধর, আমি সরল ভাবে বলিব, আমি দুই নৌকায় পা দিয়াছি; এক খানিতে দুই পারই দিই নাই, সুতরাং আমার মহা বিপদ; বিদ্যা ইংরেজীতেও যেমন, বাঙ্গালাতেও তেমনি! কত শতবার দেখিয়াছি;—"ভাব জোটে ত কথা জোটেনা, কথা জোটে ত ভাব জোটে না"। তবে আমার ইহাও বিশ্বাস, যে কখন কোন ভাব ইংরেজী অপেক্ষা বাঙ্গালায় অবশ্য ভাল প্রকাশ করিতে পারি; কখন আবার কোন ভাব বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজীতেই ভাল প্রকাশ করিতে পারি। কারণ যখন বাঙ্গালায় ভাল পারি, তখন ইংরেজীতে কথা পাই না, যখন ইংরেজীতে ভাল পারি, তখন বাঙ্গালায় কথা পাই না। আমার আবার ইহাও বিশ্বাস, যে কোন কোন বিষয়ে, যেমন বন্ধুত্ব; ইংরেজী অপেক্ষা বাঙ্গালায় মনের ভাব ভাল করিয়াই প্রকাশ করা যায়; ভাল করিয়া প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। কারণ বন্ধুত্ব সূচক শব্দ ইংরেজীতে একটিই দেখিতে পাই, একটিই জানি; কিন্তু বাঙ্গালায় অন্ততঃ চারিটি শব্দ দেখিতে পাই এবং জানি। সেই চারটি বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র এবং সখা। এই প্রত্যেক

শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ; সুতরাং বাঙ্গালায় সুবিধা বেশি; এমন সুবিধায় যদি বাঙ্গালায় ভাল করিয়া বন্ধুত্ব ভাব প্রকাশ করিতে না পারি, তবে সেটি বড় ঘৃণার এবং লজ্জার কথা; আমার দুইটি বিশ্বাসের কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, কিন্তু আরও বলি, যে এমন সুবিধা পাইয়াও বন্ধুত্ব সম্বন্ধে তোমাকে যে প্রকার বলিলাম, উহা অপেক্ষা আরও ভাল করিয়া বলা আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু বলিয়াছি ত যে মূলেই ভুল হইয়াছে, বাঙ্গালা শিখাও নাই, আমিও তাহা শিখিনাই; তাই পারিলাম না! দোষ ত স্বীকার করিলাম; ইহার পরও যদি কেহ বলেন;—

"চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে
করি ভস্মরাশি ফেল কর্ম্মনাশা জলে"

—তবে আমার কিছু দুঃখ হইবে; দোষ স্বীকার করিলেও কি সে দোষ ক্ষমা করা উচিৎ নহে। যাক;—এখন বুঝিলে, যে বন্ধুত্ব বিষয় উঠিল বলিয়াই ঐ কথাগুলি বলিলাম। বন্ধুত্ব সূচক শব্দ ইংরেজীতে একটিই জানি, বাঙ্গালায় চারিটি ত জানিই, তাহার বেশিও জানি।

নি। আচ্ছা, বন্ধুর ত মানে বুঝিলাম যাঁহার ত্যাগ, কি না, বিচ্ছেদ সহ্য যায় না; আচ্ছা আর তিনটির মানে কি?

বি। "সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ," যিনি সর্ব্বদাই একমতাবলম্বী, অর্থাৎ তিনিও যে মতে যাহা করিবেন, তুমিও ঠিক সেই মতই তাহা করিবে; এবং তোমারও যে মত, তাঁহারও সেই মত,, ইহাঁতে চাটুবাদের লেশমাত্রই নাই, কেবল সহৃদয়তাই আছে। আর "একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং," মিত্র গণের মধ্যে একই কার্য্য, তাঁহাদের মধ্যে কোনই কার্য্যের কোনই প্রকার অন্যথা হয় না; তাঁহাদের মধ্যে ত্রুটি নাই. দ্বিধা নাই; এবং "সমপ্রাণঃ সখা" সখা দিগের মধ্যে প্রাণ এক, একের প্রাণের যে মূল্য, অপরের প্রাণেরও সেই মূল্য, একটির জন্য অপরটি, অপরটির জন্য একটি, প্রাণ দিতে পারেন—আহ্লাদের সহিত প্রাণ দিতে পারেন। এই চারিটি বাক্যের অর্থের কিছু ভিন্নতা থাকিলেও, ভাব কিন্তু একই বোধকরি;—বস্তু ও তাহার স্বাদ এক, কেবলমাত্র আকৃতি বা নাম স্বতন্ত্র; তথাপি এমন একটি বাক্য আবশ্যক, যাহার মধ্যে ঐ চারিটি ভাবের প্রত্যেকটিই থাকিবে;

সে বাক্যটি আমি জানি না; যদি সে বাক্যটি ভাষায় থাকে, তবে ত ভালই; যদি না থাকে, তবে এই স্থানে ভাষা অসম্পূর্ণ।

নি। সে কি রকম?

বি। ভাষাটি কি? না যদ্বারা মনের ভাব পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করা যায়; এখন ঐ চারিটি বাক্যের চারিটি ভাব একত্রিত করিলে ত মনের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি মাত্র ভাব উপস্থিত হয়? সেই ভাবগুলি যদি একটি বাক্যে বেশ বিশদ করিয়া প্রকাশ করিতে পারি, তবেই ত সেটি ভাষার ক্ষমতা; আর যদি তাহা না পারি তবে তাহা ভাষার অক্ষমতা। সেই বাক্যটি থাকিলেই ভাষা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিল, তাহা না থাকি-লেই ভাষা অপূর্ণাবস্থাতেই থাকিল।

নি। বুঝিয়াছি; কিন্তু ইহা ত দেখিতেছি ভারি কঠিন।

বি। তাই বলিলাম যদি, ভাষাতে সেই বাক্যটি থাকে, তবে ত ভালই; যদি না থাকে,তবে তাহার কারণ দেখা যাক, কি বল?

নি। বেশ কথা; কি কারণ বল দেখি।

বি। তবে একবার সেই শৈশবাবস্থার অবস্থাটি ভাব দেখি! এখন যে তুমি এত গুলি কথা শিখিয়াছ, তাহার অর্থ কি? না তুমি এত গুলি ভাব শিখিয়াছ; তোমার মনে এত গুলি ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কিন্তু সেই শৈশবাবস্থায় এতগুলি ভাব তোমার হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল মাত্র; যেমন বয়স বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি কত দেখিতেছ, কত শুনি-তেছ, কত ভাবিতেছ, কত জানিতেছ, কত জ্ঞানউপার্জ্জন করিতেছ! সুতরাং শৈশবাবস্থা হইতে তোমার এই যৌবনাবস্থা স্বতন্ত্র; সেই অবস্থা হইতে, তোমার এই অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে। কেমন?

নি। বুঝিয়াছি; এত বেশ সোজা কথা।

বি। তবেই জ্ঞানোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যের মন ও ভাব উন্নত হয়, মন ও ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ভাষারও উন্নতি হয়। বন্ধুত্ব সূচক ঐ চারিটি বাক্যের চারিটি ভাব একত্রিত করিলে যে ভাবটি হয়; অর্থাৎ তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিতে পারিনা, তোমার মতেই আমার মত, তোমার কার্য্যেই আমার কার্য্য, এবং তোমার প্রাণেই আমার

প্রাণ;—এই চারিটি মিশ্রিত ভাব কি ? বোধ করি অথবা বোধ করি কেন? ঐ ভাবটি নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করিতে, ধারণা করিতে অসমর্থ! তুমি ও আমি এই দুই ভিন্নাকৃতি ব্যক্তির, মন প্রাণ, রীতি নীতি; আচার ব্যবহার, মর্ম্ম ধর্ম্ম; কর্ম্ম কার্য্যঃ—সমস্তই এক; যেন জলে জল মিশিল; অথবা দুগ্ধে দুগ্ধ মিশিল, চোনা মিশিল না; এই যে অতি মহৎ উন্নত ভাবটি কি আমরা ধারণা করিতে পারি? যখন ঐ ভাবটিকে ধারণা করিতে পারিব, যখন উহাকে জীর্ণ করিতে পারিব, যখন ঐ ভাবের ভাবুক হইতে পারিব, যখন উহাতে মত্ত হইতে পারিব, তখন ঐ ভাব প্রকাশক বাক্যও উদ্ভূত হইবে, তখন ভাষাও ঐ ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে!—কি ভাবিতেছে নির্ম্মলে?

নি। আমি ভাবিতেছি যে, তুমি যে ঐ চারিটি কথার চারিটি ভাব বলিলে, তাহার একটি ভাবের মতও ত কোনই কার্য্য করিতে পারি না!

বি। ধন্য নির্ম্মলে, ধন্য তোমার সরলতাকে! আমিও;—তোমার চক্ষে যে,—

নি। দেখ, তুমি যখন প্রায় এক বৎসর কলিকাতায় ছিলে, তোমার জন্য অনেক সময়ে মন কেমন করিত বটে, কিন্তু অনেক সময়ে ত আবার—

বি। নির্ম্মলে, তুমি যদি অহোরাত্রির মধ্যে আমাকে দশবার মনে করিতে, আমি কিন্তু বোধ করি পাঁচবারের অধিক তোমাকে মনে করিতাম না!—এই দেখ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি প্রকার আসক্তি ও অনুরক্তি! এই দেখ স্ত্রীর সরলতা!—গীতটি যথার্থই বটে——

"রমণী সরল অতি, পুরুষ কঠিন রে!—"

—উন্নতমনাভিমানী শিক্ষিত স্ফীত ভারতবাসি, যদি চক্ষু থাকে, যদি ক্ষমতা থাকে, দেখ দেখি, কোমলাধারে কি মহাশক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে! মিলের লিবার্টি পড়িয়াই স্ফীত হইতেছ, ঐ মহাশক্তির প্রকৃত ব্যবহার তোমরা কবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে! বর্ত্তমানাবস্থায় যে মহা বিপ্লব উপস্থিত, যে মহাবিপ্লবের মহাফল ভবিষ্যতের অদৃশ্য গর্ভে

নিহিত র'হিয়াছে, যে বিপক্ষ পিশাচ দল তোমাদের অস্থিমাংস চর্ব্বণ করিতেছে, তাহা হইতে যদি রক্ষিত হইতে ইচ্ছাকর, তবে ঐ মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর; ঐ নিদ্রিত মহাশক্তিকে জাগরিত কর; ঐ মহাশক্তিকে উত্তেজিত কর;—

"তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতা রূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শীরে এখন পাদুকা বও!"

—আর "হিন্দু" গণ! তোমরা যখন সুরাপানে, অথবা ভাব বিশেষে উন্মত্ত হইয়া, মৃন্ময় পুত্তলিকা বিভূষিত করিয়া, নাচিতে নাচিতে, হাঁসিতে হাঁসিতে, বা কাঁদিতে কাঁদিতে—

"ও মা দিগম্বরি! নাচ গো, বামা রণ মাঝে-"

গাইতে গাইতে মেদিনী কাঁপাইয়া চলিয়া যাও, যে মহাশক্তির পূজা কর, তপস্যা কর, উপাসনা কর; সে মহাশক্তি কোথায় একবার ভাবিয়াছ কি? কোন্ মহাশক্তি দ্বারা দৈত্যকুল বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা একবার চিন্তাকর; সময়ের ধর্ম্ম বিবেচনা কর, তবেই পূজার ফল, তপস্যার ফল এবং উপাসনার ফল ফলিবে।—

"ছিল ধর আগে তপস্যার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমর গণ।
এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার,
হবে না, হবে না, ভাব একবার
এ সব দৈত্য নহে তেমন।"

নি। যাক, ওসব কথা এখন ছাড়, বন্ধুত্বের কথা বল।

বি। বলিলে যে, বন্ধুত্ব প্রকাশক, ঐ চারিটি বাক্যের মধ্যে একটি বাক্যের ভাব অনুযায়ী কার্য্যও করিতে পার না; ইহা সত্য কথা; আমিও

নিশ্চয়ই তাহা পারি না! কিন্তু যদি তোমার আমার মধ্যে কেহ উহার কোনই অংশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তবে তিনি তুমিই, আমি নহি! এই আর্য্যভূমে এখনও রমণী হৃদয়েই হৃদয় আছে, রমণী হৃদয়েই শক্তি আছে। পুরুষ হৃদয় শূন্য; পুরুষ শক্তিহীন।

নি। তুমি ওকথা এখন ছাড়;—আমি যাহা একটু আধটু শিখিয়াছি, তাহা ত তোমারই গুণে!—বলি *** মহাত্মার মত কি হৃদয়বান লোক আর আছেন? যিনি অনাথা বালিকা বিধবাদের জন্য কি না করিয়াছেন?

বি। সে কথা সত্য; কিন্তু যদি ২৫ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে একটি মাত্র হৃদয়বান লোক হইলেন; তবে অন্ততঃ ২৫টি রমণীরত্ন লুক্কায়িত অবস্থায় আছেন! বনে যে সুগন্ধি পুষ্প ফুটে, তাহার কে অনুসন্ধান করে নির্ম্মলে! আচ্ছা ওকথা এখন থাক;—যদিও এখন আমরা ক্রমশঃ বন্ধুত্ব ভাব গ্রহণে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অক্ষম, তথাপি এই ভারতভূমে এক সময়ে যে ঐ ভাবগ্রাহক ও তদনুযায়ী কার্য্যক্ষম লোক জন্মিয়াছিলেন, তাহা অকাট্য; এক সময়ে ঐ প্রকার লোক জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই, ঐ সকল বাক্য উদ্ভূত হইয়াছিল। ভাবতে এক সময়ে নিশ্চয়ই যে একতা ছিল, সেই একতার মুলই ত বন্ধুত্ব! আমরা এখন যে জাতির অনুকারক, সেই জাতি যদি একটি মাত্র বন্ধুত্ব সূচক বাক্য পুঁজি করিয়া এ প্রকার দৃঢ় একতা সূত্রে আবদ্ধ; আমরা অন্ততঃ চতুর্গুণ বন্ধুত্ব সূচক বাক্য পুঁজি পাইয়া কি প্রকার একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি, তাহা একবার ভাব দেখি! তবে যে আমরা কেন এক হইতে পারিতেছি না, তাহার অনেক কারণ আছে, সে কথায় এখন আর কাজ নাই, পরে বুঝিতে পারিবে।

নি। তবে ত ইংরেজী অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষাই ভাল!

বি। অন্ততঃ বন্ধুত্ব সম্বন্ধে বটে। এখন আবার আমাদের আসল বিষয় ধর;—বুঝিয়াছ যে, বন্ধুত্ব করা, মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা গুণ, ও সেই বন্ধুত্ব সমান অবস্থায় হইলেই স্বাভাবিক ও তাহাই বন্ধুত্ব। ইহা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বোঝা ভাল, কিন্নর ও মনুষ্য দুই বন্ধুর গল্পটি ত মনে আছে?

নি। মনে আছে বৈ কি! ঠিক গল্পটি কিন্তু মনে করিয়াছ;—দুই

বন্ধুই একত্র আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু শীতকাল কিনা, তাই মনুষ্য বন্ধু অঙ্গুলি গরম করিবার জন্য তাহাতে ফুঁ দিতে লাগিলেন; কিন্নর বন্ধু সুধাইলেন "বন্ধো, অঙ্গুলে ফুঁ দাও কেন?" মানুষ বন্ধু বলিলেন "হিমে আঙ্গুল কন্‌কন্ করিতেছে বন্ধু, তাই ফুঁ দিয়া গরম করিতেছি"——

বি। আবার পরক্ষণেই যখন গরম খাদ্য আসিল; অমনি মানুষ বন্ধু, খাদ্য লইয়া তাহাতেও ফুৎকার দিতে লাগিলেন। কিন্নর বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "বন্ধো, এবার খাদ্যে ফুৎকার দাও কেন?" মানুষ বন্ধু বলিলেন "বন্ধো, খাদ্য দ্রব্য বড়ই গরম, তাই ফুৎকার দিয়া শীতল করিতেছি"। "তবে অদ্য হইতে তোমার সহিত বন্ধুত্ব এই পর্য্যন্ত; তোমার আমার মধ্যে বন্ধুত্ব হইতেই পারে না; তোমার একটি ফুৎকারেই দুই বিপরীত কার্য্য! শীতল দ্রব্য গরম কর, গরম দ্রব্যও শীতল কর। তোমার সহিত বন্ধুত্ব করি কেমন করিয়া!"

নি। এখন বেশ বুঝিয়াছি, যে সমান সমান লোকের মধ্যেই বন্ধুত্ব হইয়া থাকে, এবং সেই বন্ধুত্বই ভাল।

বি। যখন সমান অবস্থায় বন্ধুত্বই বন্ধুত্ব, তখন কি কি কারণে বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মানুসারে আমাদের অবস্থা পরস্পরের অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র, তাহা দেখা উচিৎ; অবশ্য মোটামুটিই দেখা যাক;—দেখা যায়, যে বংশ অনুসারে অবস্থার ইতর বিশেষ হয়, এবং ধর্ম্ম অর্থ ও শিক্ষানুরূপও অবস্থার ইতর বিশেষ হয়। তবে এই বংশ, ধর্ম্ম, অর্থ ও শিক্ষা, চারটিই কারণ ধর; যাঁহাদের মধ্যে ঐ চারিটি বিষয়ে সমতা আছে, তাঁহাদের বন্ধুত্বই বন্ধুত্ব; কিন্তু দেখা যায়, যে কোনই দুই ব্যক্তির মধ্যেও অবস্থার ঠিক সমতা হয় না; ধরিয়া রাখ, যে ঠিক সমতা হইতেও পারে না। তবে যাঁহাদের মধ্যে, যে পরিমাণে ঐ কয়টি বিষয়ের সমতা আছে, তাঁহাদের মধ্যে সেই পরিমাণেই বন্ধুত্ব হইয়া থাকে; আবারও দেখা যায়, যে ঐ কয়টি বিষয় এত অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহাদিগের সংখ্যা নাই বলিলেই হয়, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিতে পারা যায়।

নি তাহা ত বটেই, হয় বংশ ভাল কিন্তু অর্থ নাই, অর্থ আছে ত

শিক্ষা নাই, আবার শিক্ষা আছে ত অর্থ নাই; চারিটি বিষয়ের সমতা দূরে থাক, তিনটি বিষয়েই এক হয় কি না সন্দেহ!

বি। যথার্থই বলিয়াছ; যখন চারটি বিষয়ে সমতা নাই, তিনটি বিষয়েও সন্দেহ; তবে কেন দুইটি বিষয়ই ধরা যাক না?

নি। বেশ কথা, তাই ধর।

বি। তবে দুইটি বিষয়ই ধরা যাক; বিষয় সংক্ষেপ করিবার জন্য আরও এক কার্য্য করা যাক; তুমি ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে, যে মনুষ্যের ধর্ম্ম, মনুষ্যের শিক্ষার উপর নির্ভর করে, যাঁহার যে প্রকার শিক্ষা, তাঁহার সেই প্রকার ধর্ম্ম; তোমার ধর্ম্ম জানিলে, অনেক সময় তোমার শিক্ষা জানিতে পারি; তোমার শিক্ষা জানিলেও অনেক সময়ে তোমায় ধর্ম্ম জানিতে পারি। তুমি পরে বুঝিতে পারিবে যে, ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় না; শিক্ষাই, ধর্ম্ম দেয়; সুতরাং অবস্থার তারতম্য হইবার যে বংশ, ধর্ম্ম, অর্থ ও শিক্ষা চারিটি কারণ দেখা গেল, এখন উহার মধ্যে হইতে ধর্ম্ম বাদ দিয়া, কেবলমাত্র বংশ, অর্থ ও শিক্ষা কারণ ধর।

নি। তাহা যেন ধরিলাম, কিন্তু "ধর্ম্ম" বাদ দেওয়াতে যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে যে!

বি। কেমন কেমন বোধ হইবারই কথা বটে। ধর্ম্মের একটি অনুজ্ঞা ধর;—বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান করিও। তুমি ঐ আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিবে; কিন্তু আমি তাহা করিতে পারি না; আমি দেখিব দানের উদ্দেশ্য কি? দানের পাত্রই বা কোন ব্যক্তি? এই দুইটিই দেখিব, সময় দেখিব না; এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিব। এই দর্শন ও কার্য্যকরণ জ্ঞান, কেবলমাত্র আমার শিক্ষার উপরেই নির্ভর করিবে, অন্য কিছুরই উপর নির্ভর করিবে না। তোমার ধর্ম্ম আজ্ঞা করিল, অষ্টম কি নবম বর্ষীয়া কন্যা বিবাহে দান করিলে, "গৌরী দানের ফল হয়!" তুমি ঐ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য করিবে, আমি প্রাণ থাকিতে জ্ঞানসত্ত্বে তাহা কদাচ করিতে পারিব না। তোমার ধর্ম্মে—

নি। আর বলিতে হইবে না, বুঝিয়াছি।

বি। বেশ; এখন তবে বংশ, অর্থ ও শিক্ষা এই তিনটির মধ্যে

দেখা যাক, কোন দুইটি, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কি পরিমাণে সমভাবে থাকিতে পারে। দেখ;—বংশ অর্থ, বংশ ও শিক্ষা এবং অর্থ ও শিক্ষা এই তিন শ্রেণীর মধ্যেই প্রায় সমস্ত লোকই; এই তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোক তোমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বল দেখি?

নি। বলা ত বড় সহজ নহে দেখিতেছি! আচ্ছা দেখি—আমার মতে বংশ ও শিক্ষাই, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বোধ হয়।

বি। আচ্ছা দেখা যাক; বিষয়টি আরও একটু ভাঙ্গিয়া দেখা যাক;—বংশ, শিক্ষা ও অর্থ এই তিনটির মধ্যে কোনটি ভাল?

নি। কেন, শিক্ষাই ত ভাল বোধ করি।

বি। ঠিক বলিয়াছ, আচ্ছা বংশ ও অর্থের মধ্যে কোনটি ভাল!

নি। বোধ করি অর্থই বংশ অপেক্ষা ভাল; বংশ ভাল, কিন্তু অর্থ নাই, নিজেরও কষ্ট, অপরেরও কষ্ট দূর করিতে পারি না।

বি। শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম, নির্ম্মলে; বুদ্ধি সকলেরই আছে, একটু চিন্তা করিলেই সকলেই বুঝিতে পারেন। যাক;—"ছোট লোকের টাকা হ'লে বাপকে বলে শালা" এই চলিত কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে; তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে পারেন; তিনি অনেক সময়ে ঘৃণার পাত্র। আবার উচ্চ বংশজাত ব্যক্তির অর্থ না থাকিলে, তিনি যেন ঠিক "ষাঁড়ের গোবর"। তিনি অনেক সময়ে দয়ার পাত্র। কিন্তু নীচবংশজাত ধনী ব্যক্তি শিক্ষিত হইলে, তাঁহার দ্বারা যে প্রকার উপকার হইতে পারে, উচ্চ বংশজাত নির্ধন ব্যক্তি শিক্ষিত হইলেও, তাঁহার দ্বারা সে প্রকার হয় না, ইহাই দেখিতে পাই। ইংরেজ রাজত্বের প্রণালীতে এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে, অনেক উচ্চবংশ অবনত হইয়াছে এবং হইতেছে, এবং অনেক নীচবংশ উন্নত হইয়াছে এবং হইতেছে, ইহা দেখিয়া এক অতি সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি উপহাসস্থলে বলিয়াছেন যে, "বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে বিনষ্ট হইয়া, কঞ্চিতে বংশ লোচন জন্মিতে লাগিল।" ইহা নিতান্ত মিথ্যা কথা নয়, এবং উহা কখন কখন উপহাসের বিষয় হইলেও, কখন কখন আদরের

বিষয়। আমাদের দেশে, বংশ বিশেষের, ধর্ম্ম ও সমাজের উপর, প্রাধান্য ও আধিপত্য থাকাতে, যে কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, তাহা পরে দেখাইব। ফলে এখন এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, প্রাধান্য ও আধিপত্য যদি কেবলমাত্র প্রকৃত গুণের উপরেই নির্ভর করে, তবে সেই গুণ কখনই বংশ বিশেষে সীমাবদ্ধ হইয়া উত্তরাধিকারীসত্ব রূপে থাকিতে পারে না।

নি। তাহা বোধ করি একটু একটু বুঝিতে পারিয়াছি।

বি। এখন ওকথা তবে থাক; বল দেখি;—বংশ, শিক্ষা; বংশ, অর্থ এবং অর্থও শিক্ষা; এই তিনটির মধ্যে কোনটি ভাল?

নি। এখন বেশ বুঝিয়াছি, শিক্ষা ও অর্থই সব অপেক্ষা ভাল।

বি। এখন তবে তোমার অভিপ্রেত "বকুলফুল" এর কথাই ধর; বিনোদিনীর ও তোমার অবস্থা একবার বিবেচনা কর।

নি। বিনোদ আমা অপেক্ষা ভাল লেখা পড়া জানেন, আমা অপেক্ষা তিনি ধনেও অধিক; আবার বংশ ধরিতে গেলেও ত তিনি অনেক বড় হন। কিছুইত সমান দেখিনা!

বি। তবে দেখিলে, যে সামাজিক অবস্থানুসারে বিনোদ তোমা অপেক্ষা অনেক ভাল; তোমার ও বিনোদের অবস্থার মধ্যে কোনই সমতা নাই। তবে এখন কি করিবে?

নি। ছেলে বেলা হইতে ৫ বৎসর বিনোদের সহিত একসঙ্গে পড়িয়াছি, বিনোদ বড় শিক্ষিতা, তাঁহাকে আমার বড় ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। বংশে উচ্চ হইলেও, দেখিয়াছি বিনোদ আমার সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতে বড় ভাল বাসেন; আর বিনোদের যে মন, তা আ'র তোমাকে কি বলিব! আর কথা বার্ত্তাই বা কেমন! এমন যে বিনোদ, তাঁহার স্বামীর অসচ্চরিত্র বলিয়া, তিনি যে কতই দুঃখ করেন, তা আর কি বলিব! বিনোদের মত—

বি। তোমার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে কেন নির্ম্মলে!

নি। বিনোদের কথা মনে পড়িলে, তাঁহার স্বামীর বিষয় মনে হইলে, সত্য সত্যই আমার চক্ষে জল আইসে; কেন যে চক্ষে জল আইসে

বুঝিতে পারিনা! বিনোদ যে আমার সহিত "বকুলফুল" পাতাইতে চাহেন, তাহার এক অতি প্রধান কারণ এই, যে তাঁহার স্বামীর সহিত তোমার আলাপ করিয়া দেন। বিনোদের কথা ত তোমাকে কত বলিয়াছি; বিনোদের একটু অহংকার নাই।

বি। তোমার মুখে শুনিয়াই ত বিনোদের প্রতি আমারও ভক্তি হইয়াছে। বিনোদের সহিত তুমি "বকুল ফুল" পাতাইতে পার। তবে কি জান, কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, সেই বিষয় বিশেষ করিয়া বিবেচনা করা উচিৎ। তাই তোমাকে ঐ সকল কথা বলিলাম। সামাজিক নিয়মানুসারে, আদান প্রদান, বন্ধুত্বের একটি প্রধান অঙ্গ; ওবিষয়েও তুমি নিজেই ভাবিও, আমার আর বলা আবশ্যক করে না।

নি। তবে কালই বিনোদকে ডাকিয়া আনিব, কেমন? স্বামীর জন্য বিনোদের মনে এত কষ্ট, তবু মুখে সদাই হাঁসি, মনের দুঃখ আমাকে যত বলেন, তত কাহাকেও বলেন না, অন্যে ভাবেন বিনোদ বড়ই সুখী! কেমন, তবে বিনোদকে কালই ডাকিয়া আনিব?

বি। আনিও; অন্ততঃ, তিনটি বিষয় মনে রাখিও;—বকুলফুল পাতান, বন্ধুত্বের কৃত্রিম উপায়; আদান প্রদান বন্ধুত্ব রক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ; আবার আদান প্রদান, অর্থ, স্বভাব ও রুচির উপর নির্ভর করে।

নি। উহা কতক কতক বুঝিয়াছি।

বি। আর এক কথা মনে রাখিও;—ক্রুরতার অভাব, সরলতার প্রভাব চাই; সন্দিগ্ধ চিত্ততার হ্রাস, বৃহৎ বিশ্বাসের বৃদ্ধি চাই; স্বার্থপরতার ত্যাগ, নিস্বার্থতায় আলিঙ্গন চাই; বিনোদের দোষ দেখিলে, দোষ ধরিবে না, বিনোদের গুণ দেখিলে গুণই ধরিবে। আর অধিক—

নি। মনুষ্য ও কিন্নর বন্ধুর মত কখনই হইবে না। এ আমার খুব বিশ্বাস।

বি। আশা করি মনুষ্য ও কিন্নর বন্ধুর মত যেন না হয়।—এখন তোমার মুখ খানি বড় হাঁসি হাঁসি হইল নয়?

নি। বিনোদের সঙ্গে কাল "বকুলফুল" পাতাইব, ইহাতে হাঁসিব না, ত হাঁসিব কিসে?

বি। তবে যেন শেষেও হাঁসিতে হয়, শেষের হাঁসিই হাঁসি।

নি। আমার "বকুলফুল" কেমন লোক, একবার দেখিবে।

বি। তবে আর একটি কথা বলিব কি?

নি। বকুলের কথা?

বি। দুই বকুলেরই কথা;—যে ছুরিতে আমরা কলম কাটি, সেই ছুরি কিম্বা দা, বঁটি প্রভৃতি দ্রব্যের ধার হয় কিসে জান?

নি। কেন? উকা দিয়া ঘসিলেই ধার হয়।

বি। উকাতেই যে ধার হয়, তাহা কেমন করিয়া জানিলে?

নি। ছুতাররা যখন আমাদের বাড়ীতে কার্য্য করিত, তখন যে কত বঁটি তাহাদের দ্বারা ধার করাইয়া লইয়াছি। তাই দেখিয়াছি উকা দিয়া ঘসিলেই ধার হয়।—বলি ও কথা কেন?

বি। কেন, এখনি বুঝিবে;—বঁটিও লোহার, উকাও লোহার; আচ্ছা এই খানে যদি বঁটি খানি, আর এই খানে যদি উকাটি থাকে, তাহা হইলেই কি বঁটিতে ধার হয়?

নি। বেশ! তাহা হইবে কেন?

বি। যদি দুইটিই ঠেকাঠেকি করিয়া এক স্থানেই রাখা যায়, তাহা হইলেও কি বঁটিতে ধার হয়?

নি। বা! না ঘষিলে ধার হবে কেন?

বি। সংঘর্ষণ আবশ্যক; দেখাদেখিরও আবশ্যক নহে, ঠেকা-ঠেকিরও বড় আবশ্যক নহে; দেখাদেখি এবং ঠেকাঠেকিরও আবশ্যক নহে; আবশ্যক কেবলমাত্র সংঘর্ষণের। কেমন এই ত?

নি। তাই ত বটে!

বি। ভোঁতা বঁটি, উকা দিয়া ঘসিলে ধার হয় সত্য; আবার দুই খানি ভোঁতা বঁটির সংঘর্ষণেও উভয় বঁটিরই ধার হয়। ইহাও সত্য।

নি। তাহা ত হইতেই পারে; লোড়ায় ঘসিলেও ধার হয়।—বলি, এ কথা আনিলে কেন? কথা হচ্চে বকুলের, আন্‌লে কি? না ভোঁতা বঁটি!

বি। ব্যস্ত হইও না; উহাতেই দুই বকুলেরই কথা আছে। তোমরা

দুই জনে বন্ধুত্ব করিবে, বড়ই আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু কেবলমাত্র বন্ধুর চোখের দেখা বা বন্ধুর নিকট বসিয়া থাকিলেই, যে বন্ধুত্ব করা হয়, তাহা নহে। দুই জনেরই সংঘর্ষণ চাই, তোমার চিন্তার সহিত, বিনোদের চিন্তা; তোমার কার্য্যের সহিত, তাঁহার কার্য্য; তোমার ভাবের সহিত তাঁহার ভাবের সংঘর্ষণ চাই; তবেই তোমাদের মধ্যে তীক্ষ্ণতা হইবে, তোমরা ধারাল হইয়া উঠিবে; প্রকৃত কার্য্যোপযোগী হইবে। বন্ধুর উপস্থিতিতে সন্তোষ লাভ করা যায় সত্য; সন্তোষ লাভ হইয়াও থাকে; কিন্তু হৃদয় ও স্বভাব; কার্য্য ও ব্যবহার উচ্চ করিতে হইলেই; উভয়ের চিন্তা, কার্য্য ও ভাবের সংঘর্ষণ চাই, অর্থাৎ ঐ সকল বিষয় কিছুই গোপন না করিয়া, সরল ও নিঃস্বার্থভাবে যত আন্দোলন করিবে, যত বলাবলি করিবে, যত ভাবিবে; ততই বন্ধুতার উপকারিতা দেখিবে। আর অধিক বলিব না; এই আভাস বোধ করি তোমার পক্ষে, যথেষ্ট। কেমন এখন বুঝিয়াছ ত?

নি। এখন আর বুঝি নাই।

বি। কালই বিনোদকে ডাকিয়া আনিবে?

নি। আমার ত ইচ্ছা হইতেছে এইক্ষণেই হয় ত কাল যাই না।

অকারণ অসন্তোষ।

"ভোগে রোগভয়মস্তি, সুখে ক্ষয়ভয়ঞ্চ হি;
বাক্যভয়ং বিদ্যায়াঞ্চ, রূপে ভয়ঞ্চ যোষিতাম্;
দস্যুভয়ং ধনে সর্ব্বেষাস্তুয় হীনো ন কোপি চ।"

বি। আজ তোমাকে একটি গল্প বলিব; মানুষের মধ্যে, তোমার আমারই মধ্যে, ধর কত দ্বেষাদ্বেষী। তোমার একটি দ্রব্য প্রকৃতই আছে, আমার সেটি প্রকৃত নাই;—আমার মন খুঁৎখুঁৎ করে; তোমারও, আমার একটি দ্রব্য দেখিয়া মন খুঁৎ খুঁৎ করে; তোমার হয় ত একটি প্রকৃতই নাই, আমি অনুমান করি, তোমার সেটি প্রকৃত আছে, তাহাতেও

আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করে; তোমারও সেই প্রকার; অপরাপর জীবজন্তুরও মধ্যে সেই প্রকার। আবার দেখ, তোমার আমার মধ্যে ত মন খুঁৎ খুঁৎ আছেই, তাহ ছাড়াও মন খুঁৎ খুঁৎ করে; অপর জীব জন্তুরও কিছু দেখিযাও আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করে। আম গাছে আম পাড়িতে উঠি, পাকা আমটি চিকন ডালে আছে. আমি সে ডালে যাইতে পারি না, বানর বেশ সে ডালে যায়; আমার গাছের ফল আমি পাই না, বানরে পায়; মনে হয়; বানরের মত যদি চারিটি হাত হয়, আমার দুইটি হাত, যদি আমার দুই খানি হাত বেশি হয়, আমি অনায়াসেই চিকন ডালে গিয়া আমটি খাইতে পারি; আমার চার খানি হাত নাই, দুই খানি আছে; বানরের চার খানি হাত আছে; আমার মন খুঃ খুৎ করে।

নি। বানরের কি চার খানিই হাত, ওদের পা নাই?

বি। হাঁ; উহাদের চারি খানিই হাত একখানিও পা নহে। প্রভেদ এই যে, আমাদের হাত দিয়া লিখিতে পারি, কাপড় পরিধান করিতে পারি; বানরের হাত দিয়া উহারা গাছে উঠিতে পারে—আমাদের হাত, আমাদের কার্য্যোপযোগী, বানরের হাত বানরের কার্য্যোপযোগী। আবার বানরও ভাবে;—মানুষ দুই পায়ে কেমন দৌড়িয়া যায়, আমি তাহা পারি না, মানুষের মত যদি আমারও দুই পা দুই হাত হইত, তবে কি সুখেরই হইত। মনুষ্য ও আন্যান্য জীব জন্তুর মধ্যে এই প্রকার। এখন মনুষ্য ও অপরাপব জীবজন্তু মিলিয়া একটি সভা করিল, এবং স্থষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট দরখাস্ত করিল!

নি। গল্পটি ত হবে ভাল দেখ্‌ছি। কি বলিয়া দরখাস্ত করিল?

বি। দরখাস্তের চুম্বকই বলি;—"পিতঃ অধিনদের নিবেদন, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজের নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের স্ব স্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন করুন" ব্রহ্মা সদয় হইয়া দরখাস্ত গ্রহ্য করিলেন ও বলিলেন "তোমরা তোমাদের যে যে অঙ্গ অত্যঙ্গ ভালবাসনা, সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক স্থানে রাশীকৃত কর।" কার্য্যেও তাহাই হইল, মানুষ হাত দুই খানি রাখিয়া দুই খানি পা, বানর দুই খানি হাত রাখিয়া বাকী হাত দুইখানি; ব্যাঘ্র ও

হরিণের পা গুলি, হস্তী ও মশক শুঁড়; শেয়াল ও শূকর লেজ, ইত্যাদি পৃথিবীরই মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাশীকৃত হইল; ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তুর এত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রাশীকৃত হইল, যে তাহা সূর্য্যালোক পর্য্যন্ত উঠিল!

নি। তাত হবেই; জীবজন্তুর কি সংখ্যা আছে;- যাক, তার পর?

বি। ব্রহ্মা বলিলেন;—"এখন তোমরা যাহার যাহা লইতে ইচ্ছাকর, লও।" অমনি মানুষ বানরের দুই খানি হাত ও বানর মানুষের দুই খানি পা লইলেন; মানুষ চতুর্ভূজ হইলেন, বানর দ্বিপদ হইলেন; ব্যাঘ্র হরিণের পা, হরিণ ব্যাঘ্রের পা; মশক হস্তীর শুড়, হাতী মশকের শুড়, শেয়াল শূকরের লেজ, শূকর শেয়ালের লেজ লইলেন; লইয়া অনেকেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এখন একবার ফল দেখ;—

নি। বেশ ফল হইল।

বি। মানুষ গাছে উঠিতে পারিল, কিন্তু বসিয়া আর ভাত খাইতে পারেনা; বানর দৌড়িতে পারিল, গাছে উঠিয়া ফল খাইতে পারেনা; ব্যাঘ্র দ্রুতগামী হইল, শীকার করিতে পারেনা; হরিণ শীকার করিতে পারিল, গা চুলকাইতে পারেনা; মশক হস্তীর শুড় লইয়া উঠিতে পারে না, হস্তী মশকের শুড় লইয়া খাইতে পারেনা; শৃগাল শূকরের লেজ লইয়া দৌড়িতে পারে না, শূকর শৃগালের লেজ লইয়া কর্দ্দম হইতে উঠিতে পারে না; ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট হইল; একুল ওকুল দুই কুল গেল! মহা বিপদ।

নি। তার পর বুঝি সকলেই আবার দরখাস্ত করিয়া স্ব স্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফেরৎ লইল!

বি। অগত্যাই; না করিয়া আর করে কি! সকলেই অতি পরিষ্কার বুঝিল, যে মনখুঁৎখুঁতানি বড়ই অন্যায়; নিজ নিজ অবস্থায় বেশ আছি অসন্তোষের কোনই কারণ নাই, সন্তোষেরই সমস্ত কারণ। বুঝিল ও শিখিল; শিখিল ও বুঝিল।

নি। বেশ শিক্ষা করিল বটে!

বি। আবার রসাল ও স্বর্ণ লতিকার গল্প ধর;—প্রকাণ্ড রসাল

সামান্য স্বর্ণ লতিকাকে তাহার কতই নিন্দার ও খেদের কারণ দেখাইল, কিন্তু রসালের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই অমনি মহাঝটিকায়—

"মহাঘাতে মড়মড়ি,
রসাল ভূতলে পড়ি,
যান গড়াগড়ি!"

আর সামান্য স্বর্ণ লতিকার একটি পত্রও খসিল না, ঠিক যেমন ছিল তেমনিই থাকিল। তাই কবি বলিলেন, হে রসাল,—

"উচ্চশীর যদি তুমি কুল মান ধনে
করিও না ঘৃণা তবু নীচশীর জনে।"

নি। আর সেই জন্যইত কথায় বলে "বড়গাছে বড় ঝড়"। সে সত্য!

বি। আর একবার ময়ূর ও গৌরীর কথা ধর; ময়ূর গৌরীকে বলিতেছে;—"মা গো! আমি তোমার পুত্রের বাহন, তুমি যে প্রকার মিষ্ট ভাষিনী, তোমার পুত্রও সেই প্রকার মিষ্টভাষী; কিন্তু মা একবার দয়াকরে আমার কথা ধর;——

"করি যদি কেকাধ্বনি
ঘৃণায় হাসে অমনি
ভূচর খেচর জীব যত!"

মা গো! এ দুঃখ যে আমার বড় দুঃখ, আমার দুঃখ দূর করিতে হইবে জননী," শুনিয়া গৌরী বলিলেন;——

"শুন বাছা মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি জনে;—
সুকলে কোকিল গায়, বাজ বজ্রগতি ধায়;
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে?
নিজ অবস্থায় সুখী রহে যার মন,
তার হ'তে সুখীতর নহে কোন জন।"

—এই যে তিনটি গল্প শুনিলে, গল্প গুলির তাৎপর্য্য কি বল দেখি?

নি। কাহারই মন খুঁৎ খুঁৎ করা উচিৎ নহে; সকলেরই নিজ নিজ অবস্থায় সুখী হওয়াই উচিৎ।

বি। বেশ;—দোষ গুণ সর্ব্বত্র সকল কালেই সকলেরই আছে, কেবল মাত্র দোষও কাহারই কখনই নাই, কেবল মাত্র গুণও কখনই কাহারই নাই; বুঝিয়াও চিরকালই সকলেই আক্ষেপও করিয়া আসিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?

নি। বোধ করি তবে বুঝি না, তাই আক্ষেপ করি।

বি। বুঝি না, এমন কথাই বলিও না, বুঝিয়াও বুঝি না; বুঝিয়াও করি না; এই আমাদের মহৎদোষ, ইহাই আমাদের সকল কষ্টের মূল! অপর জীব জন্তুর কথা ছাড়িয়া দাও, সকল জীব অপেক্ষা উচ্চতম, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ও অহংকারী জীবের কথাই ধর; মানুষের কথাই ধর, সুখ দুঃখ ত চিরকালই সকলেরই আছে, এবং থাকিবেও; বস্তু ও তাহার আধারের মত;——

সুখ দুঃখ দুটি ভাই, একটি ছাড়া একটি নাই।

তবে হয়ত বড় জোর এই দেখা যায়, যে কাহারও প্রথমে সুখ, পরে দুঃখ; কাহারও বা প্রথমে দুঃখ, পরে সুখ।

নি। তাহা ত বেশ বুঝি ও জানি!

বি। আবার দেখ, চিরকালই ত কত সদুপদেশক, বাক্যে কত প্রকারের কত উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, দৃষ্টান্তও দেখাইয়া আসিতেছেন, কৈ তাহার কিছুই কি ফল হইল না! আর উপদেশ দিতে ও দৃষ্টান্ত দেখাইতেও ত কেহ ছাড়িবেন না, তা কোন ফল হইবে এ প্রকার আশা কি করা যায়!—যাহা বলিতেছি তাহা বেশ বুঝিতেছ ত?

নি। বেশ বুঝিতেছি বৈ কি! আর যাহা বলিতেছ, সেও ত সহজ কথাই, তাহাও ত জানি!

বি। "বুঝ" তাহাও বলিতেছ, "সহজ কথা" তাহাও বলিতেছ; "জান" তাহাও বলিতেছ; কিন্তু বলার মত কার্য্য কি কর? বলার মত কার্য্য করিতে কি চেষ্টা কর? যত বল, তাহার শতাংশের একাংশের মতও কি কার্য্য কর? কার্য্য কর, না জানার মত, না বোঝার মত, না বলার

মত; যাহা জান, কার্য্যে তাহার ঠিক বিপরীত কর; যাহা বোঝ, কার্য্যকর ঠিক বিপরীত; আর যাহা বল, কার্য্য কর ঠিক বিপরীত! জানার মত, বোঝা ও বলার মত কার্য্য করা কি এতই কঠিন! উহা কি একবারে অসম্ভব! জানা, বোঝা ও বলার, কি এক অংশ, এক অতি ক্ষুদ্রাংশও কার্য্যে করা যায় না! দুঃখই যে ঐ! আবার দেখ;—যাহাকে কষ্টকর বলিয়া মনে কর, তাহাতেই হয় ত প্রকৃত সুখ; গোলাপের কণ্টক দেখিয়া গোলাপ তুলিলে না, সুগন্ধও পাইলে না, দুর্গন্ধও ত্যাগ করিতে পারিলে না; আবার যাহাকে সুখের বলিয়া লইলে, তাহাতে হয় ত দুঃখই আছে, সুখের লেশ মাত্রও নাই; মাকালফল সুন্দর মনে করিয়া লইলে, কিন্তু যেই তাহা মুখে দিলে, অমনি মুখ বিকটাকার করিলে! ইহাও ত দেখ, কিন্তু ইহা বোঝ কি?

নি। কেনই বা না বুঝিব!

বি। কিন্তু বোঝার মত কার্য্য না করিলে, বুঝিয়াছ তাহা কেমন করিয়া বুঝিব। লক্ষপতি বলিয়া পরিচয়, কিন্তু একটি পয়সাও দেখাইতে পার না, তুমি লক্ষপতি বলিয়া পরিচয় দেও কোন লজ্জায়!—ধনী ব্যক্তি গাড়ি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন, দেখিয়া, তুমি তাঁহাকে সুখী মনে করিলে, নিজকে ধিক্‌কার দিলে! কিন্তু তিনি যে এক দিনেই লক্ষের উপর আর এক লক্ষ জমাইতে পারিতেছেন না, বলিয়া মহা অসুখী! তিনি যে এক প্রকার গাড়ি ঘোড়ার স্থানে, দশ প্রকার গাড়িঘোড়া ক্রয় করিতে পারিতেছেন না, বলিয়া মহা অসুখী! তাঁহার যে একটি মাত্রও পুত্র সন্তান হয় নাই বলিয়া মহা অসুখী! পৌত্র হইতেছে না বলিয়া মহা অসুখী! পুত্র অসৎপথাবলম্বী বলিয়া মহা অসুখী! সমকক্ষ বৈবাহিক জুটিতেছেনা বলিয়া মহা অসুখী! একটি মাত্র ব্রণ হইয়াছে বলিয়া মহা অসুখী! অধিক আর কি বলিব,—তিনি একছটাক মাত্র চিকন চাউলের ভাত জীর্ণ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া মহা অসুখী!—তাঁহার যে কি অসুখ, অপরে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়া তিনি মহা অসুখী! তিনি এত প্রকার এত মহা অসুখে অসুখী!

নি। আর বলিতে হইবে না!

বি। আর তুমি যাঁহাকে দরিদ্র ও অসুখী বলিয়া ঘৃণ কর, সে পরিশ্রম দ্বারা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দুইটি আনা মাত্র পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছে বলিয়া মহা সুখী; চলিতে চলিতে পায়ের কাঁটা তুলিয়া ফেলিয়া, চলিয়া যাইতে পারিয়াছে, বলিয়া সে মহা সুখী; তাহার একটি বলিষ্ঠ পুত্র আছে বলিয়া সে মহাসুখী, এক পরিশ্রমী যুবকের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিয়াছে বলিয়া সে মহাসুখী, মোটা ভাত মোটা কাপড় কায় ক্লেশে এক প্রকার জুটাইতে পারে বলিয়া সে মহা সুখী; অন্ধকার রাত্রে চকমকিতে আগুণ ঝাড়িতে পারিয়াছে বলিয়া সে মহাসুখী; সে দিন আনে দিন খায় বলিয়া মহা সুখী; বাড়ীতে লোক আসিলে খাওয়াইতে পারিলেই মহা সুখী; স্ফোটকের যন্ত্রণা গ্রাহ্য করে না, শীরঃপীড়া, উদরাময় কাহাকে বলে আজন্ম জানে না; স্ত্রীপুরুষ পুত্রকন্যা সমান পরিশ্রমী, আলস্য কাহাকে বলে জানেনা, জানে কেবল পরিশ্রম, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব হইতে পরিশ্রম, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিশ্রম, একদিন পরিশ্রমে বিরাম নাই; সমস্ত দিনমান আহ্লাদের সহিত কঠিন পরিশ্রম, রজনীতে গভীর নিদ্রা, প্রাতঃকালে আহ্লাদময় বদন, হাঁসিতে হাঁসিতে পরিশ্রম করিতে বহির্গত হয়, হাঁসিতে হাঁসিতে ফিরিয়া আইসে, তাহার জীবন পরিশ্রমময় সুতরাং স্বাস্থ্যময়, ও আনন্দময়।

নি। যথার্থই ত।

বি। কেহ কেহ বলিবেন হয় ত অশিক্ষিত দরিদ্রের, অভাব জ্ঞান নাই, একথা সত্যও বটে মিথ্যাও বটে। অনাবশ্যক, অপ্রকৃত অস্বাস্থ্যকর, অভাবের জ্ঞান নিশ্চয়ই নাই; আবশ্যকীয়, প্রকৃত ও স্বাস্থ্যকর অভাবের জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে।—আমি জুতা নহিলে একপাও চলিতে পারি না, আমার পক্ষে দুর্ব্বাদল শোভিতা পৃথিবী যেন চর্ম্মাচ্ছাদিতা; দরিদ্র জুতার অভাব জানে না, তাহাদের পক্ষে পৃথিবী, পৃথিবী; তৃণাচ্ছাদিতা পৃথিবী; আমি ঘড়ি না হইলে চলিতে পারি না, ঘড়ি না হইলে কোনই সময় বলিতে পারি না, ১০ টার সময় ৯ টা কি ১১ টাও বলিতে পারিনা; সে ঘড়ি জানে না, ঠিক সময় বলিতে পারে; মেঘাচ্ছন্ন হইলেও বলিতে

পাবে; দেখ, কাহার অভাব জ্ঞানটি ভালও উপকারক! না হয় আমার অভাব জ্ঞানটি ভাল, তাহার অভাব জ্ঞানটি মন্দ; আচ্ছা কাহার ভাল ফল দেখ; কে সুখী কে অসুখী দেখ; ইহা দেখিতে হইলে কাহার কত বয়সে মৃত্যু হয়, জানিতে পারিলে অনেক বুঝিতে পারা যায়; সুখী ব্যক্তিই দীর্ঘজীবি, দেখ কে দীর্ঘজীবি?

নি। চাসারা কি আমাদের অপেক্ষা দীর্ঘজীবি?

বি। তুমি আমাদের মধ্যে এই স্থানে এক জন ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ কি বৃদ্ধার নাম করিতে পার?

নি। দেখি;—কৈ না!

বি। চাসাদের মধ্যে অন্ততঃ প্রত্যেক ১০।১২ জনের মধ্যে তাহা পাইবে। তবে তাহাদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা কিছু অধিক, তাহার একারণ নহে, যে তাহাদের ভাল অভাবের জ্ঞান নাই; তাহার কারণ তাহাদের দরিদ্রাবস্থা; রোগে চিকিৎসা করিতে পারে না; পরিশ্রমানুযায়ী বলকারক খাদ্য অধিক পায় না। যাক;—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন রাজার নিকট গিয়া বলিল; "মহারাজ, আমার বড় সাধ যে এক শত টাকা এক স্থানে দেখিব" রাজা এক শত টাকা দেখাইলেন ও সেই এক শত টাকা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন। ব্রাহ্মণ আহ্লাদে আট খানি; শত মুদ্রা বাড়ী আনিলেন; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলকেই দেখাইলেন, সকলেই আহ্লাদে গদ গদ! রজনী উপস্থিতা, সকলেই শয়ন করিলেন, অহো বিড়ম্বনা! কাহারই চক্ষে নিদ্রা নাই!

নি। পাছে টাকা চোরে লইয়া যায় বলিয়া বুঝি!

বি। "অধনেন ধনং প্রাপ্য, তৃণবৎ মন্যতে জগত" প্রচলিত কথার বিপরীত অবস্থা ঘটিল। প্রাতঃকালে সকলেরই পেট ফুলিয়া ঢাক! ক্রমাগত ঢেঁকুর উঠিতেছে। সকলেই মহা অসুখী! মহা বিপদগ্রস্ত! পরে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাণীর সহিত পরামর্শ করেন, এখন উপায়! রাজার টাকা রাজাকে ফিরাইয়া দেওয়াই শেষে স্থির হইল, ব্রাহ্মণ রাজাকে টাকা ফিরাইয়া দিয়া আসিলেন, তখন সকলেই বাঁচিলেন! ভাবিলেন এখনই ত সকলেই মরিতে বসিয়াছিলাম!

নি। গল্পটি ত' ভাল দেখছি।

বি। আর এক সময়ে এক কৃষক এক রবিবারে সহরে গাড়ি করিয়া কাষ্ঠ বেচিতে আইসে; এক বাবু ১০টার সময় আহার করিয়া, তাকিয়া ঠেস্ দিয়া টানা পাখার বাতাস খাইতেছেন; কৃষক ইহা দেখিল, মনে ভাবিল, মরিরে, বাবু কি সুখী! কৃষক কাষ্ঠ বেচিয়া বাড়ী যাইতেছে, মনে মনে সাধ করিতেছে, এক দিন ঐ রকম বাবুগিরিটে করিতে হইবে; তা আজ ত কাষ্ঠ বেচিয়া দু পয়সা রোজকার হলো, কালই ঐ রকম আরাম করিতে হইবে, ১০টার সময় আহার করিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া, একবার পাখার বাতাস খাওয়ার সুখটা ভোগ করা যাইবে। এই না স্থির করিয়া;—

"চাসা তবে থেকে থেকে, বলদ তাড়ায় হেঁকে হেঁকে
বলদ দুটো গলদ ঘামে হাঁস ফাঁস্যে চলে।
চাসা বলে চল্ বাবা চল্, খেতে দেবো খোল ধোওয়া জল;
চল্ চলো বাপ্ হ্যাট হ্যাট হুস বলেই লাঙ্গুল মলে॥

তখন সে নিজের ভাবেই বিভোর! তাই——

"চাসার তবে মলার চোটে, হেলে দুলে বলদ ছোটে,
ক্রমে ক্রমে সহর ছেড়ে, গেলো অনেক দূরে"

গ্রাম সম্মুখে দেখিয়াই, মনের স্ফূর্ত্তিতে——

"এক একবার চাসা গায় 'গউর যায় কি নিতাই যায়
যারে মাধাই জেনে আয় মিঠে গেঁও সুরে।"

বাড়ীতে ঢুকিয়াই পত্নীকে মনের বাসনা জানাইল; সাধ্বী কৃষক পত্নী, পরদিন সমস্ত আয়োজন করিল, কৃষক প্রাতঃকালে উঠিয়াই স্নান করিল; ১০ টার সময় আহার করিতে বসিল, কিন্তু তখন ভাত খাইতে পারিবে কেন? যাহাই হউক খাওয়া ত এক রকম শেষ করিল, কৃষক পত্নী দেখিলেন এখন তাকিয়া পাই কোথায়? সিতেনে ২। ৪ খানি চট্ জড়াইয়া, একরকম করিয়া একটা তাকিয়া করিয়া দিল, কৃষক ত তাকিয়া ঠেস দিক্; টানা পাখার অভাবে হাত পাখাতেই কৃষক পত্নী স্বয়ং বাতাস করিতে লাগিল, কিন্তু ঘুম হবে কেন?

নি। কৃষক পত্নী ত খুব ভাল!

বি! ঘুম হইল না, কৃষকও কিন্তু তাকিয়া ঠেস্ ছাড়িল না; কৃষক পত্নীও নিয়মিত সময়ে আহার করুক, ক্রমে রাত্রি হইল, তখন কৃষক আহার করিতে পারিল বটে, কিন্তু যেমন কমও খাইল, তেমনি তৃপ্তিও বোধ করিতে পারিল না, কৃষক পত্নী নিয়মিত সময়ে আহারাদি করিয়া পুনরায় স্বামীকে বাতাস করুক, কিন্তু পোড়াচোক্ষে কি আর ঘুম আসে! কৃষকপত্নী কিন্তু নিদ্রাগতা; কৃষকের ভ্রম দূর হইল, বলিল, এ পাপ বাবুগিরি আর স্বপ্নেও ভাবিব না।

নি। ভ্রমও গেল, শিক্ষাও হইল!

বি। তাই বলি; সন্তোষের একটি প্রধান মূল স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের প্রধান মূল পরিশ্রম, ইহা বোঝা চাই, আর কার্য্য করা চাই; বোঝ ও কার্য্য কর; তোমার অসন্তোষ চলিয়া যাইবে; সন্তোষই থাকিবে! ধনী হইতে ইচ্ছাকর, উপায় বড় কঠিন নহে;—পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন কর, পরিমিতব্যয়ী হও, সামান্য বিষয়কেও সামান্য বলিয়া অবহেলা করিওনা, অদ্য যাহা করিতে পারিবে, তাহা কল্য করিবে বলিয়া রাখিয়া দিও না, তুমি নিশ্চয়ই ধনী হইবে।

নি। উপায় সহজ কিন্তু করা কঠিন।

বি। করা কঠিন নহে, বলনা কেন? উপায় সহজ কিন্তু করিব না, এত সহজ, যে করিব না, করিলে মান যাইবে, নীচতা প্রকাশ পাইবে! উপার্জ্জন কর, পরিমিতব্যয়ী হইও না, বিশৃঙ্খল হও, তুমি কখনই ধনী হইতে পারিবে না।—একটি লোকের দুইটি স্ত্রী ছিল; সে রাজবাড়ীতে কার্য্য করিত, প্রত্যহই একটি করিয়া সিধে, একখানি করিয়া নূতন কাপড়, ও দেড়আনা করিয়া পয়সা পাইত; কাপড়খানি প্রত্যহ তিনটুকরা করিয়া তিন জনে লইতেন, ও পয়সা গুলিও প্রত্যেকে সমান ভাগ করিয়া লইতেন এবং যথেচ্ছায় খরচ করিতেন; পরনের কাপড়ের সেলাইও যায় না, বর্ষায় চালে খড়ও জুটে না, জমীর খাজানাও দিতে পারে না; পীড়া ও অন্যান্য বিপদ হইলেই মহাকষ্টে পড়িতেন!

নি। রোজ রোজ ঐ রকম ভাগাভাগি হইত।

বি। রোজ রোজ; একটি দিনও ফাঁক যাইত না! পাড়ার এক বৃদ্ধা এই ব্যাপার দেখেন, তাঁহার কন্যা দায়, কন্যার সহিত সেই লোকটির বিবাহ দেন।

নি। বৃদ্ধাও ত কম বোকা নয়! এখন তিন স্ত্রী, ৪ ভাগ হ'বে বুঝি?

বি। শোন ত?—নূতন স্ত্রী বয়স্থা হইলেন, সপত্নী ও স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনিই কর্ত্রী হইলেন, স্বামী যে প্রকার আনিতেন, সেই প্রকারই আনিতে লাগিলেন। প্রথম দিন কাপড়খানি জেষ্ঠা সপত্নীকে, দ্বিতীয়দিন কনিষ্ঠাকে, তৃতীয় দিন স্বামীকে এবং সর্ব্বশেষে চতুর্থ দিনে নিজে লইলেন; আর একটি বাক্স কিনিলেন; পয়সা ফেলিবার জন্য তাহার উপরে একটি ফুটা থাকিল, চারিটা ভিন্ন ভিন্ন রকমের চাবি কিনিয়া ঐ চারিটি চাবি দ্বারাই বাক্স বন্ধ করিয়া, এক একটি চাবি এক এক জনের কাছে রাখিয়া দিলেন। পয়সাগুলি প্রত্যহ ফুটা দিয়া বাক্সে ফেলিতেন; এই প্রকার চলিতে লাগিল; এক মাসের মধ্যেই প্রত্যেকেরই ৮ খানি করিয়া নূতন বস্ত্র হইল; আটখানি কাপড়ে সকলেরই এক বৎসর বেশ কাটিয়া গেল; এগার মাসের কাপড় প্রত্যহ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যও সেই বাক্সে ফেলিতেন।

নি। বেশ ত বুদ্ধিমতি! অতি সহজ উপায়েই, উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন ত!

বি। এক বৎসর পরে, সপত্নীদিগকে ও স্বামীকে একদিন একত্র করিয়া, সকলেরই নিকট হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া দেখাইলেন, যে প্রায় তিনশত টাকা জমিয়া গিয়াছে! সকলেই মহা খুসী, সকলেই কনিষ্ঠার নাম রাখিলেন "লক্ষ্মী"।

নি। লক্ষ্মীই বটে! আচ্ছা সর্ব্ব প্রথম দিন কাপড় খানি স্বামীকে না দিয়া জেষ্ঠা সপত্নীকে দিলেন কেন?

বি। তাহার কারণ অবশ্যই লক্ষ্মীই জানেন;—বোধ করি সর্ব্বাগ্রে সপত্নীদিগকে সন্তুষ্ট করাই লক্ষ্মীর উদ্দেশ্য।

নি। তাই ঠিক বটে।—"সেই ধানে সেই চাল, গিন্নি বিনে আল খাল।"

বি। আবার দেখ; কেহ যে অগ্র পশ্চাৎ পাইলেন, সে ত কেবল ঐ সর্ব্ব প্রথম, একবারই মাত্র; পালাক্রমে তার পর ত সকলেই ঠিক তিন দিন পরে চতুর্থ দিনেই পাইতে লাগিলেন? দেখিলে যে এক বৎসরে তিন শত টাকা জমিয়া গেল; দশ বৎসরে তিন হাজার, ও বিশ বৎসরে ছয় হাজার টাকা, জমিতে পারে। যাঁহার এক কপর্দ্দকও ছিল না, বিশ বৎসরে ছয় হাজার টাকা হইলে, তিনি কি ধনী হইলেন না!

নি। বেশ ধনী হইলেন!

বি। প্রকৃত সুখ সন্তোষ; কেবল অর্থে হয় না; কারণ সুখ যে দ্রব্য, তাহা স্পর্শ যোগ্য নহে, দর্শন যোগ্যও নহে। তাহা অর্থ দ্বারা বাজারে কি কোন স্থানেই কিনিতেও মিলে না, এ প্রকার যে সুখ, তাহা আমাদের মনে; সেই সুখ লাভ করা, আমাদেরই ক্ষমতার মধ্যে, সামান্য ক্ষমতারই মধ্যে। আর যদি মনে কর যে অর্থ হইলেই সুখী হইবে, তাহাও ত দেখিলে, ধনী হওয়াও বড় কঠিন ব্যাপার নহে;—অপর ব্যক্তির অবস্থা আমার অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই অপর, অপর; অপরে কোন একটি কার্য্য হয় ত করিতেছেন, আমি তাহা দেখিতেছি, ভাবিলাম ঐ কার্য্যেই সুখ; দূর হইতে তাহা দেখি কিনা!—গল্পে আছে; একটি লোক, লৌহ পাত্রে হস্ত নাড়িয়া, কোন খাদ্য দ্রব্য ভাজিতেছে; একটি বানর দূর হইতে তাহাই দেখিয়া ভাবিল, যে ঐ কার্য্যে নিশ্চয়ই সুখ আছে; ঐ কার্য্যে উহার বেশ সুখ বোধ হইতেছে নহিলে ওপ্রকার করিয়া হাত নাড়িবে কেন! তা আমরাও ত লেজ বেশ লম্বা, একবার লেজটা ঐ প্রকার করিয়া দেখা যাউক, উহাতে কত সুখ; লোকটি যেই নিজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্থানান্তরে গেল, বানর অমনই লম্ফ প্রদানে তথায় গিয়া লেজের অগ্র ভাগটি সেই উত্তপ্ত লৌহ পাত্রে দিল; লেজ আর নাড়িতে হইল না; যেই দেওয়া অমনি সুখ অনুভবের পুরস্কার পাইল!

নি। বানরটি ত ভাল দেখছি!

বি। গল্পটি যখনই মনে হয়, তখনই বানুরে বুদ্ধি বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করি; অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা যে আমি বুদ্ধিমান্, তাহাই বেশ স্থির

করি; উচ্চতম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রাণী হইয়া বুঝিলাম না যে বানুরে বুদ্ধি কাহার!

নি। তাই ত!

বি। যে কথাটি বলি, তাহাতেই ত বেশ সায় দাও, দেখি—বুঝিতে চেষ্টা কর, কার্য্য করিতে চেষ্টা কর;—যাহা সুখের তাহাকে আমরা যত্ন করি না, যাহা দুঃখের তাহাতেই আমাদের যত্ন; যাহা স্বাস্থ্যকর তাহাতে অমনোযোগ; যাহা অস্বাস্থ্যকর তাহাতেই মনোযোগ; যাহা উপকারী তাহা লই না, যাহা অপকারী তাহাই লই;—মোরগ যখন খাদ্য অনুসন্ধান করিতে করিতে রত্নখণ্ড দেখিতে পাইল, মোরগ কি বলিল?—"একটি মাত্র শস্য এক দিকে, আর পৃথিবীর রত্নরাজী অন্য দিকে; একটিমাত্র শস্যই চাই, রত্নরাজী চাই না"; দেখ দেখি বুদ্ধিমান কে?

নি। পড়িবার সময় গল্পটি বুঝিয়াছিলাম বটে; কিন্তু এখন আরও বেশ বুঝিতে পারিলাম।

বি। নিজের অবস্থায় নিজকে সুখী করিতে না পারিলে, কখনই কিছুতেই সুখী হইতে পারিব না, ইহা স্থির, ইহা যথার্থ, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই; তুমি আমার নিকট বসিয়া রহিয়াছ, ইহা যেমন যথার্থ, উহাও সেই প্রকার যথার্থ; দুই ও দুই চারি হয়, যে প্রকার সত্য, উহাও সেই প্রকার সত্য;—এক ধনী লোকের পুত্র, খান দান ও বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া দিন কাটান। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মোটা হইতে বড় সাধ; হাতির নাদ মাখিয়া হাতির মত মোটা হইবার অনেক চেষ্টা করেন, যাহা হউক কালসহকারে পুষ্ট হইলেন; অসঙ্গত পুষ্ট হইলেন; হাতির মতই পুষ্ট হইলেন! এক দিন গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আইসেন, পর দিন শরীরে ভয়ানক দুর্গন্ধ, কেহই নিকটে বসিতে চান না, অনুসন্ধানে তাঁহার নুদীর মধ্য হইতে একটি খয়রা মাছ বাহির হইল, মাছটি মরিয়া পচিয়া গিয়াছে।

নি। কি ভয়ানক, এমন মোটা!

বি। মোটার সাধ এখন মিটিল, আবার রোগা হইবার সাধ হইল; অপরে অবশ্যই সেই প্রকার মোটা দেখিয়া তাঁহাকে বড়ই সুখী মনে করিতে

লাগিলেন; ধনী লোক, পরামর্শ দাতার ত অভাব নাই। কিসে তাঁহাকে রুগ্ন করা যায়, নানা মুনির নানা মত। ঐ শরীর লইয়া ঘোড়ায় চড়া অবশ্য অসম্ভব; শেষে একটি মত অবলম্বন করিলেন; প্রত্যহ আহারের পরিমাণ কমাইতে লাগিলেন; সৌভাগ্যক্রমে কিন্তু যেমন মোটা ছিলেন, তেমনিই রোগা হইলেন! মোটা অবস্থায়ও যেমন জোর মিলিত না। রুগ্ন অবস্থায়ও জোর মিলিল না। পুনরায় পুষ্ট হইতে সাধ গেল! কিন্তু এবার আর কিছুতেই মোটা হইতে পারিলেন না; মনের কষ্টে পুড়িতে লাগিলেন; রুগ্ন হইতে রুগ্নতর হইতে লাগিলেন; কি উপায়ে তিনি সন্তোষ লাভ করিবেন; তাহা ভাবিতে ভাবিতে সকলেরই মস্তিষ্ক গরম হইয়া গেল; দৈবাৎ বাপে খেদান, মায়ে তাড়ান গোছের, যক্ষাকাশ রোগগ্রস্ত একটি লোক, যষ্টির উপর ভর দিয়া, অতি কষ্টে যাইতেছেন; এক জন তাহা দেখিয়া তাহাকে ডাকাইয়া ধনীর সম্মুখে লইয়া উপস্থিত! এখন ধনী তাঁহা অপেক্ষা রুগ্নতর লোক দেখিয়া বাঁচিলেন! সেই রোগী সদাসর্ব্বদা ধনীর সম্মুখে থাকে।

নি। মজা ত মন্দ নয় দেখ্ছি।

বি। ধনীর এখন আবার মহা চিন্তা উপস্থিত; সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কিছুতেই ত তিনি সন্তোষ পান না; ধনে নয়, মানে নয়, বংশে নয়, ক্ষমতায় নয়; সন্তোষ পান কেবলমাত্র ঐ লোকটিকে সম্মুখে দেখিলে; এখন যদিও মরিয়া যায়, তবে তাঁহার উপায়।

নি। ভাবনার বিষয়ই বটে!

বি। সকলেই বুঝিলেন, রোগীর জীবনে, তাঁহার জীবন, রোগীর মৃত্যুতে তাঁহার মৃত্যু, তাঁহার যেন মরণ কাটি ও বাঁচন কাটি সেই রোগী। সুতরাং রোগীর জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়। যাহাতে সে না মরে তাহাই হইতে লাগিল, সেবা সুশ্রুষা আরম্ভ হইল, কিন্তু অহো বিড়ম্বনা! রোগী মোটা হইয়া উঠিল! সে মরিলে ধনীর যত না কষ্ট হইত, সে মোটা হওয়াতে তাঁহার ততোধিক কষ্ট হইতে লাগিল!

নি। এখন যেন তাঁহার দুঃখের উপর টনকের ঘা পড়িল!

বি। ধনী ত তাহাকে তাড়াইয়া দিলেনই, আত্মহত্যাও করিলেন!

নি। চমৎকার গল্প।

"নিজ অবস্থায় সুখী নহে যার মন
তার হ'তে দুখীতর নহে কোন জন।"

বি। এখন দেখিলে, যে অসুখ আমাদের নিজের কার্য্যে, অসুখ আমাদের নিজের মনে। দেখা যাউক কোন্ কোন ব্যক্তি মহা অসুখী; প্রথমেই দেখ, স্বার্থপর ব্যক্তি মহা অসুখী, তিনি যাহা ভাবিবেন, তাহাই একমাত্র নিজের ইষ্টের জন্য, অন্য কাহারই কোন ইষ্টের জন্য নহে; যাহা বলিবেন, তাহাতে নিজেরই ইষ্ট অন্যের ইষ্ট নহে; যাহা করিবেন তাহাই নিজের ইষ্ট ভিন্ন অপরের ইষ্টের জন্য নহে; সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে নিজেই সব অন্যে কিছুই নহে; নিজের লাভেই ব্যস্ত! কায়মনো বাকে ব্যস্ত; কিন্তু লাভেই লোভ হয়;—কোন ব্যক্তির একটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল, সে গরুটিকে প্রত্যহ দুই আনার খাদ্য খাওয়াইত, গোরুটি চারি আনার দুগ্ধ দিত; দিন কতক যায়, একদিন ভাবিল গোরুটির ত দেখছি চারি আনার দুগ্ধ দেওয়া বেশ অভ্যাস হইয়াছে। এখন যদি খাদ্যের ভাগ কমাইয়া দিই; দুগ্ধ অবশ্যই কমিবে না; অধিক লাভ হইবে;—দেড় আনার খাদ্যে তিন আনার দুগ্ধ দিল; সে ভাবিল: সেই পরিশ্রম, সেই যত্ন, গোরু নিজের অভ্যাস ছাড়িয়াছে, নষ্টামি করিয়াছে, প্রহার আরম্ভ করিলে ভগবতী বলিল; "তুমি আমাকে প্রতিপালন কর, তোমার প্রহারে রাগ করিনা, কিন্তু মনে করিয়া দেখ দেখি, দুগ্ধ যে এখন কম দিই, তুমি খাওয়ান কমাও নি ত? আমাদের যে মুখে দুধ, যেমন খাওয়াইবে তেমনি দুগ্ধ পাইবে" লোকটির চৈতন্য হইল, বুঝিল গোরু ত ঠিক কথাই বলিয়াছে! দেড় আনায় তিন আনার দুগ্ধ দিয়াছে, দুই আনায় চারি আনার দুগ্ধ দিত; ব্যয়ের ঠিক দ্বিগুণ আয়! এখন যদি চারি আনার খাওয়ান যায় আট আনার দুগ্ধ পাইব, তাহাই করিল, দেখিল বার আনার দুগ্ধ! একবারে তিন গুণ; তবে ত গোরুর মুখেই দুধ সত্য! কোন চিন্তা নাই; এক টাকার খাওয়াইব, ১০ টাকার দুধ পাইব। পর দিন তাহাই করিল; গোরুর পেট ফুলিয়া ঢাক! মৃতপ্রায়, গাভী বলিল

"মুখে দুধ যে গালিয়াছিলাম তাহা ত সত্য কিন্তু মুখের ও"——বলিয়া মরিয়া গেল।

নি। লোকটি ত আর গোরুর দিকে তাকাইত না দুগ্ধই দেখিত।

বি। একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে, যে যাঁহার আত্মশ্লাঘা অধিক; যিনি কাহাকেও বিশ্বাস করেন না; ও যিনি হিংসক; তাঁহারাও বড় অসুখী; তাঁহাদের সন্তোষ নাই, সন্তোষ থাকিতেই পারে না; যদি সন্তোষ লাভ করিতে ইচ্ছা কর, ভালবাসা শিখ, বৃহৎ ভালবাসা শিখ, স্বার্থপর হইও না, নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা কর, অবিশ্বাস করিওনা, বিশ্বাস করিতে শিখ, হিংসা ত্যাগ কর; পরিশ্রম কর, পরের উপকার কর; তাহা হইলেই অসন্তোষ থাকিবে না, সন্তোষই থাকিবে; দুঃখ থাকিবে না, সুখই থাকিবে; পুনরায় বলি কেবলমাত্র ধনে সুখ নাই:—কত শত রাজা নিদ্রাসুখ না পাইয়া স্বীয় ভৃত্যদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া বলিয়াছেন;—

নিদ্রা যায় ভৃত্য সুখে মম দ্বারদেশে,
অসুখী মুকুটধারী নিদ্রা নাহি আসে!

নি। যথার্থই ত! বেশ বুঝিয়াছি; আর বলিবার আবশ্যক নাই।

বি। আরও একটি কথা বলি;—আমাদের এমনি স্বভাব যে, আমাদের সুখ তুলনায়; তুমি ঠকিলে আমি সুখী, আমি জিতিলে আমি সুখী, তুমি আড়াই টাকায় এক মন চাউল কিনিলে, আমি সেই চাউল দুই টাকায় এক মন কিনিলাম; তুমি ঠকিলে আমি জিতিলাম, আমি সুখী; আবার তুমি ঠকিলে, তোমার লোকসান হইল; আমি ঠকিলাম, আমারও লোকসান হইল; তোমারই লোকসান দেখি, আমার লোকসান ধরি না; আমি সুখী; আমার ঘর পুড়িল, কিন্তু তোমারও ঘর পুড়িল, আমি সুখী হইলাম; আমার নীচতায় আমার সুখ!

নি। সত্য কথাই ত!

বি। আবার ধর;—আমার একটি দ্রব্য নাই, তোমার সেই দ্রব্যটি আছে, আমি অসুখী, আমার একটি দ্রব্য কম আছে, তোমার সেই দ্রব্যটি অধিক আছে, আমি অসুখী; দেখিলে যে, অসুখও তুলনায়; সুখও তুলনায়; যে তুলনায় আমি সুখী হই, সে তুলনায় আমার নীচতা; যে

তুলনায় আমি অসুখী হই, সে তুলনায়ও আমার নীচতা; আমার নীচতাতেই আমার সুখ; এখন একটি কথা বলি;—যদি তুলনাতেই সুখ পাইলাম, আবার তুলনাতেই অসুখও পাইলাম, ও নীচতা দেখাইলাম; যদি তুলনায় এমন কোন সুখ থাকে, ও অসুখ যায়, যে তুলনায় নীচতা নাই, উচ্চতাই আছে; সে তুলনা তুমি করিতে প্রস্তুত আছ কি?

নি। তা আছি বৈ কি!

বি। তবে ধর;—তোমার একটি দ্রব্য নাই, আমার সেটি আছে, তোমার একটি দ্রব্য অল্প আছে, আমার সে দ্রব্যটি অধিকই আছে; তাহাই তুলনা করিয়া কেন অসুখী হও? আমার ধন আছে, তোমার ধন নাই, এই তুলনায় অসন্তুষ্ট হও কেন? ধর না কেন? আমার স্বাস্থ্য নাই, তোমার স্বাস্থ্য আছে! তাহাতেও ত বেশ সন্তোষ পাও? তোমার হাজার টাকা আছে, আমার লক্ষ টাকা আছে এই তুলনা করিয়া তুমি কেন অসুখী হও? ধরনা কেন, তোমার হাজার টাকা আছে, অপরের পাঁচশত কি তিন শত, বা শত টাকাই আছে, কিম্বা অনেকের একটাকাও নাই? তুমি কেন ধর, যে তুমি শতটাকা মাহিআনা পাও, তোমার উপর ২৫ জনে শতটাকার বেশি মাহিনা পান? আর তুমি কেন না ধর, যে শতসহস্র ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা কম পান? তুমি কেন ধর, যে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট একজন তোমা অপেক্ষা বেশি মাহিয়ানা পান? আর তুমি কেন না ধর; যে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাঁচজনে তোমা অপেক্ষা কম মাহিয়ানা পান? তোমার একটি সন্তান আমার দুইটি; তাহাই বা তুমি ধর কেন? কত লোকের যে একটি সন্তানও নাই, তাহাই বা কেন না ধর? তোমার মোটা কাপড়, আমার চিকণ কাপড়; তাহাই ধর; তোমার মোটা কাপড়; কত জনের মোটাকাপড় তাহাও জীর্ণ, তাহা ধর না কেন; আমার গাড়ি ঘোড়া আছে, তোমার তাহা নাই তাহাই ধর, তোমার মত সহস্র সহস্র ব্যক্তির গাড়ি ঘোঁড়া নাই তাহা ধরনা কেন? তোমার চালা ঘর, আমার পাকাঘর তাহাই ধর; তোমার চলা ঘর, আরও কত জনের চালা ঘরও নাই তাহা ধর না কেন? কতজনের বৃক্ষতল তাহাও ধর না, তুমি সন্তোষ পাইবে কেন?

তুমি ত সন্তোষ পাইবেনা ; তুমি সন্তোষ পাইবার ত কিছুতেই যোগ্য নও ! —এক অনাথিনী বন হইতে কাষ্ঠ আনে, ব্যাচে, তাহাতেই যোগে যাগে দিনপাত করে। একটি সন্তান, গৃহ নাই সে যথা তথা রাঁধে খায়, বৃক্ষতলে নিদ্রা যায়। শীতকাল, দারুণ শীত, শুষ্ক শৈবাল দ্বারা সন্তানের শীত নিবারণ করিতেছে ; পুত্র বলিল ; "মা গো আমরাই বুঝি সকল অপেক্ষা দুঃখী, তাই শীতে কাপড় নাই, শেওলা গায়ে দিয়ে শীত কাটাই।" বুদ্ধিমতি মাতা বলিল—"বাছা, আমরা অতি দুঃখী সত্য, কিন্তু আমাদের অপেক্ষাও যে আর দুঃখী নাই এমন নহে, আমাদের অপেক্ষাও দুঃখী আছে। আমাদের ত শীতকালে শেওলা জুটে এমন লোকও আছে, যাহাদের তাহাও জুটে না" সুবোধ বালক অমনই স্থির।

নি। মায়ের নিকটই ত ছেলে পিলে অনেক কথা শুধায়, মাতা বুদ্ধিমতী হইলে, ছেলের অনেক দোষ দূর হয়, অনেক গুণ হয়।

বি। মাতা বুদ্ধিমতী হইলে ছেলের অনেক দোষ যায়, অনেক গুণ হয়, বলিলে ; তা বুদ্ধিমতী হওয়া কি বড়ই কঠিন ব্যাপার ? যদি কঠিন না হয়, যদি সহজই হয়, তাহা হইতে ত চেষ্টা করিবে। অনাথিনীর কথাটি কেমন ?

নি। এই কথাটি বড়ই মনে লাগিয়াছে ; অনাথিনীই ঠিক বুঝিয়াছিলেন।

বি। কিন্তু এই স্থানে তোমাকে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে ;—ক তিনশত, খ দুইশত, গ একশত টাকা মাসিক মাহিয়ানা পান ; বলিলাম যে ক তিনশ টাকা পান বলিয়া খ এর অসন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ নয়, গ যে একশত টাকা পান, তাহাই দেখিয়া খ এর সন্তুষ্ট হওয়াই উচিৎ ; কেমন ?

নি। হাঁ, তাহা ত উত্তম কথাই !

বি। এখন তুমি বলিতে পার, তাহা হইলে ত আর খ এর উচ্চাশা থাকিল না ? বড়লোক হইবার জন্য তাঁহার ত উত্তেজনা থাকিল না ? উচ্চাশা না থাকিলে ত লোকের উন্নতি হইতে পারে না ? উচ্চাশা থাকিলেই উন্নতি হইতে পারে ? দেখ দেখি, এই কথা গুলি কি প্রকার হইল ?

নি। তাহা ও ত সত্য বটে!

বি। সত্য বলিয়া বোধ হইবে বলিয়াই ত বলিলাম। কিন্তু তথাপি তোমাকে ঐ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিতে হইবে, ভাবিয়া দেখ দেখি; কথা গুলি কি প্রকার? কথা গুলি ঠিক সত্য? কি উহা ঠিক সত্য নয়? কথা গুলির ভাব ঠিক খাঁটি স্বর্ণের মত বাস্তবিক উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট? কি গিল্ট করা দ্রব্যের মত অবাস্তবিক উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট?

নি। আচ্ছা ভাবিয়া দেখি——

বি। বেশ ভাবিয়া দেখ;—কষ্ঠি পাথরে ঘর্ষণ করিলে প্রকৃত স্বর্ণ-জ্ঞানী ব্যক্তি খাঁটি স্বর্ণের এবং গিল্টস্বর্ণের পার্থক্য বুঝিতে পারেন কি না? বিবেক কষ্ঠির নিকট উক্ত কথা গুলির সত্যাসত্য অনুভূত হইতে পারে কি না?

নি। আমিও তাহাই ভাবিতেছি।

বি। শাক্যমুনি আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন; এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে কত শত ঐশ্বর্য্য শালী ব্যক্তি, কত শত সাম্রাজ্য, কত শত সম্রাট; অসীম কালসমুদ্রে নিহত হইয়া গিয়াছেন, বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শাক্যমুনি বিস্মৃত হন নাই! দুই হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, যিশুখ্রীষ্ট জন্মিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে কতশত সম্রাট জন্মিয়াছেন, ও মরিয়াছেন! দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত ঐশ্চর্য্যশালী সম্রাট গণের পরমায়ু শতাধিক বৎসর নহে; কিন্তু শাক্যমুনি ও যিশু-খ্রীষ্টের পরমায়ু সহস্রাধিক বৎসর! কেন এ প্রকার হয়?

নি। কেবলই ধন উপার্জ্জন করিব, কেবলই টাকায় মত্ত হইব, ইহা উচ্চাশা নহে; মনকে উচ্চ করিবার ইচ্ছাকেই উচ্চাশা বলে!—ও রকম করিলে যে?

বি। কি কথা বলিয়া যে তোমাকে খুসী করিব, সে কথা আমি খুজিয়া পাইতেছিনা! যদি——

নি। ধর দেখি একটি গান গাওয়া যাক;——

"মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহ পূর্ণ ধনে আর গর্ব্ব পূর্ণ অন্তর॥

রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার,
অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর॥
কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কিছু সঙ্গে নাহি যাবে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিন অন্তর॥
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ,
মনে স্বার্থত্যাগ আন, হৃদে সত্য পরাৎপর॥"

বি। তবেই দেখ, বাস্তব অর্থ স্থায়ী নহে, উহা নশ্বর; আরও মনে আছে বোধ করি যে;—

"চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল"

যাক;—ধনে উচ্চতা হইতে পারে না, ধনের সৎব্যবহারেই উচ্চতা হইতে পারে; শারীরিক ক্ষমতা, পাশব ক্ষমতা; ইহা উচ্চতাসূচক নহে, ঐ ক্ষমতার প্রকৃত ব্যবহারই উচ্চতাসূচক; যাহা উচ্চতাসূচক তাহা শারীরিক নহে, মানসিক; সেই উচ্চতার মূল হৃদয়ে, হৃদয়ের উচ্চতাই উচ্চতা, আর সকলই ধর নীচতা। আচ্ছা;—দেখ তবে ঐ অনাথিনীর যে উচ্চতা ছিল, তাহা কি আর বুঝিতে বাকি থাকিল? অনাথিনীর বাক্যই বাক্য; তাঁহার কার্য্যই কার্য্য।

নি। তাহা সত্য।

বি। তুমি তাহা করিবে না, আমিও তাহা করিব না; আমার বুদ্ধি আছে, আমি সব বুঝি, এবং বুঝিতে পারি; আমি সে অনুসারে কার্য্য করিব না, আমি তোমাকেই সেই অনুসারে কার্য্য করাইব; আমি ক্ষমতাসত্ত্বেও অক্ষম, আলোকসত্ত্বেও অন্ধকারে, আমার যেন "কোলে আঁধার"! কোলেই আলো, তথাপি আলোক পাইতেছি না, অন্ধকারই পাইতেছি; মসাল ধরিয়া যাই, আলোক হস্তেই যাই; আমি আলোক পাই না; আমি অন্ধকারই পাই; তাই কথায় বলে "মসালচী কানা!" আমিও তাহাই!

নি। যে আলো লয়ে যায়, সে ভাল দেখিতে পায় না, তাহাত জানিতাম না! "মসালচী কানা" কথাটি বেশ খেটেচে ত!

বি। আমি এতক্ষণ যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা সত্য জ্ঞানেই বলিলাম; কিন্তু দেখ নির্ম্মলে, যাহা সত্য কথা, যাহা সদুপদেশ, যদি

তদনুসারে কার্য্য করা না যায়, যদি তদনুসারে কার্য্য না করি; তবে ঐ সকল সত্য কথা, বা সদুপদেশ; সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং উহার কোনই মূল্য নাই। যেমন অর্থের মূল্য, অর্থের সদ্ব্যবহারে, সেই প্রকার সদুপদেশেরও মূল্য, তাহার কার্য্যে; অর্থ মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে যেমন সেই অর্থ থাকা, না থাকা সমান; সদুপদেশও মনের মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিলে, বা কর্ণে শুনিলে, তাহা শোনা, না শোনা সমান; বরং উহা যে ভয়ানক এবং বিপদজনক, তাহা তুমি ক্রমশঃ বুঝিবে; তাই বলি;—

কে কোথা দেখেছে, কবে, চিনির বলদ;
বিকায় অধিক পণে?—চিনি বহে বলে!

নি। কাজ না করিলে যে সদুপদেশ অনর্থক, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু উহা বিপদজনক কেমন করিয়া?

বি। সে অনেক কথার কথা; তাহা ক্রমশঃ বুঝিবে. তবে এখন এই মাত্র বলি;—একটি সদুপদেশ ধর, "সদা সত্য কথা কহিবে।" তুমি যদি সত্য কথা না কও, তুমি অসত্য কথাই কহিবে, তুমি মিথ্যা কথাই কহিবে! মুখে বলিলে সত্য কথা কহিবে, কার্য্যে মিথ্যা কথা কহিলে! আর একটি ধর—"চুরি করিও না" মুখে ইহা বলিলে, কিন্তু কার্য্যে চুরি করিলে!——"বিষ কুম্ভ পয়োমুখ" কি, তাহা জান ত? ঠিক তাই!

নি। বুঝিয়াছি; চিনির বলদ চেয়েও অধিক। বিপদজনকই সত্য।

বি। এখন আমার একটি কথা শুনিবে? অথবা আমার একটি কথা শুনিতেই হইবে।—তুমি দাঁড়াইয়া থাকিলে, আমি বসিতে বলিলে বস, আমার কথা রাখ; বসিয়া থাকিলে, উঠিতে বলিলে উঠ, আমার কথা শুন; এক মুটা ভাতের স্থানে, দুই মুটো খাইতে বলিলে খাও; দুই মুটোর স্থানে, এক মুটো খাইতে বলিলেও তাহা খাও; এক ঘণ্টার স্থানে দুই ঘণ্টা ঘুমাইতে বলিলে দুই ঘণ্টা ঘুমাও, দুই ঘণ্টার স্থানে দেড় ঘণ্টা ঘুমাইতে বলিলেও ঘুমাও; উপকারী দ্রব্য ত্যাগ করিয়া অপকারী দ্রব্য খাইতে বলিলেও খাও, অপকারী দ্রব্য ত্যাগ করিয়া উপকারী দ্রব্য খাইতে বলিলেও খাও; তুমি আমার অনেক কথা রাখ, অনেক কথা শুন; আমার উপরোধে ঢেঁকি গিলিতে বলিলেও ঢেঁকি গেল; মিতু আমার এত কথা শুন;

এখন আমি এমন দাবি করিতে পারি, যে তুমি আমার আরও একটি কথা শুনিবে, কেমন এ দাবি করিতে পারি কি না?

নি। ও দাবি করিতে ত পারই; আরও অনেক দাবি করিতে পার।

বি। তবে বলি; অসন্তোষ ত্যাগ কর।

নি। শুনিব; ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিব।

বি। কথায় না কার্য্যে?

নি। কার্য্যে।

বি। বেশ্।

ফলেন পরিচীয়তে;
অথবা, কার্য্যেন পরিচীয়তে।

হরনাথ ও জগদ্ধাত্রী পূজা।

১। "নারিকেল সমাকারা, দৃশ্যন্তে খলুসজ্জনাঃ
অন্যে বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরা।"

২। "————মুনীনাং হৃদি দৈবতং
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং, সর্ব্বত্র সমদর্শিনাং॥"

নি। হরনাথের বাড়ী জগদ্ধাত্রী ঠাকুর ফেলা বড় অন্যায় হইয়াছে।

বি। অন্যায় হইয়াছে বৈকি! দেখ; ঠাকুর ফেলা, লুক্কায়িত-ভাবেই হইয়া থাকে, লুক্কায়িতভাবে হইলেই, হরনাথের অসম্মতি অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই হইয়াছে; হরনাথের অনিচ্ছায়, অপরের ইচ্ছায় ও লুক্কায়িতভাবে হইলেই, তাহাতে বলপ্রকাশও নিশ্চয় হইয়াছে; সুতরাং একদিকে যেমন হরনাথের অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে, অন্য দিক অপরের

ইচ্ছায় ও বল প্রকাশেই উক্ত কার্য্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এপ্রকার কার্য্যে অপরের একদিকে যেমন নীচতা ও যথেচ্ছাচারীতা প্রকাশ পায়; অন্যদিকে আবার তাহাদের সেই প্রকার কাপুরুষতাও প্রকাশ পায়; সুতরাং উহা বিলক্ষণ অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই!

নি। তাহা ত বটেই।

বি। এপ্রকার নীচ, যথেচ্ছাচারী ও কাপুরুষ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ চরিত্র-হীন। তাহারা এক দিকে যেমন অপব্যয়ী, অন্য দিকে তেমনি বিদ্বেষী।

নি। দেখ দেখি! এই এখনও এক বৎসরও হয় নাই, হরনাথের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতেও ব্যাচারীর কত খরচ পত্র হইয়াছে। আবার পরিবারও ত কম নহে, দুইটি বিধবা পিশিমা, ও একটি বিধবা ভগিনী এবং দশ বৎসরের আর একটি অনূঢ়া ভগিনী, তাহার শীঘ্রই বিবাহ দিতে হইবে, স্ত্রী, একটি পুত্র, একটি কন্যা ও নিজে; এতগুলি লোক। আর হর-নাথ একা রোজকারী; যেই হরনাথের পিতা কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাই এক রকম মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটিতেছে। নহিলে আজ হরনাথের কষ্টের সীমা থাকিত না। তা লোকের কি বিবেচনাও হয় না! অনেকেই বলেন হরনাথের পিতা মহেশ, বড় কৃপণ ছিলেন এবং হরনাথ নিজেও বড় কৃপণ; তাই কতকগুলি খারাপ লোক জোটপাট করিয়া ঐ কার্য্য করিয়াছে! ছিঃ এমন কার্য্যও কি করিতে হয়!

বি। ঐ ত কু নির্ম্মলে! একেত কৃপণ বলিয়া বিবেচনা করাই অন্যায়, আবার ঐ প্রকার অন্যায় বিবেচনার প্রশ্রয় দেওয়া আরও অন্যায়। মহেশ ও হরনাথ কৃপণ কিনা, পরে বলিতেছি; এখন স্বীকার করিলাম উভয়েই কৃপণ। মহেশ প্রতারণা বা অন্য কোন অন্যায় উপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেন না, কায়িক পরিশ্রম দ্বারাই অর্থোপার্জ্জন করিতেন, মিতব্যয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেন; তিনি কখনও কাহারও একটি পয়সাও ধারিতেন না, কাহারও কোনই প্রকারে গলগ্রহও ছিলেন না; কাহারও কোন প্রকার অপকারে তাঁহার দুর্ম্মতিও ছিল না, সকলকেই

যথাসাধ্য সৎপরামর্শই দিতেন; কষ্ট সহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও সচ্চরিত্র ছিলেন; তিনি কখনও সস্তা বিলাতি থানের কাপড় কিনিতেন না; এপ্রকার লোক যদি জঘন্য কৃপণ হন, দেশে ঐ প্রকার লোকের সংখ্যা যত অধিক হয়, হউক; তাহা হইলেই এই অধঃপতিত আর্য্য-বংশোদ্ভূত বলিয়া অহঙ্কারস্ফীত জাতির উন্নতি হইবে।

নি। তুমি যাহা বলিলে, তাহাও আবার কাহার কাহার মুখে শুনিতে পাই! তাঁহারা বলেন, মহেশ অতি উত্তম লোক ছিলেন; আর হরনাথকে ত আমরাই বেশ জানি। হরনাথ ত কৃপণ নহেন!

বি। মহেশরা তিন সহোদর, মহেশ সকলের ছোট; এবং দুই সহোদরা, যাঁহারা বিধবা হইয়া এখন হরনাথের পরিবার মধ্যে আছেন। তাঁহাদের পিতার মৃত্যুর পরও সকলেই একত্র ছিলেন। সকলেই বেশ পরিশ্রমী; কিন্তু জেষ্ঠ দুইজন অত্যন্ত অপব্যয়ী। জেষ্ঠ দুই জনেরই একটি করিয়া পুত্র এবং মহেশের একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হয়। প্রথমে তাঁহাদের পিতার, পরে মাতার এবং পরিশেষে মহেশের স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

নি। মহেশ আর বিবাহও করেন নাই!

বি। অনেকের উপরোধ সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন নাই; এই দেখ, আমাদের চক্ষের উপরই ** বাবু, যিনি এম, এ; বি এল; এবং যাঁহার বয়স এখন ৬০ বৎসর হইবে, তিনিই দুই বৎসর পূর্ব্বে, তিনটি স্ত্রী সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করিলেন! মহেশের মত বুদ্ধিমান, চরিত্র-বান ও হৃদয়বান্ লোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত লোকের মধ্যে শতকরা ২।৪ জনই থাকিতে পারেন। অথচ মহেশ অশিক্ষিত; পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন মাত্র!

নি। তাইত! স্ত্রীর মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়সও ত খুব বেশি ছিল না। শুনিয়াছি নাকি, অমন স্ত্রীও আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না!

বি। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় মহেশের বয়স ৪৮।৪৯ বৎসর। তিনিই পরিবারের কর্ত্তা; দেখিলেন পরিবারও খুব বেশি; এবং তিন ভ্রাতা মাত্র রোজকারী, কিন্তু জ্যেষ্ঠদুইজনই অপব্যয়ী; বুঝিলেন যে তাঁহার বিবাহ করা নিশ্চয়ই অকর্ত্তব্য। আর তাঁহার স্ত্রী রমণীরত্ন ছিলেন!

নি। মহেশ ত তবে বড় চমৎকার লোক ছিলেন।

বি। পিতামাতার মৃত্যুর পর কিছুকাল বেশ গেল; এখন মহেশের স্ত্রীর মৃত্যু হইল, পাছে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন, এই দ্বেষানলে, অপর ভ্রাতাদ্বয় ও তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রগণ, দগ্ধ হইতে লাগিলেন! গৃহ বিচ্ছেদের সূত্রপাৎ হইল! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের স্ত্রী ও পুত্রগণের মধ্যে নানা প্রকার গুপ্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল! মহেশ স্বয়ং এবং অপরাপর লোকে তাঁহাদিগকে কত বুঝাইতে লাগিলেন যে, পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের মিলনই প্রকৃত সুখ; কিন্তু বোঝে কে? শুনে কে?

"ঔষধ না মানে যার নিকট মরণ"

ঘর ভাঙ্গিয়া গেল, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইলেন! পৃথকের সময় অনেক লোক উপস্থিত; মহেশ টাকা কড়ি ও তৈজস পত্রাদির হিসাব এবং বাক্সের চাবিগুলি এপ্রকার ভাবে সকলের সাক্ষাতে দেন; যেন তাঁহার উপর কাহারই কোনই সন্দেহ না হয়। ভ্রাতারা ও অপরাপর সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। মহেশ তৈজস পত্রাদি ভাগ করিয়া, তিন ভ্রাতার এক হাজার টাকা করিয়া এবং বিধবা ভগিনীদ্বয়ের প্রত্যেককেই, তিন শত করিয়া টাকা ভাগ করিয়া দিলেন; এক এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইচ্ছাপূর্ব্বক এক একটি বিধবা ভগিনী নিজে নিজে লইলেন; মহেশ তখন কাহাকেও কোনই কথা বলেন নাই। দুই বৎসর এই প্রকার গেল; ইহারই পর মহেশের মৃত্যু হয়; মৃত্যু সময়ে মহেশ হরনাথকে বলেন, "বৎস! আমরা তিন ভ্রাতা তিনটি দুর্গ ছিলাম; দুইটি দুর্গ ভগ্ন হইয়াছে; একটিমাত্র ছিল। তুমি একাকী; কিন্তু পরিবার অনেক, দেখিও হরনাথ খুব সাবধান! মাতৃহীন ত হইয়াছ, পিতৃহীনও হইতে চলিলে, মাতাকে সর্ব্বদা চক্ষের উপর রাখিয়া পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হইও।"

নি। বুঝি বা ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের জন্যই তবে মহেশের মৃত্যু হয়, আহা! মহেশ এমন সৎ লোক ছিলেন।

বি। এখন ধর হরনাথের বিষয়;—হরনাথ বিদ্যালয়ে কিছু কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করেন; তিনি মাতাকে যে প্রকার ভাল বাসিতেন,

সে প্রকার ভালবাসাও দেখি নাই ; শাশুড়ীও বধুর মিলনও আশ্চর্য্য ছিল ; বধূ শাশুড়ীর, শাশুড়ী বধুর পরামর্শ ভিন্ন কোনই কার্য্য করিতেন না ! যেন সোনায় সোহাগা হইয়াছিল ।

নি । তাই ত ! গিন্নি ভাল হইলে সবই ভাল হয় ।

বি । আচ্ছা, ও কথা এখন থাক ;—হরনাথ এখন নিজের পরিবার দেখিলেন ;—একটি বিধবা ভগিনী, একটি অবিবাহিতা ভাগিনী, একটি পুত্র, একটি কন্যা, নিজে ও স্ত্রী ;—অবস্থা বুঝিলেন ; বিপদ দেখিলেন ; বুঝিলেন ভীত কাপুরুষই বিপদ হইতে পলায়ন করে। অলস ব্যক্তই—

জীব দিয়াছেন যিনি,
আহার দিবেন তিনি।

বলিয়া হস্ত পদ বিহীন জড়বৎ নিস্পন্দ হইয়া থাকে ; পিতৃবাক্য পালন করিলে কখনই কষ্ট হইবে না ; "মাতাকে চক্ষের উপর রাখিব, পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হইব" প্রতিজ্ঞা করিয়া, সংসারে অগ্রসর হইলেন। পিতার মৃত্যুর পরই, বিধবা পিশি মা দুটি, আর জেষ্ঠ তাতদের সংসারে থাকিতে পারিলেন না ; তাঁহাদের যে তৈজস পত্রাদি ও তিনশত করিয়া টাকা ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; বিদ্যালয়ে হরনাথ শুনিয়া ছিলেন যে, যে পক্ষী আপন কুলায় অপরিষ্কার করে, সে অতি জঘন্য পক্ষী ; যিনি আপন পরিবারস্থ ব্যক্তি বর্গের প্রতি সহৃদয়তা ও ভাল বাসা না দেখাইয়া, সকলকেই দুঃখে ও কষ্টে ফেলেন, তিনিও অতি জঘন্য ব্যক্তি ; ভ্রাতাদ্বয় কর্ত্তৃক দূরীকৃতা আশ্রয়হীনা বিধবা পিসিমাদিগকে "কৃপণ" হরনাথ মস্তকে গ্রহণ করিয়া আপন পরিবারে লইলেন।

নি । এমন হরনাথ কৃপণ।

বি । হরনাথ শুনিয়াছিলেন যে, বিপদ একাকী না আসিয়া দলবল সহিতই উপস্থিত হয় ; এখন তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন ; এবং বুঝিলেন, যে সকল মনুষ্যেরই বিপদ সম্পদ উপস্থিত হয়, কেবলমাত্র বিপদও কাহারও হয় না, কেবলমাত্র সম্পদও কাহারও হয় না ; আরও বুঝিলেন, যে বিপদ মনুষ্যকে প্রকৃত শিক্ষা দেয় ; বিপদ খাদ উড়াইয়া প্রকৃত স্বর্ণকেই দেখায় ; বিপদ মনুষ্যকে মনুষ্য করে ; ধৈর্য্য চাই সাহস চাই ; যে চেষ্টার অসাধ্য

ক্রিয়া নাই, সেই চেষ্টা করিলেই বিপদ যাইবে সম্পদ আসিবে; বিপদের পর সম্পদ বড়ই সুখের, এবং তাহাই প্রার্থনীয়। বুঝিয়া হরনাথ এখন সমধিক পরিশ্রম ও আগ্রহের সহিত কার্য্য করিবার জন্যই, পিতৃবাক্য জপমালা করিয়া, মাতাকে চক্ষের উপর রাখিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে সহাস্য বদনে অগ্রসর হইলেন।

নি। হরনাথকে অবশ্য ভাল বলিয়াই জানিতাম, তোমার মুখে শুনিয়া হরনাথের উপর বড়ই ভক্তি হইল। এমন হরনাথ কৃপণ! সোনার হরনাথ ধন্যবাদেরই পাত্র।

বি। নির্ম্মলে তুমি স্ত্রীলোক, "নীচ কুলোদ্ভবা", তুমি হরনাথকে ধন্যবাদ দিলে! আর আমরা উচ্চ কুলোদ্ভব পুরুষ; আমরা হরনাথকে ধন্যবাদ দিতে পারিলাম না, আমরা কৃপণ বলিয়া ঘৃণাই করিলাম! অজ্ঞ কে? নীচকুলোদ্ভবা স্ত্রীলোক? না উচ্চকুলোদ্ভবা পুরুষ? নীচ কে? স্ত্রীলোক, না পুরুষ? অজ্ঞতা ও নীচতা নিশ্চয়ই লিঙ্গ সাপেক্ষ নহে; কেবল কি স্ত্রীলোকই শাসনের বিষয়, আমরা শাসিত হইবার নহি?

নি। আচ্ছা, ওকথা থাক, এখন হরনাথের বিষয় বল, শুনি।

বি। যাহাকে মিতব্যয়ী বলে, হরনাথ তাহাই; যাহাকে সদাশয় বলে, হরনাথ তাহাই; যাহাকে স্বার্থহীন বলে, প্রিয় হরনাথ তাহাই; যাহাকে পরদুঃখ কাতর বলে, সোনার হরনাথ তাহাই; যদি কাহারও অনুকরণ করিতে হয়, হরনাথেরই অনুকরণ কর। হরনাথের এত পরিবার, এত খরচ, হরনাথকে বিরষবদন দেখিলাম না, সদাই হাস্যবদন; অস্থির দেখি না, সদাই স্থির; হরনাথের এতগুলি পরিবারে, ধোপার খরচ মাসে চারি আনামাত্র! অথচ সদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! ধোপার খরচ শুনিয়া হাঁসিও না, সামান্য বিষয়েই অনেক সময়ে লোকের প্রকৃতি ও মহত্ব বোঝা যায়; যদি নিজের স্কন্ধোপরি মুখ থাকে, তোমার ক্ষতস্থানে অন্য ব্যক্তিকে ফুৎকার দিতে ডাকিও না; তুমি নিজে নিজের সহায় না হইলে; তুমি অসহায়, সম্পূর্ণ অসহায়; তোমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। হরনাথ নিজেই নিজের সহায়।—এই গুণই ত চাই।

নি। এমন সাধু ব্যক্তিকে কৃপণ বলিয়া ঘৃণা করা! ছি কি লজ্জা ও ঘৃণার কথা!!

বি। আবার আহার সম্বন্ধে হরনাথের মহত্ব দেখ;—ব্যক্তি বিশেষের জন্য ব্যবস্থা বিশেষ নাই, পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই হরনাথের চক্ষে সমান। একই অবস্থায় অবস্থাপিত প্রত্যেকব্যক্তিরই ক্ষুধা ও পরিতোষ সমান। তুমি হরনাথকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ কর, অথবা নিমন্ত্রণ করা দূরে থাক, আহারের সময় হরনাথকে ডাক; হরনাথ অমনি আসিবেন, অধিক আয়োজন দেখিলে হরনাথ বরং দুঃখিত হইবেন;—একটু ঘি ও লবণ হইলেই হরনাথের পরম পরিতোষ!

নি। তাহা ত বেশ জানি।

বি। হরনাথ স্নান করিয়া, একখানি তসর কাপড় পরেন; সেখানি প্রায় দশ বার বৎসরের! হরনাথের পরিপাটী ও যত্নই এক স্বতন্ত্র! এক দিন একব্যক্তি হরনাথকে লক্ষ্য করিয়া আমারই সাক্ষাতে বলিলেন;—

পরে তসর খায় ঘি; তার আবার খরচ কি?

—বুদ্ধিও বিবেচনায় এ প্রকার বিকার বড়ই শোচনীয়!

নি। প্রিয় হরনাথের নিকট গার্হস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা লওয়া আবশ্যক। হবেনা কেন? মা কেমন গিন্নি ছিলেন। আর হরনাথের স্ত্রী লক্ষ্মী, ত লক্ষ্মীই।

বি। কালিমতির কি কষ্টেই মৃত্যু হয় তাহা জান। মৃত্যুর একমাস পরেই, শিখরের পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য, জ্যেষ্ঠতাত হরনাথের নিকট ২০০৲ টাকা কর্জ্জ করিতে আইসেন। জ্যেষ্ঠতাতের ও তাঁহার পুত্র শিখরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, কর্জ্জদ্বারা পুনরায় এত শীঘ্র বিবাহ কর্ত্তব্য নহে; হরনাথ এ কথা অনেক করিয়া বুঝান; পিতাপুত্রে অপমান জ্ঞান করিয়া, অভিমানে অন্যস্থানে কর্জ্জ প্রয়াসী হইলে, হরনাথ পুনরায় নিষেধ করেন; কিন্তু যখন বিবাহ স্থির নিশ্চয় জানিলেন, তখন সাহায্য স্বরূপ হরনাথ পঞ্চাশ টাকা দিতে চাহিলেন ও বিবাহ সংক্ষেপে করিতে পরামর্শ দিলে, "আমরা কি ভিক্ষুক" বলিয়া পিতাপুত্রে হরনাথকে নানাপ্রকার অমানুষোচিত কটুবাক্য বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান

করিলেন; হরনাথের সহিত কথা পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন; বিবাহে হরনাথকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্তও করিলেন না; কিন্তু;—

অজ্ঞ যদি নীচ ভাসে; বিজ্ঞ তা উড়ায় হাসে।

ইহা বুঝিয়া, হরনাথ স্বয়ং জ্যেষ্ঠতাতের বাড়ীগিয়া যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, বিবাহ কার্য্য শেষ করিয়া, জৌতুক স্বরূপ, সেই পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত পঞ্চাশ টাকা দান করিলেন!

নি। হরনাথ অসাধারণ লোক, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকৃত পাত্র।

বি। যেমন হরনাথের জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় তেমনি তাঁহাদের গৃহিনীদ্বয়, অজ্ঞতা ও অভিমানে পরিপূর্ণা; ঐ যে চলিত কথায় বলে "যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা" তাঁহাদের পক্ষে, ঠিক তাহাই! সন্তান গণও সেইরূপ; অজ্ঞ ও অভিমানী। আবার যেমন মহেশ তেমনি মহেশপত্নী; হরনাথও তদনুরূপ; বিজ্ঞ ও নিরভিমানী; বিজ্ঞ বলিয়া, হরনাথ অজ্ঞ আত্মীয় স্বজনকে ঘৃণা করিতেন না, ভালই বাসিতেন;—কিন্তু বিজ্ঞের পক্ষে অজ্ঞকে ভালবাসা, অনেক সময়ে অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজে ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন না, অন্যে বুঝাইয়া দিলেও বুঝেন না, হরনাথের জ্যেষ্ঠতাত ও তাঁহার পুত্ররাও সেই প্রকার অজ্ঞ; কিন্তু হরনাথের বিরক্তি নাই; ঘৃনা নাই, ক্রোধ নাই; তাঁহারা যখন বিরক্ত হন বা রাগ করেন, হরনাথ তখন স্থির হইয়া থাকেন। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে স্বল্পমাত্র জল নিক্ষেপ করিলে, তাহা ঘৃতাহুতির সমান হয়, তাহা হরনাথ জানিতেন। সেই সময় যে তাঁহাদের প্রকৃত বিকার উপস্থিত, হরনাথ তাহা বুঝিয়া চুপকরিয়া থাকেন; বিকার দূর হইলে, উপদেশ দিতেন;—হরনাথের এত গভীর বুদ্ধী। দুঃখ এই, যে আমরা তাহা দেখিনা, বুঝিনা, বুঝিতে চেষ্টাও করিনা, আমাদের এমনিই বিকৃত চক্ষু, যে গুণীর গুণকে দোষ দেখি, দোষীর দোষকে গুণ দেখি; হরনাথ যে সবলকায় বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দেন না, তাহাই দেখি; তিনি যে প্রকৃত দরিদ্র ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দেন, তাহা দেখি না; তিনি যে বলিষ্ঠ যজ্ঞোপবীতধারী পিতৃদায়ও কন্যাদায়গ্রস্ত অথবা প্রতিমা পূজার জন্য ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দান করেন না তাহা দেখি, তিনি যে দরিদ্রে

গৃহনির্ম্মাণে গোপনে সাহায্য করেন তাহা দেখিনা; তিনি যে বালিসের ওয়াড় ও ছেলেপিলের কাপড় চোপড় ধোপাবাড়ী না দিয়া নিজেই কাচিয়া থাকেন, তাহাই দেখি, রজক দৈবাৎ কাপড় ছিঁড়িয়া দিলে যে তাহার মাহিয়ানা কর্ত্তন করেন না তাহা দেখিনা; তিনি যে বৃকাম করেন না, তামাক খান না, তাহাও দেখি; দেখি সবই, যাহা দেখিবার তাহাই দেখি; কিন্তু কেমন আমাদের চক্ষু! কেমন পিত্তদূষিত চক্ষু! সকল দ্রব্যই পীতবর্ণের দেখি!—যাহা দেখিবার তাহাই দেখি; কিন্তু ভালকে মন্দ দেখি, মন্দকে ভাল দেখি!

যে যারে দেখ্‌তে নারে, সে তার হাঁটনে খোঁড়ে

—এই ভাবেই দেখি! হরনাথকে কৃপণ বলি, হরনাথকে ঘৃণা করি! ইহা কি কম দুঃখ নির্ম্মলে! "মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং" নির্ম্মলে, মূর্খের ঔষধ নাই;—এই উক্তি সত্য, মিথ্যা নহে!

নি। হরনাথের বিষয় যতই শুনিতেছি ততই তাঁহার পক্ষপাতী হইতেছি; তুমিও প্রকৃত গুণগ্রাহী।

বি। ওকথাটি যেন আজ তোমার মুখে নূতন শুনছি নয়?

নি। কাল খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঐ কথাটি শিখিয়াছি। কথাটি বেশ।

বি। হরনাথের বিষয় ত এক প্রকার বলা গেল, এখন প্রতিমার বিষয় ধরা যাউক; কি বল?—

নি। বল;- কিন্তু প্রিয় হরনাথের বিষয় আমার আরও শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।

বি। প্রতিমা পূজার কথা বলিতে হইলেই, কি উদ্দেশ্যে এবং কোন সময়ে, প্রতিমা পূজার সূত্রপাত হয়, এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়; আবার ঐ দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইলেই আমাদের স্বভাব সম্বন্ধেও কিছু কিছু বিবেচনা করা আবশ্যক। দেখ সকল মনুষ্যেরই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হয়, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হয় না, এমন লোক নাই; আবার সেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করিতে ইচ্ছাও হয়, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত

করিতে ইচ্ছাই হয় না, এমন লোকও নাই, এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা স্বাভাবিক, এবং উহা পরিতৃপ্ত করিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। কেমন?

নি। ইহা ত সোজা কথাই।

বি। তুমি দেখিয়া থাকিবে, যে শিশুরা কিছু দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে এটা কি ওটা কি? এটা কেন হ'ল, ওটা কেন হ'ল? তাহার উত্তর না শুনিয়াও ছাড়ে না, আবার তাহারা তোমাকে এত কথা সুধাইবে, তুমি মুখ ফিরাইয়া অপরের সহিত কথা কহিলেও, তোমার মুখে হাত দিয়া, তাহার দিকে ফিরাইয়া, এত কথা সুধাইবে; যে তুমি তাহার উত্তর দিয়া উঠিতে পারিবে না।

নি। তাহাও ত দেখিয়াছি বটে!

বি। ঐ সকল প্রশ্ন কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্যই করিয়া থাকে; জ্ঞানোপার্জ্জনের ইচ্ছাও মনুষ্যের স্বাভাবিক; নয় কি?

নি। হাঁ, তাহাও বেশ বোধ হয়।

বি। পরিবারস্থ কি অপর কোন ব্যক্তি পীড়ায় ছটফট করিতেছেন, বা ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন অথবা পুত্র শোকে উন্মত্ত হইয়াছেন; এপ্রকার দেখিলে কি তাঁহাদের সেই সকল কষ্ট দূর করিতে সাধ যায় না? কষ্ট দূর করিবার যদি তোমার হাত না থাকে, তোমার হৃদয় কি ব্যথিত হয় না? তোমার কি দয়া হয় না? কাঁদিতে ইচ্ছা হয় না? তুমি কি কাঁদ না?

নি। কাঁদিতে আবার ইচ্ছা কি! সাধ করিয়া ত কান্না আসে না। কান্না ত আপনিই আসে!

বি। উহাকেই বলে সহানুভূতি, এই সহানুভূতিও মনুষ্যের স্বাভাবিক। আবার ধর;—হিমালয় পর্ব্বত যাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ শত ক্রোশ, প্রশস্ত প্রায় দেড় শত ক্রোশ ও উচ্চতা প্রায় তিন ক্রোশ; এ হেন অতি বড় প্রকাণ্ড উচ্চ দ্রব্য দেখিলে, তোমার মনে কি প্রকার ভাবের উদয় হয় বল দেখি?

নি। মনে যে কি হয় তাহা বলিতে পারি না, পরমেশ্বরকেই কিন্তু মনে হয়।—ভাল কথা বলেছ! দেখ, আমরা যখন সে বার জাহাজে

বালেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসি, সেই সময়, সেই সাগরের মাঝে, সন্ধ্যার একটু আগেই, সূর্য্যদেবের যে কি শোভাই হইয়াছিল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। বাবা আমাকে তাহা দেখাইলেন, সকল লোকই, সাহেবরা পর্য্যন্ত, তাহা দেখিতেছিলেন; মনে যে তখন কি ভাব হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করা যায় না। আমি বোধ করি, তাহা কখনই ভুলিতে পারিব না, পরমেশ্বরের কি মহিমা!

বি। ঠিক কথাই বলিয়াছ; সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত অত্যন্ত মনোহর। বোধ করি সকলেরই উহা দেখিতে ইচ্ছা হয়, আমিও একবার উহা এক প্রকার দেখিয়াছি। কিন্তু এই কথাটি উঠিলেই আর একটি কথা মনে হয়;—ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি, যিনি মহারাণীর প্রতিনিধি, তিনি এক সময়ে, সাগর মধ্যস্থ দ্বীপস্থ পর্ব্বতের উপর উঠিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতে যান, সেই স্থানেই কোন নৃশংস কাপুরুষ ব্যক্তি তাঁহার প্রাণ বধকরে, তিনি এক জন বেশ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন।

নি। লর্ড মেয়ো ত? কি একটা গানও যেন শুনিয়াছিলাম?

বি। একটি গান উঠিয়াছিল বটে; যাক;—তবেই দেখ, আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিন্তাও মনুষ্যের স্বাভাবিক; মনুষ্যের কত প্রকার স্বাভাবিক বাসনা;—শরীর ধারণ, জ্ঞানোপার্জ্জন, সহানুভূতি ও ধর্ম্ম চিন্তা; সকল গুলিই মনুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা; আর স্বাভাবিক বলিয়াই, ঐ ইচ্ছা গুলি অতি প্রবল; মনুষ্য বলিয়াই ঐ ইচ্ছা গুলি আছে; এবং আছে বলিয়াই মনুষ্য।

নি। বেশ কথা; বেশ মনে লেগেছে; আর এই রকম ভাব পূর্ব্বেও বোধ করি ব্রতের কথায় বলিয়াছ। আর ইহাও বুঝিয়াছি, যে আমরা অনেক অসৎ কর্ম্ম ও পাপ কর্ম্মও করি; ধর্ম্ম বিষয়ে চিন্তা করিলে, উহা অনেক কমিয়াও যায়।

বি। তোমার মুখে ঐ কথা গুলি শুনিয়া, যে কত সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না; ঐ কথাটি এবং ঐ কথানুযায়ী কার্য্যগুলি অমূল্য পদার্থ। ধর্ম্মচিন্তা আমাদের স্বাভাবিক; এবং প্রতিমা পূজা, ঐ ধর্ম্ম চিন্তা ও কর্ম্মের একটি অঙ্গ। এই ধর্ম্ম চিন্তা ও সাকার উপাসনা সম্বন্ধে বলিতে

হইলে, অনেক কথা বলিতে হয়, অল্প কথায় উহা, বলিতে পারি না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন বিবেচনা করা যাইবে, তখন ঐ বিষয় যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব; এখন অতি সংক্ষেপেই কতক কতক বিষয় বলি, বেশ মনোযোগের সহিত শুন।

নি। বেশ কথা; বল, মনদিয়াই ত শুনিতেছি।

বি। ভেল্‌কী বাজী দেখিয়াছ ত?

নি। দেখিয়াছি বৈ কি। কত দেখিয়াছি!

বি। কোন কোন ভেল্‌কী বাজী দেখিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হই, ভীত হই; কেন? না; তাহা অমরা বুঝি না, তাহা আমরা করিতে পারি না; অর্থাৎ সেই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অজ্ঞ বলিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হই, স্তম্ভিত হই, ভীত হই; সুতরাং আশ্চর্য্য ও ভয়ের একটি অতি প্রধান কারণ অজ্ঞতা; যে বিষয়ে আমরা অজ্ঞ নহি, যাহা আমরা জানি, তাহাতে আশ্চর্য্যও হইনা, ভীতও হইনা। কেমন?

নি। তাহা ত বেশ সত্যই বোধ হইতেছে।

বি। আবার দেখ;—আমাদের এই ভারতবর্ষে ২৫ কোটি লোক, এবং কত দেশে, কত কোটি কোটি লোক; আচ্ছা একবারেই কি এত লোক জন্মিয়াছে? কি, প্রথমে খুব অল্প সংখ্যক লোক হইতেই ক্রমশঃ এত লোক হইয়াছে? ভাবিয়া দেখ দেখি।

নি। আমার ত বোধ হয় ক্রমে ক্রমেই এত লোক হইয়াছে।

বি। তবেই এক সময়ে অল্পসংখ্যক লোকই ছিল?

নি। তাহা ত বোধ করি ছিল।

বি। আচ্ছা, অজ্ঞতা দূর হয় কিসে? না, বিজ্ঞতা জন্মাইলেই। যেমন আলোক অন্ধকারকে দূর করে, অথবা যেমন আলোকের অভাবই অন্ধকার, ঠিক সেইরূপ বিজ্ঞতার অভাবই অজ্ঞতা। কেমন?

নি। সত্য কথাইত।

বি। এখন দেখ বিজ্ঞতা কি? না, নানা প্রকার বিষয় দেখা, শুনা ও পড়া; তাহাই মনে করিয়া রাখা এবং তাহাই উপযুক্ত সময়ে কার্য্যের

উপযোগী করা ; অর্থাৎ দর্শন, অনুসন্ধান এবং স্মরণ ;— প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয় দ্বারা তত্বজ্ঞ হওয়া অর্থাৎ "বিশেষরূপে জানার" নামই বিজ্ঞতা। ইহা ত ঠিক কথা ?

নি। উহা ঠিক কথা বৈ কি !

বি। হাবড়ার সেতু, কলের গাড়ী প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ও কার্য্য দেখিয়া শত শত পুরুষও স্ত্রীলোক দিগকে, আশ্চর্য্যান্বিত, বিস্ময়াপন্ন ও ভীত হইতে দেখিয়াছি ; হরিবোল ও হুলুধ্বনি দিতে দেখিয়াছি, দেবতাস্বরূপও ভাবিতে দেখিয়াছি। কেন ? না ; তাঁহারা ঐ বিষয়ের কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন যে তরল পদার্থ জল, তাহাও জমিয়া এপ্রকার লৌহবৎ দৃঢ় ও কঠিন হইতে পারে, যে তাহার উপর দিয়া প্রকাণ্ড হস্তী অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে ; শ্যাম দেশের রাজা ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, অবিশ্বাস্ করিয়াছিলেন। কেন ? অজ্ঞ বলিয়া। আবার ;—

"তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে"

—এই কবি কল্পনা, জঘন্য ব্যক্তিদ্বারা জঘন্য ভাব প্রকাশক হইলেও তড়িৎকে ধরিয়া আমাদের কার্য্যোপযোগী করা যাইতেছে। এই তড়িৎ অজ্ঞলোক দিগেরই দেবতা। তবেই দেখা গেল যে, অজ্ঞ লোক দিগেরই নিকট নানা বিষয় আশ্চর্য্য ও বিস্ময় জনক এবং দেবত্ব রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

নি। ইহা ত মিথ্যা নহে, সত্য।

বি। এখন দেখ, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে, যে এই ভারতবর্ষে এক সময়ে খুব অল্প সংখ্যক লোকেরই বাস ছিল, এবং তাহারা নিশ্চয়ই খুব অজ্ঞও ছিল। সেই সকল অজ্ঞ লোক যখন দেখিতেন যে, সূর্য্য উঠিতেছে, অন্ধকার গিয়া আলোক হইতেছে ; সূর্য্য যাইতেছে, আলোক গিয়া আবার অন্ধকার হইতেছে ; চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে ; চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ হইতেছে ; মেঘ হইতেছে, জল হইতেছে, ঝড় হইতেছে, বজ্রাঘাৎ হইতেছে, বিদ্যুৎ হইতেছে ; ধূমকেতু উঠিতেছে ;—তখন নিশ্চয়ই তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত এবং ভীত

হইতেন, ঐ সকল পদার্থ ও ঘটনাকে দেবতা ও দেবক্রিয়া বলিতেন, উহাদের পূজাও করিতেন।

নি। বেশ কথা। কথাগুলি ত বেশ মনে লাগিতেছে।

বি। কিছু কাল ত এই প্রকারেই যায়; লোক সংখ্যা ও ক্রমশঃ বেশি হইতে লাগিল, ও বিজ্ঞতা জন্মিতে লাগিল; ক্রমশঃ লোকজন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে লাগিলেন; বড় বড় মহীরুহ, বৃহৎ বৃহৎ নদী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন; বিজ্ঞতা জন্মিতে লাগিল বটে, কিন্তু ঠিক তত্ত্বজ্ঞতা জন্মিলনা, যতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাপার ও পদার্থ দেখিতে লাগিলেন, ততই সেই বিষয়ে যেন দেবত্বই অনুভব করিতে লাগিলেন; বিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার সংখ্যা এবং ভক্তি ও উপাসনার ব্যাপারই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল;—মোটামুটি জানিয়া রাখ, ইহারই নাম "বৈদিক সময়"।

নি। বটে! উহাই "বৈদিক সময়"!—সে যেন তবে খুব আদিম কালের কথা!

বি। হাঁ, খুব আদিম কালের কথা বৈ কি।—ক্রমে ক্রমে লোকে দেখিলেন এবং বুঝিলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েরই মূলে একটি অপরিবর্ত্তনীয় মহাশক্তি আছে; সূর্য্যের উদয় ও অস্তের মূলে সেই মহাশক্তি; চন্দ্রোদয়ের মূলে সেই মহাশক্তি; মেঘ, জল, ঝড়; বিদ্যুৎ বজ্রাঘাৎ: চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ সকলেরই মূলে সেই মহাশক্তি; নদী প্রবাহিত হইতেছে সেই শক্তিতে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ ও পর্ব্বত মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে সেই শক্তিতে; প্রত্যেক বিষয়েই সেই মহাশক্তি, কোনই বিষয়ই সেই মহাশক্তি ব্যতীত নহে;—

নি। এই কথা একদিন বলিয়াছিলে নয়? আমার যেন মনে হচ্ছে!

বি। তা হবে; আমার ত ঠিক তাহা মনে হইতেছে না! আমা অপেক্ষা তোমার কিন্তু খুব স্মরণ শক্তি;—এখন মনে হইতেছে, এক দিন যেন বলিয়াছি। যাক;—কিন্তু ঐ মহাশক্তির বিষয় কি সকলেই বুঝিলেন? ঐ বিজ্ঞতা কি সকলেরই জন্মাইতে পারে? কখনই নহে। অল্প লোকেরই বিজ্ঞতা লাভ করিবার কথা; এবং অধিকাংশ লোকেরই

অজ্ঞ থাকিবার কথা। ক্রমশঃ সেই অল্প সংখ্যক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞতাও জন্মিল;—নানা মুনির নানা মত হইল; আস্তিক ও নাস্তিক হইলেন; আস্তিক যদি একশত জন হইলেন, নাস্তিক এক জনই হইলেন; আস্তিক ও নাস্তিকের সংখ্যা এত কম বেশি হইবারই সম্ভব।

নি। বলি নাস্তিক কি লোকে হইতে পারে?

বি। হইতে পারে বৈ কি! তবে খুবই কম; যাক;—এখন দেখ, তত্ত্বজ্ঞতা লাভ করিয়া, আস্তিক ও নাস্তিক হওয়া কি সহজ কথা! তত্ত্বজ্ঞ হইলেন কাহারা? যাঁহারা কেবল ঐ বিষয় ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা, অনুসন্ধান, ও পরীক্ষা করিতে পারেন; যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্যই ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করা; যাঁহারা কেবল মাত্র উহাতে লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু সাংসারিক ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র ঐ সকল প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় অনুসন্ধান করিবার সুযোগ ও ইচ্ছা, কয় জনের হইতে পারে বল দেখি? বোধ করি দশ হাজারের মধ্যেও এক জনের ঐ সুযোগ ও ইচ্ছা হয় না; ধর বড়জোর দশ হাজারের মধ্যেই না হয় এক জন মাত্র বিজ্ঞ হইলেন—অবশিষ্ট সকলেই অজ্ঞ থাকিলেন।

নি। তাহা ত বটেই।

বি। কিন্তু অজ্ঞ লোকের মধ্যেও এপ্রকার কোনই লোক কি থাকিতে পারেন, যিনি কেবলই অহোরাত্র, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, কেবলই সাংসারিক ব্যাপারেই খাটিয়া থাকেন, প্রাকৃতিক কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক কোনই বিষয় একবারও মনে ভাবেন না? কোনই লোক হিতাহিত জ্ঞান শূন্য নহে; কোনই লোক কেবলমাত্র টাকা কড়ি, স্ত্রী পরিবার ও বাড়ী ঘর সম্বন্ধে সমস্ত জীবন কাটাইতে পারেন না। সাংসারিক ব্যাপারের পরও ক্ষণকালের জন্যও লোক, প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক কিম্বা নৈতিক বিষয়, জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাত সারেই হউক, আন্দোলন করিয়া থাকেন। এইত গেল অজ্ঞ লোকের কথা; এখন বিজ্ঞ লোকের কথা ধর; বিজ্ঞ নাস্তিকের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বিজ্ঞ আস্তিকের কথা ধর; তাঁহারা যে সেই সর্ব্ব মূলাধার,

অপরিবর্ত্তনীয় মহাশক্তি বুঝিলেন; তাঁহাদের যে ঐশ্বরিক জ্ঞান জন্মিল, সেই জ্ঞানের মধুর রস, কি তাঁহারা অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারেন! কখনই নহে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিজ্ঞগণ এখন সেই অসংখ্য অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য প্রতিমার সূত্রপাৎ করিলেন, ইহাই "পৌরাণিক সময়"।

"ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈঃ কবিভিঃ কৃতা।

কবিগণ অর্থাৎ বিজ্ঞগণ ত্রেতাযুগে প্রতিমা পূজা আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ,—

"————————মুনীনাং হৃদি দৈবতং

"প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং, সর্ব্বত্র সমদর্শিনাং॥

মুনি অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানী লোকের দেবতা, তাঁহার হৃদয়ে; স্বল্পবুদ্ধি লোকদের দেবতা প্রতিমায়, সমদর্শী লোকের দেবতা সর্ব্বত্র। এবং

"কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং মুক্তস্যাত্মনি দেবতা।"

মূর্খলোকদিগেরই দেবতা কাষ্ঠে ও লোষ্ট্রে গঠিত হয়। অজ্ঞ লোকেই অধর্ম্মাচরণ, অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন অথচ অজ্ঞলোকের সংখ্যাই এত অধিক! যদি ঐসকল অজ্ঞ লোককে ধর্ম্মপথে লইয়া যাওয়া উচিৎ হয়; যদি সাকার উপাসনা ও পূজা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অজ্ঞ লোক দিগকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে না পারা যায়; অথবা অন্যান্য উপায় থাকিলেও, সাকার উপাসনা ও পূজা যদি তদপেক্ষা হীনতর না হয়; তবেই সাকার উপাসনা প্রার্থনীয়; ভুলিও না যে কেবলমাত্র সেই অসংখ্য অজ্ঞলোকদিগেরই উপাসনার্থে উহা আবশ্যক হইলেও;—

"মনসা কল্পিতামূর্ত্তি, নৃণাঞ্চেন্মোক্ষ সাধনী;

স্বপ্ন লব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা।"

মনকল্পিত মূর্ত্তিই যদি মনুষ্যের মুক্তির উপায় হয়, তবেত স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও মনুষ্য রাজা হইতে পারে!—প্রতিমা পূজা করিলেই হয় না; পূজারও আবার রকম আছে;—

নি। তাহা যেন বুঝিলাম, আচ্ছা শালগ্রাম ও নারায়ণ; দুর্গা ও কালী বা জগদ্ধাত্রীর মত ত কোনই আকার বিশিষ্ট নহে!

বি। কথাটি বলিয়াছ মন্দ নহে! শালগ্রাম ও নারায়ণ আকার-বিশিষ্ট, তবে রূপগুণবিশিষ্ট নহে। কিম্বদন্তীর কথা ছাড়িয়া দিলে, আমিও ঐ শালগ্রাম সম্বন্ধে বুঝিতে পারি না; এই শালগ্রাম শীলা লইয়া একটি গল্প আছে; গল্পটি হাস্যোদ্দীপক, কিন্তু তথাপি সাকার উপাসনার উদ্দেশ্য যে ঐ রূপগুণবিহীন শীলাতে ভালরূপে সাধিত হয় না এবং অজ্ঞ লোকদিগকেও যে অনেক সময়ে যুক্তি দেখাইতে হয়, তাহা যেন বেশ বোঝা যায়।

নি। কৈ গল্পটি কি? বল ত শুনি।

বি। কোন সময়ে কোন গুরুঠাকুর, তাঁহার এক শিষ্যের বাড়ী গিয়াছিলেন; গুরুঠাকুরটির সঙ্গে একটি শালগ্রাম শীলা থাকিত; যখন যেখানে যাইতেন, ঐ শীলা অগ্রে পূজা করিয়া, তবে জলগ্রহণ করিতেন—এখন কোন শিষ্য, তাঁহার ঐ গুরুঠাকুরকে ঐশালগ্রাম পূজা করা সম্বন্ধে সুধাইলে, গুরুঠাকুর তাহাকে বুঝাইলেন, যে এই রকম ঠাকুর পূজা করিলেই পরমেশ্বরের পূজা করা হয়; পরে তাঁহাদিগের মধ্যে এই ভাবের কথা বার্ত্তা হয়;—

"শিষ্য—ঠাকুরমহাশয়, দুর্গাঠাকরুণ পূজা করা ত বেশ, বুঝিতে পারি; ঠাকরুণের কিবা মুখ! কিবা চোখ! কিবা নাক! কিবা গঠন! এক পা মহিষের উপর এক পা অসুরের উপর! আবার দশখানি হাত! এত বেশ সোজা, ইহাত বেশ বোঝাও যায়;—ভাঁটার মত শিলার ত ওরকম কিছুই বুঝিতে পারিনা!

গুরু—মূর্খ! চোক বুঁজে, উহাতেই হাত পা লাগাইয়া লইলেই হইল।

শি। তবে বুঝি ঠাকুর হাত পা আন্দাজে ধরিয়া লইতে হইবে?

গু—হাঁ; তা বৈ কি!

বি। তবে কি চোখ বুঁজে তাহাতে হাত পা ধরিয়া লইব?

গু—হাঁ; তাইত করিতে হয়।

শি,—ঠাকুর মহাশয়! দেখলাম ত! ওযে! কাঁকড়া হয়ে গেল!

গু—দূর্ বোকা; তোর যেমন মন, তুই তেমনি দেখলি!"

নি। হাসির গল্পই বটে। তার পর আর কিছু আছে?

বি। না আর নাই; এই গল্পদ্বারা একদিকে গুরুঠাকুরের বিদ্যা বোঝা যায়, অপরদিকে সাকার উপাসনার কার্য্যও বোধ করি উহা দ্বারা সম্যক সাধিত হয় না ইহাও বুঝিতে পারা যায়; আর ইহাও বুঝিতে হইবে যে,যুক্তি বিহীন বাক্যদ্বারা সকল সময়ে প্রত্যেক অজ্ঞ লোক দিগকেও বুঝাইতে পারা যায় না।—যাক; এখন দেখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি যে হয়, উহাকে প্রাণীবৃত্তি বলে,—প্রাণীবৃত্তি নিবারণ করিতে যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, তুমি কি তাহা নিজে সকল করিতে পার! ভাত খাও, কাপড় পর, ঘরে থাক;—প্রত্যেকটিতে কত লোকের সাহায্য আছে। ধর এই ঘর, ইহা কত লোকের সাহায্যে হইয়াছে, তাহা মোটামুটি দেখ;—এই ঘরে যে ইষ্টক আছে, তাহার প্রত্যেক খানি কত লোকের হাত হইতে হইয়াছে দেখ;—কতজনে কাদা তৈয়ার করিল, কতজনে কাদা লইয়া গেল, কেহ কেহ ছাঁচে কাদা দিল, কেহ কেহ শুখাইল কেহ কেহ শ্রেণীবদ্ধ করিল; কেহ কেহ গুণিল, কেহ কেহ পাঁজার স্থানে লইয়া গেল, কেহ কেহ পাঁজা সাজাইল, কেহ কেহ তোমার বাড়ী আনিল, কেহ কেহ মিস্ত্রির নিকট দিল, কত মিস্ত্রি ঘর তৈয়ার করিল, দেখ; অন্ততঃ এই ১১ প্রকার লোকের সাহায্যে এই ঘরের প্রত্যেক ইষ্টক এই ঘরে আসিয়াছে। খাদ্যসামগ্রী ও কাপড়েও ঠিক ঐ প্রকার; তুমি নিজে সকল পার না, অন্যের সাহায্য আবশ্যক; জ্ঞানোপার্জ্জনেও অন্যের সাহায্য, ধর্ম্মবিষয়েও অন্যের সাহায্য, আবশ্যক; তাই মনুষ্য সামাজিক; তাই মনুষ্যের সহানুভূতি।

নি। বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তার পর বল।

বি। সামাজিক বলিয়াই এবং সহানুভূতি আছে বলিয়াই, আদান প্রদান, আহার ব্যবহার, অর্থ বিভাগ ও ত্যাগ স্বীকার একান্ত আবশ্যক; এবং উহার প্রত্যেকটিই, বিশেষতঃ অর্থ বিভাগ ও ত্যাগ স্বীকার, বড়ই উপকারী; পূজা প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল গুণের কার্য্য এক প্রকার বেশ সাধিত হয়, ইহাতে সুন্দর অর্থ বিভাগ হয়; আর উহাতে ত্যাগ স্বীকার ও বেশ আছে; সেই জন্যই ঐ সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম; সেই জন্যই অন্যান্য কারণ সত্বেও

ঐ সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের এত আধিক্য ; সেই জন্যই আমাদের বারমাসে তের পার্ব্বণ ; ঐ সকল কর্ম্মের আধিক্য হেতুই, যদিও আমাদের দেশে অতিধনী ব্যক্তির সংখ্যাও ছিল, তথাপি অতি দরিদ্র লোক আমাদের দেশে কখনই ছিল না ; আমাদের দেশের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অবস্থা এ প্রকার ছিল, যে, সেই প্রকার অবস্থায় এখানে নির্ধনীর বর্ত্তমান অসম্ভব ও অস্বভাবিক ছিল। কিন্তু ও কথা এখন থাক ; কারণ বিষয়টি গুরুতর হইয়া আসিতেছে ; উহা ক্রমে ক্রমেই বেশ বুঝিতে পারিবে।

নি। আচ্ছা এখন ত দেখি গরিব লোক অনেক !' কেন ?

বি। উহার এক প্রধান কারণ সহানুভূতি ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব ; আমার একটি কার্য্যের আবশ্যক, পয়সা দিলাম, তুমি, না হয় আর এক জন আসিয়া তাহা করিয়া দিলেন ; তজ্জন্য ভাল বাসা বাসি নাই। এখন শ্রমের খরিদ বিক্রয় হয় ! এখন "চাচা আপনি বাঁচা" হইয়াছে !

নি। ঠিক কথা বটে ; আমার তাহা মনে ছিলনা।

বি। যাক ;---দেখ প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যেক সময়ে একই প্রকার বিষয় দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না ; ভিন্ন ভিন্ন বা একই ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিষয় আবশ্যক হইয়া থাকে ; শারীরিক কার্য্যোপযোগী দ্রব্য ধর ; দেখিবে, যে কি খাদ্য দ্রব্য, কি পরিধেয় বস্ত্র ; প্রভৃতি নানা প্রকার হইয়া থাকে ; আবার মানসিক কার্য্যোপযোগী বিষয় ধর ; দেখিবে যে চিন্তার বিষয় এত অধিক, যে তাহাকে অসীম বলিলেই হয়, সেই জন্যও, দেব দেবীর সংখ্যা এত অধিক !

নি ! এ সম্বন্ধে অনেকবার বলিয়াছ ; উহা এক রকম বুঝিয়াছি।

বি। তবে এখন দেখ, ইক্ষুরস মিষ্ট, তেঁতুল অম্ল, নিম্ব তিক্ত ; ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ; কিন্তু সেই প্রত্যেক দ্রব্যের রসই ত এই পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন ; একই পৃথিবীর একই রস, ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ উৎপন্ন করে ; কিন্তু সে সমস্তই আদৌ একই রস ! সেই প্রকার তুমি যে দেব দেবীরই কেন উপসনা কর না, যদি সেই একই ঈশ্বরকেই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা কর; পূজা কর,

তব সেই একই ঈশ্বরেরই উপাসনা ও পূজা করাই হয়। সুতরাং প্রকৃত উপাসনা ও পূজা ভিন্ন ভিন্ন নহে, এক।

নি। বেশ বুঝিয়াছি; বেশ একটি কথা মনে হয়েছে, এক দিন এক বৈষ্ণবী ভিক্ষা করিতে আসিয়া, কি কথায় দিদিকে বলিলেন;—

"যিনি কৃষ্ণ, তিনি খ্রীষ্ট, তিনিই মহম্মদ"

বি। বেশ কথাটি বটে; এখন ধর;—আমি এক খানি প্রতিমা পূজা করিলাম; দশ জন জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ও পাড়া প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিলাম; এই সকল আহূত লোক জন ব্যতীত, অনেক অনাহূত ও রবাহূত ব্যক্তিও উপস্থিত হইয়া থাকেন; সকলেই আমার বাড়ী উপস্থিত হইলেন, প্রতিমার আরাধনা করিলেন, কেহ কেহ মানসিক বা আধ্যাত্মিক সুখ উপভোগ করিলেন, কেহ কেহ বা আহার সুখ ও আধ্যাত্মিক সুখ, উভয় সুখই ভোগ করিলেন; অবশেষে সকলেই হাস্য বদনে মনের আনন্দে বিদায় লইলেন; সমাজস্থ নানা প্রকার অথবা প্রত্যেক শ্রমজীবীরই শ্রমের কার্য্য পাইলেন, শ্রমের পুরস্কার পাইলেন, আমারই উপার্জ্জিত অর্থে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপকার হইল অর্থেরও সফলতা হইল; তাই বলি সামাজিকতার এই উপায় ও ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। ত্যাগ স্বীকার, এবং সহানুভূতিও অর্থ বিভাগ দ্বারা, নিজের ও অপরাপরের আধ্যাত্মিক সুখ উপভোগের জন্যই ঐ সকল পূজা ও উপাসনার সৃষ্টি।

নি। তা এক রকম বেশ বুঝিয়াছি। উহাই সত্য কথা।

বি। এখন তবে পুনরায় সেই কথাটি ধর;—যে রস, ইক্ষু, নিম, তেঁতুল ও মরিচ প্রভৃতি গাছের মূলে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ উৎপাদন করে, সেই রস ত আদৌ এক! ঐ রসের আর একটি মোটামুটি নাম ধর জল; এই জলের উপকারিতা সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; ইহার একটি নাম জীবন। আর এই জীবনের এক মহৎ গুণ বা ধর্ম্ম এই যে, উহা উঁচু নিচু হইয়া থাকিতে পারে না; উহা সমতল প্রয়াসী। প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা বা ধর্ম্মকার্য্য, প্রকৃত জীবনদায়ক ও সমতল প্রয়াসী; রাজা কৃষক; ধনী নির্ধনী; ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ; প্রভৃতি, ঈশ্বরের সম্মুখে সমান,

সমতল। কিন্তু হায়! এমন যে জীবন দায়ক ও সমতল প্রয়াসী মহৎ বিষয়, ক্রমশঃ জীবন হারক ও সমতল দ্বেষী অর্থাৎ বন্ধুর হইয়া পড়িয়াছে! মুসলমানদের মধ্যে ২। ৪ সম্প্রদায়, খ্রীষ্টানের মধ্যে ৫। ৭ এবং হিন্দুর মধ্যে বোধকরি পাঁচশত সম্প্রদায় হইয়া, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই গোঁড়ামি বশতঃ অপর সম্প্রদায়ের প্রাণ লইতে লালায়িত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অপর সম্প্রদায় হইতে উচ্চ! জীবনদায়ক রসকে, গোঁড়ামিতে কটু তিক্ত, কষায় করিয়া বিস্বাদ করিয়াছে! গোঁড়ামিতেই সমতলকে বন্ধুর করিয়াছে! তুমি যেমন বলিলে;—

"যিনি কৃষ্ণ, তিনি খ্রীষ্ট, তিনি মহম্মদ"

এই উদার বাক্য, গোঁড়ামি সংযুক্ত হইয়া—

"সূচী হয়ে মুচী হয়, যদি খ্রীষ্ট ভজে,
মুচী হয়ে সূচী হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে"

এই অনুদার বাক্য হইয়া পড়িয়াছে!

নি। বেশ বুঝিয়াছি; আজ বড় উত্তম কথা হইতেছে।

বি। আরও দেখ;—যে পুরোহিত নিঃস্বার্থ ভাবে যজমানের হিতের জন্যই যজমানকে আধ্যাত্মিক সুখ উপভোগ করাইয়া তাহার অসৎ কর্ম্ম ও অসৎ চিন্তা দূর করিবেন; সেই পুরোহিত এখন কেবল মাত্র নিজের লাভের জন্যই ব্যস্ত! পণ্ডিত ও বিজ্ঞ পুরোহিত, এখন মূর্খ ও অজ্ঞ! নিঃস্বার্থ পুরোহিত, এখন স্বার্থপর! জিতেন্দ্রিয় পুরোহিত এখন ইন্দ্রিয়াসক্ত!

নি। যথার্থ কথাইত। এটা খুব বুঝিয়াছি।

বি। আবার যজমানের কথা ধর;—নীচ ও অপবিত্র ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে দমন করিয়া, উচ্চ ও পবিত্র আধ্যাত্মিক সুখ উপভোগের পরিবর্ত্তে, অথবা সেই উচ্চ ও পবিত্র আধ্যাত্মিক সুখকে পদাঘাৎ করিয়া, তিনি এখন নীচ ও অপবিত্র ইন্দ্রিয় সেবাকেই আলিঙ্গন করেন; নির্দ্দোষ শ্রমজীবী দরিদ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বল্পমাত্র অর্থ বিভাগ হইয়া, দোষ সংকুল ধনী বেশ্যা এবং শুঁড়ালয়েই সমস্ত অর্থ বিভক্ত হইতেছে! নিমন্ত্রিত ও অপরাপর লোকদিগকে অধর্ম্ম পথ হইতে ধর্ম্মপথে লইয়া না গিয়া,

ধর্ম্ম পথ হইতে অধর্ম্ম পথেই লইয়া যাইতেছেন! শরীরের ও মনের উন্নতির স্থানে, অবনতিই করিতেছেন! সচ্চরিত্র স্থানে অসচ্চরিত্রই গঠিত হইতেছে,. উচ্চাশয় গিয়া নীচাশয়ই হইয়াছে; মনুষ্যত্ব গিয়া পশুত্বই হইয়াছে; সংক্ষেপতঃ—

"অমৃতের ভাণ্ড এবে জীর্ণ কৈল বিষে"

হইয়াছে! প্রাণ পলাইয়া গিয়াছে, পুতিগন্ধ বিশিষ্ট মৃত শরীর রহিয়াছে! সুগন্ধ কর্পূর উড়িয়া গিয়াছে বিষ্ঠাপূর্ণ ভাণ্ড পড়িয়া আছে।

নি। আহা! কি ছিল, কি হইল!—তাই ত!

বি। আদরণীয় সমাজ এখন নিন্দনীয় হইয়াছে, অনেকে ইহা বেশ বুঝিয়াছেন ও বুঝিতেছেন; বুঝিয়াও কার্য্য হইতেছে না; কার্য্য হইবে কেমন করিয়া? আমরা সজীব নহি, নির্জীব; হৃদয়বান নহি, হৃদয়শূন্য স্বার্থহীন নহি, স্বার্থপর;—সভ্য হইতেছি বটে কিন্তু তাহা কেবল বাহিরে ও বাক্যে; অন্তরে ও কার্য্যে সভ্যতা কোথায়?—বলীরাজা শত ধনী মূর্খ লইয়া স্বর্গে যান নাই, পাঁচটি দরিদ্র পণ্ডিত লইয়া নরকে গিয়াছিলেন; ইহা আমরা পড়ি ও শুনি; কিন্তু সে কেবল পড়া ও শোনা মাত্র! আমরা ভাল মন্দ দেখি কৈ? আমরা অন্যের মতেই মত দিই; গোলে হরিবোল দিই; আমরা অনেকের সহিত অসৎ পথে যাই, একের সহিত সৎপথে যাই না; আমরা অসৎ বিষয়ে—

দশে মিলি করি কায
হারিলেও নাহি লাজ

—জ্ঞান করি, সৎ বিষয়ে অগ্রেসর হই না; শিক্ষা পাইতেছি সত্য, সভ্য হইতেছি সত্য, কিন্তু চরিত্রের শক্তি কৈ? মনের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা কৈ? বুদ্ধির গভীরতা কৈ? চারিদিকেই চরিত্রের দুর্ব্বলতা, মনের দুর্ব্বলতা, বুদ্ধির দুর্ব্বলতা! চারিদিকেই অসরলতা, শঠতা, ও নীচতা,। সমাজ কণ্টকাকীর্ণ সজারুর মত হইয়াছে; এ সজারু মুষ্ট্যাঘাতে মরিবার নহে। সদুপায় চাই, চীৎকার চাই না; কার্য্য চাই, চিন্তা চাই না; কার্য্য চাই; উপায় চাই, বন্দোবস্ত চাই, শৃঙ্খলা চাই, মিল চাই; এত বড় যে একটি সৎকার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য, অতি বড় অসৎকার্য্য ও অধর্ম্ম কার্য্য

হইতেছে; সকলের চক্ষের উপর হইতেছে! যথা তথা, যখন তখন হইতেছে; তাহার প্রতিবিধান কৈ? গুণযুক্ত সমাজ যে দোষযুক্ত হইতেছে; কাহারও কি হৃদয়তন্ত্রে সে আঘাৎ লাগিতেছে! ঐ আঘাৎ যে প্রকৃতই আঘাৎ তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে! তবে ও আঘাৎ হৃদয়ে লাগেনা কেন! তবেত হৃদয় নাই বলিতে হইবে! কি ভয়ানক কথা! নির্ম্মলে আমাদের হৃদয় নাই!

নি। তা হৃদয় আর আছে কৈ!

বি। কিন্তু হৃদয় কি গাছের ফল নির্ম্মলে, যে পাড়িয়া লইলেই হইল! হৃদয় দেওয়া যে তোমাদেরই হাত, তোমাদেরই ক্ষমতায়; স্তন দুগ্ধ দিয়া সন্তানকে লালন পালন কর, সেই দুগ্ধের মূলেই যে হৃদয়; তোমরা যদি হৃদয়বতী হও, সন্তান হৃদয়বান্ হইবে; তোমরা হৃদয়শূন্যা হইলেই, সন্তানও হৃদয়শূন্য হইবে; তোমাদেরই হৃদয় করা চাই, তবেই সমাজ হৃদয়বান হইবে। তোমাদের সুশিক্ষা চাই, তবেই গৃহের পারিপাট্য হইবে; যে গৃহে সন্তানের শিক্ষা। মূলে কার্য্য করা চাই, সৎমাতা করা চাই, যিনি সন্তানের শিক্ষয়িত্রী, যাঁহার দৃষ্টান্ত, যাঁহার কার্য্য, যাঁহার চিন্তা, দেখিয়া শুনিয়া সন্তান গঠিত হইবে। যাঁহার নিকট কার্য্যের আরম্ভ, যাঁহার নিকট সাহসের অঙ্কুর, যাঁহার ন্যায়পরতায় সন্তানের ন্যায়পরতা, যাঁহার সৌজন্যে সন্তানের সৌজন্য, যাঁহারা স্বার্থহীনতায় সন্তানের স্বার্থহীনতা, সেই মূলে কার্য্য করা চাই। আমরা মূলে কুঠারাঘাৎ করিয়া, অগ্রভাগে জলসিঞ্চন করিতেছি! কার্য্যও তদনুরূপই হইতেছে! —তোমরা স্বাধীনতা চাহ কি না, সময়ে বিবেচনা করা যাইবে; অনেকেই তোমাদিগকে স্বাধীনতা দিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন, আমিও তোমাদের স্বাধীনতার পক্ষপাতী; কিন্তু যেখানে স্বাধীনতা সেই স্থানেই দায়িত্ব; তুমি স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিতে চাহ, কিন্তু তোমার কি কার্য্য কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য; তাহা অগ্রেই বুঝিতে হইবে; সেই দায়িত্ব বুঝিতে হইলে, সুশিক্ষা ভিন্ন হইতে পারেনা! সুশিক্ষাই অলঙ্কার; বিনয় ও কার্য্য তাহার শোভা। সুশিক্ষায় বুঝিতে পারিবে, মাতা কি পদার্থ; বুঝিতে পারিবে, যে জগতের মঙ্গলামঙ্গল মাতার হাতে,

মাতার চিন্তায়, মাতার কার্য্যে, মাতার ব্যবহারে, বুঝিতে পারিবে যে, সন্তানকে মেষ তুল্য না করিয়া কি প্রকারে সিংহ তুল্য করিতে হয়।

নি। মাতা হওয়া বড়ই কঠিন বটে।

বি। তোমরা পূর্ব্বে স্বাধীন ছিলে, কিন্তু তখন তোমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র ছিল; একদিকে তোমরা শিক্ষিতা ছিলে, অপর দিকে সহানুভূত স্বদেশীয় রাজা ছিলেন, অবস্থা বৈষম্যেই তোমরা অন্তঃপুরাবরুদ্ধা ও অজ্ঞানবস্থা পাইয়াছ, সুরক্ষিতা হইবার জন্যই, তোমরা পিঞ্জরাবরুদ্ধা হও;—কিন্তু পিঞ্জরাবরুদ্ধা, হইলেই যে সুরক্ষিতা হয়, এপ্রকার বিশ্বাস নাই, এ বিশ্বাস করিতেও পারিনা; দেখ শাস্ত্রেই আছে;—

অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধা পুরুষৈরাপ্ত কারিভিঃ

আত্মানামাত্মনা যাস্তু রক্ষয়েস্তা সুরক্ষিতা

—আজ্ঞাবহ ভৃত্যাদি দ্বারা স্ত্রীলোক গৃহে অবরুদ্ধা হইলেও তাঁহারা অরক্ষিতা; যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে জানেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা। সৎশিক্ষা, যে শিক্ষায় দায়িত্ব বুঝাইয়া দিতে পারিবে, সেই সৎশিক্ষাই যে সুরক্ষিতা হইবার প্রধান উপায়, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে; ইহা কখন ভুলিওনা, সর্ব্বদা মনে রাখিও, এবং মনে রাখিয়া কার্য্য করিও।

নি। বুঝিয়াছি।

বি। আচ্ছা তবে এখন পুনরায় ঠাকুর ফেলা ধরা যাক;—বুঝিয়াছ, যে হরনাথের অনিচ্ছায়, অগোচরে, ও বলপ্রকাশ পুর্ব্বক ঠাকুর ফেলিয়াছে।

নি। হাঁ তাহা বেশ বুঝিয়াছি।

বি। কখন কখন একজনের স্বোপার্জ্জিত অর্থে, ন্যায়তঃ অপরে হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

নি। সে কি রকম?

বি। মনে কর, তুমি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ, তুমি তাহার কোনই সদ্ব্যবহার করিতেছনা, প্রস্তরবৎ রাখিয়া দিয়াছ; সেই অর্থের কিয়দংশ সৎব্যয় করিতে, অপরে তোমাকে বলিতে পারেন, তাহাতে যদা ইনা বরং গুণই আছে।

নি। তা সত্য বটে।

বি। কিন্তু উপস্থিত ব্যাপারে, হরনাথকে অর্থব্যয় করিতে বলাই প্রথমতঃ দোষের ; কারণ পূজা কার্য্য এখন দেখিতেছ দোষাবহ হুইয়াছে ; উহাতে অর্থের অপব্যয়ই হয়, সৎব্যয় হয় না। একটি দোষের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ হরনাথের অমতে ও অগোচরে এবং বলপ্রকাশ দ্বারা অর্থ অপব্যয় করিতে বাধ্য করা হয় ; তৃতীয়তঃ হরনাথকে বিষয়ী বলাই ভুল।

নি। ঠিক কথাই ত।

বি। আর কৃপণ বলিয়া এবং বিষয়ী বিবেচনা করিয়াও যদি হরনাথকে উক্ত কার্য্য করিতে বাধ্য করা হয়, তথাপি বলিব উহা একটি অতি প্রকাণ্ড কুকার্য্য। কি কৃপণ, কি ধনী ; কি কৃপণধনী, কেহই উক্তপ্রকার কুকার্য্য করিতে বাধ্য নহেন, উহা না করিতেই বাধ্য।

নি। এ কথা আমিও মানি।

বি। হরনাথের বিজ্ঞতা দেখ, দৃঢ় সাধুতা দেখ ;—পূজা করিলেন, দোষের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গুণের কার্য্যই করিয়া অতি সংক্ষেপেই পূজা করিলেন। সকলেই খড়্গহস্ত হইলেন, কুবাক্য বর্ষণ করিলেন, অত্যাচার করিলেন। সাধু হরনাথ কিন্তু অচল, অটল! তাহাত হইবারই কথা ;—

"খুদন তো ধরতী সহে, কাট সহে বনরায় ;
কুবচন তো সাধু সহে, ঔ তেং সমো ম যায়।"

—সর্ব্বংসহা, খনন সহ্য করেন ; বনষ্পতি, কর্ত্তন সহ্য করেন ; সাধু ব্যক্তি কুবচন সহ্য করেন। তদ্ভিন্ন অপর কেহই উহা সহ্য করিতে পারেনা।

নি। তাই বটে, সত্য কথা।

বি। যাক, আর একটি কথা ;—যখন পূজার মত বৃহৎ জাতীয় ব্যাপারে বহু অর্থধ্বংশ হয়, যখন উহাতে আমরা সকলেই মিলিত হই, আহ্লাদিত হই, যখন উহা জাতীত্ব সূচক ; তখন উক্ত প্রকার দোষ সংকুল পূজার প্রচলন ও স্থায়িত্ব কর্ত্তব্য কিনা, তাহা অতি প্রকাশ্য ভাবে

স্থির করা একান্ত আবশ্যক। যদি উহার প্রচলন ও স্থায়িত্ব কর্ত্তব্য হয়, তবে কি প্রকার পদ্ধতিতে উহা নির্ব্বাহিত হওয়া উচিৎ, তাহাও প্রকাশ্য ভাবে স্থির করা কর্ত্তব্য।

নি। ইহাত বেশ কথা।

বি। যখন প্রতিমা পূজা সম্বন্ধেই কথা উঠিল, তখন আরও একটি কথা বলিব; প্রতিমা গঠনের কথা ধর;—ধর সরস্বতী পূজা হইবে;—থাকা সাজান হয়, সর্ব্বনিম্নে দুইদিকে দুটি অশ্বারোহী সিপাহি, তাহার উপর দুই দিকে দুটি অশ্ব-পৃষ্ঠে মেমসাহেব, তাহার উপর দুই পার্শ্বে দুটি চামর ধারী যুবতী, তাহার উপরে দুই পার্শ্বে দুইটি নিশান ধারী যুবতী; তদুপরি বালক ও অন্যান্য জীব; এবং সর্ব্বোপরি ঘড়ি।—আবার ধর; কার্ত্তিক পূজা; কোন কোন কার্ত্তিক শকটোপরি, কেহ বা অশ্বোপরি কেহ বা কোট ধারী ইত্যাদি।—কোন স্থানে একখানি জগদ্ধাত্রী দেখিয়াছি, প্রথমেই দুইটি হস্তীমুণ্ড, তদুপরি দুইটি ব্যাঘ্রমুণ্ড, তদুপরি একটি বৈষ্ণব ঠাকুর, তদুপরি এক না-অশ্ব-না-সিংহ-না-ব্যাঘ্র না-ভল্লুক না-কিছু; তদুপরি জগদ্ধাত্রী—কেবল অশ্লীলতা ও অনাবশ্যকতা পূর্ণ!

নি। বারোয়ারী ঠাকুর গুলিই প্রায় ঐ রকম দেখিয়াছি বটে।

বি। আবার প্রতিমা গঠন ছাড়িয়া, দেব দেবীর চিত্রধর; সুশিক্ষিত সভ্য সম্প্রদায়ের হাতে দেব দেবীর চিত্র দেখ; ঐ যে "লক্ষ্মী," "সরস্বতী" ও "বীণাপানী" দেখিতেছ, উহা দেখিয়া তোমার কি মনে হয়?

নি। তোমার এতদিকেও নজর! কিন্তু ঠিক ধরিয়াছ, যেন বাই ওয়ালী বা খেমটা ওয়ালী!

বি। আমাদের দেব দেবীর গঠন মনুষ্যাকার দেখিয়া নহে; চিত্রকরদের মধ্যে একটি কথা আছে, "মুখ, বুক ও মুট, আর সব ঝুট" দেব দেবীর মুখের, বুকের ও হাতের গঠন বা চিত্র করা বড়ই কঠিন; কারণ মনুষ্যাকার ত আর নহে; মনুষ্যাকারের চিহ্নই দেব দেবীর গঠনে বা চিত্রে নাই, বিশেষ ফতুয়াঙ্গীনী ত নহেনই। কিন্তু দেখিলে যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর চিত্র; শিক্ষিত চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া;—

"রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী"

—এখন "বাই খেমটা লক্ষ্মী সরস্বতী" হইয়াছেন। ইহাতে ঘৃণাও হয়, লজ্জাও হয়; না বলিয়াও থাকিতে পারি না; শিক্ষিত চিত্রকরদের দুই এক খানি চিত্র সম্পূর্ণ অদর্শনীয় সুতরাং অস্পৃশ্য এবং ধ্বংশেরই যোগ্য।

নি। একথা মানি। —

বি। তবে যে তুমি বারোয়ারি পূজার কথা বলিলে, তাহারও একটি কথা বলি। একবার কোন স্থানে একখানি বারোয়ারি পূজা দেখিয়াছি তাহাতে আড়াই হাজার টাকা খরচ শুনিয়াছিলাম; পূজা চারদিন মাত্র ছিল; সাত শত টাকা বাই খেমটায়, পাঁচ শত টাকা কবিতে, আটশত টাকা যাত্রায় খরচ হয়; সেই স্থানে পাঁচখানি মদের দোকানে; সাতাইশ শত টাকা নগদ ও ছয় শত টাকা ধারে মদ বিক্রয় হয়!! যদি তেত্রিশ শত টাকা মদেই যায়, তখন বোধ করি বেশ্যালয়েও তেত্রিশ শত টাকা গিয়াছে!! দোকান দারে বার মাস পরিশ্রম করে, বৎসরের মধ্যে দুই চারি দিন আমোদ আহ্লাদ আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেবল জঘন্য ও অশ্লীল আমোদই করিতে হয়; আরও কথা এই যে, স্থানীয় সমস্ত লোকই বিশেষ যাঁহারা ভদ্র ও মান্য গণ্য, তাঁহাদেরও উহাতে যেন বিশেষ উৎসাহ দেখিয়া ছিলাম! আর বাই খেমটার সময় লোক ত সেখানে ধরিতই না! তাহাতে আবার যতদূর নীচত্ব দেখাইতে হয়; তাহাও দর্শকগণে দেখাইয়া ছিলেন। অবশ্য দর্শকগণের মধ্যে বোধ করি অন্ততঃ অর্দ্ধেক শিক্ষিত! তাই বোধ করি চারিদিনে কমবেশি নয়টি হাজার টাকার শ্রাদ্ধ! অথচ গরিব বলিয়া চিৎকার!

নি। সত্য নাকি!

বি। নির্ম্মলে কোন একটি গানের প্রথম ও শেষ টুকু বলি,—

"গেলরে ভারত রসাতলে,
কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে॥

রাস বেহারি কয় মাটি ফাট, আমি যাব তোমার তলে;—
তখন ধরনী কয় কিরূপ ফাটি, গলিত তোমার নয়ন জলে।"

নি। ঠিক ত তাই বটে!

বি। দেখ নির্ম্মলে, আমাদের দশা দেখিতেছ, সমাজের দশাও দেখিতেছ, ধর্ম্ম কর্ম্মের দশাও দেখিতেছ; আর প্রিয় হরনাথকেও দেখিতেছ; এপ্রকার হরনাথের উপর এপ্রকার সমাজ কর্ত্তৃক এপ্রকার অত্যাচার, ইহা আমরা দেখি, নয়ন বিস্ফারিত করিয়াই দেখি; কিন্তু হায় নির্ম্মলে, এক প্রকৃত ভাবগ্রাহী ও সূক্ষ্মদর্শী কবি যে বলিয়াছেন—

"নারিকেল সমাকারা দৃশ্যন্তে খলু সজ্জনাঃ
অন্যে বদরিকাকারা, বহিরেব মনোহরা"

—সৎব্যক্তির নারিকেলের মত, বাহিরে আনুমানিক কঠিনতা থাকিলেও; অন্তরে মিষ্টতাপূর্ণ; আর অসৎ ব্যক্তির বাহিরে আনুমানিক মনোহারিতা কিন্তু অন্তরে কটুতা পূর্ণ! ইহাও আমরা পড়ি শুনি, এবং শুনি ও পড়ি! কিন্তু—

নি। উত্তম কবিতাটি বলিয়াছ। আমি ত বলি "বদরিকাকারা" না বলিয়া "মাকাল ফলাকার." বলিলেই ভাল হইত; কারণ অনেক কুল ত মিষ্টও থাকে।

এক পয়সার ভেল্‌কী।

"লাগ ভেল্‌কী লাগ, সভা জুড়ে লাগ;
আত্মারাম সরকারের মাথায় দশ—"

বি। ভেল্‌কী দেখিবে, নির্ম্মলে? আজ তোমাকে এক পয়সার ভেল্‌কী দেখাই।

নি। সত্য নাকি! সে আবার কি রকম? কৈ দেখাও দেখি?

বি। আমরা গৃহী, গৃহীর পক্ষে সঞ্চয় একান্ত আবশ্যক। গৃহী বলিয়াই সঞ্চয় করি, সঞ্চয় করি বলিয়াই গৃহী; কেবলমাত্র গৃহে থাকিলেই, বা বিবাহাদি করিলেই, অথবা সন্তান সন্ততি হইলেই, গৃহী হয় না। কেমন?

নি। একথা মানি, তাহা ত সত্য কথাই।

বি। আচ্ছা, সঞ্চয়ের এত আবশ্যকতা কেন? পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি; আত্মীয় স্বজন; বন্ধু বান্ধব এবং পাড়া প্রতিবেশীগণকে অবশ্যম্ভাবী ভাবী বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য; গৃহ নির্ম্মাণ, সন্তানাদির লালন পালন ও বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এবং অন্যান্য কারণের জন্যই; সঞ্চয়ের আবশ্যকতা ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা। ঐ সকল ব্যাপার অনেক সময়ে অর্থ ভিন্ন হইতে পারে না; অনেক সময়ে অর্থ থাকিলে, উহা অপেক্ষাকৃত সুকর এবং সুবিধা জনক; অর্থ না থাকিলে, অনেক সময়ে উহা অপেক্ষাকৃত দুষ্কর ও অসুবিধা জনক; সেই জন্যই সঞ্চয় করা যে প্রকার একান্ত আবশ্যক সেই প্রকার অবশ্য কর্ত্তব্য।

নি। সত্যইত। ইহা ত সহজ কথা। সঞ্চয় করা খুব আবশ্যক।

বি। সঞ্চয় অনেক প্রকারের, আজ কেবল অর্থ সঞ্চয়েরই কথা বলিব;—যদি প্রত্যহ একটি মাত্র করিয়া পয়সা সঞ্চয় করিতে পারা যায়, তবে মাসে প্রায় আট আনা, বৎসরে প্রায় ছয় টাকা এবং পনর ষোল বৎসরেই প্রায় একশত টাকা জমিয়া যায়। একশত টাকা আদরের জিনিশ,

কিন্তু একটি পয়সাকে কেহ আদর করেন না, অনাদর করেন; অনাদরের সমষ্টিই আদর—; তিল কুড়াইলেই তাল হয়।

বি। তাই ত, আর একটি পয়সা সকলেই সঞ্চয় করিতেও পারে।

নি। তাই এই এক পয়সার কথাই বলিব।—যাহাকে অনাদর করি, তাহার প্রকৃত আদর দেখ; তাহার ক্ষমতা দেখ;—আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, সেলাই করিতে কি কি আবশ্যক? ছুঁই ও সুতা, একটি পয়সায় সরু ছুঁই কখন কখন কুড়িটি, সদা সর্ব্বদা পাঁচ সাতটি, ও মোটা ছুঁই সদা-সর্ব্বদা তিন চারিটি পাওয়া যায় এবং একটি পয়সায় এক ফেটি এলো সুতা, এবং কখন কখন দুইটি ও তিনটি এবং সদা সর্ব্বদা একটি গুলি সুতা পাওয়া যায়; ইচ্ছাকর, ত, একটি পয়সাতেই ছুঁই ও সুতা দুইই পাইতে পার। আবার দেখ, সুতা যেমন ফুরাইয়া যায়, ছুঁই ফুরাইয়া যায় না, হারাইয়া বা ভাঙ্গিয়া যায়; ক্ষয়ে যায় সত্য, কিন্তু তাহা বোধ গম্য নহে; সুতরাং যদি না ভাঙ্গে ও না হারাইয়া যায়, বোধ করি একটি পয়সার ছুঁই এ, তোমার জীবন কাটিয়া যাইতে পারে! চাই কি, তোমার পর তোমার পুত্রাদিও একটি আধটির উত্তরাধিকারী হইতে পারে। একটি অঙ্গুস্তানের দাম এক পয়সা, না হারাইলে কত কাল যায়! এত স্থায়ী ও উপকারী দ্রব্য কিনিতে হইলে, একটি মাত্র পয়সাই যথেষ্ট!

নি। তা ঠিক কথাইত। আবার এক পয়সার একটি দেয়াশ্লাইএর বাক্‌স হয়।

নি। হাঁ; তোমার আলোর আবশ্যক; এক পয়সায় এই স্থানেই সচরাচর দেড়টি, অর্থাৎ দুই পয়সায় তিনটি বাক্‌স দেয়াশ্লাই পাওয়া যায়। কলিকাতায় সচরাচর দুই তিনটি পাওয়া যায়। দেয়াশ্লাইএর বাক্‌সের কথা ছাড়; দেশীয় আলো জ্বালিবার উপকরণই ধর;—শোলা, এক পয়সায় চারি পাঁচ গণ্ডা মিলে; সেই চারি পাঁচ গণ্ডায় এক বৎসর চলিতে পারে; যদি কয়লা না ধরে, টিকেই ধর, একপয়সায় দুইশত টিকিয়া হয়; আর দেশি দেয়াশ্লাই এক পয়সার, কি আধ পয়সার, কিনিবার আবশ্যকই হয় না, সিকি পয়সার কিনিলেই যথেষ্ট। যদি না নষ্ট কর তবে সিকি পয়সার দেয়াশ্লাইএ দুই মাস বেশ যায়, আবার যদি একটি দেয়াশ্লাই, সুবিধা করিয়া

কাটিতে ও চিরিতে পার, দেখিয়াছ ত, সে গুলি কেমন লম্বা ও মোটা! তবে প্রত্যেকটিতে গড়ে ছয় সাতটি করিয়া হয়, সুতরাং সেই সিকি পয়সার দেয়াশ্লাইতেই, এক বৎসর যায়! আবার যদি চকমকির পাথর ধর, তা এক পয়সায় যে পাথর পাওয়া যায়, তাহাতে অন্ততঃ দুই বৎসর যাওয়া উচিৎ।

নি। এসবই ত সত্য কথা, ইহার একটি কথা ও মিথ্যা নহে!

বি। দেয়াশ্লাইএর কথা উঠিলেই আমার একটি অদ্ভুত ঘটনা মনে হয়।

নি। সে আবার কি?

বি। দুই বৎসর হইল, তখনও আমি কলেজে পড়ি, বর্ষাকাল; এখন এক দিন রাত্রিতে একটি বন্ধুর বাড়ী গান শুনিবার নিমন্ত্রণ হয়, আমরা অনেকেই গান শুনিতে গিয়াছিলাম। গান ত শেষ হইয়া গেল সকলেই বাড়ী বাড়ী ফিরে গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিব, এমন সময় বাবু, আমার একজন বন্ধু, আমাকে বাড়ী আসিতে দিবেন না, তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন, তাঁহাদের বাড়ী জান, যে বাঙ্গালী পাড়া এবং বাজার হইতে অনেক দূরে!

নি। হাঁ, তাহা ত জানি।

বি। একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি, আরও একজন বন্ধু আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বড় তামাক ভক্ত; তাঁমাকের অভাবে চুরোট হইলেও চলে; এখন আহারাদি ত হইয়া গেল, আহারের পরই আমাদের পান তামাকের ব্যবস্থা, পান ত আসিল, কিন্তু তামাকের যোগাড় নাই!

নি। বাঙ্গালী বাড়ী, তামাকের জোগাড় নাই! সে কি!

বি। তঁাহারা কেহই তামাক খান না, কেহ কেহ চুরোট খান, যাক; এখন সেই বন্ধুকে দুইটি চুরোট দিলেন, অবশ্য বন্ধুরা জানিতেন, যে আমি তখন তামাকাদি খাইতাম না। বন্ধুকে ত চুরোট দেওয়া হইল, কিন্তু চুরোট ধরাইবার কোনই উপায় ছিল না।

নি। কেন? আলো, কি আগুণ বা দেয়াশ্লাই ছিল না?

বি। তখন রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছে কিনা? সুতরাং আগুণ

ত ছিলই না, অনেক অনুসন্ধানের পর একটি দেয়াল্লাই পাওয়া গেল, কিন্তু একটি দুইটি করিয়া, পাঁচ ছয়টি দেয়াল্লাই নষ্ট হইয়া গেল, একটিতেও কার্য্য হইল না, বর্ষাকাল কিনা, তাই বাক্‌স শুদ্ধ দেয়াল্লাই গুলি খারাপ হইয়া গিয়াছিল! আবার ইহাও দেখা যায়, যে দেয়াল্লাই জ্বালাইবার সময়, যদি দুই একটি না জ্বলে, তবে বড়ই বিরক্তি বোধ হয়, এবং সেই বিরক্তির সহিত, যতই কেন কাটি ঘস না, সমস্ত কাটি গুলি এবং বাক্‌সটি যুগপত নষ্ট না করিলে আর নিস্তার নাই!

নি। ঠিক কথাই বটে!

বি। এখন রাত্রিওত অধিক, বাজারও বহু দূর, সুতরাং নূতন দেয়াল্লাই কিনিয়া আনা অসম্ভব।

নি। বলি, আলো ত অবশ্য ছিল!

বি। প্রত্যেক ঘরেই আলো ছিল, রান্নাঘরেও আলো ছিল, আবার আমরা যে ঘরে ছিলাম, সে ঘরটি কিছু বেশি বড়, সুতরাং সেই ঘরে একটি নয়, দুইটি নয়, তিনস্থানে তিনটি আলো ছিল! কিন্তু আলো থাকিলে কি হয়। সকলগুলিই বিলাতি ল্যাম্প, সেই ল্যাম্পের সাহায্যে কিছুতেই চুরোট ধরান গেল না! টিকিয়া থাকিলেও বা এক রকম করিয়া দেখা যাইত, বাঙ্গালী প্রদীপের বাঙ্গালী সলিতার কারখানা তাঁহাদের অনাবশ্যক; যাহাই হউক একটি সলিতা পাকাইয়া তাহা তৈলে ভিজাইয়া, একটি চাকর যেমন সেই সলিতাটি একটি ল্যাম্ফ হইতে জ্বালিয়া বাহির করিবে;—কিন্তু কেমন যে বিড়ম্বনা! টেবিলের উপর সেই ল্যাম্পটি পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল! ল্যাম্পটির মূল্য শুনিলাম ৩৭ টাকা!! মশা মারিতে কামান ত পাতা গেল, কিন্তু কামানটি ভাঙ্গিয়া গেল, মশা, মশাই থাকিল!!

নি। আশ্চর্য্যের কথাও বটে, দুঃখের কথাও বটে! কিন্তু চাকরটি বোধ করি কোন রকম অসাবধান হইয়াছিল, তোমরা একজন সাবধান হইয়া সলিতা জ্বালিলে বোধ করি ল্যাম্পটি ভাঙ্গিত না।

বি! তাহা সত্য, কিন্তু তৈলে যে আমাদের হাত নষ্ট হইয়া যাইত! আচ্ছা ওসকল কথা এখন আবার থাক, ভেল্‌কির কথাই পুনরায় ধরা যাউক।

নি। সে দিন ঘোষ এক পয়সার কালির মশলা আনিয়াছিল, তাহাতে বেশ বড় বোতলের একটি বোতলের বেশিও কালি হইয়াছিল।

বি। তাড়াতাড়ি করিও না, দাঁড়াও, এখনও আলোর উপকরণ আছে; আমাদের দেশীয় প্রদীপ, যাহা এখন আমাদের চক্ষে দর্শনধারী নহে, সেই প্রদীপ এক রকম ছোট গোছের এক পয়সায় ২০।২৫ টি, আর তদপেক্ষা বড়, এক পয়সায় ৮।১০ টি, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড়গুলি, এক পয়সায় ৩।৪ টি মিলে। আর সেই কুদর্শন দেড়্‌কো, কাষ্ঠের দেড়্‌কো, যাহা ভাঙ্গে না, বড় বলিয়া হারায় না, সেই দেড়্‌কো, একটি এক পয়সায় পাওয়া যায়। তাহা এক পুরুষ ত বেশ কাটে, দুই পুরুষও কাটে, তিন পুরুষও যায়। আবার দেখ, এ ঘর হইতে ও ঘরে আলো লইয়া যাইবার জন্য, লণ্ঠণ ত ইদানীং হইয়াছে, লণ্ঠণ কথাটিই ইংরেজী; আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা, অশিক্ষিত ও অসভ্য পূর্ব্ব পুরুষেরা, লণ্ঠণের কোনই ধার ধারিতেন না; লণ্ঠণের কার্য্য ধুচুনিতে চলিত; ধুচুনি দেখিয়াছ?

নি। আমার জেঠাই মাদের একটী আছে; দেখিয়াছি।

বি। আর আমাদের নাই, অমনি বল; সেই ধুচুনির দাম এক পয়সা; তাহা কদাচিৎ ভাঙ্গে, ভাঙ্গিব ইচ্ছা করিলেই ভাঙ্গে; অথবা মচ্‌কাইবে ত ভাঙ্গিবে না। সেই এক পয়সার ধুচুনির আরও একটি উত্তম কার্য্য আছে; অথবা ছিল; চাউল, দাউল ও শাক তরকারী ধোওয়া তাহার দ্বারা অতি উত্তম ও সহজে হইত;---একটী পয়সার ধুচুনিতে দুইটি অতি মহৎ উপকারী কার্য্য হইত!—ভাল কথা মনে হইয়াছে, প্রদীপের সম্বন্ধে একটি অতি সরস কথা বলিতে ভুলিয়াছি; এক পয়সার দোতালা প্রদীপের মধ্যে জল দিতে হইত; তাহাতে তৈল কম পোড়ে আবার সেই জল কত ঔষধে লাগিত। এখন দেশীয় প্রদীপ নাই; দেশীয় ধুচুনি নাই, যদিও যৎকিঞ্চিৎ আছে, সে কেবল অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিত পুরুষদেরই জন্য! এমন সকল দেশীয় সুলভ ও উপকারী দ্রব্য একবারে লুপ্ত হইতেছে! বিদেশীয় দর্শনধারী আক্রা কিন্তু অতি ভঙ্গপ্রবণ দ্রব্যেরই আদর হইতেছে; তবে আর গরীব গরীব করিয়া এত চীৎকার কেন? ৩০।৪০ টাকার বিলাতী প্রদীপ

ভাঙ্গিলেই গেল, এক কপর্দ্দকও তাহার আর মূল্য হয় না; এক পয়সার দেড়কো দৈবাৎ ভাঙ্গিলেও, অন্ততঃ জ্বালানির কার্য্য চলে; তাহার যেমন প্রাণ, সেই প্রকারই জ্বালানির সাহায্য করে; তবে পোড়াও, না পোড়াও, পরের কথা; ফলে পোড়ালেও কতক দাম আদায় হয়, সেই কথাই বলি। "দেড়কো" "ধুচুনি" কথা দুইটী এখন আর শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝেন না! "প্রদীপ" ও গেল, "ল্যাম্প" চলিল। আর সকল শেষে, এক পয়সার তৈলে একটী প্রদীপে সমস্ত রাত্রিতেও পোড়ে না, দেখ একটী পয়সার কার্য্য, দেখ, একটী পয়সার ক্ষমতা!

নি। যাহা বলিতেছ তাহা অকাট্য!

বি। বেশ তবে এখন লিখিবার উপকরণই ধর; কলম চাও আমাদের বাঙ্গালা লেখা পড়ার কলম কিনিতেই হইত না, কঞ্চির কলমেই উত্তম হইত, ইংরেজী বন্দোবস্তে কঞ্চিত গিয়াছেই, খাঁকও যাওয়ার মধ্যেই! সেকেলে দোকানদারেরাই খাঁক রাখিয়াছেন; আচ্ছা খাঁকের কলমই ধর; এক পয়সায় অন্ততঃ ৭।৮টী খাঁকের কলম হয়, যদি প্রত্যহই লেখা বেশী আবশ্যক হয়, তবে তাহাতেই এক বৎসর যায়; আর যদি পেন ধর, পেন কথাটিই ইংরেজী, তাহাও এক পয়সায় একটি এক রকমের পাওয়া যায়; তাহাতে অন্ততঃ একমাস যায়; ষ্টীল পেনের মোচ এক পয়সায় চারিটি পাওয়া যায়; বালির কাগজ এক পয়সায় তিন তা, চিঠি লিখিবার খামও এক পয়সায় ৪।৫ খানি পাওয়া যায়। একখানি পোষ্টকার্ডের দাম এক পয়সা। আমাদের বাঙ্গালা লেখার অসভ্য দোয়াৎ এক পয়সায় ৪।৫ টি মিলে, কিন্তু তাহাও আর থাকে না, গেল আর কি! আমাদের ব্লটিংএর আবশ্যক ছিল না, তাহার কার্য্য বালিতেই উত্তম হইত! ব্লটিং কাগজও এক পয়সায় ভাল গোচের আধ তা পাওয়া যায়; আর যে কালীর কথা বলিলে, বাঙ্গালা কালী তৈয়ার করিতে এক পয়সাও লাগিত না, কেলে হাঁড়ির ভূষো ও ঝিউনির জলই, উত্তম কালির উত্তম মশলা ছিল; আর যদি—

নি। বলি, ঝিউনি আবার কি!

বি। একটু ভাবিয়া দেখ দেখি, ঝিউনি কথাটি কখন শুনিয়াছ কি না!

নি। কৈ ও কথা ত শুনি নাই! তোমারই মুখে এই ত এখন শুনিতেছি!

বি। আচ্ছা, ম্যাজেণ্ড'র জান?

নি। তাহা আবার জানিব না কেন? জলে গুলিলেই কালি হয়।

বি। ম্যাজেণ্ডার জান, ঝিউনি জান না! হা অদৃষ্ট! কি আর বলিব নির্ম্মলে! বলিবার ত আমার শক্তিই নাই! এসকল কথা ভাবিলেও বুক ফাটিয়া যায়!

নি। বলি, কি হ'ল কি?

বি। যাহা হবার তাহাই হয়েছে! আমরা "ঝিউনি" জানিনা, "ম্যাজেণ্ডার" জানি! আমাদের ছেলে পিলেরা "ধূপধুনা" জানিবেনা, "পমেটম," "ইউডি কলোন" জানিবে!

নি। বুঝিয়াছি, বলি "ঝিউনি" কাহাকে বলে?

বি। আর দিন কতক পরেই দেখিব "গামোছা" কথাটি ফরাসি ভাষায় হইবে, "তোয়ালে" কথাটি বাঙ্গালা হইবে!—আচ্ছা, ও কথায় আর কার্য্য নাই; এখন;

নি। "ঝিউনি" কাহাকে বলে, বলিলে না?

বি। পোড়া বা চোঁয়া চাল ভাজাকে "ঝিউনি" বলে;—যাক যদি কালির মসলাই ধর, তবে এক পয়সার মসলায় এক বোতল কালি হইয়াছে, রাখিতে পারিলে, তুমি একবৎসরেও ফুরাইতে পার না। আর যদি বল পড়িবার বিষয়;—তা এক পয়সায় অন্য কোন পুস্তক পাওয়া যায় কিনা বলিতে পারিনা, কিন্তু এক পয়সায় একখানি "অক্ষর শিক্ষা" ত নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; বিদ্যা শিক্ষার প্রথম আরম্ভ এক পয়সায় উত্তম হয়;—হাঁ ভাল কথা মনে হয়েছে; আমাদের যে পাঠশালা ছিল, তাহাতে প্রথমে "রামখড়ি" দিয়া মাটিতে লিখিতে হইত;—সেই রাম খড়ির মূল্য এক পয়সা; একখানি রামখড়িতে শুনিয়াছি ২।৪ পুরুষ লেখা শিক্ষা হইইত! তখন শ্লেট পেনসিল ছিলনা, দুইটিই ইংরাজি কথা; তা যদি পেনসিলই ধর, তাহাও এক পয়সায় ৪।৫টি পাওয়া যায়, যদি প্রত্যহ লেখ, আর না হারায়; এক পয়সার পেনসিলে একটি

বৎসর উত্তম যায়; আর যদি ব্লপেন্‌সিলই ধর, তাহাও এক পয়সার একটি পাওয়া যায়, খুব বেশি লিখিলে প্রত্যহই লিখিলে; এক ব্লুপেন-সিলে এক মাস বেশ যায়। আর কলম কাড়িবার জন্য পূর্ব্বে এখনকার মত, চক্‌চকে ও নানা প্রকারের দ্রব্য খচিত ও সৌন্দর্য্য, বিভূষিত ছুরি ছিল না, কামারে ছুরিই ছিল, তাহার মূল্য জানিনা, বোধ করি একপয়সাই হইবে; সেই একপয়সার ছুরিতে কলম কাটা হইত, আম খাওয়া হইত সামান্য সামান্য গাছ পালাও কাটা হইত, অথচ অকর্ম্মণ্য হইত না, দাঁতও পড়িত না! দাঁত পড়িলেও দুটো বালি দিয়ে ঘসিলেই আবার উত্তম ধার হইত। আর এখন কলম কাটিবে এক ছুরিতে; আম খাইবে অন্য এক ছুরিতে; গাছপালা কটিবে তাহার জন্যও স্বতন্ত্র ছুরি; ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র! আমরা গরিব বলিয়া চীৎকার করিলে অপরে শুনিবে কেন! ট্যাক্‌স কমিবে কেন? চীৎকার করিলেই ত হয় না। আর যদি গরিবই হই? কাঙ্গালই হই! তবে কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ কেন?

নি। তাহা সত্য, আচ্ছা খাদ্য দ্রব্য কি কি হয়?

বি। খাদ্য দ্রব্যই ধর;—এক পয়সার চাউলে অনেকের একদিন না হউক একবেলা চলিতে পারে; এক পয়সার দাউলে, একটি মধ্যম গোছের পরিবার একদিন চলিতে পারে, এক পয়সায় আধসের আলু, ৪।৫ গণ্ডা বেগুণ, অনেক সময় পাওয়া যায়; এক পয়সার তরিতরকারি-তেই সামান্য গোছের একটি পরিবারের বেশ একদিন চলে; এক পয়সার মাছেও অনেক পরিবারের এক দিন চলে;—এক পয়সার তৈলে ও এক পয়সার লবণে; অনেক পরিবারের এক দিন কাটিয়া যায়; এক পয়সার কাষ্ঠও কম নহে; এক পয়সার আধ পয়সার হাঁড়িও মিলে; এক পয়সায় ৪।৫ খানি সরা; এক পয়সার চিড়ে, কি মুড়কি অথবা মুড়ি খাইয়াও অনেকে একদিন বেশ কাটাইতে পারেন। এক পয়সার ছোলা, কখন কখন যাহা আধ সের পাওয়া যায়—তাহা খাইয়া জীর্ণ করিতে পারিলে, একটি দিন ত ভালই কাটে; আর কাটাইতে পারিলে বেশ বলিষ্ঠ হওয়া যায়; এক পয়সায় প্রায় তিন ছটাক ময়দা হয়—তাহাতে একজনের একদিন যাইতে পারে, খাদ্য দ্রব্যের ত অভাব

নাই ; সীমাও নাই ,, উহার কথা আর কত বলিব ; ফলে এক পয়সার খাদ্য সামগ্রীতে অনেকেরই একদিন বেশ কাটিতে পারে।

নি। এক পয়সার এক পোয়া দুধ ; একজনের পক্ষে নিতান্ত কম নহে ; এক পয়সার ঘি হইলেও একজনের উত্তম ভাত খাওয়া হয়, পান ও পানের মসলা এক পয়সায় বেশ হয় ; এক পয়সায় কখন ৮।৯ গণ্ডা, বড় আক্রার সময়ও ৩।৪ গণ্ডা পান পাওয়া যায় ; আর পানের খিলিও ৪।৫টি পাওয়া যায় ; মহাপরবের দিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া, আমরা এক পয়সায় ৫টি পানের খিলি কিনি ; এক পয়সার খদিরে আমাদের এক মাসের বেশি যায় ; এক পয়সার সুপারিতেও প্রায় ৭।৮ দিন যায় ; এক পয়সার চুণে ৫।৬ মাস চলিয়া যায়। রন্ধনের সমস্ত মসলাই, এক পয়সায় পাওয়া যায় ; সে দিন এক পয়সায় এক পালি হলুদের গুঁড়া কিনিয়াছিলাম।

বি। আবার একজনকে একটি পয়সা দিলে, নদী হইতে এক কলসী জল আনিয়া দেয়, এক পয়সায় এক মণ চাউল, দেড় পোয়া পথ আইসে।

নি। কোন কোন বৎসর, এক পয়সায় এক পণ আম পাওয়া যায় ; তাহা একজনে একদিনে খাইয়া উঠিতে পারে না ; এক পয়সার একটি কাঁঠালে, একজনের একদিন বেশ কাটে ; এক পয়সায় আমাদের এক-দিন একটা ফুটি আনিয়াছিল, তাহা আমরা সকলে মিলিয়া বেশ খাইয়াছিলাম।

বি। তুমি যখন পানের কথা তুলিলে, তখন আমাকে তামাকের কথা বলিতে হয় ; খরসান তামাক কিনিয়া ঘরে মাখিলে, এক পয়সার তামাকে ১০।১২ জনের এক দিন বেশ যায় ; আর যদি কিনিতেই হয়, তাহা হইলেও ৫।৭ জনের একদিন বেশ চলিতে পারে ; এক পয়সায় একটি হুঁকা পাওয়া যায়, এক পয়সার কলিকা কখন কখন ৫ গণ্ডা, এবং সচরাচর ৭।৮টি পাওয়া যায় ; একটি ছিঁচকের দাম এক পয়সা। আর অন্যান্য সরঞ্জামের মধ্যে চকমকি প্রভৃতির কথা ত আলোর কথাতেই এক প্রকার বলা গিয়াছে।—হাঁ তামাকের সরঞ্জামের মধ্যে আর একটি

আছে, সেটি খঞ্চি। ইহার দাম এক পয়সা; ইহা অবশ্য দেখিয়াছ মৃত্তিকা গঠিত; ইহা চতুষ্কোণও আছে, গোলও আছে; এই এক পয়-সার খঞ্চিটির মধ্যে সুন্দর বন্দোবস্ত;—তামাক, কয়লা বা টিকিয়া শোলা ও চকমকি এবং গুল, রাখিবার বেশ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। এক প্রকার গোলাকার খঞ্চির আরও একটি সুন্দর উপকারিতা আছে;—মধ্যের গোলাকার অংশটি রাখিয়া, অন্য দেওয়ালের মত অংশ গুলি ভাঙ্গিয়া বাদ দাও, দিয়া সেই গোলাকার অংশটির উপর তোমার মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি রাখ, এবং তাহার চারিদিকে জল ঢালিয়া দাও, পিপীলিকা বা নেংটি ইঁদুরে আর তোমার সেই মিষ্টান্ন দ্রব্যের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না।

নি। তুমি এতও জান! তা কথা গুলি কিন্তু সবই সত্য।

বি। এখন কিন্তু আমাদের চক্ষে ঐ খঞ্চিটি কুদৃশ্য ও অস্পৃশ্য! "খঞ্চি" কথাটি এবং দ্রব্যটি বোধ করি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌনে ষোল আনা লোকে জানেন না! কিন্তু আমরা যে, দ্রব্যের প্রকৃত উপকারিতা ও কার্য্যকারিতা বুঝি না! দেশীয় সুলভ দ্রব্যের আদর জানি না! যদি সাহেবদের দোকান হইতে সেই প্রকার ভঙ্গ-প্রবণ উপকারী দ্রব্য দর্শনধারী হইয়া আইসে, তাহা হইলে ১০।১৫ টাকা দিয়া তাহা খরিদ করিয়া মস্তকে বহন করি ও কৃতার্থম্মণ্য জ্ঞান করি!

নি। তাহা ত বটেই! আবার মাটির দ্রব্য অপেক্ষা কাঁচের দ্রব্য ভাঙ্গিলে এত খণ্ড খণ্ড হয়, যে তাহা শশব্যস্ত করিয়া তুলে! কারণ একটুমাত্র যেখানে ফুটিবেন, সেই খানেই আক্কেল দিবেন!

বি। বেশ কথাটি বলিয়াছ, এইবার! নির্ম্মলে! এখনকার সুরুচি ও সভ্যতা স্রোতে বুঝি বা তামাকও আর টেকে না! কোন্ দিন বুঝি বা উহা ভাসিয়া যায়! তামাকের স্থান এখন চুরোটে অধিকার করিতে চলিল! হাজার আক্রা হউক, আর দুর্গন্ধ হউক তবু চুরোটের সুব্যব-হার অকাট্য, কারণ "উহাতে তামাক অপেক্ষা ভারি সুবিধা"! সভ্য ইংরেজ অপেক্ষা যে বর্ব্বর ভারতবাসী সভ্য ছিল, এক তামাকেই তাহা বিলক্ষণ বোঝা যায়; দশ জনে বিশ্রামের জন্য মিলিত হইলেই, অথবা

একাকী বিশ্রামের জন্তই তামাকের ব্যবহার; যথা তথা ও যখন তখন উহার ব্যবহার ছিল না;—এখন আমরা সভ্য হইয়াছি কি না, তাই, আদালতে, বক্তৃতাস্থলে, কলের গাড়ী, যথা তথা চুরোট ব্যবহার করি।

নি। সত্য কথাই ত! আমরা একবার বাবার সঙ্গে কলের গাড়ীতে, অবশ্য বুঝিয়াছ যে সেকেণ্ড ক্লাসেই—বাড়ী আসিতেছিলাম; আর একটি বাবু ফর্‌ফর্‌ করিয়া দেয়াসলাই জ্বালিয়া চুরোট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন, সত্য তখন খুব ছোট, উহার ত বোমিই হইয়া গেল!

বি। কোন দ্রব্য দশ জনে মিলিয়া ভাগে যোগে খাইলে, যদি সামাজিকতা প্রকাশ হয়, তবে তামাকের দ্বারা আমাদিগের সামাজিকতাও বেশ প্রমাণ হয়। "এক হুঁকা দশ জনে টানিলে, হুঁকায় যে লালা লাগে, তাহাতে একের ব্যাধি অপরের হইতে পারে"; এ পর্য্যন্ত কিন্তু কেহই ঐ "হইতে পারের" একটিও দৃষ্টান্ত পান নাই! আর যদিই বা তাহা হয়, পাতার নল করিয়া লইলেই হইল। তামাক, বা চুরোট, উপকারী কি অপকারী, তাহা বলি না; তবে চুরোট অপেক্ষা যে তামাকে অধিক মিতব্যয়ীতা, সভ্যতা ও সামাজিকতা প্রকাশ পায়, তাহাই বলে। তামাকের বেশ একটি গল্প আছে;—তা না হয় থাক।

নি। না গল্পটি থাকিলে চলিবে না, বল।

বি। সাজাহান বাদসাহের কন্যারই বুঝি কি এক উদ্ভট রোগ হয়; নানা চিকিৎসকে নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু রোগের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হয় না। একজন চিকিৎসক বলিলেন যে "বাতাস আগুনে পোড়াইয়া, জলে স্নিগ্ধ করিয়া খাওয়াইলে নিশ্চয় রোগের বিরাম হইবে!" চিকিৎসক ত উন্মত্ত বলিয়া বিদূরিত হউন; কিন্তু উহা হইতেই তামাকের সূত্রপাত!

নি। মন্দ নহে বটে! গল্পটি ভাল!

বি। যাক, এখন আবার ভেলকীতে আসা যাউক;—

নি! দেখ; এক পয়সায় পাঁচ রকম শাকের বীচি কিনিয়াছিলাম, তাহাতে গৃহস্থের কত উপকার হইল।

বি। চমৎকার বিষয়টি তুলিয়াছ নির্ম্মলে! সে বার আমরা সেই

এক পয়সার বেগুনের পোয়া কিনিয়াছিলাম, তাহাতে কত গাছ ও কত বেগুন হইয়াছিল বল দেখি? রোজ রোজ কত তোলা যাইত, আর কত বিতরণ করা যাইত! আমাদের বাঙ্গালীর খাদ্য যত প্রকার শাক সব্জী আছে, তাহার কিছুরই বীচ খরিদ করিতে এক পয়সার অধিক লাগে না। এখন কিন্তু দেশীয়ের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় শাক সব্জীরই আদর বৃদ্ধি হইতেছে।

নি। তাহা যাই বল, কপি কিন্তু খাইতে বড় ভাল।

বি। কপিকে ত মন্দ বলিতেছি না; কিন্তু পালং, নোটে, বেতো, প্রভৃতিই কি মন্দ? কোনটি সস্তা এবং সহজ? যাই হউক, কপিও খাও, খাইও না তাহা বলি না; কিন্তু তোমার পালং, বেতো, নোটে প্রভৃতি "চৌদ্দ শাক" ও খাও, তাহাদিগকে অবহেলা করিও না, ভুলিও না; তাই বলি।

নি। একথা মানি। এ ত ভাল কথাই।

বি। আমি ত একজন "চা খোর" তা তাঁমাক নেসার সময়, এ নেসা-টির কথাও একটু বলা ভাল ছিল। আমার চা খাইতে একটি মাস পাঁচ আনায় বেশ হয়, সুতরাং দিন এক পয়সার কমও হইল! অবশ্য ঘরের দুধ ধরিলাম না। সেকালে ছেলেপিলে সব প্রাতঃকালে, হয় নালিতা, না হয় চিরতা ভিজের জল খাইত; এখন আমাদের চা হইয়াছে! তা কি করি বল; একজন কবি বলিয়াছেন যে চা;—

উৎফুল্লকারিণী, নহে উন্মত্তকারিণী॥

যাই হউক; ইহার মৌতাতও কিন্তু বড় সহজ ব্যাপার নহে!

নি। ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ! এক পয়সায় নালিতে পতা কিনিলে প্রত্যহ তাহার জল খাইলেও ছয়মাসে শেষ না! এক পয়সার চিরতাও বড় কম নহে!

বি। তাহা বলে কি করিবে বল! নালিতা ও চিরতা এখন অস-ভ্যতাসূচক! আবার এক পয়সায় কত পাঁচন পাওয়া যায়। অনেক ঔষ-ধের দ্রব্য, যদি ডিস্‌পেনসরি হইতে না কিনিয়া, বেনে দোকান হইতে কেনা যায়, এক পয়সাতেই পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর ডিস্‌পেন্‌সরিতে যে

ক্যাষ্টরয়ইল কিনিতে দুই আনা লাগে, বেনে দোকান হইতে কিনিলে এক পয়সাতেই তাহা পাওয়া যায়; আর সাহেবদের ডিস্‌পেন্‌সরিতে তাহার দাম অন্ততঃ আট আনা! তবে যে সাহেবদের নিকট হইতে কিনি, সে কেবল সাহেব বলিয়া ও নগদ দাম দিলে "ধন্যবাদ" পাই বলিয়া; আর না হয় কাচ লাগান আলমারিতে থাকে বলিয়া, বেনে দোকানে কেবল বোতলের মধ্যেই থাকে কি না; ফলে জিনিস এক, কার্য্যও এক, খাইতেও একই; কষ্টই বল আর যাই বল।

নি। আবার আলপিন এক পয়সায় ২০।২৫টি পাওয়া যায় ত!

বি। পাওয়া যায়; কিন্তু আলপিনে বোধ করি যে কার্য্য হয়, তাহা সামান্য সুতাতেই বেশ হয়; লোহার ছোট ছোট কাঁটা, এক হাজারের দাম আট পয়সা, সুতরাং এক পয়সায় ১২৫টি, অন্ততঃ ১০০টি। আলপিনে যে কার্য্য হয়, তাহা ঐ কাঁটাতেও হইতে পারে;—কিন্তু ঐ কাঁটাতে আবার যে কার্য্য হয়, তাহা আলপিনে হয় না। বড় বড় প্রেক এক পয়সায় ১০।১২টি পাওয়া যায়, প্রেকের কত উপকারিতা তাহা আর বলিতে হইবে না, একটি প্রেকের অভাব বশতঃ একটি রাজার রাজ্য যায়!

নি। সত্য নাকি! একটি প্রেকের জন্য রাজত্ব যায়!! সে কি রকম?

বি। রাজার সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি যুদ্ধে যান, তিনি মহাযোদ্ধা, তাঁহার যুদ্ধে জয় স্থির নিশ্চয়; তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া যান। যুদ্ধ নিযুক্ত সেনাপতি মারা যান, কারণ তাঁহার ঘোড়া মারা যায়; তাহার কারণ ঘোড়ার এক পায়ের লালবঁধ খুলিয়া যায়; সেই লালবঁধ খুলিয়া যাইবার কারণ, একটি মাত্র প্রেক খসিয়া যায় বলিয়া, একটি প্রেক থাকিলেই লালবঁধও খুলিত না, ঘোড়াও মারা যাইত না, সেনাপতিও মারা পড়িতেন না, রাজার রাজত্বও যাইত না। সেই প্রেকই পয়সায় ২৫।৩০টি!

নি! এটি ত ভারি আশ্চর্য্য! জিনিস পত্র রাখিবার জন্য শিকে কত দরকারী, এক পয়সাতে এক গাছি সিকে পাওয়া যায়।

বি। তবে শুন; এক পয়সায় এক 'পোয়া কোষ্টা পাওয়া যায়, তাহাতে বড় শিকে ৪।৫ গাছি ও ছোট ১০।১২ গাছি হয়; আবার সেই

এক পোয়া কোষ্টায়, এক পোয়া দড়ি হয়; যদি তুেখেয়া কর, তবে বোধ করি দেড় শত হাত লম্বা দড়ি হয়; আর যদি ঐ প্রকার দড়ি কেন, তবে এক পয়সায় আধ পোয়া পাইবে; অন্ততঃ ৭৫ হাত লম্ব; তাহাতে অন্ততঃ ৫০ গাছি ঝাঁটা বাঁধা যায়, কত বাড়ুন বাঁধা যায়, কত কার্য্য হয়;—এক পয়সায় বেশ এক গাছি বাছুরের দড়া পাওয়া যায়।

নি। জলের কথার সময় আর একটি ভুলিয়া গিয়াছি; এক পয়সায় একটি নির্ম্মলা পাওয়া যায়, যদি রোজ রোজ দুই কলসি জলে তাহা ঘসিয়া দেওয়া যায়; তবে এক মাস যায়; আর এক পয়সায় ফটকিরিও অনেক খানি পাওয়া যায়।

বি। তাহা ত বটেই: নির্ম্মলার কথাটি ভালই বটে! তবে আর একটি কথা বলি; পূর্ব্বে প্রাতঃকালে ও বৈকালে ঘরে ধুনার গন্ধ দেওয়া পদ্ধতি ছিল; সে পদ্ধতি যে কত উপকারী তাহা বলা যায় না, ঘরের দুর্গন্ধ দূর হইয়া সুগন্ধ ত হয়ই, তাহা ছাড়াও অনেক উপকার হয়; এক পয়সার ধুণাতে ১০।১২ দিন যে কর্ম্ম করে, তাহা ৫০ টাকার দামের ৫০।৬০ বোতল ইউডিকলোন বা ল্যাবেণ্ডার দ্বারা হয় না! ধুনার সহিত একটু গন্ধক মিসাইয়া ধোঁয়া দিলে, আরও ভাল হয়; এক পয়সায় গন্ধক ত বড় কমও পাওয়া যায় না। এক পয়সার আলকাতরাতেও কত উপকার হয়।

নি। সে দিন মেথরানি নর্দ্দমা পরিষ্কার করিয়া দিল, এক সরা মুড়ি ও খানিক তৈল দিলাম, কত সন্তুষ্ট হইল! এক পয়সার মুড়ির চাউলে, সে রকম ৭।৮ সরা মুড়ি হয়। আবার ভিক্ষুকদের মধ্যে যাহারা খুব অক্ষম ও গরিব; তাহারা কখন কখন একটু তেল ও লবণ চাহে; এক পয়সার তৈল ও লবণে অন্ততঃ ৩।৪ জনকে দেওয়া যায়! আবার কখন কখন একটিমাত্র পয়সা বা একটি আধ্‌লা পয়সা দিলে কত গরিব লোক কত খুসী হয়।

বি। তাহা ত সত্য! কিন্তু ভিক্ষুক, অক্ষম ও গরিব হইলেও, অধিকাংশ সময়েই তাহাদিগকে পয়সা না দিয়া যাহা তাহার দরকার তাহাই দেওয়াই ভাল; কারণ পয়সা সহজেই নষ্ট করিতে পারে।

নি। তাহা ঠিক কথা বটে। এক পয়সার সাজিমাটিতে বা এক পয়সার দেশী সাবানে, ৫।৭ খানি কাপড় কাচা যায়।

বি। ধোপা বাড়ী দিলেও ত এক পয়সায় এক খানি কাপড় কাচিয়া দেয়। আবার এক পয়সায় চুল ছাঁটা ও হাতে পায়ে কুড়ি আঙ্গুলের নখ কাটা যায়। কলিকাতার অনেকে এবং অন্যান্য স্থানেরও অনেকে; যখন কলিকাতায় যান, তখন তাঁহারা হয় সাহেব বাড়ী হইতে, না হয় নকুলে সাহেব বাড়ী হইতে, চেয়ারে বসিয়া চুল ছাঁটিয়া আইসেন, তাহাতে এক টাকা, ও আট আনা লাগে! অথচ দেশী নাপিত দিয়া হাতের পায়ের নখ কাটা অপব্যয় ও অনাবশ্যক!

নি। সত্য নাকি! চুল ছাঁটিতে এক টাকা? আশ্চর্য্য বটে!

বি। এক পয়সার নটকোনা কিনিয়া বালাপোসের কাপড় রং করিয়াছি দেখিয়াছ? এক পয়সায় জুতাব্রসের কালি কিনিয়া যদি সপ্তাহে সপ্তাহে এক জোড়া জুতা ব্রস করা যায়, তাহা হইলে ২।৩ মাস যায়। জুত যেই ছেঁড়ে, অমনি তখনি সেলাই করিলেই প্রায় এক পয়সাতেই হয়।

নি। আচ্ছা পোষাক সম্বন্ধে আর কিছু কি এক পয়সায় হয়? দেখ দেখি।

বি। কৈ, তাহা ত বড় দেখিতেছি না;—আগে যে এপ্রকার জুতা ছিল না, তাহা ত বেশ বোধ হয়, পাদুকা, খড়মই ছিল, না হয় খড়মের মতই কিছু ছিল, কারণ সদাসর্ব্বদা ওপ্রকার পা ঢাকিয়া রাখিবার এখানে কোনই আবশ্যকতা ছিল না; এখনও নাই; সেই খড়মের দুই পায়ের দুইটি "বোলো" এক পয়সায় পাওয়া যায়। এই "বোলো" প্রায় গিয়াছে। কাপড় চোপড় ত কৈ এক পয়সায় হয় না!—হঁা, এক পয়সায় বেশ এক গাছি ঘুনসি পাওয়া যায়। ছেলেপিলের মাথার টুপিও এক রকম একটা এক পয়সায় পাওয়া যায়।

নি। আর ছেলেপিলের খেলেনা এক পয়সায় পাওয়া যায়।

বি। এক পয়সায় আরও যে কত কি পাওয়া যায়, তাহার কি আর সীমা আছে! এই দেখ, যে দুইটি বস্তুর প্রত্যেকটি, তোমরা সধবা কি বিধবা, তাহার পরিচারক, তাহাই এক পয়সায় হয়;—হাতের "নোয়া"

এক পয়সায় হয়, তাহা আজীবন ব্যবহারেও ক্ষয় হয় না, এবং তোমার সিঁথিতে যে সিন্দুর শোভা পাইতেছে, তাহা এক পয়সার কিনিলেই যথেষ্ট। কবি বলিয়াছেন;—

"সিন্দুর বিন্দু শোভে লো ললাটে, গোধুলি
ললাটে, আহা তারারত্ন যথা——"

——তোমাদের সিঁথিতে সিন্দুর আমি বড় ভাল বাসি। দেখিতে অতি সুন্দর। কিন্তু হায়! উহাও বোধ করি যায়।

নি। সত্য নাকি! সিঁথিতে সিন্দুর এত ভাল দেখায়? সিঁথের সিন্দুর কিন্তু এখন যেন অনেক কমিয়া যাইতেছে, বটে!

বি। এক পয়সায় বড় বড় নদী পার হওয়া যায়, পার হইয়া যাইতে আসিতে এক পয়সা লাগে। কলের গাড়ীতে এক পয়সায় একটি ছোট মোট শুদ্ধ তিন পোয়া পথ সুখে যাওয়া যায়। একদিন ষ্টেশনে একজন কলিকাতা যাইবার জন্য টিকিট কিনিতেছেন, তাঁহার একটি পয়সা কম পড়িল; তাঁহার ত অবশ্য মাথা ঘুরিয়া গেল, একটি পয়সা দিই, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন! দেখ এক পয়সার কত ক্ষমতা। পয়সাটি যেমন ক্ষুদ্র তাহার উপকারিতা ঠিক সেই প্রকার মহৎ! এক পয়সার কার্য্যও উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না; সাত রাৎ সাত দিন ক্রমাগত বল; শেষ করিতে পারিবে না। আমরা এক পয়সার আদর জানি না, মর্য্যাদা জানি না, এক শত টাকারই আদর করি, মর্য্যাদা করি। কিন্তু দেখ দেখি, তুমি ৬৩ পয়সা দিয়া কি একটা টাকা পাও? যতক্ষণ ঐ ৬৩ পয়সাতে, আর একটি পয়সা না দিবে, ততক্ষণ তোমার কোন প্রকারেই একটি টাকা হইবে না। একটি একটি করিয়া যখন ৬৪টি পয়সা হইল, তখনই একটি টাকা হইল; ধর তোমার ৯৯টি টাকা হইল, তাহাতেও ঐ প্রকারে আর একটি টাকা, যাহা ৬৪টি পয়সা ভিন্ন হইতেই পারে না; না দিলে কিছুতেই এক শত টাকা হইতে পারে না। কথায় বলে ৯৯এর ধাক্কা। তা কি জান?

নি। কথাটি শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার মানে ত জানি না।

বি। একটি লোকের যেই ৯৯টি টাকা জমিল, অমনি তাহাব এক

অতি প্রবল ইচ্ছ হইল, কি প্রকারে আর একটি টাকা হইবে; তাহা হইলেই তাহার পুরা একশ টাকা হয়। যেমন করিয়া হউক, অনাহারেই হউক, আর অনিদ্রায় হউক; একটি টাকা চাই। সে বড় সহজ ধাক্কা নয়! বৃহৎ ধাক্কা! তাই ৯৯ এর ধাক্কা।

নি। বটে! সে খুব ধাক্কাই বটে!

বি। আমার মতে আর একটি কথা বলিলে ভাল হয়; ৬৩র ধাক্কা! —এখন জানিলে আমরা একটি পয়সা চাই না, একবারে হঠাৎ একশ টাকা চাই; সমষ্টিরই আদর করি, এক একটির আদর করি না; বিশ্লেষের আদর জানি না। এই স্থানে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; টাকার বেলায় সমষ্টি বুঝি, সমষ্টি ভাল বাসি; কৈ অন্য সময়ে ত সমষ্টির আদর করি না; বিশ্লেষেরই আদর করি? একতা, আমাদের একতা, আমাদের ভারতবাসীর একতা, কি আমাদের প্রত্যেকের সমষ্টি নহে? আমাদের একতা ত চাহি না; আমাদের বিশ্লেষই চাই! অর্থের সময় পয়সার আদরই কর্ত্তব্য; তাহা হইলেই টাকা আপনিই হয়। একতার সময় যে সমষ্টিরই আদর করা কর্ত্তব্য; বিশ্লেষের আদর অকর্ত্তব্য;—তবেই দেখা গেল, যেখানে যাহা অকর্ত্তব্য; সেই স্থানেই আমাদের তাহা কর্ত্তব্য। আর যেখানে যাহা কর্ত্তব্য, সেই স্থানেই আমাদের তাহা অকর্ত্তব্য। আদরের দ্রব্য আমাদের কাছে অনাদরের, অনাদরের দ্রব্য আদরের; তাহাতে আর হবে কি বল! পুস্তক পড়িলেও হইবে না, বক্তৃতা করিলেও হইবে না, খবরের কাগজেও হইবে না। যাহাতে আদরের দ্রব্যকে আদর, ও অনাদরের দ্রব্যকে অনাদর করিতে শিখি ও করিতে পারি; তাহাই কর। যদি তাহা করিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমতঃ দুইটি শিক্ষা করিতে হইবে; আদর করিতে ও অনাদর করিতে, শিখিতে হইবে। আমাদের দেশে যাহা যাহা ভাল, তাহাকে ভাল বলিয়া আদর করিবে; যাহা মন্দ, তাহা মন্দ বলিয়া ঘৃণা করিবে। অপর দেশের, ধর ইংরেজের যাহা ভাল, তাহা ভাল বলিয়া মস্তকে ধারণ করিবে, তাহাদের যাহা মন্দ, তাহা মন্দ বলিয়া পদাঘাত করিবে। সাহেবদের এত বাড়বৃদ্ধি

কেন? আর আমাদেরই বা ঠিক তাহার বিপরীত কেন? তাহারাও যেমন মানুষ, আমরাও ত তেমনি মানুষ। তাহাতে ত কোনই ইতর বিশেষ দেখি না। তবে এ প্রকার হয় কেন? ইহার উত্তর কি শুনিবে?

নি। ও উত্তর অবশ্যই শুনিব।

বি। সাহেবেরা একটি পয়সার আদর করে, তাই তাহারা ক্রোড়পতি! সেই জন্যই ইংলণ্ডে, তোমার মাথার চুল যতগুলি, ততগুলি ক্রোড়পতি; সেই জন্যই ইংলণ্ড যে প্রকার ধনী, সে প্রকার ধনী পৃথিবীর কোন দেশেই নাই। আয়তনে ইংলণ্ড, তোমার ভারতের এক কোণে পড়িয়া থাকে, সেই অতি ক্ষুদ্র ইংলণ্ড, ধনে অতি মহৎ। টাকার ভারে বোধ করি ইংলণ্ড একদিন ডুবিয়া যাইতে পারিবে। "পয়সাটি রাখ, টাকাটি আপনিই হইবে" ইংরেজদের জাতি বুলি। ও বুলি উহারা স্বপ্নেও ভুলে না, যে দিন ঐ বুলি ভুলিবে, সেই দিন ইংলণ্ড আর ইংলণ্ড থাকিবে না; ভারত হইবে। ঐ বুলি যে উহারা ভুলিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবিও না; যতদিন উহারা শ্বেতকায় থাকিবে, ততদিন উহারা ও বুলি ভুলিবে না; ভুলিতে পারিবে না; ও বুলি উহাদের মজ্জাগত।

নি। ইহা ত উহাদের মহৎ গুণ!

বি। মহত্তম গুণ; ঐ গুণেই ইংরেজ ইংরেজ; প্রকৃত আদরের জিনিসকেই উহারা প্রকৃত আদর করে। আদরের মূলকে আদর করে, গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালে না। উহাদের ঐ একটি মহৎ গুণকে আমাদের শিরোধার্য্য করিতে হইবে; আর আমাদের যে মহৎ দোষ, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে,—দেখ নির্ম্মলে, ছেলে বেলায় কত প্রকার গল্প শোনা গিয়াছে, আর কত প্রকারের ছড়াও শোনা গিয়াছে ও তাহা মুখস্থ করা গিয়াছে, নয়?

নি। তা করা গিয়াছে বৈ কি!

বি। "মোষের শিং বাঁকা, বুঝবার সময় রোকা।" আচ্ছা, এটা কি শুন নাই?

নি। শুনিয়াছি বৈ কি। আর উহা মনেও আছে ত!

বি। শিং দুইটি বাঁকা দেখিয়া যদি মনে কর যে মহিষ অকর্ম্মণ্য, তুমি মহা ভ্রান্ত! যুদ্ধের সময়, অর্থাৎ রোক করিবার সময়, উহাদের রোকই বা কত! আর একতাই বা কি প্রকার! তাহা ত হবেই, কারণ মহিষ যে যমের বাহন। যাক;—এখন ঐ কথাটি মনে রাখ এবং সাহেব-দের আর একটী অতি মহৎ গুণের কথা বলি; উহারা প্রত্যেকেই একাকী, স্ব স্ব প্রধান, প্রত্যেকেই বক্র; কেহই কাহাকে গ্রাহ্য করে না; কিন্তু কার্য্যের সময়, রোকের সময়, ঠিক ঐ যমবাহন মহিষের মত রোকা! যে কার্য্যে সকলের মিলন আবশ্যক, যাহাতে একতা আবশ্যক, সেই প্রকার কার্য্যে, যাহাকে আদর করা বলে, তাহাই করে; উহাদের প্রত্যেকের বিশ্লেষকে তখন উহারা আদর করে না, অনাদর করে; উহাদের সমষ্টি-কেই তখন উহারা আদর করে, অনাদর করে না। এই এক অতি মহৎ গুণও উহাদের মজ্জাগত,—সমষ্টিই যে শক্তি, ইহা উহাদের জাতি বুলি মজ্জাগত জাতি বুলি। ঠিক সেই বুলি অনুযায়ীই কার্য্য করে—একচুলও তফাৎ করে না; যাহা মুখে, ঠিক তাহাই কার্য্যে;—আমাদেরই কি ঐ প্রকার বুলি নাই, তাহা নহে, আমাদেরও আছে;—

"তৃণৈ গু র্ণত্বমাপন্নৈ র্বদ্ধন্তে মত্ত দন্তিনঃ"

সামান্য তৃণের গুচ্ছই অর্থাৎ সমষ্টিই মত্ত হস্তীকে বাঁধিয়া রাখে। তোমা-দেরও মধ্যে ঐ রকম একটী সামান্য কথা আছে, তাহা এই;—

"একটি, তৃণ; দশটি, দড়ি।"

অর্থাৎ তৃণ যখন একটি থাকে, একাকী থাকে, তখন সে, সেই, তৃণই থাকে, দুর্ব্বল তৃণই থাকে; কিন্তু যখন দশটি একত্রিত হয়, তখন আর সে দুর্ব্বল তৃণ থাকে না, তখন সে বলশালী দড়ি হয়, তখন তাহা দ্বারা হাতীকেও বাঁধিতে পার।

নি। তা হইলে কি হয়; আমাদের মুখ এক, কার্য্য এক।

বি। উহা আমাদের ঠিক "ময়না বুলি"! মৌখিক বুলি! মুখের কথা, মুখেই থাকে, অথবা উহা ঠোঁটের নিচে আর তলায় না! সুতরাং বাতাসের সঙ্গেই মিশিয়া যায়! মুখে যত বলি, কার্য্যে ঠিক তত কম করি! কারণ আমাদের বচনই সর্ব্বস্ব। বলিবে যে, ইংরেজরা বলিষ্ঠ

আমরা দুর্ব্বল; একথা মানি, ইহা সত্য। কিন্তু যে তৃণের দশ গাছি একত্রিত হইয়া মত্তহাতিকে বাঁধে, সেই তৃণও কি দুর্ব্বলাদপি দুর্ব্বল নহে? দুর্ব্বল, দুর্ব্বল, বলা, কার্য্য করিতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই; দুর্ব্বলতার সমষ্টীই বল. বলের বিশ্লেষই দুর্ব্বলতা; কলের গাড়ি ও জাহাজের কি প্রকার আধিভৌতিক ক্ষমতা দেখিয়াছ ত? সে শক্তি, কতকগুলি সামান্য সামান্য দুর্ব্বল শক্তির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।—যাক; এই একতা জিনিসটিও ইংরেজদের নিকট হইতে শিখিতে হইবে। এই শিক্ষা করিয়া, এই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিলেই আমরা মানুষ হইব, নহিলে মনুষ্যাকারে যে প্রকার পশু আছি, সেই প্রকার পশুই থাকিব।

নি। একথার কি আর কোন উত্তর আছে!

বি। যাক;—এক পয়সার ভেল্‌কিত দেখিলে, এ ভেল্‌কি বুঝি না; আর যাহা ভেল্‌কি নহে, তাহাই ভেল্‌কি বলিয়া জ্ঞান করি ও বুঝি! এ ভেল্‌কী আমরাই করি, আমরাই বুঝি, কিন্তু তাহা বুঝিয়াও বুঝি না! যে ভেল্‌কী আমরা করি না, যাহা বুঝিতে আমরা সমর্থ নহি, সে ভেল্‌কি বুঝিতে চেষ্টা করি! মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, না বুঝিয়াও বুঝি বলিয়া ভাণ করি! স্বভাবের ভেল্‌কী বুঝিতে যাই। কিন্তু তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া? অপরের হৃদয়ে ও মস্তকে কি ভেল্‌কী আছে, তাহা বুঝিতে যাও, তাহা বুঝিবার কি তোমার কোনই সাধ্য আছে? যাহা অনায়াসেই বুঝি, তাহাই বুঝিনা; যাহা কোনই আয়াসে বুঝি না, তাহাই বুঝি বলিয়া ভাণ করি!—মা ভারত ভূমি! আমাদের এ প্রকার বিপরীত বুদ্ধি কেন মা! আমাদের এ দশা হইল কেন মা! আমরা অনাদরের বস্তুকে আদর, আদরের বস্তুকে অনাদর করি কেন মা! আমাদের যে সকলই এলোমেলো! কথা এলোমেলো, কায এলোমেলো, হৃদয় এলোমেলো, মস্তিষ্ক এলোমেলো; আমাদের ঘরকন্না এলোমেলো, আমাদের সমাজ, জাতি, ও ধর্ম্ম সকলই এ প্রকার এলোমেলো, হইয়া গেল কেন মা! আমারা যেন এলোমেলো ময় হইয়াছি! কোনই নিয়ম নাই, সব অনিয়ম; কোনই শৃংখলা নাই, সকলই বিশৃংখলা; কোনই বন্দোবস্ত নাই, সকলই বেবন্দোবস্ত!—এলোমেলো বলিয়াইত জুতাখাই, জুতা খাইয়া

বালকের মত ক্রন্দন করি। তা বালকের ক্রন্দনের আবার ফল কোথায়। তাই জুতা খাই, আর কিল খেয়ে কিল্ চুরি করি! জুতা খাই আর গা ঝাড়িয়া যেন সেই লোকই নহি, এমনি হই! হয় ত স্ত্রীর নিকট আসিয়া মর্দ্দানি করি! চীৎকার করিলে কি হইবে? কাঁদিলেই বা কি হবে? জান না কি?" যে—

"এলো শ্রাদ্ধের গুঁতো দক্ষিণে"!

নি। তাই বটে!

বি। দেখিলে যে আমাদের সকলই গোলমাল ব্যাপার! কিন্তু যদি কেহ মনুষ্য থাকেন, তিনিই এই গোলমাল কাণ্ড হইতেও "গোল" ত্যাগ করিয়া "মালটি" বাছিয়া লইতে পারেন। একটি বেশ গান শুনিয়াছিলাম, তার একটুমাত্র মনে আছে, তাহাতে ঐ ভাবটি বেশ প্রকাশ করিয়াছে ;—

"গোলমালে সব জোট বেধেছে. গোল ছেড়ে মাল লওরে বেছে।"

নি। তাই ত ; বেশ গানটি ত! আর বুঝি মনে নাই?

বি। না, আর মনে নাই। দেখ নির্ম্মলে, "যৎস্বল্পং, তন্মিষ্টং" কথাটি বড় সরস। দেখিলে যে, একটি পয়সা কেমন স্বল্প, ক্ষুদ্র ; কিন্তু তাহা কি প্রকার মিষ্ট, মহৎ উপকারী ও ক্ষমতাশালী! দেখিলে যে, দশ জন লোককে যথেচ্ছাচারী হইয়া—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, কোণাকুণি হইয়া দশদিকে গমন করিতে না দিয়া, তাঁহাদিগকে স্বল্প করিয়া, একমুখী করিয়া, এক করিয়া কার্য্য করিলেই একতার কার্য্য হয়, ও সেই একতার কার্য্যই বা কি প্রকার মিষ্ট, মহৎ উপকারী ও ক্ষমতাশালী! ইহা জানিয়াও আমরা বুঝি না, বা বুঝিয়াও কার্য্য করি না! সহজটি বুঝি না, বুঝিতে চেষ্টাও করি না ; কঠিনটিই বুঝি ও বুঝিতে চেষ্টা করি! হস্তস্থিত দ্রব্য ফেলিয়া দিই, সুদূরস্থিত দ্রব্য লইতেই হস্ত প্রসরণ করি! মাণিক ফেলিয়া কাচ গ্রহণ করি! সস্তা ছাড়িয়া আক্রায় যাই! উপকারক দ্রব্য ফেলিয়া অপকারক দ্রব্যই লই! আমাদের এমনিই বুদ্ধি বিভ্রাট! এমনিই কার্য্য বিভ্রাট! এমনি বচন বিভ্রাট!

নি। তাহা ত সত্যই? তাহা ত বেশ বুঝিলাম!

বি। থাক, আজ আর কায নাই, কি বল?——হাঁ আর একটা কথা মনে পড়ে গেল;—দেখিয়াছ যে, বাজীকরেরা ন্যাকড়া নির্ম্মিত কিম্ভুত-কিমাকার একটি মূর্ত্তিকে, যাহাকে তাহারা "আত্মারাম সরকার" বলে, কেমন কথায় কথায় প্রহার করে!

নি। তাহা ত দেখিয়াছি, ঠাস ঠাস করে চড় মারে ও গালিও দেয়!

বি। আমি যে ভেল্কী দেখাইলাম ইহাতে কিছু নূতন জিনিস না থাকিলেও, ভেল্কী বলিয়া যাহা দেখাইলাম, ইহাতেও সেই "আত্মারাম সরকার" আছেন! তবে কৌতুকের বিষয় এই যে, আমিই ভেল্কী দেখাইলাম, আর আমিই সেই আত্মারাম সরকার! সুতরাং;—

"লাগ ভেল্‌কী লাগ, সভা জুড়ে লাগ,
আত্মারাম সরকারের মাথায় দশ——"

বলিলে, ইহার মর্ম্মটিও বুঝিতে পারিলে! তাই বলি—কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং!—কিন্তু থাক, আজ আর নয়।

নি। বুঝেছি!

সমাপ্ত।